মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৩শ ভাগ] শ্রাবণ, ১৩১৭, আগষ্ট, ১৯১০। [১ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে বিশ্বজননি, হে মঙ্গলময়ি দেবি, তুমি আপনার অপার প্রেমে মত্ত হইয়া নরনারীর মঙ্গল সাধনের জন্য সর্ব্বদা আমাদিগের সঙ্গে রহিয়াছ। আমরা যতই কেন মনে করি না যে, আমাদের অবিশ্বাস ও পাপাসক্তি দেখিয়া তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ, তুমি কিন্তু এক মুহূর্ত্তও আমাদিগকে ত্যাগ কর না অথবা আমাদিগের মঙ্গলসাধন করিতে বিরত হও না। আমরা পৃথিবীবাসী নরনারী তোমাকে যত অগ্রাহ্য করি ও অবিশ্বাস করি তুমি ততই আমাদিগকে আপনার করিয়া লইতে চাও ও আমাদিগকে বিশ্বাস কর। এত দিন তোমার বিরুদ্ধে চলিয়াও আমরা তোমাকে দূর করিতে পারি নাই অথবা তোমার মঙ্গলস্বরূপের বাহিরে যাইতে পারি নাই। এখনও কি আমরা তোমাকে স্বীকার করিব না ও তোমার একান্ত বাধ্য হইব না? তুমি তোমার কন্যাগণকে কোমলতা, প্রেম, সৌন্দর্য্য ও সেবার ভাব দিয়া সাজাইয়াছ, এখন তুমি তাঁহাদিগকে স্বর্গীয় শোভায় সুসজ্জিত করিতে চাও। তোমার ইচ্ছা যে তুমি তোমার প্রত্যেক কন্যাকে আরও সুন্দর কর, তোমার বড় সাধ যে তুমি তোমার কন্যার গৃহসংসারের ভার আপনি লইয়া তোমার প্রেম ও পুণ্যের সৌন্দর্য্য দ্বারা তাঁহাদের ঘরসংসার ও প্রাণ মনকে শোভান্বিত কর। বর্ত্তমান যুগে এই জন্য তুমি কত উচ্চ উচ্চ সত্য প্রকাশ করিতেছ, নরনারীর শরীর মনের সৌন্দর্য্য সাধনের জন্য কত ফুল ফুটাইতেছ, তাহাদের শরীর, মন, গৃহ ও পরিবারকে সুখী ও শুদ্ধ করিবার নিমিত্ত কত আলোক প্রকাশিত করিতেছ। কিন্তু দেবতা, দেখ, তোমাকে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান প্রেমপুণ্যময়ী জননীরূপে না গ্রহণ করিয়া তোমার কন্যাগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ধনসম্পদ্ প্রভৃতি বহুপ্রকারের

দান পাইয়াও সংসারে নিশ্চিন্ত, শান্ত ও সুখী হইতে পারিতেছেন না। গৃহস্থের গৃহের সকল ধন জন তোমারই দান সত্য, কিন্তু সে সকলের সঙ্গে যদি তুমি আপনাকে না দেও তাহা হইলে কিছুতেই তোমার কন্যাগণ সুখী হইতে পারিবেন না। তাই হে দয়াময়ি জননি, তব পাদপদ্মে প্রার্থনা করি তোমার সকল কন্যার জীবনে ও পরিবারে আপনি প্রকাশিত হইয়া বিরাজ কর এবং কৃপা কর যেন সকলে তোমাকে পাইয়া স্বর্গসুখে সুখী হইতে পারেন।

মহিলার নববর্ষ।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে মহিলা আপন জীবনের ষোড়শ বৎসরে প্রবেশ করিল। যাঁহার কৃপায় প্রতিদিন মানুষ জীবন ধারণ করে এবং জীবনের কার্য্য বিষয়ে যাঁহার আলোক লাভ করিয়া তাঁহাকেই শুদ্ধতা ও সুখলাভের পথ জানিয়া সেবার কার্য্যে পরমানন্দে জীবন মন সমর্পণ করে, মহিলার জীবন তাঁহারই লীলা। ইহাতে মানবীয় অপূর্ণতা যাহা প্রকাশ হইয়াছে তাহার জন্য তত্ত্বিষয়ক লেখক দায়ী, কিন্তু ইহার দ্বারা যে প্রকৃত সেবার কার্য্য হইয়াছে, তাহা শ্রীভগবানের গৌরব। আমরা এই দীর্ঘকালের কার্য্যে সেই অনন্ত মহিমাময় পরমদেবতার গৌরবের এক কণা প্রত্যক্ষ দর্শন করি এবং তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দান করি ও এই কার্য্যে তিনি তাঁহার যে সকল পুত্রকন্যাগণকে লেখকরূপে, সাহায্যকারীরূপে ও মহিলার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরূপে ব্যবহার করিয়াছেন, সেই সকল ব্রহ্মপুত্র ও ব্রহ্মকন্যাগণকে কৃতজ্ঞতাভরে নমস্কার করি।

এই নববর্ষ মহিলার পক্ষে এক নব যুগের আরম্ভ বলিতে হইবে। যাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও তেজস্বীতার ভিতর দিয়া ভগবান্ এই কার্য্যপ্রণালী প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তিনি আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছেন। অথচ এই নববর্ষে তিনি মহিলার ভার লইবার অন্য কোন যোগ্য কন্যা বা পুত্রকে উপস্থিত করেন নাই, এজন্য যাঁহারা অস্থায়ীভাবে স্বর্গীয় ভাই গিরিশচন্দ্র সেন সম্পাদক মহাশয়ের এক প্রকার প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের উপরই এখন মহিলা সম্পাদনের ভার পড়িল। কিন্তু ইহা একটি সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র বলিতে হইবে। বঙ্গদেশের মহিলাগণের জ্ঞান, নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতিসাধনের কার্য্যে ব্রতী যে কোন মহিলা বা মহাশয় এই কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে মনোনীত হইবেন তাঁহার অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষায় বর্ত্তমান সময়ে কার্য্যসম্পাদন করা মাত্র বর্ত্তমানে ভারপ্রাপ্ত আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত। এই কার্য্য বিষয়ে আমরা ভগবানের আলোক ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি এবং যে সকল হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ এই পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া ইহার ব্যয়ের সাহায্য করেন এবং যাঁহারা ইহার গ্রাহিকা ও গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত আছেন তাঁহাদিগের সহানুভূতি ও সাহায্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ

অনুরোধ করি। মহিলার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এই মনে হয় যে, ইহাতে নারীজাতির শিক্ষা, উন্নতি, সুখ ও শান্তিপ্রদ বিষয় সকল ইহার পাঠিকাগণের নিকট যথাসময়ে উপস্থিত করা হইবে। এই মহৎ কার্য্যে এক জন বা দুই জন লেখক বা লেখিকা সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারেন না। যেসকল মহিলা স্বজাতির হিতকল্পে প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করি যে, তাঁহারা কৃপা করিয়া ইহাতে আপনাদিগের প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া মহিলার সাহায্য করিবেন। মহিলাতে চিরদিন মহিলাগণের রচনা আদরের সহিত প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছে, আমরা ইচ্ছা করিতেছি যে, এই অংশই ইহার বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হয়। সম্পাদকীয় মতের দ্বারাই সাধারণত সাময়িক পত্রিকা সকল পরিচিত হয়, মত লইয়া বাদানুবাদ করাই যেন পত্রিকাদির চিরদিনের ব্যবসায়। আমাদিগেরও যে মত নাই, তাহা বলিতে পারি না, অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিশেষ বিশেষ মত আমরাও পোষণ করি, কিন্তু তাহা লইয়া কিছু গোঁড়ামী করিতে আমরা কখনও ইচ্ছা করি না। সত্যই আমাদিগের ধ্রুব মত, যাহা সত্য বলিয়া জানিব তাহাই গ্রহণ করিব এবং মহিলাতেও তাহাই সম্মানের স্থান লাভ করিবে। যদি সত্য লাভের উদ্দেশ্যে কেহ ভিন্ন মতের কথা সরল ভাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সেই লেখক বা লেখিকার নামে তাহা প্রকাশ হইতে পারে। আমাদিগের সকল পাঠিকা ও পাঠক, লেখিকা ও লেখক এবং সহানুভূতিকারী বন্ধুগণ ইত্যাদি সকলের নিকট নিবেদন এই যে, মহিলার নববর্ষের অর্থাৎ ইহার জীবনের নবপর্ব্বের কার্য্য আরম্ভ করিতে আমরা ইহা সরল ভাবে সকলকে জানাইতেছি যে, এই মাসিক পত্রিকারূপ প্রণালী স্থাপন করিয়া মঙ্গলময় ভগবান্ নারীজাতির মঙ্গলের জন্য যে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন তাহা প্রবাহিত রাখিবার জন্য আমাদিগের ভিতর দিয়া যে সকল প্রেরণা আসিবে তাহা আমরা সরল ও বিনীত ভাবে ইহাতে প্রকাশ করিতে যত্নবান্ থাকিব এবং আমরা একান্ত আশা ও বিশ্বাস করি যে, ভগবান্ ইহার অঙ্গপুষ্ট করিবার জন্য অথবা ইহার দোষ সংশোধনের জন্য ভগবান্ যাঁহার ভিতরে যে সম্পদ্ বা আলোক প্রেরণ করেন তাহা তিনি আমাদিগকে প্রদান করিয়া মহিলার কার্য্যের সহায়তা করিতে এবং আমাদিগকে অনুগৃহীত করিতে কখনই বিরত হইবেন না। এক কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া লাভ নাই কিন্তু তথাপি মধ্যে মধ্যে মনে করাইয়া না দিলে চলে না। সে কথাটি এই যে সম্পাদকীয় উচ্চ অধিকার পাইবার জন্য আমরা মহিলা সম্পাদনের ভার গ্রহণ করি নাই। কেবল মহিলাজাতির হিতার্থে যে মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার কার্য্য যাহাতে উপযুক্ত রূপে চলিতে থাকে সেই জন্য এই ভার গ্রহণ করা হইয়াছে। আমাদিগের বিশ্বাস এই যে ইহার

দায়িত্ব মস্তকে গ্রহণ করিলে আমাদিগের উপরও ব্রহ্মালোক অবতীর্ণ হইয়া নারী-জাতির হিতকল্পে প্রকাশিত হইবে এবং অন্য যাঁহার যাঁহার ভিতরে সেইরূপ শিক্ষা ও আলোক অবতীর্ণ হইবে তাহা দ্বারা আমরা ও ইহার পাঠিকা এবং পাঠকগণ লাভবান্ হইব। মঙ্গলময় ভগবানের চরণে প্রণাম করিয়া এবং সাহায্যকারী সকল বন্ধুবান্ধবের চরণে নমস্কার করিয়া এই দায়িত্বপূর্ণ পবিত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হই-তেছি। দয়াময় দেবতা আমাদিগের সহায় হউন।

ভারতীয় নারীজাতি এবং জন্মান্তরবাদ রহস্য।

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ সুকোমল। অল্পো ত্তাপে নবনীত যেমন গলে, তেমনি সামান্য কারণে নারী-হৃদয়ও বিগলিত হয়। দুঃখ, শোক, আঘাত, বিচ্ছেদ, কর্কশ কথা, কুটীল-দৃষ্টি, অসদ্ভাবের অল্পমাত্র প্রভাবেও রমণী-চিত্ত বিষম চকিত হইয়া উঠে। যে অপোগণ্ড শিশু আশু চলিতে শিখে, সে যেমন খুবই চলিতে চায়, অথচ চলিতে চলিতে পড়ে, পড়িতে পড়িতে চলে, চঞ্চলা কুলবালার এসংসারে সেই প্রকার গতি। রমণী খুবই সহিতে বহিতে প্রস্তুত, অথচ সহিতে বহিতে যেন সে অতিশয় অসমর্থা। এমন কি মোটেই যেন সে সহিতে পারে না; সামান্য কিছু বহিতেও যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে। পদে পদে যেমন আঘাত পাইতেছে অমনি কপালের প্রতি দোষারোপ করিতেছে; অদৃষ্টচক্র যেন তাহাকে পেষিয়া ফেলিতেছে। দৈনন্দিন জীবনে যন্ত্রণা তাড়না যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহা তাহার কোন কর্ম্মফলে ঘটে, সে তাহার কারণনিরূপণের পথ পাইতেছে না। সকলই কর্ম্মফল। এ জন্মের কর্ম্ম-ফল কি? না; এক জন্মের কর্ম্মে এমন বিষম ফল, এক জন্মের কর্ম্মে এতাধিক দণ্ড যে হইতে পারে, ইহা তাহার কোমল হৃদয়ে কল্পনায়ও আসিতে পারে না! সুতরাং তাহার মনের ধারণা পূর্ব্ব-জন্মে না জানি কত পাপ আচরিত হই-য়াছে, তাহার ফলে এজন্মে এরূপ নিদারুণ যাতনাভোগ করিতে হইতেছে। ভারতের রমণী-সমাজে জন্মান্তরবাদ এই প্রকারে ভয়ানক প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষবাসী পুরুষগণও রমণীসদৃশ জন্মান্তরে আস্থাবান। প্রভেদ এইমাত্র যে রমণীগণ কথায় কথায় মুখ ফুটিয়া ওকথা বলেন, পুরুষেরা তাহা বলে না; অথচ জন্মান্তরে আস্থা সকলেই অন্তরে পোষণ করে।

চারি সহস্র বৎসরেরও অধিককাল হইতে ভারতবর্ষে ধর্ম্মসম্বন্ধে নানা বিবর্ত্তন হইয়াছে। সত্যস্বরূপ ঈশ্বর এবং মানবের সম্বন্ধ ভারতাকাশে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভায় প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্ম্ম এবং সামাজিক রীতিনীতি, দয়া সৌজন্য এদেশীয় জনসমাজে যথেষ্টরূপ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎসহ কোন কোন অজ্ঞানতা কুসংস্কার অনীতি অরীতি আবার চিরদিন যেন অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া

আসিতেছে। এতটা আলোকের সহিত এতটা অন্ধকার পাশাপাশিভাবে কিরূপে চলিয়া আসিল তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

ভগবদ্গীতার সমুন্নত ধর্ম্মসমন্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে ও জন্মান্তরবাদের কুসংস্কারটি গ্রথিত করা হইয়াছে। বুদ্ধদেবের অমন জ্ঞান-গৌরবপূর্ণ নির্ব্বাণ ধর্ম্ম এবং উদারনীতি প্রবাহেও জন্মান্তরে আস্থাজনিত ঘোর আবিলতা মিশিয়া গিয়াছে। শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান তপস্যা, প্রেম ভক্তি কোন কিছুই জন্মান্তরবাদের ছায়ার বাহিরে যেন কস্মিনকালেও এ ভারতে আসিতে পারে নাই। এদেশে কিবা পুরুষের প্রখর মন কিবা রমণীর কোমল-হৃদয়, দুইই জন্মান্তরে প্রত্যয়জনিত অক্ষয় কলঙ্কে চিরকাল কলঙ্কিত হইয়া আছে। ত্রিকোণ ভারত-ভূমির প্রত্যেক কোণে এসংস্কারের ঘোরতর প্রভাব। দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমোপকূলে, সিন্ধু, পঞ্জাব, বাঙ্গলা, বিহার, উৎকল, আসাম সর্ব্বত্র জন্মান্তরবাদ পরিব্যাপ্ত। অধুনা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান চতুর্দ্দিকে আলোক বিস্তার করিতেছে। সত্যধর্ম্মের জ্যোতি তেমনি সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। তথাপি ভারতে যেমন নারীর মুখে, তেমন পুরুষের মনে জন্মান্তরের কথা লাগাই আছে।

এ পৃথিবীতে একবারের অধিক মনুষ্যের জন্ম হয় না। মাতৃগর্ভে নরসন্তান একবারমাত্র সঞ্চারিত হয়। কয়েকমাস গর্ভাবাসে থাকিয়া প্রাকৃত নিয়মে ধরাতলে জন্মগ্রহণ করে। জন্মগ্রহণের পর যতকাল পৃথিবীতে থাকে তাহার পরে সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলভোগার্থ যে তাহাকে আবার মাতৃগর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না, এ সত্য এদেশে প্রায় অধিকাংশ নারী ও নরের নিকটে অসত্যরূপে পরিগণিত। দুঃখ শোক বিপদাদি ঘটিলে উহা যে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল একথাটি প্রায় সকল লোকেই সরল মনে বলিয়া উঠিতেছে।

অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ, এম, এ, বি, এস, সি; ডি, এস, সি উপাধিপ্রাপ্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণকেও জন্মান্তর সম্বন্ধীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেখা যায়। যে সকল মহিলা বর্ত্তমান শিক্ষালোক এবং ধর্ম্মালোক লাভ করিতেছেন, তাঁহারা অনেকে মনে মনে ঐ কুসংস্কার পোষণ করেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ। জ্ঞানের উদ্দেশ্য সত্য জানা। সত্যজানার উদ্দেশ্য সত্যেতে জীবনধারণ করা। যদি সত্যই জানা না হইল, এবং সত্য জানিয়া তাহাতে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা প্রকাশ না পাইল তবে মনুষ্যের পক্ষে শিক্ষার সার্থকতা কি? অশিক্ষিত এবং সুশিক্ষিতের তারতম্য কি? যাহারা অশিক্ষিত তাহারাই গতানুগতিক। তাহাদের স্বাধীনভাবে গুরুতর বিষয় সকলে চিন্তাশক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা জন্মে না। তাহারা সত্যাসত্য বিচারে অক্ষম। দশে যাহা বলে, দশে যাহা ভাবে, দশে যাহা করে, দশে যেভাবে চলে তাহাই বিচার-

বিহীন অশিক্ষিত লোকের শাস্ত্র। বর্ত্তমানকালে ভারত মহিলাগণও দশজনের ছন্দানুবর্ত্তিনী। গুরুতর বিষয়ে তাঁহারা বিচার বিমুখ। কন্যাগণ, এদেশে যথারীতি জ্ঞানালোচনায় বহুশতাব্দী হইতে বিরত থাকা প্রযুক্ত মূর্খ গুরু, পুরোহিত, আত্মীয় অভিভাবকদিগের আদেশ উপদেশ ও শাস্ত্রীয় বচনাবলী দ্বারা সকল বিষয়ে শাসিত। কুলবালাগণের জীবনের উপরে ঐ সকলের অপরিমিত আধিপত্য অটুট রহিয়াছে। ভারতবর্ষে বিংশশতাব্দীর মহিলাবৃন্দও যদি জ্ঞান শিক্ষাদ্বারা চিন্তাশক্তি ব্যবহার করিতে রত না হন, স্ব স্ব জীবনের জন্য সত্য আবিষ্কারে বা নির্দ্ধারণে সংকল্পারূঢ় না হন, তবে অস্মদ্দেশীয় গৃহিণী বা জননীকুল, সত্যপথ, সত্যমত, স্বধর্ম্ম এবং যথার্থ সৎকর্ম্মাবলম্বনে নিশ্চয়ই অসমর্থ থাকিবেন ; অথবা যথাপূর্ব্ব তথাপর কেবল পুরুষের মতে মত দিতে বাধ্য হইবেন। বর্ত্তমান সমুজ্জ্বল জ্ঞানালোক মহিলাদিগের বা অন্তঃপুরের অন্ধকার দূর করিতে পারিবে না।

চিরদিন চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া কোন নর বা নারী কোন মতকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য নহে। অসত্য চিরদিন মিথ্যা। তাহা যখন বোধগম্য হইবে তখনই পরিত্যাগ করিবে। সত্য যদি চিরকাল অগ্রাহ্যও হইয়া থাকে তথাপি বিচারপূর্ব্বক তাহা মানুষকে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে স্বকীয় ও স্বদেশের কল্যাণ নিহিত আছে। অতএব জন্মান্তরবাদ মতে সত্যাসত্য কি তদ্বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ভারত মহিলাবর্গের অন্তরে এ তত্ত্ব যতশীঘ্র প্রকাশ পায় ততই মঙ্গল। জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্তও অনুসন্ধান করা উচিত। ভারতের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইতিহাস অন্বেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কূটচক্রে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রভাব তিরোহিত হইলেও বুদ্ধের এবং বৌদ্ধধর্ম্মের মত, ভাব, রীতি, নীতি জনসমাজে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। এবিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞানলাভার্থ বুদ্ধদেবের জীবন এবং উপদেশসমূহ শিক্ষিত নর-নারীবর্গের যত্নসহকারে অধ্যয়ন করা আবশ্যক। কেননা বুদ্ধদেবের অনেক আখ্যায়িকা এবং উপদেশ শুনিয়া তাঁহাকেও জন্মান্তরবাদ মতে একজন আস্থাবান পুরুষ বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু তাঁহার সমস্ত জীবন মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া তৎপ্রদত্ত শিক্ষা ও উপদেশগুলি বিশেষভাবে চিন্তা করিলে উল্লিখিত ভ্রম অপনীত হয়।

আখ্যায়িকারূপ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বুদ্ধদেব অনেক সময় ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। অনেক আখ্যায়িকাতে পূর্ব্বজন্মে আত্মা-প্রকাশক গল্প বর্ণিত হইয়াছে। পশুবধের দোষ প্রদর্শনার্থ যথার্থ উৎসর্গীকৃত এক ছাগলের মুখে বুদ্ধদেব বলাইয়াছেন, "আমি পূর্ব্বজন্মে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলাম। মৃতব্যক্তির কল্যাণের জন্য এক ছাগ বধ করিয়াছিলাম। সেই অপরাধে ৪৯৯ বার জন্মধারণ করিয়াছি। এবং প্রতিবারে আমার মস্তক ছেদন করা হইয়াছে। এইবার

আমা

মস্তক ছেদন হইলেই আমি উদ্ধার পাইব” বুদ্ধদেব তাঁহার আত্মাসম্বন্ধে ও পূর্ব্বজন্ম তত্ত্ব ঐ প্রকারে উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে পরম জ্ঞানসম্পন্ন গৌতম বুদ্ধের এবম্প্রকার উক্তি দ্বারা পুর্ব্বজন্ম সম্বন্ধীয় কুসংস্কার ভারতবর্ষে অধিক দৃঢ়তর হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রেও জন্মান্তরবাদ মতের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যাহারা ব্রহ্মলাভ না করে, মুক্ত না হয়, তাহারা পাপের দণ্ডভোগার্থ এসংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। উপনিষদ্ ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ণ-গ্রন্থ জন্মান্তরবাদ তাহারও অন্তর্ভূত করা হইয়াছে।

ঈশ্বরের সঙ্গে চতুর্ব্বিধ যোগতত্ত্ব যে গ্রন্থের সর্ব্বস্ব সে গ্রন্থের মধ্যে জন্মান্তরবাদ বিবৃত হইয়াছে যথা ;—

১। “বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥”

২।শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎ ক্রামতীশ্বরঃ
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥
ভগবদ্গীতা।

অর্থ—১। জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করিয়া যেমন নববস্ত্র পরিধান করে তেমন জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া জীব নবীন দেহ ধারণ করে।

২। ঈশ্বর (এখানে দেহী) যে শরীর প্রাপ্ত হন, যে শরীর পরিত্যাগ করেন, প্রাপ্ত শরীরে পূর্ব্ব শরীর হইতে এই সকল ইন্দ্রিয়াদি লইয়া যান। যেমন বায়ু আশয় অর্থাৎ কুসুমাদি হইতে গন্ধাংশ উঠাইয়া লয়।

জন্মলাভের পর মনুষ্য পৃথিবীতে যে প্রকার কর্ম্ম করে, তাহার অনুরূপ ফল লাভ করে। এই ফল পরজন্মে ভোগ করে। ইহাই জন্মান্তরবাদের মতের তাৎপর্য্যার্থ।

গৌতম সিদ্ধার্থ পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ দেখিয়া তাহা হইতে মুক্তিলাভের উপায় চিন্তাতে রত হইয়াছিলেন। এজন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। নির্ব্বাণ কি? সর্ব্বপ্রকার বাসনা বিনাশই নির্ব্বাণ। ইহাই নিবৃত্তি। বুদ্ধদেবের মতানুসারে ধ্যান প্রবৃত্তি। ধ্যান সহায়ে জ্ঞানলাভ হয়; চিত্ত চরিত্রের শুদ্ধিলাভ ঘটে। ধ্যানযোগে সর্ব্বজীবের প্রতি মৈত্রীও অন্তরে সমাগত হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞান পুণ্য ও মৈত্রী বিষয়ে প্রবৃত্তি ধ্যানের উদ্দেশ্য।

রামায়ণ মহাভারতেও জন্মান্তরবাদ মত দেখা যায়। রামায়ণ মহাভারত বুদ্ধের পূর্ব্বে। সুতরাং এ মত হিন্দুজাতির মধ্যে বহু সহস্র বৎসর হইতে প্রবর্ত্তিত। হিন্দুর সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম, নীতি, সভ্যতা ও সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে জন্মান্তরবাদ অনুস্যুত। বুদ্ধদেবের কথার যথার্থ-অর্থ পরিগ্রহ না করাতে জন্মান্তরবাদের কুসংস্কার ভারতবর্ষে আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। ধর্ম্ম ও নীতি এতপ্রকার বিবর্ত্তনেও জন্মান্তরবাদের কুসংস্কার অটল থাকার হেতু কি? বিজ্ঞানের জ্ঞান ভিন্ন কুসংস্কার কিছুতেই দূর

হইতে পারে না। ধর্ম্মে বরং কুসংস্কার প্রশ্রয় পায়। ভারতীয় সভ্যতার সমুন্নত যুগেও বৈজ্ঞানিক উন্নতি অত্যল্পমাত্র হইয়াছিল। কিন্তু সে বিজ্ঞানের প্রভাব ধর্ম্মবিধানে বিন্দুমাত্র পড়িতে পায় নাই। অতএব বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রাচীন ভারতে ধর্ম্মবিষয়ক চিন্তা শাসিত হয় নাই। বিজ্ঞান নিরপেক্ষ হওয়া প্রযুক্ত সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবিবর্দ্ধনের উপরে অতি পুরাতন একটি অসত্যমূলক সংস্কারের প্রভাব চির দিন অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। এই কারণে পরিষ্কার ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ ভক্তি কর্ম্ম এবং নির্ব্বাণ ধর্ম্মের অত্যুন্নত অবস্থাও জন্মান্তরবাদ মতের প্রভাব পরিহার করিতে পারে নাই।

ভারতবর্ষে নবীন যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সাহিত্য ভারতে আলোক বিস্তার করিতেছে। নবীন ধর্ম্মবিধান ভারতাকাশে অভ্যুদিত হইয়াছে। এ বিধানে বিজ্ঞানপ্রভাবে পুরাতন কুসংস্কার আর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। সুতরাং পুনর্জ্জন্মবিষয়ক মিথ্যা সংস্কার ধর্ম্মের সূত্র ধরিয়া আর ভারতনরনারীর চিত্তক্ষেত্রে স্থান পাইতে পারে না। অধুনা এদেশের অধিবাসী নরনারীগণ জলন্ত বিজ্ঞানবর্ত্তিকা করে গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম ও নীতির পবিত্র পথে পাদচারণা করুন। ধর্ম্মপথে বিজ্ঞানের সদৃশ সহায় কিছুই নহে। বিজ্ঞান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল দিক সুসংস্কৃত করে।

বুদ্ধদেবের মত মহাপুরুষ অদ্বিতীয়। কঠোর তপস্যায় ও দৈবকৃপায় তিনি সমস্ত বাসনা হইতে মুক্ত হইলেন। শুদ্ধজ্ঞান শুদ্ধ চরিত্র, শুদ্ধচিত্ত, শুদ্ধ করুণা প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য অসংখ্য নরনারীর বিকৃত বাসনা দূর করিলেন। কিন্তু ভাবিতে দুঃখ হয় যে, বিজ্ঞানসূর্য্যকিরণের কণামাত্র না পাওয়াতে সেই বুদ্ধদেবের দ্বারাও নানারূপ কুসংস্কারের অন্ধকার—বিশেষতঃ জন্মান্তরবাদ মতের প্রভাব বিস্তীর্ণ বৌদ্ধমণ্ডলীতে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাহা না হইলে নির্ব্বাণ ধর্ম্মে আবার জন্মান্তরবাদ মত প্রবেশের পথ কোথায়? বিলয়েই যাহার বিশেষত্ব, সে ব্যক্তি জন্মান্তরবাদ রূপ অনর্থ কেন আনয়ন করে? বাসনার বিলয় যাহাদের না হয়, বরং তাহারা বাসনানলে চিরকাল দগ্ধ হউক। যে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি নাই, সূত্র নাই, হেতু নাই, নাই বলিতে কিছুই নাই, তথাপি দুর্ভোগের কারণ কল্পিত পূর্ব্বজন্মের প্রতি আরোপ করা কি নিতান্ত অর্ব্বাচীনতা নহে?

কার্য্যের কারণ সূত্রের বিষয়ে যাহাদের বৈজ্ঞানিক ভাবে গবেষণা ও দৃষ্টি না আছে, হৃদগত ভাব-দৌর্ব্বল্য যাহাদের প্রবল তাহারাই বুঝুক আর না বুঝুক স্বীয় জীবনের সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদের কারণ পূর্ব্বজন্মের প্রতি আরোপ করিয়া স্থির হইতে পারে। আখ্যায়িকা উপলক্ষেই হউক আর স্বীয় জীবনতত্ত্বোপলক্ষেই হউক বুদ্ধদেবের মুখে বারংবার পূর্ব্বজন্ম কথাটা প্রচলিত কুসংস্কারাপন্ন ভাবে নিতান্তই অশোভন শ্রুত হয়।

(ক্রমশঃ)

হ্যালিবার্টনপত্নীর জীবনের পরীক্ষা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নূতন বন্দোবস্ত।

শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষায় নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইল যে ধর্ম্মযাজক ফ্রান্সিস্ টেট হৃদ্‌রোগে গতাসু হইয়াছেন। তাঁহার যৌবনাবস্থায় লোকে সন্দেহ করিত যে তাঁহার হৃদ্‌রোগ আছে, কিন্তু জীবনের শেষ দশায় ইহার কোন সন্দেহজনক বহির্লক্ষণ প্রকাশিত হয় নাই।

তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার আয়ও চলিয়া গেল। সুতরাং যদিও তাঁহার পরিবারবর্গ একেবারে পথের ভিখারী হইলেন না বটে কিন্তু আর্থিক হিসাবে আর তাঁহাদের সংসারের সচ্ছল অবস্থা থাকিল না। টেট-গৃহিণী বাৎসরিক ৫০পাউণ্ড হিসাবে তাঁহার পিত্রালয় হইতে সাহায্য পাইতেন সত্য, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রকন্যা-দের সে অর্থে আর কোন অধিকার থাকিবে না। এখন তিনি এই সকল পুত্রকন্যা লইয়া কি করিবেন? হায়! এই দুঃখময় সংসারে টেটগৃহিণী অপেক্ষা শতগুণে হতভাগিনী কাঙ্গালিনী বিধবা রমণীকে প্রতিদিন এই সমস্যাপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয়! তবু তাঁহার সন্তান-দের মধ্যে এক্ষণে দুইটীর ভার হইতে তিনি মুক্ত হইয়াছিলেন। জেনের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল এবং ফ্রান্সিস্ একটী স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া স্বীয় জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছিল। মার্গারেটকে শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বাৎসরিক ১০ পাউণ্ড করিয়া দিতে হইবে—তা ছাড়া রবার্টের ভার সম্পূর্ণরূপেই এক্ষণে তাঁহার স্কন্ধে।

জুলাই মাসে মিঃ টেটের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। অক্টোবরের মধ্যেই তাঁহাদিগকে বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইবে। হ্যালিবার্টন বলিলেন,—"মা, আপনি আপনার আশ্রয় স্থানের জন্য ভাবিবেন না। আশা করি আপনি জেন ও আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতেই থাকিবেন—ইহাতে অন্যমত করিবেন না।"

গৃহিণী উত্তর করিলেন,—"হাঁ বাছা, এই ব্যবস্থাই এখন সব চেয়ে ভাল মনে হচ্ছে। আমাদের বাড়ীতে গৃহের যে সাজ সজ্জা আছে তাতেই উপস্থিত তোমাদের চলবে। সেগুলি আমি সমস্তই তোমাদের দেব। আমার বাৎসরিক ৫০ পাউণ্ড আয় ধ'রেও আমি তোমাদের গলগ্রহ হব, কিন্তু আশা করি তোমরা আমার ভার বহন করিতে অসম্মত হবে না। আমি তো আর অন্য কোন ব্যবস্থা ভেবে উঠতে পারছি না।"

"আপনার গৃহ-আসবাবে আমার কোনই অধিকার নাই। আর জেনেরই বা একলার তাহাতে অধিকার কি? যদি আপনি ইচ্ছা করেন আমি সেগুলিকে আমার বাড়ীতে লইব, কিন্তু তাহা হইলে হয় আপনাকে সেগুলির উচিত মূল্য লইতে হইবে, নচেৎ উহা আপনারই সম্পত্তি থাকিবে, আপনি যখনই ইচ্ছা করিবেন উহা অন্যত্র লইয়া যাইবেন।"

অল্পদিনের মধ্যেই একটী বাড়ী ভাড়া

লওয়া হইল। গৃহসজ্জাগুলির মূল্য ধার্য্য করা হইল এবং হ্যালিবাটন ঐ গুলিকে ক্রয় করিয়া লইলেন। অবশ্য মূল্যের চতুর্থাংশ গৃহিণী জেনের নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন না—কারণ তিনি জিদ করিয়া বলিলেন যে, জেনের ঐ অংশে ন্যায়তঃ অধিকার আছে। তৎপরে তাঁহারা তাঁহাদের বহুবৎসরের প্রিয় পুরাতন বাড়ীপরিত্যাগ করিয়া নূতন বাড়ীতে গিয়া উঠিলেন—মিঃ হ্যালিবার্টন, জেন, গৃহিণী, রবার্ট ও দুইটী পরিচারিকা।

গৃহিণী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—জেন, এখন কি তোমার দুটী পরিচারিকা রাখা সঙ্গত হবে, মা?

জেন অত্যন্ত অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হইয়া বলিল—"মা, এখন আমাদের একটী হ'লেই চলে বটে, কিন্তু শীঘ্রই আবার আমাদের দুটীর দরকার হ'তে পারে। আর সুসান ও মেরী দুটীই এমন গুণের পরিচারিকা যে আমি তাদের একটীকেও ছাড়তে পারি না। আর তাদের দুজন না হ'লে তোমারও বিশেষ কষ্ট হবে।"

"মা, আমি খুব জানি যে তোমাদের সকল বিধি ব্যবস্থার মধ্যে তোমরা দুটীতে সর্ব্বাগ্রে আমার সুখ সুবিধার কথাই ভাব। তুমি কি জান, কাল রাত্রে বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে আমি কি মনে মনে ভাবছিলাম?"

"কি ভাবছিলে, মা?"

"আমি ভাবছিলাম যখন হ্যালিবার্টন সর্বপ্রথম তোমাকে বিবাহ করবার কথা আমাদের জানালেন, তখন আমি আর তোমার স্বর্গগত পিতা দুজনেই ইতস্ততঃ করছিলাম। আমরা ভাবছিলাম তোমার এর চেয়ে অনেক ভাল বরে'ও ভাল ঘরে বিবাহ হ'তে পারে। কিন্তু মা, কাল রাত্রে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যে, হ্যালিবাটন না হ'লে এই দুঃসময়ে কি যে করতাম তা ভেবেও উঠতে পারি না!"

"দেখ মা, যে সব জিনিষ প্রথমে মন্দ ব'লে মনে হয়, সেই সবই আবার উত্তরকালে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ব'লে বোঝা যায়। মা, মঙ্গলময় বিধাতা সবই আমাদের মঙ্গলের জন্য করেন।"

নূতন বাড়ীতে আসিবার পর কএক সপ্তাহ অতীত হইলে একদিন রবার্ট সম্বন্ধে সকলের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচনা হইতে লাগল। রবার্ট ভবিষ্যৎ জীবনে কি করিবে—ইহার মীমাংসা লইয়াই আলোচনা। রবার্টের কখনই লেখাপড়ার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। মিঃ টেটের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার দুইটী পুত্রই ধর্ম্মপ্রচারক হইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিবে। রবার্ট কখনও প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার এ ইচ্ছার প্রতিবাদ করে নাই। ধর্ম্মপ্রচারকের কার্য্যের প্রতি তাহার একটা আকর্ষণও ছিল—কিন্তু উহার জন্য যে অধ্যয়ন ও মনঃসংযোগ আবশ্যক রবার্ট তাহা আদৌ পছন্দ করিত না। যতদিন পিতা জীবিত ছিলেন ততদিন সে প্রকাশ্য ভাবে কোন কথাই বলে নাই। কিন্তু এক্ষণে সে আর নীরব থাকিতে পারিল না। সে সর্ব্বদাই তাহার মাতাকে এ বিষয়ে মনোযোগ দিবার জন্য জেদ করিয়া

ধরিত। সে তখনও ডক্টার পার্সির স্কুলে প্রত্যহ অধ্যয়ন করিতে যাইতেছিল।

একদিন রবার্ট তাহার মাতা ও জেনের নিকট একখানি চেয়ারে হঠাৎ বসিয়া পড়িল। তাহার পর সে পাদুটীকে উঁচু করিয়া টেবিলের উপর চড়াইয়া দিয়া (রবার্টের এইরূপই বসিবার ধরণ ছিল) অতি গম্ভীর ভাবে বলিল—"আমি এ ক'রে কখনই কিছু উপার্জ্জন ক'রতে পারব না।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ক'রে রবার্ট?"

"কেন, এই সব ছাই ভস্ম সেকেলে পুঁথি পত্র প'ড়ে। আমি মিঃ হ্যালিবার্টন বা ফ্রান্‌সিসের মত কখনই শিক্ষক হ'তে পারব না। তা হ'লে আমার অদৃষ্টে কি হবে বল তো? আর প্রচারক হ'য়ে জীবিকা উপার্জ্জন—তার আর এখন কোন আশাই নেই। পড়বার খরচের জন্য এত টাকা এখন আসবে কোথা হ'তে?"

"তা হ'লে তোমার অদৃষ্টে হবে কি? আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।"

রবার্ট কণ্ঠস্বর একটু নীচু করিয়া বলিল—"তা ছাড়া ভেবে দেখ—আমার নিজের জন্য নিজের তো কিছু করা চাই। আমি এখানে তো দিব্বি মিঃ হ্যালিবার্টনের ঘাড়ে চ'ড়ে অন্ন ধ্বংশ ক'রছি।"

জেন তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—"রবার্ট, তুমি তাঁর সঙ্গে থাকাতে তিনি অত্যন্ত সুখী আছেন।"

"দিদি, তুমি চুপ কর; এ বিষয়ে কোন কথা বলো না। স্বামীর খরচপত্রের সুবিধা অসুবিধার দিকে যার লক্ষ্য নেই সে কেমন স্ত্রী আমি বুঝে উঠতে পারি না! তুমিই না সে দিন গরীব ছেলেদের উপদেশ দিয়ে ব'লছিলে—সময় নষ্ট করা পাপ?"

"ব'লছিলাম তো। তাতে কি হ'য়েছে?"

"হবে আর কি? এমন বিশেষ কিছুই নয়। তবে কিনা অন্য লোকের পক্ষে যা সময় নষ্ট তা তোমার ভাইটীর পক্ষে সময় নষ্ট নয়, কেমন?"

"কই, তুমি তো সময় নষ্ট ক'রছ না, রবার্ট।"

"না, আমি আর সময় নষ্ট করছি কোথায়? লোকের কাছে তুমি যেরকম বুদ্ধিমতী ব'লে পরিচিত তোমার মধ্যে যদি তার একটুও কিছু থাকতো তা হ'লে তুমি খুব সহজেই এ মোটা কথাটা বুঝতে পারতে। শিক্ষকতা ক'রে কোন জন্মে আমি কিছু ক'রতে পারব না। আর তুমিই বল এখন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শুনা ক'রে পাদ্রি হবার কোন আশা আছে কি?"

"অবশ্য উপস্থিত তার আমি কোন আশা দেখছি না বটে।"

"তবে? এটা কি সময় নষ্ট নয়? আমি এমন এক জিনিসের জন্য পড়াশুনা ক'রছি যে জিনিস জীবনে আমার কখনও লাভ করা ঘটবে না।"

গৃহিণী বলিলেন—"কিন্তু রবার্ট তুমি এ ছাড়া আর কি ক'রতে পার?"

তোমাকে বাড়ীতে বসে' বসে' কি রাস্তায় দৌড়া দৌড়ি ক'রে তো আর সময় নষ্ট করতে দিতে পারি না!"

নিশ্চয়ই না। সেরকম করার চেয়ে সারা জীবন স্কুলে কাটানও ভাল। মা, আমি সংসারে প্রবেশ ক'রে সংসার দেখতে চাই।

গৃহিণী সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে বলিলেন —"তু-মি-সং-সা-র--দে--খ্--তে--চা--ও ?" জেনও ভাইয়ের মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিল।

রবার্ট অবিচলিত ভাবে বলিল—এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? এতো খুব স্বাভাবিক। ইয়র্ক শায়ারে যাবার জন্য আমার নিমন্ত্রণ এসেছে।"

গৃহিণী—"কি ক'রবার জন্য ?"

"কত কি করবার জন্য। তারা সব শীকারে বার হবে, আর—"

জেন হাসিয়া বলিল—"কিন্তু ভাই তুমি তো জীবনে কখনও গাধার পীঠেও চড় নি—ঘোড়া তো দূরের কথা! শীকার খেলতে গেলে নিশ্চয়ই হাত পা ভেঙ্গে বাড়ী ফিরবে!"

রবার্ট ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"দেখ দিদি. তুমি চুপ ক'রে থাক বলছি। মার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে—তোমার সঙ্গে তো আমার কথা--হয় নি! আমার বন্ধু ইয়র্কশায়ারে তাদের বাড়ীতে বড় দিনের ছুটী কাটাবার জন্যে যেতে অনুরোধ করেছে। মা, আমি সেখানে যেতে চাই। আর তুমি এ কথা আমাকে না বললে কিছুতেই ছাড়ব না যে, ছুটীর পরে আর আমাকে স্কুলে যেতে হবে না। স্কুলে যাওয়া ছাড়া—আর তুমি যে কর্ম্ম ক'রতে বলবে আমি তা আনন্দের সহিত করব। আমি কোন ব্যবসা বাণিজ্য করতে চাই —কিংবা কোন অফিসে ঢুকতে চাই— কিংবা কোন ডাক্তার খানায় শিক্ষা নবিশী করতে চাই। আমি সব করতে পারব —কিন্তু মা সত্যি বলছি এই সব ছাই ভস্ম পুথিপত্র নিয়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম হতে পারব না। ব'লতে কি এতে আমার অরুচি জন্মে গেছে।"

গৃহিণী বলিলেন—রবার্ট, তুমি যে অবাক্ কর'লে। আমার কোথাও কোন প্রতিপত্তিশালী আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব নেই। যে সব কাজের কথা বললে তার কোনটী তো তোমার চেষ্টা সম্ভব দেখছিনে।

"আমি খুব ব'লতে পারি মিঃ হ্যালিবার্টন একটু চেষ্টা করলেই হয়। তাঁর বহুলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে। দিদি তুমি তাঁকে একটু বললেই হয়— আমি বেশ জানি তোমার জন্যে তিনি সব ক'রতে পারেন।"

রবার্ট সম্বন্ধে ইহার পর অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। কিন্তু রবার্টের সঙ্গে এ আখ্যায়িকার অধিক সম্বন্ধ নাই। মধ্যে মধ্যে তাহার বিষয়ে দুই একটী কথা আমরা পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিব মাত্র। সকলেই বুঝিতে পারিল যে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর তাহাকে স্কুলে রাখা সঙ্গত নহে—ইহাতে তাহার ভাবী জীবনের পক্ষে সমূহ অনিষ্ট হইবারই বিশেষ সম্ভা-

বনা। তাহাকে তাহার বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে দেওয়া হইল এবং যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন দেখা গেল যে তাহার হস্ত পদ মস্তক প্রভৃতি বিছিন্ন না হইয়া পূর্ব্ববৎ যথা স্থানেই সন্নিবিষ্ট আছে। হ্যালিবার্টন তাহাকে একটী সওদাগরী অফিসে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। প্রথম প্রথম রবার্টের এ চাকুরী অত্যন্ত ভাল লাগিল সে প্রত্যেক রবিবারে বাড়ী আসিয়া সকলের সহিত প্রাণ খুলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিত।

একদিন হ্যালিবার্টন জেনকে বলিলেন—"দেখ জেন, রবার্ট একদিন ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইতে পারে। আমার মামা যেমন বলিতেন—সে এক দিন "সওদাগর পতি" হইতে পারে—যদি সে—"

"যদি সে—কি? কেন ব'লতে ইতস্তত: ক'রছ যে!

আমি বলছিলাম—যদি সে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কার্য্যে লাগিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু জেন, আমার ভয় হয় রবার্টের ধৈর্য্যগুণ মোটেই নাই।"

রবার্টের ধৈর্য্যগুণ থাকা না থাকা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎই সাক্ষ্য প্রদান করিবে। সকলই ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মার্গারেট।

দুই কি তিন বৎসর আরো অতীত হইয়া গেছে। গ্রীষ্মাবকাশ নিকটবর্ত্তী। মার্গারেট ছুটীতে আসিবে, জেন সানন্দচিত্তে তাহার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিল। গত বৎসর মার্গারেট যে স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল এবার অবকাশান্তে সে আর সেখানে ফিরিবে না। এবার সে একটী ভদ্র পরিবারে শিশুশিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। অধুনা একান্ত সুলভ হইলেও সে সময় সুশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রীর একান্ত অভাব ছিল—সুতরাং মার্গারেট অল্পবয়স্কা হইলেও বাৎসরিক ৭০।৮০ গিনি উপার্জ্জনের আশা করিতেছিল।

জুনের একটী সুন্দর পরিষ্কার দিনে হ্যালিবার্টন মার্গারেটকে ষ্টেশনে আনিতে গেলেন। ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় তিনি ষ্টেশনে পৌঁছিলে তাহার অল্পক্ষণ পরেই ট্রেণ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল।

মার্গারেট ভিতরে বসিয়াছিল। সে এখন বেশ লম্বা হইয়াছে—দেহ সুগঠিত, সুন্দর মুখখানি আরো যেন সুন্দর দেখাইতেছিল। সে মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও মানসিক তেজের চিহ্ন সুস্পষ্ট অঙ্কিত। মার্গারেটের গুণও ছিল দোষও ছিল—তাহার একটী প্রধান দোষ—সে বড় "একরোকা" মেয়ে। হ্যালিবার্টন সাহায্য করিবার পূর্ব্বেই সে নিজেই হাসিতে হাসিতে গাড়ীর দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িল।

হ্যালিবার্টন সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মার্গারেট, তোমার বাক্স সম্বন্ধে সংবাদ কি? এবার তারা সঙ্গে এসেছে তো?

মার্গারেট হাসিয়া উঠিল। "হাঁ,

আবার! বড়দিনের মত এবার আর তাদের রাস্তায় হারিয়ে আসিনি! পোড়া ছেলে কবার আর আগুনের কাছে যায় বল? তুমি ঐ কথা নিয়ে আমাকে "খোঁটা" দিতে কিছুতেই ছাড়বে না! কিন্তু ভেবে দেখ তাতে আমার দোষ কি ছিল—সে তো গার্ডেরই দোষ!"

অল্পক্ষণের মধ্যে হ্যালিবার্টন, মার্গারেট এবং মার্গারেটের বাক্স ঘোড়ার গাড়ি চড়িয়া বাড়ী অভিমুখে ছুটিল। মার্গারেট বলিল—"এখন আমাকে সকলের সংবাদ দাও। মা কেমন আছেন?"

"তিনি ভাল আছেন। আমরা সকলে ভাল আছি। জেন তো খুবই ভাল আছে।"

"আর আমার ক্ষুদে উইলিটী?"

"ওঃ তার যা দুষ্টুমি বেড়েছে! তার আবার কি হবে! তোমার দিদিকে আমি ব'লেছিলুম শীঘ্রই তার জন্যে বেত ক'রতে হবে।"

"আহা! দিদি তোমার কথা শুনলে আর কি! দিদির বুদ্ধি শুদ্ধি আছে। তার পর, নতুন খুকিটী কেমন হ'য়েছে? বেশ সুন্দর হ'য়েছে তো?"

"জেন তো মনে করে—ভারি সুন্দর। আমার আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে তোমার দিদিটী এখনও তার এমন সুন্দর মেয়েটীর ফটো তোলাচ্ছে না কেন!"

"তার নামকরণ হ'য়েছে?"

"হয়েছে। জাতকর্ম্ম উৎসব তোমার আসার অপেক্ষায় বাকী আছে।"

"কি নাম হয়েছে?"

"জেন"

"ছিঃ—ছিঃ! দিদির কথার কিছু ঠিক থাকে না! দিদি আমার কাছে অঙ্গীকার ক'রেছিল তার নাম হবে—মার্গারেট। সে তার নিজের নামটীর লোভ ছাড়তে পারল না!"

"আমিই ও নামটী পছন্দ ক'রেছি।"

"নিজের বউয়ের নামটী তোমাকে মিষ্টি লাগতে পারে—সবাইকার নাও লাগতে পারে।"

"তা এতে এত দুঃখু কেন? এর পরের বার তোমার নামই রাখা যাবে।"

মার্গারেট হাসিল। তার পর সে বলিল—"তোমার নিজের হাল চাল কেমন?"

"বেশ কেটে যাচ্ছে এক রকম মন্দ নয়। দিনের সমস্ত সময়টাই একটা না একটা কাজে ব্যস্ত থাকি।"

"তোমার চেহারা দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না তুমি বেশ ভাল আছ। তোমাকে রোগা আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

"আমি আর মোটা কোন্ কালে? আর আমার যে কাজ তাতে মানুষ শ্রান্ত হয়ই। কিন্তু মোটের উপর আমি তো বেশ ভালই আছি।"

"ফ্রান্‌সিস্ কি ছুটীতে বাড়ী আসবে?"

"না। সে এবার নরফোকে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে ছুটী কাটাবে। এ ছুটীতে সে তাঁর ছেলেদের পড়াবে। ফ্রান্‌সিস্ খুব পরিশ্রমী—খুব অধ্যবসায়ী।"

"ঠিক রবার্টের উল্টো ব'লে আমার মনে হয়।"

"হাঁ, ও ভাবে কতকটা তাই বটে।"

মার্গারেট এইবার গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—রবার্টকে নিয়ে বেশ গোলমাল হ'য়েছে, না? তাকে কাজ হ'তে ছাড়িয়ে দিয়েছিল, না?"

"তাকে ছাড়াবে ব'লে নোটিশ দিয়েছিল। আমি আবার কার্য্যাধ্যক্ষদের সঙ্গে দেখা ক'রে, তাঁদের অনুনয় বিনয় ক'রে—পুনরায় তাকে রাখতে রাজী ক'রেছি। রবার্ট এই ব্যাপারে খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছে—তার কোন কথা গায়ে সয় না। রবার্টের অভিপ্রায় ভাল—কিন্তু তার মন চঞ্চল। আর তার কাজ ভাল লাগে না—সে এখন সময় নষ্ট ক'রছে। সওদাগরী কারবারে এরকম চঞ্চলচিত্ত লোককে রাখতে কেউ পছন্দ করে না।"

গাড়ী হ্যালিবার্টনের গৃহদ্বারে আসিয়া লাগিল। মার্গারেট কাহাকেও সাহায্য করিবার অবসর না দিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহার প্রকৃতিটা কিছু "একরোকা" রকমের। সে কতকটা সুবুদ্ধ, গাম্ভীর্য্যসম্পন্না শান্তপ্রকৃতি জেনের উল্টা ছিল।

মার্গারেট সজোরে মাতাকে আলিঙ্গন করিয়া ছুটিয়া গিয়া পূর্ণ আবেগে জেনকে আলিঙ্গন করিল এবং তাহার পর তাড়াতাড়ি একটী দুই বৎসরের ভদ্রলোক"—যে জেনের কাপড় ধরিয়া আপনার বড় বড় সুন্দর চক্ষু দুটী মার্গারেটের উপর নিবদ্ধ করিয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া ছিল—সেই ভদ্রলোকটীকে আপনার কোলে তুলিয়া লইল।

"আরে দুষ্টু উইলি—এরই মধ্যে মাসিমা মার্গারেটকে ভুলে গেছিস্? ছিঃ ছিঃ বোকা ছেলে!"

মার্গারেট উইলিকে কোলে করিয়াই ঘরের এক কোণে লইয়া গেল। সেখানে তাহাদের পুরাতন পরিচারিকা মেরি দুই মাসের একটী শিশুকে কোলে করিয়া খেলা দিতেছিল। শিশুটীর সুন্দর ডাগর ডাগর চোখ। মার্গারেটের চীৎকার ও গোলমালে তার চক্ষুও মার্গারেটের উপর পড়িয়াছিল। "ওরে উইলি, খুকি তোর চেয়ে কত সুন্দর হ'য়েছে! আর আমি তোকে কোলে নেব না। মেরি, একটু দাঁড়াও, এখনি তোমার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কচ্ছি। আগে আমাকে এই সুন্দর জিনিসটী কোলে নিতে দাও।"

উইলিকে কোল হইতে মাটীতে নামাইয়া দিয়া সে মেরির কোল হইতে খুকীকে সজোরে আপনার বুকে উঠাইয়া লইল। তাহার পর সে এমন আবেগে তাহার ছোট্ট কচি মুখখানিতে চুমার উপর চুমা খাইতে লাগিল যে, সে বেচারা মাসিমার আদরের আতিশয্যে একেবারে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। জেন আসিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করিল।

"মার্গারেট, তুমি এখন খুকীকে মেরির কোলে দিয়ে উপরে তোমার ঘরে চল—কাপড় চোপড় বদলে একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে এস। তুমি অনেকক্ষণ কিছু খাও নি—কিছু খাবে চল।"

"দিদি, আজ এত ক্ষিদে পেয়েছে যে আমার খাওয়া দেখে তুমি নিশ্চয় চমকে

হবে। বাড়ী আসবার আনন্দে কাল হ'তে কিছু খেতে পারিনি। আশা করি আমার জন্যে খাবার দাবার বিশেষ বন্দোবস্ত ক'রেছ।"

"তুমি যা ভালবাস তোমার জন্যে তাই ক'রে রেখেছি —সুপ্, রোষ্ট্, চপ্—

"দিদি, তুমি কি গোছাণে মেয়ে ভাই! তোমার কি সুন্দর বুদ্ধি দিদি।"

মার্গারেট যখন জেনের সহিত সে ঘর হইতে চলিয়া যাইতেছিল, তখন গৃহিণী ডাকিলেন—"মার্গারেট—"। মার্গারেট পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিল—"কেন মা?"

"মা, এসেই যে ভাবে ছেলেদের সঙ্গে আরম্ভ ক'রেছ, আশা করি বরাবর এমনটী ক'রবে না। তা হ'লে তুমি শীঘ্রই এই শান্তিপূর্ণ নিস্তব্ধ বাড়ীখানিকে একেবারে হট্টগোলে ভ'রে তুলবে!"

"তোমার একটী মেয়ে পারে ব'লে সবাই তো আর মুখ সেলাই ক'রে থাকতে পারে না! আমি চেঁচাব, ছেলেদের আদর ক'রব এ তোমাদের সইতেই হবে।"

মার্গারেট হাসিয়া জেনের সহিত সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ইহা বড় আশ্চর্য্য যে, অনেক সময় সংসারের কার্য্যাবলী আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষানুরূপ না হইয়া ঘটনা ও দৈব-চক্রে অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়। যে দিন মার্গারেট ছুটীতে প্রথম বাড়ী আসিল সে দিন যদি কেহ গৃহিণীকে প্রশ্ন করিত—মার্গারেট ভবিষ্যৎ জীবনে কি হইবে?—তবে তিনি এই প্রশ্নে নিরতিশয় বিস্মিত হইতেন। তিনি বলিতেন—"কেন! নিশ্চয়ই শিক্ষয়িত্রী হইবে; ইহাতে আবার সন্দেহ কি?" মানুষ যতটা বুঝিতে পারে তাঁহার মনে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এমনি নিয়তির চক্র—মার্গারেট ভবিষ্যৎ জীবনে কস্মিন কালেও শিক্ষয়িত্রী হয় নাই!

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

নারী-কীর্ত্তি।

[শ্রাবণ মাসের ভারত-মহিলা হইতে উদ্ধৃত।]

সংবাদপত্র পাঠে, শিক্ষিত পাঠক পাঠিকাগণ শ্রীমতী সরলাসুন্দরী দেবী ও শ্রীমতী চপলাসুন্দরী দেবীর নরহত্যা-মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবগত আছেন।

এই তেজস্বিনী বালিকাদ্বয়, স্বীয় সতীধর্ম্ম রক্ষার জন্য যে প্রকার অদ্ভুত সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সমগ্র নারীজাতিরই গৌরবের বিষয়।

জগতের যাবতীয় সভ্যসমাজেই স্ত্রী-জাতির সতীত্ব একটি অমূল্যরত্ন; হিন্দু-ললনাগণের পক্ষে সতীত্বই স্ত্রীজাতির একমাত্র সারধর্ম্ম। সেই অমূল্যরত্ন, সেই সারধর্ম্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দু-ললনাগণ যুগযুগান্তর ধরিয়া অতুলনীয় সাহস ও আত্মত্যাগের পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যে যুগে এই ভারতবর্ষ সভ্যতার আদর্শে সমগ্র জগতের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিল, সরলা চপলা সেই যুগের বালিকা

নহেন; যে যুগে এই ভারতবর্ষে সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া সতীবৃন্দ আবির্ভূতা হইয়াছিলেন উঁহারা সেই যুগের সতী নহেন; যে যুগে জগদ্বিখ্যাত বীরাগ্রগণ্য রাজপুতকুলসম্ভূতা সতীললনা-গণ, সতীধর্ম্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে জ্বলন্ত হুতাশনে জীবনাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহারা সেই যুগের ললনাও নহেন; কিংবা বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য সভ্য সমাজের—সুশিক্ষিতা, স্বাধীনপ্রাণা, স্বাবলম্বনপ্রয়াসিনী সিমন্তিনীও নহেন; এমন কি তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের স্কুল-কলেজে পড়া, সুশিক্ষিত বঙ্গমহিলাসমাজের বালিকাও নহেন। পক্ষান্তরে তাঁহারা পল্লীনিবাসী নিতান্ত নিরীহ ও দুর্ব্বল বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ক্ষীণাঙ্গিনী কন্যা, অসূর্য্যম্পশ্যা বঙ্গকুলবধূ, এবং আজন্ম পল্লীসমাজের ভীরুস্বভাবা অশিক্ষিতা রমণীগণের সংসর্গে, হিন্দু-অন্তঃপুরের অলঙ্ঘনীয় অবরোধ প্রাচীরের এক কোণে, অবগুণ্ঠিত মস্তকে অবস্থান করিয়াও সতীতেজের যে জ্বলন্ত আদর্শ অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

আমরা নিম্নে এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ভট্টাচার্য্য দুই সহোদর ভাই। ইঁহাদের নিবাস ঢাকা জেলার ভাটপাড়া গ্রামে। কুঞ্জমোহনের পত্নীর নাম সরলা ও প্যারীমোহনের পত্নীর নাম চপলা। সরলার বয়স ১৯ বৎসর ও চপলার বয়স ১৮ বৎসর।

কুঞ্জমোহন ও প্যারীমোহনের জ্ঞাতি ভাই শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য অবস্থাপন্ন লোক, নিঃসন্তান; কাজেই একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন বিনোদবিহারী। বিনোদের বয়স ২০ বৎসর। লেখাপড়া ভাল শিখে নাই, বরং স্বভাবদোষে মদের মহেশ্বর ও গাঁজার গঙ্গাধর হইয়া সাধারণ পোষ্যপুত্রদলের সর্ব্ববিধ গুণে গুণধর হইয়াছিলেন। শুনা যায় সেই গ্রামে বিনোদের ন্যায় আরও কয়েকটি গুণধর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহারা সকলে জুটিয়া একটি গুণ্ডার দল গঠন করিয়াছিলেন। আরও শুনা যাইতেছে যে বিগত দুই তিন বৎসর যাবৎ এই গুণ্ডাদলের জ্বালায়, সেই গ্রামের অনেক গৃহস্থেরই ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল।

প্রায় দুই বৎসর যাবৎ ঐ দলের কয়েকটি গুণধর সরলা ও চপলার পেছনে লাগিয়া, তাঁহাদের সতীত্ব হরণ করিবার অভিপ্রায়ে, নানা প্রকার প্রীতি প্রলোভন ও উৎপাত উৎপীড়ন করিয়া আসিতেছিল। সরলা চপলা উহাদের উৎপাত সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহাদের নিজ নিজ স্বামীকে, স্বীয় আত্মীয় স্বজনকে, ও অবশেষে বিনোদের পিতামাতাকে পর্য্যন্ত ঐ সকল কথা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কাহারও দ্বারা কোন প্রতীকার হয় নাই। বিগত ১৩১৬ সালের ১১ই চৈত্র শুক্রবার রাত্রিতে সরলার স্বামী ঢাকা যাওয়ায় সরলা ও চপলা এক ঘরে শয়ন করেন। রাত্রি অনুমান ১২টার

সময় উভয়ে একবার বাহিরে যান, এবং ফিরিয়া আসিবার সময় তাঁহাদের অনতিদূরে ঐ দলের দুইটি গুণ্ডাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া কবাট বন্ধ করেন। কিন্তু বিছানার নিকট যাইয়া দেখেন যে বিনোদবিহারী পূর্ব্বেই ঘরে ঢুকিয়া রহিয়াছে। ঘরে বাহিরে সমানে গুণ্ডার আবির্ভাব দেখিয়া তাঁহারা ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করতঃ সরলা বিনোদের অগ্রবর্ত্তী হইয়া কতকটা আপোষের ভাব দেখাইলেন। বিনোদ তখন সফলকাম মনে করিয়া, একেবারে শয্যায় উঠিয়া, অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়া পড়িল ও সরলার হাত ধরিয়া অসদভিপ্রায়ব্যঞ্জক কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে সরলাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে চপলা চঞ্চলগতিতে বিনোদের অলক্ষিতে একখানা তীক্ষ্ণধার ছুরী আনিয়া তড়িৎবেগে বিনোদের গলদেশে সবলে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। বিনোদ তখন সরলার হাত ছাড়িয়া দিয়া, চপলার হস্তস্থিতছুরীসহ হাত জড়াইয়া ধারল। এদিকে সরলা একখানা দা দিয়া বিনোদকে উপর্য্যুপরি আঘাত করিতে লাগিলেন। ডাক্তার সাহেবের জবানবন্দীতে প্রকাশ, চপলার ক্ষীণ হস্তের প্রথম আঘাতই এত গুরুতর হইয়াছিল যে, সেই এক আঘাতেই তৎক্ষণাৎ বিনোদের পঞ্চত্ব পাইবার কথা; সুতরাং বিনোদ আর বেশী সময় ধরিয়া থাকিতে পারিল না—অবসন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। চপলা তখন সেই ভীষণ ছুরীর দ্বিতীয় আঘাতে বিনোদের অনিবার্য্য পাপতৃষ্ণার চিরনিবৃত্তি করিয়া দিলেন।

অতীব দুঃখের বিষয় যে হতভাগা বিনোদ তাহার চৌদ্দ পোনর বৎসর বয়স্কা পরমাসুন্দরী বালিকা পত্নীকে বিধবা করিয়া গিয়াছে।

অতঃপর সরলা ও চপলা দেখিলেন যে, বাহিরের গুণ্ডাদ্বয় তখনও বাহিরে থাকিয়া দরজায় আঘাত করিতেছে। সুতরাং তাঁহারা, সমস্ত রাত্রি নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে, রক্তাক্ত বসন, শত্রুর শবদেহ লইয়া ঘরে বসিয়া রহিলেন এবং রাত্রি প্রভাত হইলে গ্রামের প্রাজ্ঞ, প্রবীণ ভদ্রলোকদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়া সর্ব্বসমক্ষে ঘটনার বিবরণ বিবৃত করিলেন। কিছুকাল পর পঞ্চায়েতের প্রেসিডেণ্ট আসিলে তাঁহারা অপরাধ স্বীকার করিয়া জবানবন্দী দিলেন।

যথাসময়ে দারোগা শ্রীযুক্ত নাজিরুদ্দিন আহাম্মদ ঘটনাস্থলে তদন্তে আসিয়া যথাবোধ অনুসন্ধান করতঃ বালিকাদ্বয়ের অমানুষিক কীর্ত্তি ও তাহাদের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহাদিগকে চালান দিলেন।

মোকদ্দমা মুলতবী থাকা কালে, সম্ভবতঃ কোন বিশেষ কারণে ঢাকার অতিরিক্ত ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হঠাৎ একদিন আসামীদিগকে তলব দিয়া তাঁহাদের জামিন না-মঞ্জুর করতঃ হাজতের হুকুম প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু

সৌভাগ্যবশতঃ সেই দিনই ঢাকার সদাশয় জজ মিঃ নিউবোল্ড সাহেব জামিন মঞ্জুর করায় বালিকাদ্বয়কে হাজত ভোগ করিতে হয় নাই। অতঃপর নারায়ণগঞ্জের সবডিবিসনল মাজিষ্ট্রেট মিঃ সিটন সাহেবের নিকটেই মোকদ্দামার প্রাথমিক প্রমাণ গৃহীত হয় এবং তিনি বালিকাদ্বয়কে দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াও দয়াবশে তাঁহাদের জামিন বহাল রাখিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাদীপক্ষ তৎসম্বন্ধে বাধা প্রদান করায় জামিন দেওয়া তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত বলিয়া তিনি সে বিষয়ে অস্বীকৃত হন। কিন্তু সেই দিনই ঢাকার পূর্ব্বোক্ত সদাশয় জজ সাহেব জামিনের প্রার্থনা মঞ্জুর করায় বালিকাদ্বয়কে কোন কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই।

গত ১৯শে জুন তারিখে দায়রার বিচারের দিন ছিল। শুনানির তারিখে ঢাকার খ্যাতনামা সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেন যে, এই মোকদ্দমার আসামীদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডযোগ্য কোনই প্রমাণ নাই, এজন্য তিনি সদাশয় ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মার সাহেবের আদেশানুসারে এই মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে এবং আসামীদ্বয়কে মুক্তি দিতে প্রার্থনা করেন। জজ সাহেব বাহাদুর শরৎবাবুর প্রার্থনামতে মোকদ্দমা উঠাইয়া দিয়া বালিকাদ্বয়কে নির্দ্দোষ সাব্যস্তকরতঃ মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। এই সদাশয়তাপূর্ণ ব্যবহার ও ন্যায়বিচার দ্বারা ঢাকার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ সাহেব সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

স্বর্গগত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন।

(শেষ অংশ।)

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন আপনার সমবিশ্বাসী সহপ্রচারকদিগের চরিত্রের বিশেষত্ব উত্তমরূপে নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি আপনার ধর্ম্মবন্ধুগণের বিষয়ে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার স্বর্গারোহণের পরে অনেক বৎসর পর পর্য্যন্ত যাঁহারা পৃথিবীতে বাস করিয়াছেন তাঁহারা আপনাদিগের দীর্ঘজীবনে তাঁহার দর্শনের সত্যতা প্রমাণ করিতেছেন। ব্রহ্মানন্দ ভাই গিরিশচন্দ্রকে "সত্যবাদী" আখ্যা দান করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র আপনার সহ সাধক ও সহ প্রচারকগণ সকলকেই অবশ্য সত্যবাদী ধার্ম্মিক লোক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে ভাই গিরিশচন্দ্রকে বিশেষভাবে সত্যবাদী বিশেষণ কেন দিলেন, ইহা অন্য লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু যাঁহারা ভাই গিরিশচন্দ্রের চরিত্র উত্তমরূপে জানিয়াছেন তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন যে লাভ ক্ষতি, সম্মান অপমান বা অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া প্রাণের আগ্রহে সত্য বলা ভাই গিরিশচন্দ্রের স্বভাব ছিল। আমরা সকলেই সত্য কথা বলিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু অসুবিধাজনক হইলে তাহা হয়ত সেভাবে বলি না। সরল সত্যনিষ্ঠ গিরিশচন্দ্র সত্যের অনুরোধেই সত্য বলিতেন, এখানে কোন বিষয় বুদ্ধি খাটাইতে জানিতেন না। এই সত্যবাদীতার জন্য

তাঁহাকে অনেকস্থলে অত্যন্ত অপ্রিয় হইতে হইয়াছে। তাঁহার প্রতি যাঁহারা অসন্তুষ্ট তাঁহাদিগের অনেক সময়ের অসন্তুষ্টির কারণ তাঁহার সরল অবিমিশ্রসত্যবাদিতা। সাধারণ সত্যবাদী লোকে কোন ঘটনা কাল, দেশ ব্যক্তি ইত্যাদির বিষয় বলিতে সত্যবাদী হইতে চেষ্টা করেন। আপনার মত বা ভাবও যে ঠিক ঠিক অন্যকে বলিতে হইবে তাহা মনে করেন না, কিন্তু গিরিশ-চন্দ্র যেমন অন্য সকল বিষয়ে সত্যবাদী ছিলেন আপনার মনের ভাব মত বা অবস্থা বিষয়েও সেইরূপ সত্যবাদী ছিলেন। এইজন্য অনেক সময়ে তাঁহার সত্যবাদিতা লোকের নিকট তাঁহাকে অপ্রিয় করিত, কিন্তু তিনি চিরদিন সত্যবাদী সত্যপ্রিয় ছিলেন। নববিধানের প্রেরিত প্রচারক-দিগের দলের একজন বলিয়া তিনি চিরদিন জগতে আদৃত হইবেন এবং তীব্র সত্যনিষ্ঠার জন্য তাঁহার চরিত্রের প্রভাব চিরদিন সত্যের জয় ঘোষণা করিবে।

স্বর্গগত সেন মহাশয়ের চরিত্রের বিষয় সংক্ষেপে লেখা শেষ করিবার পূর্ব্বে মহিলাগণ বিষয়ে তাঁহার চিরদিনের শিক্ষা, উপদেশ ও আদেশটি না লিখিলে ইহা অত্যন্ত অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সে বিষয়টি এই মহিলাগণ যেন বিলাস ও স্বার্থপরায়ণা না হইয়া ধর্ম্মশীলা, গৃহ-কার্য্যে দক্ষা এবং পরসেবা-পরায়ণা হন। তিনি নিরামিষভোজী ছিলেন। কোন ধর্ম্মাশ্রিত পরিবারে মৎস্য মাংস ভোজনের আধিক্য দেখিলে দুঃখিত হইতেন। তাঁহার সহ প্রচারকগণ ভোজন ও পরি-চ্ছদ বিষয়ে বিলাসী হইয়াছেন দেখিলে তিনি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইতেন। গৃহস্থের গৃহে সকল সুখ স্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা ও স্থান আছে কিন্তু গৃহে একটি উপাসনার স্থান নাই কিম্বা দীন দরিদ্র অতিথি অভ্যাগতগণের সেবার কোন ব্যবস্থা নাই এরূপ দেখিলে বড় ক্ষুব্ধ হইতেন। গৃহিণী-গণকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতেন যে তাঁহারা যেন ধর্ম্মসাধক ও দীন দুঃখি-গণের সেবা যতদূর সম্ভব নিজহস্তে করেন। তাঁহার এই শিক্ষার ভিতরে মনুষ্যজাতির বিশেষ নারীজাতির সার ও সত্যধর্ম্ম নিহিত আছে। আশা করি তাঁহার এ বিষয়ের শিক্ষা এখন সকলে গ্রহণ করিবেন।

শ্রদ্ধেয় সেন মহাশয়ের চরিত্রে অনেক দেবগুণ ছিল। আমরা আশা করি অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে তাঁহার একখানি জীবনচরিত রচিত হইয়া কাপসমালার এক সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। গিরিশচন্দ্রের গুণগ্রাহী কোন বন্ধু একার্য্যে অবশ্যই শীঘ্র প্রবৃত্ত হইবেন। মহিলা পত্রিকায় পাঠিকা ও পাঠকগণের জন্য এই প্রবন্ধ দীর্ঘ করিতে ইচ্ছা করি না। যাঁহারা তাঁহার জীবনের বিস্তৃত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা তাঁহার 'আত্মজীবন' গ্রন্থ পাঠ করিলে সবিশেষ জ্ঞাত হইবেন। এই পুস্তক 'মহিলা' আফিসে প্রাপ্তব্য, মূল্য এক টাকা মাত্র। আত্মজীবনে ভাই গিরিশচন্দ্র আপনার 'উইল' পত্রও প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি কে পাইবেন

এবং কি ব্যবহার হইবে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। এই উইলপত্রের বিশেষত্ব এই যে তিনি যেমন স্বাভাবিক সরল লোক ছিলেন দায়ভাগ বিষয়েও ঠিক নিজ স্বভাবের অনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পৈতৃক বাসগৃহ এবং ভূসম্পত্তি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে দান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরিশ্রম দ্বারা যাহা অর্জ্জিত হইয়াছে তাহা উত্তরাধিকারীগণকে দান করেন নাই। তিনি নিজেও যেমন নিজের অর্জিত অর্থ ব্যবহার করিতেন না, সমাজের কার্য্যে পুস্তক মুদ্রাঙ্কণে অথবা দানে ব্যয় করিতেন তেমনই তাঁহার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার পরিত্যক্ত পুস্তকাদি হইতে যাহা লাভ হইবে তাহা তাঁহার জন্মভূমি পাঁচদোনা গ্রামের দরিদ্র বিধবা, অনাথ শিশু বা অপর অত্যন্ত অসহায় ব্যক্তির সেবায় ব্যয় হইবে এবং প্রচারাশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। আমাদিগের পিতা পিতৃব্যতুল্য ঋষিচরিত্র শিক্ষক ও ধর্ম্মাচরণে দৃষ্টান্তস্থল পূজনীয় প্রাচীনগণ একে একে চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদিগের মহৎ কার্য্য সকল, আত্মসংযম, ধর্ম্মনিষ্ঠা, পরহিতে রত স্বভাব আমাদিগকে জীবনের কর্ত্তব্যসাধন বিষয়ে কত সাহায্য ও আলোক প্রদর্শন করিয়া যাইতেছে তাহা আমাদিগের সাবধানতা ও বিনয়ের সহিত দেখিয়া শিক্ষালাভ করা উচিত। মহিলা পত্রিকা গিরিশচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়-সামগ্রী ছিল। ইহার পাঠিকাগণকে সুশিক্ষা, উন্নতি, ও আনন্দ দান করিতে তিনি কায়মনোবাক্যে চিরদিন যত্ন করিতেন। যাঁহারা মহিলাতে শিক্ষাপ্রদ নারীজাতির উন্নতি সাধক বিষয় লিখিয়া ইহার সাহায্য করিবেন তাঁহারা তদ্দ্বারা ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবেন।

ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়।

গতবারে আমরা ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের বিষয় যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা পাঠ করিয়া একটি বন্ধু আমাদিগের উপর স্ববিরোধীতার অভিযোগ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার অভিযোগ এই যে যদি আমরা মহিলাগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষার জন্য শিক্ষা দান করি, কার্য্যতঃ যদি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিরোধী হই তাহা হইলে আমরা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিবার সময় বি, এ, উপাধিধারিণী শিক্ষয়িত্রীর অন্বেষণ করি কেন? আমাদিগের এই সমালোচক বন্ধু আমাদিগের প্রকৃত মত বুঝিতে পারেন নাই মনে হয়। যে সকল কুমারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিবেন, তাঁহাদিগের উচ্চ শিক্ষার আমরা বিরোধী হইব কেন? তাঁহারা যত উচ্চ জ্ঞান লাভ করিবেন ততই আমাদিগের দেশের উন্নতি হইবে। ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল অভিভাবক আপনাদিগের বালিকাগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দানের উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান করিতে ইচ্ছা করেন না, কেবল তাহাদিগকে আপনাদিগের জীবনের উচ্চ কর্ত্তব্য

সকল তাহারা যাহাতে উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারে, সাধারণ সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, সাহিত্য বিজ্ঞান, নীতি, ধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে আরম্ভ করে সেই সকল বালিকা-গণকে এই স্কুলে উপযুক্তরূপে শিক্ষাদান করিবার অভিপ্রায়। আমরা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পরীক্ষাকে ঘৃণার চক্ষে দেখি না, কেবলমাত্র বলি যে ঐরূপ শিক্ষা যাঁহারা গৃহিণী হইবেন তাঁহাদিগের পক্ষে নিষ্প্রয়ো-জন ও অনিষ্টকর। এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সভা এতদূর পর্যান্ত প্রস্তুত হইয়াছেন হয়ত ভবিষ্যতে যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন, তাঁহাদিগের শিক্ষার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইবে। এবিষয় এখনও শেষ মীমাংসা হয় নাই। স্কুলের নূতন বেঞ্চ, বোর্ড, ম্যাপ প্রভৃতি আসি-য়াছে। শীঘ্রই অন্য সকল সরঞ্জামও আসিবে। আগামী অক্টোবর মাস হইতে কিণ্ডারগারটেন শিক্ষয়িত্রীর পদ স্থায়ী হইবে এবং স্থির হইয়াছে যে পূজার অব-কাশের পরে অনধিক সাত বৎসর বয়সের বালকগণকেও কিণ্ডারগারটেন ক্লাসে ভর্ত্তি করা হইবে।

স্কুলগৃহে স্থানের অভাববশতঃ সম্পা-দক নিকটে অন্য কোন বাসা ভাড়া করিয়া থাকিবেন এবং বর্ত্তমান স্কুলগৃহের সমস্তগুলি ঘর কেবল স্কুলের জন্য ব্যবহার হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছে।

গত আগষ্ট মাসে বিদ্যালয়ের আয় ব্যয়ের সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

আয়।

মহিলা শিক্ষাবিভাগে সরকারী মাসিক সাহায্য দঃ জুলাই ২৯১০, ৭৫৲

মডেল প্রাইমারী স্কুলের দঃ সরকারি সাহায্য জুন ও জুলাই, ৬৬৲

মাসিক দান।

শ্রীশ্রীমতী কুচবিহারের মহারাণী, ১০০৲
শ্রীশ্রীমতী ময়ূরভঞ্জের মহারাণী, ৫০৲
ক্ষুদ্র চাঁদা, ৪২৷৷০

বার্ষিক দান।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের (আংশিক) ১৫০৲

ছাত্রীদিগের বেতন, ১৩২৲

শিল্পশিক্ষা, নীতিশিক্ষা প্রভৃতি বিভাগ হইতে গাড়ীভাড়ার হিসাবে, ৩১৲

সম্পাদকের নিকট হইতে হাওলাত,— ২৷৷/১০

৬৪৯/১০

ব্যয়।

শিক্ষয়িত্রীদিগের বেতন,	৩০৪৷৷/৫
ভৃত্যদিগের বেতন,	২৯৶১০
অম্নিবাস ও গাড়ীর খরচ,	১৯৮৲৫
আবশ্যকীয় ক্ষুদ্র ব্যয়,	১৭৷১০
বাড়ী ভাড়া,	১০০৲
	৬৪৯/১০

মহিলাদিগের রচনা।

সৎ-সংসর্গ।

নিষ্কলঙ্ক চরিত্র জীবনের অলঙ্কার ও অমূল্য সম্পত্তি। লোকে বিদ্বানকে আদর ও সম্মান করে, কিন্তু পবিত্র চরিত্র ব্যক্তিকে ভক্তি ও বিশ্বাস করিয়া থাকে, চরিত্রবান্ ব্যক্তি জন সমাজের অনুকরণ স্থল। এই সমস্ত লোকের সংসর্গই সৎ সংসর্গ।

মানবমাত্রেই সংসর্গপ্রিয়, মনুষ্য কখনও একাকী থাকিতে পারেনা। সৎ সংসর্গের অশেষ গুণ, তেমনি কুসংসর্গ তাহার বিপরিত। সৎ সংসর্গে দুষ্ট লোকও সাধু হয়। এবং কুসংসর্গে সাধুকেও দুশ্চরিত্র করে। কুসংসর্গের কুহকে পড়িয়া কত শান্ত সরল লোক কুচরিত্র হয়। কুসংসর্গের মত সাধুকে দুষ্ট করিবার পথ বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই। দৃঢ় চিত্ত ব্যক্তি ব্যতিত দুর্ব্বল চিত্ত লোক সহজেই ইহার কুহকে মুগ্ধ হয়। এই জন্য সৎসঙ্গ সদালাপ প্রভৃতি দ্বারা চিত্তকে দৃঢ় করা কর্ত্তব্য।

কোন দেশের একটী চিত্রকরের মনে একবার একটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিবার ইচ্ছা হইলে তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়া অবশেষে একটী সুন্দর পুষ্প সদৃশ কোমল শিশুকে দেখিতে পাইয়া তাহার চিত্র অঙ্কিত করিলেন। এবং কয়েক বৎসর পরে সেই চিত্রকরের মনে একটী অতি কুৎসিত চিত্র অঙ্কিত করিবার বাসনা হওয়াতে তিনি নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে এক কারাগারে কয়েদী বেশে অতি কুৎসিত আকার বিশিষ্ট একটী যুবককে দেখিতে পাইয়া তাহার চিত্র অঙ্কিত করিয়া উভয় চিত্রই তিনি তাঁহার শয়নাগারে ঝুলাইয়া রাখিয়া দেন; ক্রমে দেখিতে দেখিতে দুই চিত্রের মুখাবয়ব সদৃশ বলিয়া মনে হইল। অবশেষে তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে সেই শিশুই এই কারাগারের যুবক; কুসংসর্গে পড়িয়া তাহার এই দুর্দ্দশা!!

এই জন্য সর্ব্বদা সাধুদিগের সংসর্গে থাকা কর্ত্তব্য। জগাই মাধাই প্রভৃতি দস্যু ও সাধুসঙ্গে থাকিয়া সাধু হইয়া গিয়াছে। এইরূপ জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে সৎ সংসর্গের শুভফল এবং অসার সংসর্গে বিষময় ফল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে অসৎ সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎ সংসর্গ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

আশাকুটীর, টাঙ্গাইল। } শ্রীমতী ভক্তিসুধা দেবী।

পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের পরলোক গমনোপলক্ষ্যে।

দুঃখ করিবার শোক করিবার
নহে আজি দিন,
হয়েছেন সাধু পরম ভক্ত
পরম ব্রহ্মে লীন।

সদা আনন্দ গিরিশ চন্দ্র
'মহিলার' পিতা,
ত্যজিলে দেহ, দেখালে জীবনে
রচিত ব্রহ্ম গীতা,
চিন্ময় সেই সচ্চিদানন্দ
জয় ব্রহ্ম জয়,
তাহারি মাঝে শোভিছেন সাধু
পূণ্য জ্যোতিময়।

জনমি জগতে দেখালে শুধু
কিরূপে সাধু প্রাণ,
পর উপকার তরে দেহ মন
করিতে পারেন দান।
মহিলা সবার উন্নতি আশে
কতই ক'রলে যত্ন,
বঙ্গ সাহিত্যে সাজাইলে দিয়া
কত অমূল্য রত্ন।

পরের সেবায় সঁপিয়া দেহ
অর্থ মন প্রাণ সব,
লভিতে কত যে নিরমল সুখ
আনন্দ অভিনব।
হে বিভু তোমারি দয়ায় হেরি
মহৎ সাধু প্রাণ,
সাধিলেন নিজ কার্য্য
তব চরণে পেলেন স্থান।

নমি শ্রীচরণে প্রভু পরমেশ
লহ হৃদয়ের ভকতি,
পুণ্যের আলয় হরি দয়াময়
চরণেতে করি প্রণতি।

আসৌলি। শ্রীমতী সা—

মূল্যপ্রাপ্তি।

১৯১০ সালের প্রথম হইতে ২০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত মূল্য কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

শ্রীযুক্তবাবু দামুদর পাল, বাঁকিপুর ২৲
ডাক্তার চুনীলাল বসু, কালকাতা ২৲
শ্রীমতী অন্নদায়িনী সরকার, ঐ ২৲
„ কুমুদিনী দাস, ঐ ২৲
„ নির্ম্মলাসুন্দরী বসু, ঐ ২৲
শ্রীযুক্ত বাবু কিরণচন্দ্র ঘোষ, ঐ ১৲
শ্রীমতী কিরণশশী দাস, ঐ ১৲
„ সরস্বতী সেন, ঐ ২৲
শ্রীযুক্ত আর, এন্, মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ ২৲
„ দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, অমরপুর ২৲
শ্রীমতী নিশিতারা সেন, রাজসাহী ৪৲
„ সরোজিনীবালা রায়, কালকাতা ২৲
শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন রায়, লক্ষ্ণৌ ২৲
„ দাওয়ান কালীকাদাস দত্ত কুচবিহার ৪৲
„ ডাঃ মোহিতলাল সেন, ঐ ২৲
শ্রীমতী জি, এন, রায় মহাশয়া, কাশিপুর ৫৲
„ কুসুমকুমারী রায়, পিঙ্গনা ২৲
„ এস্, কে, লাহিড়ী মহাশয়, কালকাতা ২৲
শ্রীযুক্ত বাবু কালীদাস দাস, থুরুট ৮৲
„ বামড়ার মহারাজা, বামড়া ২৲
শ্রীমতী শরৎকুমারী তালুকদার, টাঙ্গাইল ২৲
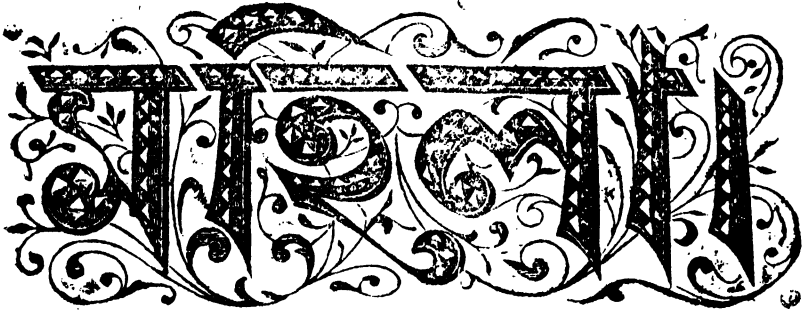
মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৩শ ভাগ] ভাদ্র, ১৩১৭, সেপ্টেম্বর, ১৯১০। [২য় সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময়ী, হে বিশ্বেশ্বরী, তোমার সৃষ্ট ও তোমাদ্বারা মঙ্গল নিয়মে পরিচালিত এই জনসমাজে তোমার কন্যাগণের কি উচ্চ স্থান, কি স্বর্গীয় অধিকার তাহা তুমি কৃপা করিয়া সকল নরনারীকে বুঝিতে দেও। তুমি কৃপা করিয়া তোমার কন্যাগণের মনে আত্মসম্মান দান কর, তাঁহারা যেন আপনাদিগকে তোমার কন্যা জানিয়া সংসারে দেবীর মত ব্যবহার করিতে শিক্ষা করেন এবং তুমি তোমার পুত্রগণকে যত জ্ঞান ও শুভবুদ্ধি দান করিয়াছ তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া যেন তাঁহারা নারীজাতির উন্নতি সাধন করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকেন। হে সর্ব্বমঙ্গলময়ী জননী, তোমার মঙ্গল নিয়মে মাতৃজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির উপর নরজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি নির্ভর করিতেছে, অথচ বর্ত্তমান সময়ে পুরুষের উন্নতির জন্য শত প্রকারে চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু নারীজাতির উন্নতির চেষ্টা অত্যন্ত অল্প হয়। তোমার কন্যাগণকে তুমি শিশু শিক্ষা, চরিত্র গঠন, গার্হস্থ্য সুখশান্তির ব্যবস্থা ও সামাজিক শুদ্ধতা রক্ষার ভার দিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ, তাঁহারা তোমার কন্যা হইয়া গৃহে ও সমাজে লক্ষ্মীরূপে স্থিতি ও মঙ্গল সাধন করিবেন ইহাই তোমার অভিপ্রায় কিন্তু দেখ, আজও তাঁহারা তাঁহাদের উচ্চস্থান লাভ করিতে পারেন নাই, তাহাতেই নানা প্রকারের উন্নতির চেষ্টা বিফল হইতেছে। হে কৃপাময় পরম দেবতা, তোমার কন্যাগণকে সকল প্রকার কুসংস্কার, অজ্ঞানত, অন্ধবিশ্বাস, বিলাসাকাঙ্ক্ষা ও মোহ হইতে মুক্ত করিয়া তোমার কন্যাকে ব্রহ্মকন্যা-রূপে সংসারে বিচরণ করিতে শিক্ষা দেও। হে দেব, আমাদিগের এই পতিত দেশকে উন্নত করিবে ইহাই যদি তোমার অভিপ্রায় তাহা হইলে পূর্ব্বে যাহাতে তোমার

কন্যাগণ উন্নতিলাভ করেন তাহার বিধান কর। আমরা তব পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিয়া বার বার প্রণিপাত করি।

ধনোপার্জ্জন।

এসংসারে সকলকেই পরিশ্রম করিতে হয়। কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী সকলেই আপন আপন শক্তি ও অবস্থা অনুসারে পরিশ্রম করিয়া আত্মরক্ষা, পানাহারের সংস্থান, সন্তান প্রতিপালন প্রভৃতি কার্য্য করিতেছে। ইতর প্রাণীসকল সংস্কারের-বশ হইয়া হয়ত কষ্টবোধ না করিয়া সকল কষ্ট সহ্য করে। সৃষ্টিতে মনুষ্যের স্থান অত্যন্ত উচ্চ, মনুষ্য ইতর প্রাণীদিগের ন্যায় সমস্ত অভাব ও প্রবৃত্তির অধীন হইয়াও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে। ইচ্ছা করিয়া কষ্ট স্বীকার করে। শক্তি, ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করে। এই স্বাধীনতার ভাব হইতে মনুষ্য সমাজে নানা প্রকারের পরিশ্রম বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সম্পূর্ণ অসভ্য অবস্থায় প্রত্যেক নর ও নারী আপনার জীবন রক্ষা ও জীবিকার সংস্থান করিতে পরিশ্রম করিত কিন্তু ক্রমে যত সভ্যতা লাভ হইল ততই পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের নিয়ম সকল প্রবর্ত্তিত হইয়া কার্য্যবিভাগ হইতে আরম্ভ হইল। সভ্যতা বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ে যতই কেন তারতম্য প্রমাণিত হউক না, সভ্যতায় সাধারণ নিয়ম এই দাঁড়াইয়াছে যে কঠিন পরিশ্রমের কার্য্য পুরুষে করিবে ও অপেক্ষাকৃত অল্প কষ্টসাধ্য অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য স্ত্রীলোক করিবে। আমরা সাধারণত জানিয়া রাখিয়াছি যে,গৃহকার্য্য নারীর কর্ত্তব্য, বাহিরের কার্য্য পুরুষের কর্ত্তব্য। সমাজের এই ব্যবস্থা যেন আমাদের স্বভাবের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। এখন যদি কোন পরিবারে দেখিতে পাই যে স্ত্রী প্রাতঃকালে বাহির হইয়া গিয়া অর্থোপার্জ্জনের কার্য্য করিতেছেন এবং মধ্যাহ্নকালে ক্লান্ত হইয়া গৃহে ফিরিতেছেন এবং আহার ও বিশ্রাম করিয়া পুনরায় ২।৩টার সময় বাহির হইয়া রাত্রি ৯টার সময় পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়া কিছু আহার করিয়া শয়ন করিলেন এদিকে স্বামী গৃহের দৈনিক কার্য্য করিলেন, সন্তান প্রতিপালন, রন্ধন, রোগীর শুশ্রূষা, গৃহসংস্কার প্রভৃতি কার্য্য করিলেন—তাহা হইলে যেন আমাদের মাথা ঘুরিয়া যায়। যেন কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের সমাজের ভিতরে একপ্রকার বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে চিরদিনের প্রচলিত ও স্বভাবের অনুমোদিত অনেক ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে। শুনিতে পাই ইউরোপ, ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে জীবনসংগ্রাম এত ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে যে অধিকাংশস্থলে প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারীকে আপনার জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ও প্রচলিত সুখ স্বাস্থ্য রুচির নিয়মানুসারে বাস করিবার অভিপ্রায়ে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়। এই উচ্চ সভ্যতার শাসনে অর্থের প্রয়োজন দিন দিন বাড়িতেছে এবং নর-নারীগণ

তাহার পেষণে স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা, ও জীবন পর্য্যন্ত হারাইতেছে। একদিকে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভাবে সকল দুর্গমস্থান সুগম হইতেছে, দূরতরস্থান নিকটতর হইতেছে, অন্ধকার দূর হইতেছে, রোগের ঔষধ আবিষ্কৃত হইতেছে, পান ভোজন শয্যা পরিচ্ছদ গৃহ উপবন রাজপথ প্রভৃতি অতি সুখকর, বিচিত্র সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইতেছে অপরদিকে অধিকাংশ নরনারী আপনাদিগের অবস্থাকে উচ্চতর সুখ-সম্ভোগের উপযুক্ত করিতে আপনাদিগের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তকে বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমাদিগের সমাজ যে মহাপরিবর্ত্তনের অবস্থাতে পতিত হইয়াছে তাহা ঠিক আমাদিগের দেশের স্বাভাবিক উন্নততর জীবনের আদর্শ অনুসারে ঘটিতেছে না। ইউরোপ প্রভৃতি দেশের সামাজিক অবস্থার বাতাস আসিয়া এখানে ঝটিকা উপস্থিত করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে ইংরাজী শিক্ষা ইংরেজের সামাজিক ব্যবস্থার নকল করিবার গভীর আকাঙ্ক্ষা ও বিদেশীয়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠতাতে এই ঝটিকা উপস্থিত হইয়াছে। আমাদিগের দেশেও যে জীবন-সংগ্রাম পূর্ব্বে ছিল না বা এখন নাই তাহা নয়। শ্রমজীবীদিগের মধ্যে অধিকাংশস্থলে নর ও নারী উভয়কে পরিশ্রম করিতে হয়। অধিকাংশ শিল্পকর প্রভৃতি পরিবারে নরনারী উভয়কে পরিশ্রম করিতে হয়। কৃষকদিগের পরিবার মধ্যেও প্রত্যেক ব্যক্তির পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু বহুকালের প্রচলিত নিয়মে সেগুলি এত স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে তাহাতে পরিবারের ও সমাজের কার্য্যের কিছুমাত্র বিশৃঙ্খলা ঘটে না। আমাদিগের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মানসিক উন্নতি হয় না. তাহার কারণ স্বতন্ত্র, কিন্তু শারীরিক ও পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্বন্ধে তাহারা উচ্চতর শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অপেক্ষা কিছুতেই হীন নহে। কৃশক, গোপ, প্রভৃতি শ্রেণীর নারীগণ অত্যন্ত সুস্থ সবল ও সুখী হয়। আমাদিগের সমাজের নিম্নতর অংশকে জ্ঞানের ও ভাবের উচ্চতা দান করিতে পারিলে এবং মধ্যবিত্ত ও ধনীগণের মধ্যে নারীগণের যে বিলাসে বা বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট করা চলিতেছে তাহা সংশোধন করিতে পারিলে হয়ত, স্বাভাবিকভাবে এদেশের সমাজের সংস্কৃত অবস্থা লাভ হইত কিন্তু তাহা ঘটিবার নয়। বিদেশের আদর্শ আসিয়া আমাদিগের সমাজকে আক্রমণ করিয়াছে এবং যে উচ্চতর ভোগবিলাস, বা সুখসম্ভোগের তাড়নায় পড়িয়া ঐ সকল দেশের নরনারীকে ক্রীতদাসের মত পরিশ্রম করিতে হইতেছে আমাদিগের দেশেও তাহাই উপস্থিত। আমাদিগের অনেক পরিবারে নারীগণ উপার্জ্জন করিতেছেন। এখন নারীগণের পক্ষে ধনোপার্জ্জন করা একটা কার্য্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। একথা সত্য যে কোন কোন স্থলে নারীগণের পক্ষে ইহা স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত হইয়াছে। যেমন একটি কুমারী কিছুদূর পর্য্যন্ত বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আর অধিক শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইলেন না অথবা বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়াও বিবাহিত জীব-

নের জন্য অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন, তখন যদি আপনার সময়ের ও শক্তির সৎব্যবহার করিতে শিক্ষাদান বা ঐরূপ কোন কার্য্য গ্রহণ করেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে কিছু অর্থ গ্রহণ করেন তাহা অত্যন্ত ন্যায্য ও হিতকর কার্য্য হইল। যদি কোন নারী চিকিৎসা বা শুশ্রূষা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া গার্হস্থ্য জীবন প্রাপ্ত না হন অর্থাৎ যদি অবিবাহিতা অথবা বিধবা হইয়া জীবনযাপন করেন তাহা হইলে তিনি জনসেবা করিয়া যাহা পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইবেন তাহা দ্বারা আপনার অভাব দূর করিতে পারেন ও প্রয়োজনানুসারে অন্যের সাহায্য করিতে পারেন। ইহাতেও কোনরূপ দোষ হয় না। কিন্তু যেস্থলে নারীগণ জনসমাজে পুরুষের কার্য্য করিতেই যোগ্যতা লাভ করেন ও আফিসের কেরাণীগিরি, কি ডাকঘর, রেলের ষ্টেশন প্রভৃতিতে কর্ম্ম গ্রহণ করেন সেরূপ অবস্থাতে সমাজের মর্ম্মস্থানে গুরুতর আঘাত লাগে। রূপকথায় শুনিয়াছি যে এক রাজা হুকুমজারি করিয়াছিলেন যে তাঁহার রাজ্যে দিনকে রাত করা হইবে এবং রাতকে দিনের মত ব্যবহার করা হইবে। তেমনই এখানকার স্বাধীনতা স্পৃহা ও বিকৃতভাব নারীকে পুরুষ হইতে আদেশ করিতেছে। যাঁহারা নারী হইয়াও পুরুষের ন্যায় অর্থোপার্জ্জন,করিতে চাকরী করেন তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে উপযুক্ত-পাত্র জুটিল না বলিয়া বিবাহ করা হইল না অথবা হইতে পারে যে বিবাহ করিয়া কতকগুলি সন্তানগ্রস্ত হইয়া দারিদ্র্যবৃদ্ধি করা অতি অন্যায় এজন্য বিবাহ না করিয়া চাকরী আরম্ভ করিলাম। বস্তুত অনেক নারীর জীবনে বিবাহ বিষয়ে একটা অত্যন্ত উচ্চ-আদর্শ সম্মুখে রাখা অনর্থের কারণ হয়। যদি কাল্পনিকভাবে আদর্শ স্থাপন করিয়া মনকে অস্বাভাবিক করিয়া ফেলা হয় তাহা হইলে মানুষ আপনার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারে না এবং বিবাহ বিষয়েও অন্তর্য্যামী দেবতার ইঙ্গিত ধারণা করিতে পারে না। তখন কুমারীগণ আপনাদিগের অবস্থার অতীত বর পাইতে ইচ্ছা করিয়া নিরাশ হন ও অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বাধীন-ভাবে দায়িত্বশূন্য জীবনযাপন করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহার ভিতরে গূঢ় সত্য এই যে বিশ্ব-নিয়ন্তা তাঁহার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা অগ্রাহ্য করিয়া নারী আপনার ব্যবস্থা আপনি করিতে প্রবৃত্ত হন। এপথে দুঃখ, বিপদ, শূন্যতা,পাপ প্রলোভন চিরদিন বর্ত্তমান থাকে। ক্রমে ক্রমে সমাজ, সৃষ্টি, স্রষ্টা সকলের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ জন্মে। যাঁহারা পুত্র কন্যার ভারগ্রস্ত হইবার ভয়ে বিবাহ করেন না এরূপ নারীও হয়তো বিরল নহে। তাঁহারা আপনা-দিগের উপর সংসার রক্ষার ভার লইয়া কল্পনার নিকটই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন। বস্তুতই বর্ত্তমান যুগের আদর্শ অনুসারে সচ্ছলভাবে জীবনযাপন করিতে সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত। একটি চাকর বা চাকরাণী ও একটি রাঁধুনী না হইলে গৃহস্থের চলে না এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া গরীব গৃহস্থ অসুখী হইতে আরম্ভ করেন। আপনি ত্রিশ টাকার অধিক উপার্জ্জন

করিতে পারেন না—তাহাতে চাকরাণী ও রাঁধুনী রাখা সম্ভব নয়, এজন্য স্ত্রীকেও চাকরী করিতে দিলেন যে তিনি আর ২০৲ টাকা উপার্জ্জন করিলে ভদ্রভাবে বাস করিতে পারিবেন। ইহাতে সন্তানগণের পক্ষে কত অনিষ্ট হইল, নারীস্বভাবের উপর কত উৎপীড়ন করা হইল, পারিবারিক সুব্যবস্থার কত ব্যাঘাত হইল তাহা ভাবিবারই অবসর হইল না। কারণ প্রথমেই স্থির করা হইয়াছে স্বামীর অর্জ্জিত ত্রিশ টাকার উপর আর ২০৲ টাকা না হইলে কিছুতেই চলে না। প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত আয় তাহার নিজের ও পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট; অর্থাৎ অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী স্বর্গীয় পিতা তাহাকে তাহার পার্থিব অভাব মোচনের জন্য সেই ধন দান করিয়াছেন। ইহা বিশ্বাসের সহিত ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন বেতনগ্রাহী ভৃত্য ঘুস লইলে অপরাধী হয় তেমনই স্বর্গীয় প্রভু যাহাকে মাসিক ৩০৲ টাকা দান করিয়াছেন সে যদি সন্তানগণকে কতকক্ষণের জন্য মাতৃহীন ও গৃহকে কতকক্ষণের জন্য লক্ষ্মীছাড়া করিয়া গৃহলক্ষ্মীকে চাকরী করিতে পাঠায় ও তাঁহার দ্বারা উপার্জ্জিত ২০৲ টাকা গ্রহণ করে, তাহারও অন্যায়রূপে উপার্জ্জন করা হয়। আমাদিগের সমাজে নারীগণ অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন এবং করিবেন, কিন্তু সকলেরই একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদিগের জীবন, শক্তি, শিক্ষা, সদ্‌গুণ কিছুই আমাদিগের নিজস্ব নহে, এসকলের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে আমরা পরমেশ্বরের নিকট দায়ী। ইউরোপের সভ্যতা, অথবা এক জন বড় পণ্ডিত না হয় বলিল প্রত্যেক মানুষ প্রথমে স্বাধীন হইবে, আত্মনির্ভর শিক্ষা করিবে, তার পর সুবিধা ও ইচ্ছা হইলে সংসার করিবে, কিন্তু অনন্তজ্ঞান প্রেমময় বিধাতার ব্যবস্থা মনুষ্যস্বভাবে লিখিত রহিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিয়া কত দেশের কত দুঃখময় ফল লাভ হইয়াছে, এবং আমরাও যদি ধনলোভে নারীগণকে অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত করি, অথবা তাঁহারা যদি স্বাধীনতার লোভে অর্থোপার্জ্জনের পথে গমন করেন সম্মুখে আমাদিগের জন্য অত্যন্ত দুঃখ ও দুর্দ্দশা আছে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

ভারতীয় নারীজাতি এবং জন্মান্তরবাদ রহস্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কারণ শুদ্ধোদনতনয় সিদ্ধার্থ জরা, বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যু রূপ নিদারুণ দুঃখে জনসমূহকে নিপীড়িত দেখিয়া সংসারত্যাগ ব্রতে সংকল্পারূঢ় হইয়াছিলেন। লোকচিত্তদহনকারী দুঃখানল নির্ব্বাপনের উপায় আবিষ্কার করাই তাঁহার রাজ্যৈশ্বর্য্য এবং প্রিয়দর্শন দারাসুত ত্যাগের হেতুভূত। সিদ্ধার্থের যদি একথায় অণুমাত্র আস্থা থাকিত যে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে বর্ত্তমান জীবনে লোক নানাপ্রকারের দুঃখ ভোগ করে, তবে কি সে দুঃখ নিবারণ সাধ্যায়ত্ত মনে করিতেন? কখনই নহে।

প্রায় সাত বৎসর সিদ্ধার্থ কঠোর তপস্যায় যাপন করেন। সিদ্ধিলাভের পরে দুঃখ এবং দুঃখের কারণ তিনি সত্য বলিয়া প্রকাশ করিলেন। অধিকন্তু দুঃখ নিবৃত্তিও মহাসত্যরূপে তাঁহার নিকট প্রতীত হইল। দুঃখনাশার্থ আটটি পথ তৎকর্তৃক আবিষ্কৃত হইল। বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া গৌতম সেই অষ্টপথ জনসমাজে প্রচারার্থ জীবন উৎসর্গ করিলেন। এমন সত্যপ্রিয় বুদ্ধদেব কি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলেতে দুঃখের হেতু আরোপ করিতে পারেন? কি অসামঞ্জস্যপূর্ণ কল্পনা! এজন্য বলিতে ইচ্ছা হয় পূর্ব্বজন্মবিষয়ক অনেক কথা বুদ্ধশিষ্যগণ স্ব স্ব কল্পনানুসারে তাঁহার মুখে উঠাইয়া দিয়াছেন। এই ভাবে তিলপ্রমাণ সূত্র ধরিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ কাহিনী রচিত হইয়াছে। উহা কুসংস্কারাপন্ন সাধারণ জনমণ্ডলীর কল্পনাকে চরিতার্থ করিয়াছে বলিয়া যথেষ্টরূপে পরিগৃহীত ও পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

যে বুদ্ধদেব সত্যেতে স্থিতিলাভ করিলেন, সরলতা যাঁহার ধর্ম্মক্ষেত্রে বর্ম্ম হইল, অলৌকিক ক্রিয়াদি যিনি সাবধানে পরিবর্জ্জন করিলেন, যিনি সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়াছেন "আমি ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছি," তিনি কি সেই মুখে কুসংস্কারান্ধ মূর্খের ন্যায় অলীক ভাবে পূর্ব্বজন্মে ইহা ছিলাম উহা ছিলাম বলিয়াছেন? এরূপ কথাই চন্দ্রমণ্ডলে শশকশাবকবাস রূপ উপকথা সদৃশ। বুদ্ধ যদি লব্ধসত্য সম্বন্ধে মনেতে ঘুণাক্ষরেও সংশয় পোষণ করিতেন তবে তাঁহার দ্বারা ওরূপ কথা উক্ত হওয়া কল্পনা করা বরং সম্ভব হইত। কিন্তু সত্যেতে সংশয় করা মহাপাপ বলিয়া যিনি শিক্ষা দিয়াছেন, সত্যেতে বিশ্বাস যাঁহার দৃঢ়তর ভিত্তিভূমি, তিনি অর্ব্বাচীন বালকের ন্যায় চিরপ্রচলিত পূর্ব্বজন্মবিষয়ক ভ্রান্তিপূর্ণ মতটার ধূলি কি লোকের মানসচক্ষের উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন?

আখ্যায়িকা দ্বারা কোন কোন গভীর সত্য বুদ্ধদেব প্রাঞ্জল করিয়া বুঝাইতেন। বুদ্ধের পরে অনুবর্ত্তী লেখকগণ স্বয়ং অনেক আখ্যায়িকা যোগে অনেক রূপকথা উপকথা অকথা গাঁথিয়া বুদ্ধদেবের নামে সংসারবাজারে চালাইয়াছেন। অথবা ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বিজ্ঞান যে ধর্ম্মজনপদের দৌবারিক না হইয়াছে, সে ধর্ম্মজনপদে সত্যের বেশ ধরিয়া অনেক মিথ্যা চোর প্রবেশ করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

মহাপুরুষগণ অনেকেই মনুষ্যের জন্মতত্ত্ব, জীবনতত্ত্ব, স্বর্গতত্ত্ব প্রভৃতি আখ্যায়িকা এবং চলিত ইতিকথা দ্বারা ব্যাখ্যা করেন; ও জনসাধারণকে উহার অর্থ-পরিগ্রহ করাইতে সচেষ্ট হন। কিন্তু যাহারা শোনে তাহারা যে কোন্ কথার কি অর্থ বোঝে তাহা কে সন্ধান করে? ঐ প্রকার চেষ্টার প্রায়শঃ উল্টা ফল ফলে। অন্ধব্যক্তির দুগ্ধদর্শনের কথা প্রসঙ্গত এখানে বলিতে হইতেছে। কোন অন্ধ ব্যক্তি দুগ্ধপদার্থের যথেষ্ট প্রশংসা এবং হিতকারিতা শুনিয়া এক কৃষককে বলিল, হায়! আমি এমন দুর্ভাগ্য যে, কখন এজীবনে দুগ্ধ দেখি নাই। কৃষক বলিল বটে, তুমি দুগ্ধ দেখ

নাই? সেতো খুব দুঃখেরই কথা। তবে দুগ্ধ ঠিক বকের মত সাদা। বক যদি দেখিয়া থাক তবে দুগ্ধও দেখিয়াছ। অন্ধ বলিল, ভাই, আমি বকও দেখি নাই। কৃষক বলিল, বকও দেখ নাই? বক ঠিক ধানকাটা কাস্তিয়ার মত। অন্ধ বলিল, আমি কাস্তিয়াও দেখি নাই। কৃষকের হাতে তখন কাস্তিয়া ছিল। সে বলিল, এই যে ধানকাটা কাস্তিয়া আমার হাতেই আছে, তুমি দেখনা কেন? তখন অন্ধ বলিল, দেওতো আমার হাতে। কৃষক হস্তস্থিত কাস্তিয়া অন্ধের হস্তে অর্পণ করিল, অন্ধ ব্যক্তি তাহা ফিরাইয়া ঘুরাইয়া তাহাতে হাত বুলাইয়া বলিল। ভাই য'াহোক তোমার অনুগ্রহে আজ আমার দুগ্ধদর্শন হইল। দুগ্ধ এরূপ হলেত বড় শক্ত পদার্থ, মনে মনে তাহার এই সিদ্ধান্ত জন্মিল। আখ্যায়িকাদি দ্বারা আধ্যাত্মিক রাজ্যের গভীর তত্ত্ব সাধারণ লোকে প্রায়ই ঐ প্রকার বুঝিয়া লয় এবং অন্য বহু লোককে আবার তাহারা তাহাই বুঝায়।

যাহাদের অন্তরে পরলোক সম্বন্ধীয় বিশ্বাস নাই, তাহাদিগকে যুক্তির সাহায্যে পরলোক বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস অন্তরে থাকা স্বাভাবিক। সেই বিশ্বাসের সহিত পরলোকে বিশ্বাসও জড়িত থাকে। প্রথমে পিতামাতা পরে জন্মভূমি। যাহার বাপ মা নাই বা ছিল না, তাহার আবার জন্মভূমি কোথায়? আস্থাহীন ব্যক্তিগণেরও মহাজনগণ প্রমুখাৎ পরলোকের কথা শুনিয়া এক প্রকার প্রতীতি হইতে পারে। সে প্রতীতিকে জ্ঞান সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ একজন লোকগুরু। গীতা গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণপ্রদত্ত উপদেশাবলী বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণের মতে আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, পরিবর্ত্তন নাই। ইহা নিত্য এবং পুরাতন। বর্ত্তমান দর্শনশাস্ত্রের বিচারে জীবাত্মার লক্ষণ ওরূপ হইতে পারে না। যিনি অজরামর নিত্য তিনি পরমাত্মা। মানবাত্মার জন্ম মৃত্যু হ্রাস বৃদ্ধি উন্নতি অবনতি অবশ্যই আছে। জীবাত্মা অনন্ত উন্নতিশীলও বটে। গীতাতে পরমাত্মার লক্ষণই জীবাত্মাতে আরোপিত হইয়াছে। এ গীতা অদ্বৈতবাদ মত প্রচার করিতেছেন বলিলে কি ন্যায়সঙ্গত হইবে না? কিন্তু উপনিষদ পরমাত্মাসম্বন্ধে বলেন ;—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।"

অর্থ :—আত্মার জন্ম নাই মৃত্যু নাই, ইনি সর্ব্বজ্ঞ। ইনি কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হয়েন নাই এবং আপনিও অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই।

উপনিষদে জীবাত্মার লক্ষণ সম্বন্ধেও বহু শ্লোক রহিয়াছে। উপনিষদ জীবাত্মা হইতে পরমাত্মার ভিন্নতা স্বীকার পূর্ব্বক জীবাত্মার হীনাবস্থা যে প্রকাশ করিয়াছেন এরূপ দুইটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ॥

অর্থ :—শরীরে দুই জন প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তন্মধ্যে এক জন স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করেন, আর এক জন সেই ফল প্রদান করেন। ব্রহ্মবিৎ তত্ত্বজ্ঞেরা তাঁহাদিগকে ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর ভিন্ন করিয়া বলেন। আর পঞ্চাগ্নি ও ত্রিণাচিকেত কর্ম্মিরাও এই প্রকার বলিয়া থাকেন।

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ-
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

অর্থ :—জীবাত্মা শরীরমধ্যে নিমগ্ন রহিয়া এবং দীন ভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্ব্বদাই শোক করিতে থাকে। কিন্তু যখন সর্ব্বসেব্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায় তখন তাহার আর শোক থাকে না।

"স ন সাধুনা কর্ম্মণাভূয়ান্
নো এব অসাধুনা কণীয়ান্।"

অর্থ :—সাধু কর্ম্মে তাঁহার বৃদ্ধি হয় না এবং অসাধু কর্ম্মেও তাঁহার হ্রাস হয় না।

উক্ত শ্লোকাংশ ঈশ্বর সম্বন্ধে। জীবাত্মা পাপ কর্ম্মে ক্ষয় পায়; পুণ্য কর্ম্মে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরমাত্মার কোন কারণে হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিবার জন্য বলিয়াছেন :—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা নভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

"অবিনাশীতু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥"

উপনিষদ পরমাত্মার তত্ত্বপ্রকাশক গ্রন্থ। ইহাতে জীবাত্মার পরিচয় কিছুটা পাওয়া যায়। গীতা মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধতত্ত্ব প্রকাশে উদ্যত। যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞান সেই সম্বন্ধের চতুর্ব্বিধ অবস্থা। কিন্তু মানবাত্মা যে কি পদার্থ—গীতা তাহা বহু চেষ্টায়ও স্পষ্ট প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় নাই।

আমরা দেখিতেছি মনুষ্যদেহ আহার দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। মনুষ্যের মন জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞান গ্রহণে প্রসারিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের আত্মাও সজ্ঞানে পরমাত্মাসহ যোগ প্রাপ্ত হইয়া উন্নতি লাভ করে। এ উন্নতি মানবাত্মা অনন্তকাল লাভ করিতে থাকিবে। মানুষের কোন দিক যদি বৃদ্ধিলাভে অপারগ হয় তবে সে দিক দিয়া মানুষ জড়পদার্থ-মধ্যে গণ্য হয়।

উপনিষদ যাঁহাকে সত্যং জ্ঞানমনন্তং শান্তং শিবমদ্বৈতং আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি রূপে প্রচার করে, তিনিই উত্তম পুরুষ। তাঁহার প্রসাদে তাঁহার সঙ্গে মানবাত্মা কর্ম্মযোগে, জ্ঞানযোগে, ভক্তিযোগে অনন্ত যোগসূত্রে প্রাপ্ত হয়। মানবাত্মার এই পক্ষে অনন্তকাল উন্নত হইতে হইবে। তাহার পক্ষে এ দেহ জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণের

প্রয়োজন বা সম্ভাবনা কোথায়? ন্যায়সঙ্গত যুক্তিপথে ত জন্মান্তরবাদ মত স্থাপন করা অসম্ভব দেখা যায়। বিজ্ঞানসঙ্গত দৃষ্টি ঐ প্রকার জন্মান্তরবাদের অপর সিদ্ধান্তে ঘোর প্রমাদ দর্শন করে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছাত্রগণ অধুনা একটু গীতাগ্রন্থের গোঁড়া। গীতার গোঁড়া হইতে গিয়া জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি ভ্রান্ত মতেরও তাঁহারা গোঁড়ামি প্রকাশ করেন। কোন বি, এল, উপাধিধারী পদস্থ ব্যক্তির সহিত একদা জীবাত্মার জন্মান্তর বিষয়ে আমার কথা হইয়াছিল। তিনি "জীর্ণানি বাসাংসি যথা বিহায়" ইত্যাদি শ্লোক আওড়াইয়া, মানুষ যে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল এজন্মে ভোগ করে তাহা বলিলেন। আমি বলিলাম, যদি তাহাই সত্য হয় তবে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, ঈশ্বর যেন কতকগুলি আত্মাকে বহু বহু লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে উৎপন্ন করিয়াছেন। সেই আত্মারাই এই জগতে পুনঃ পুনঃ যাতায়াতপূর্ব্বক কর্ম্মফল ভুগিতেছে। উকীল মহাশয় বলিলেন—তাই বৈ কি; পুনঃ পুনঃ মানবাত্মা সৃষ্টির কোন প্রয়োজন নাই। তদুত্তরে আমি বলিলাম তবে দশ বৎসর পরে পরে জনসংখ্যা গণনায় মনুষ্য সংখ্যা বাড়িতেছে কেন? তিনি বলিলেন ও সকল গণনার ভুল। কোন দিকে বাড়ে আবার কোন দিকে কমে। মোটের উপর জনসংখ্যা একই আছে। আমি যখন ভূগোল বিবরণ ধরিয়া দেখাইলাম, মোটের উপর জনসংখ্যাও ক্রমে বাড়িতেছে; তখন তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ওসব ঠিক গণনা নহে। কাজেই ওরূপ দেখা যায়। অর্থাৎ শাস্ত্রেরই কথা ঠিক। আমি উঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ও শাস্ত্রের গোঁড়ামি দেখিয়া চাপিয়া গেলাম। কয়েক দিন পরে উঁহার মনের অবস্থা একটু ভাল দেখিয়া আবার ঐ কথা উপস্থিত করিলাম। তখন তিনি গীতারই মতবিভ্রম স্বীকার করিলেন। আমিও বাঁচিলাম। গীতার উক্ত ধ্রুব সত্য সকলের গোঁড়া হওয়া প্রার্থনীয়। কিন্তু তৎসহ উহাতে যে ভ্রম প্রমাদ আছে তাহার গোঁড়া হইলে কি লাভ? গীতাতে জন্মান্তরবাদ তত্ত্ব ও জীবের জন্মতত্ত্ব বিষয়ে যে ভ্রান্তমত আছে তাহা অবশ্যই পরিহার করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে যাহা লেখা সকলই সত্য, মূর্খের মুখেই একথা শোভা পায়।

হ্যালিবার্টন পত্নীর জীবনের পরীক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ছুটী প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল। হ্যালিবার্টন মার্গারেটের জন্য একটী অতি সুন্দর চাকরী যোগাড় করিয়াছিলেন— এবং সে সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। শিক্ষকতা উপলক্ষে হ্যালিবার্টনের অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে যাতায়াত ছিল। তিনি শুনিলেন একটী অবস্থাপন্ন ভদ্রপরিবারে একটী শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। তিনি মার্গারেটের কথা তাঁহাদের নিকট বলিলেন। তাঁহার কথাতেই মার্গারেটকে রাখিতে তাঁহারা

সম্মত হইলেন। তাঁহারা একদিন মার্গারেটকে স্বয়ং তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন—সেই সাক্ষাতের পর তাঁহারা তাহাকে নিযুক্ত করিবেন।

একদিন সন্ধ্যাকালে হ্যালিবার্টন তাঁহার শিক্ষকতার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। জেন একাকী বসিয়াছিল। গৃহিণী অসুস্থ থাকায় সকাল সকাল শুইয়াছিলেন এবং মার্গারেট রবার্টের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। বৎসরের এই সময়টায় কারবারে তেমন ভিড় থাকে না—সুতরাং রবার্ট এই সময় প্রায় বাড়ী আসিতে পাইত। রবার্ট ও মার্গারেট দুজনে মিলিয়া বেড়াইতে বাহির হইত।

হ্যালিবার্টন একটী জানালার কাছে আসিয়া চুপ করিয়া বসিলেন। জেন তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল—তুমি আজ বড় ক্লান্ত হ'য়েছ ?

হ্যালিবার্টন কোন উত্তর করিলেন না—কেবল জেনের হাতখানি সস্নেহে আপনার হাতের মধ্যে টানিয়া লইলেন। জেন তখন বলিল—"আর তুমি দেরি করো না—কিছু খাও। তোমার এখন কিছু খাওয়ার দরকার। আর প্রতিরাত্রে মার্গারেটের জন্যে অপেক্ষা ক'রে ক'রে থাকাও ভাল নয়—এতে তাকে কতকটা প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।"

"অবশ্য রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ফিরে না আসলে তার জন্যে আর অপেক্ষা করা চলবে না।" তাহার পর তিনি বলিলেন—"জেন, মার্গারেটের প্রতি সন্ধ্যায় এতক্ষণ ধ'রে বাইরে বাইরে বেড়ানো কি তুমি ভাল মনে কর ?"

"সে তো রবার্টের সঙ্গে থাকে।"

"সে সব সময় হয়তো কেবল রবার্টের সঙ্গেই থাকে না।"

জেনের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে তাহার স্বামীকে বিলক্ষণ চিনিত সে জানিত বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে তিনি কোন বিষয়ে কোন কথা বলেন না। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, কেন তুমি একথা ব'লছ ? তুমি কি এবিষয়ে কিছু জান ? তুমি কি মার্গারেটকে দেখেছ ?"

"১৫ মিনিট আগে আমি তাকে দেখেছি।"

"রবার্টের সঙ্গে ?" জেন তাড়াতাড়ি করিয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল।

"রবার্ট তার সঙ্গে ছিল। কিন্তু সে মিঃ মারের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া যাইতেছিল।"

জেন এ সংবাদে সুখী হইতে পারিল না। এই মিঃ মারে রবার্টের সঙ্গে একই "হৌসে" কার্য্য করিত। তাহার বেতন রবার্টের অপেক্ষা অধিক ছিল। রবার্ট মধ্যে মধ্যে তাহাকে আপনাদের বাড়ী আনিত এবং সে তাহাদের সঙ্গে চা পান করিয়া যাইত। জেন ভগ্নীর আচরণের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল—তাহার সরল সাধুচিত্ত এরূপ লুকোচুরির ব্যাপারকে একান্ত নিন্দনীয় বলিয়া মনে করিল। জেন যদি জানিত যে তাহাদের এরূপ একত্র ভ্রমণ এই প্রথম নহে—প্রত্যুত উহা এক্ষণে তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার

হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা হইলে সে যে কি ভাবিত তাহা বলা সুকঠিন। রবার্ট সঙ্গে থাকিলেও এরূপ ব্যবহার একান্ত নিন্দার্হ।

কিছুক্ষণ পরে তাহারা মার্গারেটকে রবার্টের সহিত বাড়ী ফিরিতে দেখিল—তখন তাহাদের সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। রবার্ট মার্গারেটকে দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া নিজের বাসায় চলিয়া গেল। জেন তখন কিছুই বলিল না—কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে মার্গারেটের ঘরে গমন করিল।

সঙ্কোচের প্রথম মুহূর্ত্ত অতীত হইলে মার্গারেট বলিল—মিঃ হ্যালিবার্টন তোমাদের কাছে এসে কতকগুলা আজগুবি খবর দিয়েছেন—কেমন না? আমি দেখলাম এডগার আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন।"

জেন মার্গারেটের এরূপ দাম্ভিকতা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সে কতকটা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"মার্গারেট, তোমার হয়েছে কি? তোমার মেজাজ দেখছি একেবারে বদলে গেছে! তুমি দেখছি এখন আর ভদ্রঘরের মেয়ের মত কথাবার্ত্তা বলছ না!"

"আমাকে মিছিমিছি রাগাতে এস কেন? আমার নিজের ভাই সঙ্গে থাকবার সময় একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে বেড়ানো কি একটা মস্ত ভারি অপরাধ?"

"মার্গারেট, নির্জ্জনে কাউকে কিছু না জানিয়ে এরূপ করা নিশ্চয়ই অন্যায়। যদি তুমি লোক দেখানো ভাবে বরার্টের সঙ্গে বেড়াতে যাও আর"—

মার্গারেট আরক্ত-নেত্রে উত্তর করিল—"জেন, আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাইনে। তুমি এখন বিবাহ ক'রে খুব মুরুব্বি হ'য়েছ কিনা—তাই যখন তখন আমাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে এস! আমি কোন দোষই করিনি। যখন কোন অপরাধ করব তখন তোমার গায়ে যত ঝাল আছে আমার উপর ঝেড়ো।"

জেন ব্যথিত স্বরে বলিল—"মার্গারেট, তুমি আমার কথার অন্য অর্থ ক'রছ কেন? আমি তোমাকে ভালবেসেই এসব কথা ব'লছি, আমি তোমার উপর রাগ করে বলিনি, বোন। আমি তোমার ভালর জন্যেই তোমায় একথা ব'লছি—না হ'লে আমি কখনও বলতাম না। যাঁদের বাড়ী তুমি পড়াও তাঁরা যদি কোন সূত্রে এ কথা জানতে পারেন তা'হ'লে তাঁরা তোমাকে তাঁদের বালক বালিকাদের উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী মনে করবেন না।"

মার্গারেট বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"আচ্ছা, সে ভাবনায় তোমার মাথা ব্যথার দরকার নেই।" অন্য রজনীতে মার্গারেট তাহার দিদির সহিত যেরূপ রূঢ় ব্যবহার করিল এমন সে ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও করে নাই। জেন বিস্মিত হইয়া তাহাকে জানাইল যে তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেছে।

মার্গারেট বলিল—"আমার কর্ত্রীরা আমাকে যথেষ্ট উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীই মনে করবে, যদি আমি আবার কখনও তাদের বাড়ী শিক্ষা দিতে যাই।"

জেনের হৃদয় সজোরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে বলিল—"মার্গারেট, তোমার এ কথার অর্থ কি? তোমার এ কথার নিশ্চয়ই কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে!"

মার্গারেট এতক্ষণ দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ অঙ্গুলিতে জড়াইতেছিল। সে এইবার আপনার মুখ ফিরাইয়া জেনের দিকে একদৃষ্টে রূক্ষভাবে তাকাইয়া বলিল—"জেন, যদি তুমি আমার এ কথার গূঢ় অর্থ একান্তই জানতে চাও তবে সে অর্থ আমি তোমাকে স্পষ্ট বলছি শোন—কিন্তু তুমি স্বীকার কর যে আমার সম্বন্ধে সব কথা মাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে আমার পথ পরিষ্কার ক'রে দেবে। আমি আমার বর্ত্তমান কর্ত্রীদের বাড়ী বা ভবিষ্যতের কোন কর্ত্রীদের বাড়ী শিক্ষকতা ক'রতে যাব না"—

জেন ইঙ্গিতে ব্যাপার কি বুঝিয়া ভগ্ন-হৃদয়ে বলিল—"বটে!! বুঝেছি!"

"আমি শীঘ্রই বিবাহিত হ'তে যাচ্ছি।"

"কি বল্লে মার্গারেট!!"—

মার্গারেট বলিল—"এতে কাতর হবার কোন কারণই নেই। মিঃ মারে কাল মাকে একথা ব'লতে আসবেন। আর যদি তোমাদের মধ্যে কারো তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা বলবার থাকে তবে তোমরা সে কথা তাঁর মুখের উপরে ব'লতে পার। তিনি সদ্বংশজাত—তাঁর আয়ও যথেষ্ট। তবে আবার তাঁর সম্বন্ধে আপত্তি কি আছে?"

জেন কিছুই বলিতে পারিল না। ব্যক্তিগতভাবে মিঃ মারের প্রতি তাহার কোনরূপ অনুরাগ ছিল না। তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহবশতঃ সে কল্পনা-লোকে সুন্দরী সুশিক্ষিতা মার্গারেটের ভাগ্যাকাশে অতি সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিয়া দেখিয়াছিল। সে কেবল এইমাত্র বলিল—"মার্গারেট যদি তুমি তাঁকে বিবাহ কর্ত্তে দৃঢ়-সঙ্কল্প হ'য়ে থাক তবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আর সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি বোন—তুমি যেন সুখী হও।"

"আমি আশা করি আমি এ বিবাহে খুব সুখী হব। অন্ততঃ আর দশজনের মত আমিও এই বিবাহে আমার অদৃষ্ট পরীক্ষা ক'রবো। দিদি, আজ তোমার সঙ্গে বড় রূঢ় ব্যবহার ক'রেছি—সেজন্যে আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। কিন্তু তুমিই আমাকে প্রথম উত্তেজিত ক'রে তুলেছিলে।"

যেমন আর দশজনে করিয়া থাকে—ঠিক কথা। পরিণয় ব্যাপার ঠিক যেন "লটারি" খেলা! মার্গারেট এইরূপ জানিয়াই অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া দাম্পত্য-জীবনে প্রবেশ করিয়া বসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ।

ক এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। সময়ের স্রোতের সহিত পরিবর্ত্তনের স্রোতও অবশ্যম্ভাবীরূপে জগতের নাট্যশালায় দর্শন দেয়। জেন এখন চারিটী সন্তানের জননী। জ্যেষ্ঠ পুত্র উইলিয়ম এখন প্রায় ত্রয়োদশবর্ষীয়; কনিষ্ঠ এডগার ৮ বৎসর উত্তীর্ণ ৯ বৎসরে পদার্পণ

করিবে; জেন এবং ফ্রাঙ্ক এতদুভয়ের মধ্যে। টেট-গৃহিণী রোগ-শোকের হস্ত হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত হইয়া জরা-মরণহীন লোকে গমন করিয়াছেন; এবং ফ্র্যানসিস্ এক্ষণে "ধর্ম্মযাজক ফ্র্যানসিস্ টেট" এ পরিণত হইয়াছেন। কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে তিনি অবশেষে ধর্ম্মযাজক হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি লণ্ডনের একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার ন্যায় দীনাবস্থায় কালযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের সঙ্গতির অভাব ছিল না সত্য, কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহার অনেক প্রাণের সাধ অপূর্ণ থাকিয়া যাইত। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের অকৃত্রিম আকর্ষণ ছিল, কিন্তু অর্থাভাবে তিনি তাঁহার প্রাণের এ সাহিত্য-পিপাসা মিটাইতে পারিতেন না। যে সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে তিনি ব্যাকুল সে সকল দুর্ম্মূল্য হওয়ায় তিনি অর্থ দিয়া ঐ সকল গ্রন্থ ক্রয় করিতে পারিতেন না। সে সময় সাধারণ পাঠাগারও নিতান্ত দুর্লভ ছিল। তিনি ধর্ম্মযাজকের কার্য্য করিয়াও ইচ্ছা করিলে শিক্ষকতার দ্বারা কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন—কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি তাঁহাকে এবিষয়ে নিরস্ত রাখিয়াছিল। আপনার অধীন লোকমণ্ডলীর সেবা পরিচর্য্যাতেই তাঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইয়া যাইত। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার নিকট হইতে সেই অমূল্য ধন—বিবেক বুদ্ধি, পূর্ণ-মাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতেন—পিতা যেমন জীবনের সন্ধ্যাকালে প্রচুর পুরস্কার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন আমিও আমার বৃদ্ধাবস্থায় নিশ্চয়ই আমার এই পরিশ্রমের ও প্রভুসেবার প্রচুর পুরস্কার লাভ করিয়া ধন্য হইব।"

এইরূপে ফ্র্যানসিস্ টেট অদম্য বিশ্বাসের বলে বুক বাঁধিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি আশাপূর্ণ-হৃদয়ে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন যে দিন স্বর্গ হইতে দেবতার নির্ম্মল আশীর্ব্বাদ অক্ষয় পুরস্কাররূপে তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হইবে।

মার্গারেট কোথায়? মার্গারেট চিরদিনের মত প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। তাহার স্বামী কর্ম্মক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিতে না পারিয়া জন্মভূমি ও জন্মভূমির যাবতীয় আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া নূতন পৃথিবীর ক্যানেডার নির্জ্জন বনভূমিতে সংসার পাতিলেন। মার্গারেট কি তাহার হঠকারিতা প্রসূত বিবাহ ব্যাপারের জন্য এখন দুঃখিত? সে কি তাহার রাজপ্রাসাদোপযোগিনী শিক্ষা দীক্ষা রুচি ও অন্যান্য যাবতীয় গুণাবলীকে জনশূন্য বনভূমিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইতে দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করিল? সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা—এখন এসকল তাহার কি উপকারে আসিবে? অবশ্য সে তাহার নিজের পুত্রকন্যাদের সুন্দররূপে শিক্ষাদান করিতে পারিবে এবং এরূপ শিক্ষা ব্যতীত তাহার সন্তানদিগের অন্য কোন শিক্ষারও সম্ভাবনা

মাত্র ছিল না। মার্গারেট যে তাহার সুসংস্কৃত শিক্ষা দীক্ষার নিতান্ত প্রতিকূল ক্ষেত্রে গিয়া পড়িয়াছিল তাহ'তে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সে নির্ভীক বীরাঙ্গনার ন্যায় আপনার নিয়তির শাসনকে শিরোধার্য্য করিয়া লইল। বাড়ীতে যে সমস্ত পত্রাদি লিখিত তাহার কোন স্থলে ঘুণাক্ষরেও কোনরূপ অসন্তোষ বা অনুশোচনার চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হইত না। সে প্রথম হইতেই বাড়ীতে বড়বেশী চিঠিপত্র লিখিত না এবং যতই দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল তাহার চিঠির সংখ্যাও অল্প হইতে অল্পতর হইতে লাগিল। রবার্ট তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিল এবং সে গর্ব্ব করিয়া বলিত যে অবরুদ্ধ দুর্গন্ধময় সওদাগর অফিসে যাবজ্জীবন পচিয়া মরা অপেক্ষা নির্জ্জন অরণ্যের এই স্বাধীন প্রমুক্ত জীবন সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।

হ্যালিবার্টনের শিক্ষাপদ্ধতি অতি সুন্দর ছিল—সুতরাং ইহাতে তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেন। এক্ষণে তিনি "কিঙ্গ্‌স্ কলেজের" (Kings's Colledge) একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু অক্সফোর্ড (Oxford) বা কেম্ব্রিজ (Cambridge) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চতর শিক্ষালাভরূপ তাঁহার যে সুখের স্বপ্ন তাহা এপর্য্যন্ত সফল হইল না। হ্যালিবার্টন ভ্রমক্রমে সোপানের বিপরীত দিকে আরম্ভ করিয়াছিলেন—তাঁহার প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া পরে বিবাহ করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি প্রথমেই বিবাহ করিলেন সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আর তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না। একজন সামান্য আয়ের লোককে বাড়ীভাড়া ও চাকর চাকরাণীর বেতন দিয়া, আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভরণপোষণ ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যদি সংসার করিতে হয়, তবে তাহার সময় ও অর্থ কলেজে না যাইলেও অনেক প্রকারে ব্যয়িত হইবার সুবিধা প্রাপ্ত হয়। ফলকথা বিবাহের পর পুত্র কন্যা ও সংসারে জড়িত হইয়া পড়িলে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ ধীরে ধীরে মস্তক হইতে অপসৃত হইয়া পড়ে। হ্যালিবার্টন এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আশা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় ইহাতে তাঁহার কষ্ট নাই। তাঁহার নিজের সংসারটাই এখন একটী পূর্ণ সুখশান্তি ও আরামের আলয়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু এই সময়ে অথবা প্রকৃতপক্ষে ইহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই হ্যালিবার্টন আপনার মনে বুঝিতে পারিতেছিলেন যে তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম দ্বারা আপনার শরীরের বলক্ষয় করিতেছেন। বহুদিন পূর্ব্ব হইতে—এমন কি যে অবধি তিনি লণ্ডনে আসিয়াছিলেন সেইদিন হইতেই তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন যে তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা বেশ ভাল নহে। গ্রীষ্মকালে তিনি গ্রীষ্মের উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং শীতকাল আসিলে ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার কাশি হয় এবং বুকে তিনি এক প্রকার বেদনা অনুভব করেন। কিন্তু তিনি এসমস্ত অসুস্থতার লক্ষণের প্রতি

ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নির্ব্বিকার-চিত্তে আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতেন—তাঁহার একথা মনেও হইত না যে ইহাই ভবিষ্যতে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এবিষয়ে তিনি কখনও কোন শঙ্কাবোধ করেন নাই।

কিন্তু একদিন সন্ধ্যাকালে আপনার দৈনিক কঠোর কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যখন তিনি ক্লান্তদেহে একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন তখন সহসা তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তিনি দেখিলেন যে জেন এবং একজন পরিচারিকা উদ্বিগ্নভাবে তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। জেনের মুখখানি অত্যন্ত মলিন ও চিন্তারেখাঙ্কিত।

তিনি সহাস্যবদনে জেনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"জেন, ইহাতে তোমার ভয় পাবার কিছুই নেই। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলুম অথবা কোন কারণে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছিলাম।"

"তুমি মূর্চ্ছা গিয়েছিলে!" "মূর্চ্ছা? তাই কি? কি বিপদ! জেন, ঘরটা অত্যন্ত গরম হ'য়ে উঠেছিল, বোধ হয় সেইজন্যেই এমনটা হ'য়ে থাকবে।"

কিন্তু জেন এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সে বুঝিতে পারিল যে তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই তিনি বিষয়টাকে হাঁসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। হ্যালিবার্টন সেদিন কিছুই খাইতে পারিলেন না—ইদানীং প্রায়ই তিনি খাইতে পারিতেন না।

জেন বলিল—"তুমি অতিরিক্ত পরিশ্রম আরম্ভ করেছ—আমি অনেকদিন হ'তেই এ বিষয় লক্ষ্য ক'রে আসছি।"

"কি লক্ষ্য ক'রেছ, জেন?"

"লক্ষ্য ক'রেছি যে, তোমার শক্তি তোমার কাজের উপযোগী নয়—তুমি নিজের ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ সুরু ক'রেছ। এখন তোমার কিছু কাজ ছেড়ে দেওয়া উচিত।"

"প্রিয়তমে, তা আমি কি ক'রে করি বল? আমাদের খরচ সংকুলান করতে আমার উপার্জ্জনের সমস্ত অংশই কি খরচ হ'য়ে যায় না? বছরের শেষে যখন জমা খরচ মিলিয়ে দেখি তখন আমাদের কি একটী টাকাও উদ্বৃত্ত থাকে?"

প্রকৃত সমস্যাই এই, এবং জেন ইহা জানিত। কিন্তু জগতে তাহার স্বামীর স্বাস্থ্য অপেক্ষা অধিক প্রিয় পদার্থ জেনের আর কিছুই নাই। সুতরাং সে বলিল—"আমরা এখন আমাদের খরচপত্র কমাব। এখন যে রকম ক'রে আছি ঠিক এরকম ক'রে আর আমাদের থাকা চ'লবে না। আমরা এর চেয়ে একখানি ছোট বাড়ীতে উঠে যাব—আর দুটীর বদলে একটী দাসী রাখব। সংসারের বাকী কাজ কর্ম্ম এখন আমি নিজের হাতে ক'রব।"

কথাগুলি যদিও জেন প্রসন্ন মুখে বলিল, কিন্তু সেগুলি হ্যালিবার্টনের বুকে যেন শেল বিদ্ধ করিল। তিনি বলিলেন—"না জেন, আশা করি এমন দুরবস্থা আমাদের জীবনে কখনও আসবে না।"

হ্যালিবার্টন সে রাত্রি জাগিয়া কাটা

ইলেন। অকূল চিন্তাসমুদ্র তাঁহার চতুর্দ্দিকে যেন গর্জ্জন করিয়া উঠিল। বাত্যা-বিক্ষুব্ধ বিশাল বারিধি বক্ষে যেমন ফেনিল তরঙ্গমালা একটীর পর একটী উত্থিত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে তেমনি তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে অপার ভাবনারাশি একটীর পর একটী করিয়া উঠিতে ও পড়িতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন—"আমার মৃত্যু হইলে আমার স্ত্রী পুত্রের দশায় কি হইবে?" আবার চিন্তার পর চিন্তা—একটীর পশ্চাতে আর একটী—অন্তহীন শৃঙ্খলে গাঁথা—কিন্তু সকল চিন্তার মূলে সেই একই কথা—আমি স্ত্রী পুত্রের জন্য কোন উপায় ক'রে গেলাম না; যদি প্রভু এখন এ দাসকে এখান হ'তে ডেকে নেন, তবে তাদের গতি কি হবে!"

মিঃ হ্যালিবার্টনের একটী অতি মহৎ গুণ ছিল। বোধ হয় এ গুণটী তিনি তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন, কারণ জেনের চরিত্রে এই মহৎ গুণটী অত্যধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হইত। সে গুণটী এই—তিনি বিপদ দুঃখে কখনও ভাঙ্গিয়া পড়িতেন না—প্রত্যুত নির্ভীক হৃদয়ে তাহার সম্মুখীন হইতে পারিতেন। বিপদ আসিলে তিনি ব্যাকুলচিত্তে হা হুতাশ করিতেন না—তিনি বিপদে এরূপ ভাবে রোদন করিতেন না যেন তাঁহার ন্যায় দুঃখ ইতঃপূর্ব্বে জগতে আর কখনও কাহারও হয় নাই—কিন্তু বিপদ পরীক্ষায় মুহূর্ত্তে তিনি শান্ত ও নিরাকুল চিত্তে তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতেন এবং সেই বিপদরাশির মধ্যে ভগবানের মঙ্গল শিক্ষা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেন

বর্ত্তমান অকূল দুর্ভাবনারাশির মধ্যে তিনি একটী মাত্র পন্থা দেখিতে পাইলেন। সে পন্থা—তাঁহার জীবন বীমা করা। তাঁহার অর্থ বা ভূসম্পত্তি কিছুই ছিল না। যদি বা তিনি এক্ষণে বৎসরে বৎসরে কিছু কিছু জমাইতে চেষ্টা করেন তাহা হইলেও বহু বৎসর পরে তবে উহা উল্লেখযোগ্য অর্থে দাঁড়াইতে পারে। এমন কি হাজার টাকা জমাইতেও তাঁহার কত দিন চলিয়া যাইবে! না, তাঁহার একমাত্র উপায়—জীবন বীমা করা। এ অবস্থায় এ চিন্তা সকলেরই মনে উঠিতে পারে। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে এই জীবনবীমা ব্যাপারে তাঁহার বাৎসরিক আয়ের কতটা পরিমাণ চলিয়া যাইবে! তাঁহার একটী অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে, ইহাতে অনেক টাকা দিতে হইবে—কারণ তাঁহার বয়স এক্ষণে নিতান্ত কম হয় নাই।

তিনি স্ত্রীর নিকট কোন কথাই লুকাইতেন না - সকল কর্ম্মে তিনি তাহার সহিত পরামর্শ করিতেন। তাঁহার স্ত্রী একাধারে তাঁহার সখা, সচিব, আনন্দ এবং বিশ্বাসের স্থল। সেই জন্য এই দুরূহ সমস্যায় তিনি যে উপায় অবলম্বন করিতে সঙ্কল্প করিলেন তাহা জেনের নিকট গোপন রাখিতে চাহিলেন না।

পরদিন প্রাতরাশের সময় তিনি বলিলেন—"জেন, কাল সমস্ত রাত্রি ধ'রে আমি কি কথা ভেবেছি জান?"

"নিশ্চয়ই দুঃখের কথা। কাল তুমি খুব ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছিলে।"

হ্যালিবার্টন নিজের কাছেও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন যে বাস্তবিকই এক অভূতপূর্ব্ব দুঃখের ভাবনা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া তাঁহাকে বেদনা দিতেছে। সেই জন্য বলিলেন—"না, জেন, ঠিক দুঃখের কথা নয়।"

"দুঃখ-প্রতিবিধানের উপায় চিন্তা?"

"ঠিক ব'লেছ, জেন। এখন আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হ'চ্ছে যে এরকম উপায় চিন্তার আবশ্যকতা পূর্ব্বে আমার মনে হয় নি কেন?"

জেন তাঁহার বাক্যের গূঢ় অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া চুপ করিয়া থাকিল। হ্যালিবার্টন আবার বলিলেন—

গত রাত্রের সেই আকস্মিক মূর্চ্ছাতে আমার চোখ ফুটেছে। যা ভুলেছিলাম তা স্মরণ হ'য়েছে—মানুষের জীবনের কিছুই স্থিরতা নেই। জীবন পদ্মপত্রের উপর জলবিন্দুর মত সর্ব্বদা টলমল ক'রছে —কখন ঝরে পড়বে তার কিছুই ঠিক নেই। শুধু যে আমার জীবনের স্থিরতা নেই তা নয়—কিন্তু যিনি বাহুবলে জগতের অদ্বিতীয় বীর তাঁরও জীবন ক্ষণভঙ্গুর। এখন আমার জীবনকে কাচের মত ভঙ্গপ্রবণ ভেবেই কাজ করা উচিত। জেন, যদি এখন প্রভু আমাকে এখান হ'তে ডেকে নেন, তা হ'লে তোমরা একেবারে নিরুপায়!"

জেন নীরব হইয়া থাকিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

ভগ্নীসমাজের নবম বার্ষিক রিপোর্ট।

অনন্ত স্নেহের আধার পরম জননীর অনন্ত করুণাগুণে আমাদের প্রিয় ভগ্নীসমাজ, অদ্য নবমবর্ষ অতিক্রম করিয়া, দশমবর্ষে পদার্পণ করিতেছেন। যাঁহার অজস্র কৃপাবারি সম্ভোগ করিয়া ভগ্নীসমাজ এ পর্য্যন্ত সঞ্জীবিত রহিয়াছেন ও বর্দ্ধিতা হইয়াছেন আজ ভগ্নীসমাজের শুভ-জন্মদিনে আমরা তাঁহার চরণে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাভরে প্রণাম করি।

গত বৎসর ভগ্নীসমাজে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে:—

মায়ের কৃপায় ভগ্নীসমাজের বর্ত্তমান সভ্যসংখ্যা ৩১ জন। তন্মধ্যে ৪ জন বর্ত্তমান সময়ে অন্যত্র অবস্থান করিতেছেন ২৭ জন স্থানীয় সভ্য। বৎসরের গড় উপস্থিত সংখ্যা ১৮ জন। এবৎসর ২১টী অধিবেশন হইয়াছে। গত বৎসর সভ্যসংখ্যা ২৫ জন, উপস্থিত সংখ্যা ১০ জন ছিল, এবং ১৮টী অধিবেশন হইয়াছিল।

১ উপাসনা—

শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সারদাসুন্দরী দাস মহাশয়া ১ দিন, শ্রীযুক্তা বিন্দুবাসিনী সেন মহাশয়া ৭ দিন, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ১ দিন, শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত মহাশয় ৩ দিন, শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায় মহাশয় ১ দিন, শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ১ দিন ও সম্পাদিকা ৪ দিন করিয়াছেন। ১৭ দিন উপাসনা

হইয়াছে ও ৪ দিন প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

২। বিশেষকার্য্য—

বক্তৃতা, উপদেশ ও কথকতা। শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় 'ব্রত গ্রহণ' সম্বন্ধে ১ দিন ও শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত মহাশয় 'জননীর দায়িত্ব' সম্বন্ধে ১ দিন উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। নববিধান প্রচারক পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায় মহাশয় একদিন 'যীশু-চরিত্র' বিষয়ে কথকতা করিয়াছেন। অবসরপ্রাপ্ত সিবিল সার্জ্জন রায় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত বাহাদুর 'মানব শরীর গঠন' বিষয়ে একদিন বক্তৃতা করিয়াছেন। যাঁহারা ভগ্নীদিগের শিক্ষার্থ এইরূপ যত্ন করিয়াছেন আমরা তাঁহাদের চরণে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণাম করিতেছি। তাঁহারা যে শুভইচ্ছা হৃদয়ে লইয়া আমাদিগের জন্য আপনাদিগের সময় ও শক্তি ব্যয় করিলেন; আমরা তাঁহাদের সেই সব শিক্ষা জীবনে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক করি, মা আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

৩। আলোচ্যবিষয়।

১। আমরা কিরূপে সুখী হইতে পারি? ২। নারীজীবনের উদ্দেশ্য। ৩। ভগ্নীসমাজের কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হইবার উপায়। ৪। ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাণী শ্রবণ। ৫। ব্রত-গ্রহণের উপকারিতা। ৬। সন্তানদিগকে সুশিক্ষা দান। ৭। কিরূপে ঈশ্বর বিশ্বাস বর্দ্ধিত হইতে পারে? ৮। জননীর দায়িত্ব। ৯। অভ্যস্ত দোষ পরিহারের জন্য বিশেষ বিশেষ সাধনা গ্রহণ। ১০। উপাসনা-নিষ্ঠা। ১১। সত্য উপাসনা ও প্রার্থনার ফল। ১২। ব্রহ্ম কন্যার আদর্শ। ১৩। জীবনে কার্য্যতঃ সত্যনিষ্ঠ হওয়া। ১৪। বিধবাদের জন্য আমরা কি করিতে পারি? ১৫। প্রাচীনা ও আধুনিক রমণীদিগের তুলনা, প্রাচীনাদিগের হইতে আমরা কি শিখিতে পারি? ১৬। সাধ্বী রমণীদিগের জীবনী পাঠ ও তদবলম্বনে প্রবন্ধ লেখা। ১৭। অহঙ্কার কিরূপে দূর হয়? ১৮। নিঃস্বার্থ প্রেম। ১৯। সদিচ্ছার বল কেমন করিয়া বাড়িতে পারে? ২০। রিপুগুলির হাত হইতে কিরূপে মুক্ত হইব? ২১। ভগ্নীসমাজের কল্যাণার্থ চিন্তা ও কিরূপ ভাবে ব্রত-গ্রহণ করিতে হইবে। ২২। ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছেন ও আমাকে দেখিতেছেন ইহা অনুভব করিতে পারিলে আমাদের জীবন কত সুন্দর ও সুখময় হয়। ২৩। উৎসব কার্য্য কি প্রণালীতে নির্ব্বাহ হইবে?

৪। সাধনা—

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাধনার জন্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। ১। ব্রহ্মধ্যান। ২। শিশুসেবা। ৩। বৈরাগ্য। ৪। সন্তোষ। ৫। প্রেম। ৬। ধৈর্য্য।

৫। প্রবন্ধ—

এবৎসর ১১টী ভগ্নী কর্তৃক ১৭টী প্রবন্ধ লিখিত ও পঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এপর্য্যন্ত ৬টী প্রবন্ধ ২ খানা মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। বাকী প্রবন্ধগুলির ও অধিকাংশ মুদ্রিত হইবার যোগ্য। কোন

কোন ভগ্নী সময়ে সময়ে পত্রিকাদিতেও লিখিতেছেন।

লাইব্রেরী—এবৎসর লাইব্রেরীর যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। শ্রদ্ধাষ্পদ শ্রীযুক্ত শশি-ভূষণ মল্লিক মহাশয় ১৪ খানা ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় স্বরচিত 'চাক্‌মা জাতি', শ্রীযুক্তা মোহিনীদাস মহাশয়া স্বামীর রচিত 'আত্মবিজ্ঞান', শ্রীযুক্তা সৌদামিনী নিয়োগী মহাশয়া স্বামীর রচিত 'নীতি প্রবন্ধ মালা,' শ্রীযুক্ত বিহারীকান্ত চন্দ মহাশয় 'বিধান বিশ্বাসী রমণীকান্ত' খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত আর্থার জুসন সাহেব ৬ খানা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রন্থ, শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দত্ত মহাশয় মাতৃ-শ্রাদ্ধো-পলক্ষে ৪ থানা সদ্‌গ্রন্থ, শ্রীমতী স্বর্ণপ্রতিমা দাস গুপ্তা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত কাব্য গ্রন্থাবলী ২ খণ্ড ও ৺নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী ২ খণ্ড কৃপা পূর্ব্বক ভগ্নীসমাজে দান করিয়াছেন। এই সব দানের জন্য আমরা দাতাদিগকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণাম করি।

নিম্নলিখিত কয়েক খানি পুস্তক লাই-ব্রেরীর জন্য ক্রয় করা হইয়াছে।

বাইবেল—১৷৷৹

চারিটী মুসলমান সাধ্বীনারী—।৹

ব্রহ্ম-সঙ্গীত (অৰ্দ্ধমূল্য)—১৲

সচিত্র পরিচর্য্যা শিক্ষা—১৲

গত বৎসর লাইব্রেরীতে মোট ৮৮ খানা পুস্তক ছিল ও ৩ খানা হারাইয়া গিয়াছিল, এবার হারান পুস্তক ৩ খানার ১ খানা (মহর্ষির আত্ম-জীবনী) পাওয়া গিয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ লাইব্রেরীতে এবৎসর মোট ১২৫ খানা পুস্তক আছে।

এতদ্ব্যতীত পূজনীয় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত (লিখিবার সময় ইনি জীবিত ছিলেন) 'মহিলা', শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সরযূবালা দত্ত সম্পাদিত 'ভারত মহিলা' 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও বঙ্গবন্ধু এই চারিখানা পত্রিকা আমরা বিনামূল্যে ও বিনা ডাক-মাশুলে নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত হইতেছি। এই সব দানের জন্য আমরা দাতাদিগকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা দান করিতেছি।

এবৎসর অনেক ভগ্নীই লাইব্রেরী হইতে পুস্তকাদি লইয়া পাঠ করিয়াছেন। ভগ্নীরা সাধারণতঃ যে সকল ভাল ভাল পুস্তক পড়িতে ইচ্ছা করেন, তাহা আমা-দের লাইব্রেরীতে না থাকাতে তাঁহা-দিগকে অন্যস্থান হইতেও বই সংগ্রহ করিয়া দিতে হইয়াছে। লাইব্রেরী হইতে মোট ৪০ খানা পুস্তক ভগ্নীগণ এবৎসর পাঠ করিয়াছেন। লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য ভগ্নীদিগের পাঠের রুচি বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া, সে উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইয়াছে বলা যায়। তথাপি এই ইচ্ছা যাহাতে উত্ত-রোত্তর বৃদ্ধি হয় আমাদিগকে তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। লাইব্রেরীর ভার শ্রীযুক্তা রমাসুন্দরী গুপ্তের হস্তে অর্পিত রহিয়াছে। তিনি এ বৎসর লাইব্রেরীর উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা এজন্য তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পত্রিকাগুলি সকল ভগ্নীর নিকট নিয়ম মত প্রেরণ করিতে না পারায়

অনেক ভগ্নীর পাঠ করার সুবিধা হয় নাই। এত দিন এক জন পিয়ন না থাকাতে পত্রিকা পাঠান অসুবিধা হইত. ভগবানের কৃপায় এবার আমাদের জন্ত জন পিয়ন হইয়াছে। এখন হইতে যাহাতে পত্রিকাগুলি সকল ভগ্নীর নিয়ম মত পড়িবার সুবিধা হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন।

শিক্ষা বিভাগ—এ বিভাগের কার্য্য প্রত্যেক ভগ্নী অন্ততঃ এক জনকে হইলেও নিয়মিত সেলাই ও লেখা পড়া শিক্ষা দিবেন। এ বিভাগের কার্য্য এবারও আশানুরূপ হয় নাই, ভগবানের কৃপায় যতটুকু হইয়াছে তদ্দর্শনে আমরা ভবিষ্যতের জন্য আশান্বিতা হইতেছি। শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সরোজিনী চৌধুরী সহকারী সম্পাদিকা মহাশয়া নিজ বাড়ীতে শিশুদের জন্য একটী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন ও নিজে শিশুদিগকে শিক্ষা দান করিতেছেন। শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা চারুলতা দাস মহাশয়া একজন প্রতিবেশিনীকে লেখা পড়া শিখাইতেছেন। কোন কোন ভগ্নী কয়েক জনকে সেলাই শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীযুক্তা অনঙ্গময়ী দাস মহাশয়ার প্রতি এ বিভাগের বিশেষ ভার রহিয়াছে। তাঁহার কার্য্য বিবরণী নিম্নে লিখিত হইতেছে।

নাম	সময়	শিক্ষার বিষয়।
শ্রীমতি মানদাবালা সেন (সমিতির সভ্যা)	১৯০৯ আগষ্ট হইতে ১৯১০ এপ্রিল পর্য্যন্ত	সেমিজ, বেনিয়ান, ইজার সেলাই।
শ্রীমতী কিরণবালা (জনৈক হিন্দু বধূ)	১৯০৯ ডিসেম্বর	ইজার সেলাই।
ঝরিণা বিবি (জনৈক মুসলমান বধূ)	১৯০৯ নবেম্বর হইতে ১৯১০ এপ্রিল পর্য্যন্ত	মোজা, ক্রুশীর লেস, কমফরেট ও রুমাল সেলাই
কুমারী উষাবালা বসু (জনৈক হিন্দু বালিকা)	১৯০৯ নবেম্বর ও ডিসেম্বর	ক্রুশীর লেস্ ও বেনিয়ান সেলাই।
কুমারী কিরণবালা সেন (জনৈক ব্রাহ্ম বালিকা)		বাঙ্গলা ও অঙ্ক।

আমরা এ বিভাগের উন্নতির জন্য তাঁহার কাছে আরও অধিক আশা করিতেছি।

শিল্প বিভাগ—শ্রীযুক্তা অমলাবালা সেনের উপর এ বিভাগের বিশেষ ভার ছিল। তিনি স্থানান্তরে যাওয়াতে শ্রীযুক্তা প্রেমলতা দত্তের উপর এ বিভাগের বিশেষ ভার অর্পিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ভগ্নীদের নিকট হইতে আমরা কয়েকটী সেলাই

মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও অতি অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী চৌধুরী ফ্রক ১
কুমারী নির্মলতা দাস সার্ট ১
শ্রীযুক্তা কুসুমবালা সেন ফ্রক ১
শ্রীযুক্তা প্রফুল্লকুমারী চৌধুরী লেস্ ৬ গজ খঞ্চাপোষ ১

শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ১৮৶০ লাভ হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী চৌধুরী ও শ্রীযুক্তা রমাসুন্দরী গুপ্ত প্রতিবেশিনী ভগ্নীদিগের অনেক সেলাই করিয়া দিয়াছেন। ইহা দ্বারা ভগ্নীদিগের লাভ হইয়াছে সত্য, মজুরীর জন্য কিছু অর্থ প্রদান করিলে সমাজের আয় হইত। এ বিভাগের উন্নতি কিরূপে হইতে পারে তাহা সকল ভগ্নীরই চিন্তা করা প্রয়োজন।

দাতব্য বিভাগ—গত বৎসর উৎসবের সময় ১৭॥০ দান সংগৃহীত হইয়াছিল। উৎসব দিনে ৯॥৴১০ আনা দান করা হইয়াছিল এবং ৭৶১০ জমা ছিল। ভগ্নীসমাজের মাসিক চাঁদা হইতে এ বিভাগে ২৶১০ দেওয়া হইয়াছে এবং মোট ১০৲ টাকা নিম্নলিখিত হিসাবে ব্যয়িত হইয়াছে।

একটী রুগ্না অনাথা স্ত্রীলোকের সেবার্থ শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের হস্তে দেওয়া হইয়াছে ২॥০

মাঘোৎসবে গরীবদিগকে কমলা লেবু বিতরণ ২৲

এক জন ভিখারিণীকে দান ।০

উদ্ধারাশ্রমের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়াছে ৫৲

হস্তে স্থিত ।০

এতদ্ব্যতীত ৬০ খানা বস্ত্র, (গরম জামা আলোয়ান) প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়া শীতের সময় দুঃখী গরিবদিগকে বিতরণ করা হইয়াছে। এ বিভাগের বিশেষ ভার শ্রীযুক্তা সাবিত্রীবালা বিশ্বাসের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তিনি বহু দিন স্থানান্তরে থাকাতে এ বিভাগের কার্য্য কিছুই করিতে পারেন নাই। প্রত্যাগমন করিয়াও শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ গত এপ্রিল মাস হইতে কার্য্যভার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন এ বিভাগের বিশেষ ভার শ্রীযুক্তা বিমলাসুন্দরী সেন মহাশয়ার উপর অর্পিত হইয়াছে। তিনি এ পর্য্যন্ত ১৬৸৶০ আনা দান সংগ্রহ করিয়া কন্যার গুরুতর পীড়া বশতঃ স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ যত্নে দান সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা আশা করি তাঁহা দ্বারা এ বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। তিনি স্থানান্তরে যাওয়ার পর আমরা আরও ১।০ এ বিভাগের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এ বিভাগে মোট ১৭।৶০ জমা আছে। সম্ভবমত উৎসব দিনের দান কার্য্যে তাহা ব্যয়িত হইবে।

সেবা বিভাগ—নিম্নলিখিত ভগ্নীগণ এবার বিশেষ ভাবে সেবা কার্য্যে ব্যবহৃতা হইয়াছেন।

শ্রীযুক্তা হরিদাসী দাস, শ্রীযুক্তা জ্ঞানবালা দত্ত, শ্রীযুক্তা নলিনীবালা সেন, শ্রীযুক্তা সরোজিনী চৌধুরী, শ্রীযুক্তা

রমাসুন্দরী গুপ্ত ও শ্রীযুক্তা পার্ব্বতীবালা অধিকারী। আমরা আজ বিশেষ দিনে সেবিকা ভগিনীদিগকে শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দন করিতেছি। তাঁহারা জগতের সেবা করিয়া ধন্য হউন। ভগবান তাঁহাদিগের সহায় হউন।

আয় ব্যয়—গত বৎসরের উৎসবের চাঁদা সমেত সমস্ত বৎসরের মোট ১৩৩।৵০ আয়, ১১৪৸০ আনা ব্যয় হইয়াছে। হস্তে স্থিত ১৮॥৵০।

আজ আমাদের ভগ্নী সমাজ নবম বর্ষ অতিক্রম করিলেন। গত বৎসর ভগ্নী সমাজের জন্য আমরা কি করিয়াছি তাহা ভাবিবার বিষয়। যদি স্থির চিত্তে চিন্তা করি তবে দেখিতে পাই ভগ্নী সমাজের জন্য যাহা করা উচিত ছিল আমরা তাহার কিছুই করি নাই। সে সম্বন্ধে একরূপ উদাসীন ভাবেই দিন কাটাইয়াছি। যদি সকলে মিলিয়া ভগ্নী সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য জীবন ঢালিয়া দিতাম তবে আজ আমাদের সমিতি কত শক্তিশালিনী ও সুফল দায়িনী হইতেন।

আদরের ভগ্নী সমাজ! তুমি আমাদিগকে স্বর্গের দেবী সমাজে লইয়া যাইবার জন্য অবতীর্ণা। আমরা এখনও তোমার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিতেছি না। যে দিন তোমারই জন্য আমরা আপনাদিগকে বিশুদ্ধ করিব, হৃদয়ের পুণ্য শোণিত তোমার সেবায় ঢালিব সে দিন আমরা সত্যই মায়ের উপযুক্তা কন্যা হইব, সে দিন আমরা কত সুন্দর হইব আর মায়ের প্রসন্ন বদন দেখিয়া পরম আনন্দ ও নিত্য শান্তি সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইব।

মা, তুমি আমাদিগকে শুদ্ধ ও সুখী করিবার জন্য, তোমার পৃথিবীকে স্বর্গ করিবার জন্য এই ভগ্নীসমাজ সংগঠন করিয়া ইহার সেবায় আমাদের মত পাপী, তাপী, অজ্ঞান, মলিনদিগকে নিযুক্তা রাখিয়াছ, ইহা তোমারই অদ্ভুত লীলা। আমাদের কোন গুণ ও শক্তি নাই সত্য, কিন্তু মা, তুমি আছ। আমরা যে কিছুই নই, তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব যদি আমরা ইহা সত্য বিশ্বাস করি ও তোমার পদে দীন হীনের ন্যায় আত্মসমর্পণ করি তবে তুমি এই ভগ্নীসমাজকে সত্যই দেবীসমাজে পরিণত করিবে। আজ শুভ দিনে আমরা তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করিতেছি। তুমি আমাদিগকে দীন হীন শিশুর ন্যায় মা-সর্ব্বস্ব করিয়া লও। সকল গৌরব ও প্রশংসা তোমার। আমরা যেন অকিঞ্চন হয়ে কেবল তোমারই গৌরবের জন্য সকল কার্য্য করিতে পারি তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীপ্রফুল্লকুমারী চৌধুরী
সম্পাদিকা,
ভগ্নীসমাজ—চট্টগ্রাম।

ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়।

ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের প্রতি এখন অনেকের স্নেহ-দৃষ্টি পড়িয়াছে। ভগবান্ সামান্য চেষ্টার ভিতর দিয়া কিরূপে মহৎকার্য্য সম্পন্ন করেন এখন তাহাই দেখিবার সময় আসিয়াছে। এই বিদ্যা-

লয়টি এতদিন আশানুরূপ সাহায্য এবং সহানুভূতি প্রাপ্ত হয় নাই এবং আপনার কার্য্যও সন্তোষজনকরূপে সম্পন্ন করিতে পারে নাই। এখন ক্রমে ইহার উন্নতি দেখা যাইতেছে। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীগণ কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন, অন্য সকল ব্যবস্থাও সন্তোষজনক হইতেছে কিন্তু ইহার একটি গুরুতর অভাব রহিয়া গিয়াছে। এপর্য্যন্ত বালিকাগণের জন্য একটি ভাল বোর্ডিং স্থাপন করা হয় নাই। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্কা বালিকাগণকে উপযুক্ত অভিভাবিকার তত্ত্বাবধানে বোর্ডিংএ না রাখিতে পারিলে এই বিদ্যালয়ের মুখ্য-উদ্দেশ্য কিছুতেই সাধিত হইতে পারে না। একটি বোর্ডিং স্থাপন বিষয়ে প্রধান অবলম্বন একটি তত্ত্বাবধায়িকা। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণও ইহার তত্ত্বাবধায়িকা মহিলা সমিতি অন্য সকল বিষয়ে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন কিন্তু বোর্ডিংএ বাস করিয়া বালিকাগণকে দেখা শুনা করিবার ভার একটি বিশেষ নারীকে গ্রহণ করিতে হয়। এই বিদ্যালয়ের কার্য্যক্ষেত্রে মঙ্গলময়ের অনেক মঙ্গল লীলা দর্শন করিয়া আমরা আশা করিতেছি তিনি কৃপা করিয়া বোর্ডিংএর ভার গ্রহণ করিতে কোন নারীকে অবশ্যই কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত করিবেন। আমরা বিশ্বাস করি আমাদিগের মধ্যেই এই ভার লইবার উপযুক্ত নারী রহিয়াছেন। যিনি এ বিষয়ে আপনার কর্ত্তব্য অনুভব করেন তিনি অনুগ্রহ করিয়া স্কুলের অধ্যক্ষগণকে জানাইলে তাঁহারা কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারেন।

পূজার ছুটীর পর আগামী ৭ই নবেম্বর সোমবার পুনরায় বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের গত সেপ্টেম্বর মাসের আয় ব্যয়ের সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

(সরকারী) আয়

মহিলা বিভাগের জন্য আগষ্ট মাসের সাহায্য — ৭৫৲

মডেল প্রাইমারী-বিভাগে শিক্ষয়িত্রী ও ভৃত্যের বেতন হিসাবে প্রাপ্ত - ৩২৷৷৫

ঐ আনুসঙ্গিক ব্যয় হিসাবে প্রাপ্ত ৪৲

মধ্য ইরাজী বালিকা স্কুলে সাহায্য

৩১সে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৬ মাসের জন্য প্রাপ্ত— ৩৩২৲

ব্যক্তিগত সাহায্য —

শ্রীমন্মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের বার্ষিক সাহায্য (অবশিষ্ট) ৪৫০৲

শ্রীশ্রীমতী ময়ূরভঞ্জের মহারাণীর সাহায্য (সেপ্টেম্বর ১০১০)— ৫০৲

শ্রীশ্রীমতী কুচবিহারের মহারাণীর সাহায্য (সেপ্টেম্বর ১৯১০)— ১০০৲

অন্যান্য মাসিক সাহায্যের সমষ্টি --৬৬৷৷০

ছাত্রীগণের বেতন— ১১৪৲

এক কালীন দান— ৷৷০

শিল্পশিক্ষা, নীতিশিক্ষা প্রভৃতি বিভাগ হইতে গাড়ীভাড়া হিসাবে প্রাপ্ত ১৮৲

সমষ্টি — ১২৪২৷৷৫

ব্যয়

শিক্ষয়িত্রীগণের বেতন হিসাবে—৫৬৬৲
(পূর্ব্বের দেয় শোধ সহিত)

ভৃত্যদিগের বেতন—	৫৩৲
গাড়ীভাড়া হিসাবে ব্যয়—	১৯৩৸৴০
আনুসঙ্গিক ব্যয়—	১২৷৷১০
বাড়ীভাড়া হিসাবে—	২০০৲
সম্পাদকের গত মাসের হাওলাত শোধ	২৷৷৴১০
সমষ্টি—	১০২৮৲
হস্তে স্থিত	২১৪৷৷৫
সমষ্টি—	১২৪২৷৷৫

মহিলাগণ 'মহিলাকে' আপনাদিগের মুখপত্ররূপে গ্রহণ করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। মহিলাগণের লিখিত প্রবন্ধ পাইলে আমরা আদরের সহিত গ্রহণ করি। যে সকল বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছেন তাঁহারা রচনা, কবিতা বা কোনরূপ বর্ণনা মহিলার উপযুক্ত করিয়া লিখিয়া পাঠাইলে তাহাও যথাস্থানে প্রকাশ করা হয়। বর্ত্তমান সময়ে মহিলাগণ মিলিত হইয়া সদালোচনা, ধর্ম্মসাধন ও জনহিতকর কার্য্য সকল করিতেছেন, তাঁহাদের ঐরূপ সমিতি সকলের কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করিতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিব। এবার চট্টগ্রামের ভগিনী-সমিতির কার্য্য বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি। এই বিবরণী আরও সংক্ষেপ হইলে অপেক্ষাকৃত অল্পস্থানে প্রকাশিত হইতে পারিত, কিন্তু এই রিপোর্ট পাঠ করিয়া অন্যান্য মহিলা সমিতি আপনাদিগের বৎসরের কার্য্য বিবরণ লিখিতে ও প্রকাশ করিতে উৎসাহিত হইবেন আশা করিয়া আমরা সমগ্র বিবরণীটি প্রকাশ করিলাম। 'মহিলা' পত্রিকাতে মহিলাগণের কার্য্য ও চিন্তার বিষয় অধিক পরিমাণে প্রকাশ হয় ইহাই আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা কিন্তু যাঁহারা মহিলাগণের হিতচিন্তা করেন এবং মহিলাগণের উপযোগী বিষয় সকল লিখিয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন আমরা এরূপ মহাশয়গণের লেখা আদরের সহিত প্রকাশ করি এবং আমাদিগের লোকশিক্ষক ও উচ্চশিক্ষিত বন্ধুগণকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা মহিলাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া ইহার উচ্চ কর্ত্তব্য সাধনে চিরদিন ইহাকে সাহায্য করেন।

—

মহিলার মূল্যপ্রাপ্তি ;

২৭এ অক্টোবর হইতে ৩১এ অক্টোবর ১৯১০।—

শ্রীমতী যাদুমণি রায়,	কলিকাতা	২৲
„ সাবিত্রী দেবী,	কুচবিহার	৪৲
„ কিরণশশি দাস,	কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ রায়		৪৲
„ হরলাল সাহা	কলিকাতা	২৲
„ পাদরী বিমলানন্দ সেন	ঐ	১৲
„ কিরণচন্দ্র ঘোষ	ঐ	১৲
স্বর্গীয় তারকনাথ রায়	ঐ	২৲
„ মধুসূদন সেন	ঐ	২৲
শ্রীযুক্ত বিধান পুস্তকালয়ের সম্পাদক	কুচবিহার	৪৲
„ মহিমচন্দ্র দে,	টাঙ্গাইল	১৲
শ্রীমতী রাণী উমাসুন্দরী,	দুবলহাটী	৪৲
শ্রীমতী ক্ষীরোদাসুন্দরী,	ঢাকা	২৲

———
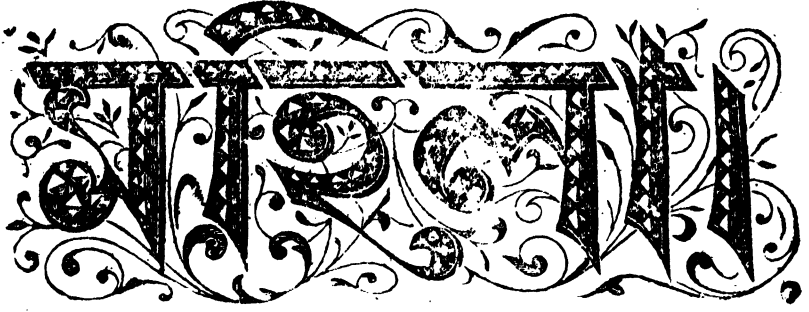
মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৩শ ভাগ] আশ্বিন, ১৩১৭, অক্টোবর, ১৯১০। [৩য় সংখ্যা।

প্রার্থনা।

মঙ্গলময়ী জননি, তোমার প্রিয় বঙ্গদেশ তোমাকে আশ্বিনমাসে বিশেষভাবে মাতৃভাবে দেখিয়া পূজা করিল, কত সহস্র বঙ্গনারী তোমাকে মা দুর্গে বলিয়া ডাকিলেন, কিন্তু জননি, তুমি সর্ব্বদর্শী তুমি সকলের অন্তরে বসিয়া দেখিয়াছ যে তাঁহারা রংকরা পুতুলের সম্মুখে প্রণত হইয়াছেন এবং সহস্রে একজনও সম্মুখে উপস্থিত জড়-মূর্ত্তিকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বজননী নিরাকারা দেবী যে তুমি, তোমার মঙ্গল চরণ দর্শন করিয়া তাহার নিকট প্রণত হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। হে দয়াময়ী দেবি, বল, এদেশের নারীগণ কতদিনে তোমাকে মা বলিয়া ডাকিয়া তোমার চরণে প্রণাম করিবেন ও তোমাকে ভক্তির সহিত পূজা করিবেন। তিন দিন পরে যে পুতুলকে জলে ফেলিয়া দেওয়া হয় সেই পুতুলকে মা বলিয়া আমাদের দেশের মাতৃজাতি মাতৃহীন হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। আহা, দেবতা, দেখ, আমাদের দেশের নারীগণের মন প্রাণ যে মাটির পুতুল পূজা করিয়া মাটী হইয়া রহিয়াছে। তুমি যে মঙ্গলময়ী নিত্যকালের জননী তাহা দেখিতেই পাইতেছেন না। মা আনন্দময়ী জননী, তুমি যে সকল পুত্রকন্যাগণকে সর্ব্বক্ষণ কোলে করিয়া রহিয়াছ এবং সকলের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশে প্রস্তুত রহিয়াছ, তাহা তাঁহারা জানিতেছেন না। তাই তব পাদপদ্মে প্রার্থনা করি যে তুমি যদি এদেশের মাতৃজাতিকে মাতৃপূজা করিতে শিখাইলে তবে কৃপা করিয়া তাঁহাদের চক্ষু খুলিয়া দেও যে তাঁহারা বিশ্বাস চক্ষে তোমার মঙ্গলস্বরূপ দর্শন করিয়া বৎসরে তিন দিন নয় কিন্তু জীবনের প্রতিদিন তোমার পাদপদ্ম পূজা করিয়া ও তোমার চরণে মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া যেন তোমার স্বর্গীয় কল্যাণ লাভ করেন; এই প্রার্থনা করিয়া তব পাদপদ্মে বার বার প্রণিপাত করি।

বঙ্গের বার্ষিক মহোৎসব।

যদিও বঙ্গদেশে বহু মুসলমান আছেন, এবং খ্রীষ্টানের সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, তথাপি বঙ্গদেশ হিন্দুরদেশ এবং হিন্দুগণের উৎসব বঙ্গদেশের সাধারণ উৎসব বলিতে হয়। শারদীয় দুর্গোৎসব কত প্রাচীন তাহা বলা যায় না। তবে নিজামরাজ্যে বৌদ্ধ-কীর্ত্তির একপার্শ্বে হিন্দুদিগের স্বর্গের যে খোদিত মূর্ত্তি সকল আছে তাহাতে বঙ্গদেশের দুর্গোৎসবের প্রতিমার সমস্তগুলি মূর্ত্তি আছে। এই ইলোরায় মূর্ত্তিগুলি সাতশত বৎসর পূর্ব্বে খোদিত হইয়াছিল এরূপ প্রমাণ আছে, এজন্য মনে হয় এই দুর্গোৎসবের মূর্ত্তি অন্ততঃ সাতশত বৎসর পূজিত হইতেছে। ইহা কতদূর সত্য প্রমাণ আমরা জানি না, কিন্তু দুর্গোৎসব যে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র আদৃত সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং ইহা বঙ্গের ব্যাপক জাতীয় মহোৎসব হইয়া রহিয়াছে। লোকে সাধারণত দোল দুর্গোৎসবকে বিশেষ উৎসবের দিন বলিয়া থাকে কিন্তু বঙ্গদেশে দুর্গোৎসবের যত আদর দোলের তত নয়। ফলতঃ জাতীয় উৎসব বলিতে কি বুঝিতে হয় তাহা বিচার করিতে হইলে দুর্গোৎসবের সময় বঙ্গদেশের অপর সাধারণ, ছোট বড় সকল লোকের মনে কি একটা ভাব আসে তাহা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। দুর্গোৎসব রাজ-পূজা— অর্থাৎ ধনীলোক না হইলে এপূজার অনুষ্ঠান করিতে পারে না, তাই বলিয়া উৎসব ধনীর গৃহে আবদ্ধ নয়। সকল লোকেই এসময়ে উৎসব করে। এই সময়ে যেন আপনাপনি মানুষ নূতন ও সুন্দর বসন-ভূষণ ক্রয় করে, পূজার দিনে যেন আপনি উৎসবের উপযোগী খাদ্যের ব্যবস্থা হয়, যেন সকলেই নিমন্ত্রণ খাইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে প্রস্তুত হয়। যে বালক বালিকাগণ সমস্ত বৎসর মলিন ও ছিন্ন-বস্ত্র পরিধান করিয়া দিন কাটাইয়াছে এসময়ে তাহারাও নূতন কাপড় পরে ও আনন্দ করে। এই আনন্দ করা দেখিলে কার না আনন্দ হয়? মানুষ সংসারে কেবল খাটিতে আসে নাই, কেবল অর্থ উপার্জ্জন ও সংগ্রহ করিতে আসে নাই, কেবল পান ভোজনে মানুষের মন পূর্ণ হয় না। নানাবিধ বিদ্যা উপার্জ্জন, রাজনীতি সমাজনীতির আলোচনা এসমস্ত প্রয়োজন বটে কিন্তু কেবল তাহা লইয়া মানুষ চিরদিন থাকিতে পারে না। মানুষ উৎসব চায়, আনন্দ চায়। শাস্ত্র বলেন আনন্দ হইতে মানুষের উৎপত্তি, আনন্দে স্থিতি; সে মানুষ কি উৎসব হীন হইয়া থাকিতে পারে? যদি ধর্ম্মের নামে, ধর্ম্মকর্ম্ম, পূজা-বন্দনা উপলক্ষ করিয়া আনন্দ করিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে স্বভাব-প্রধান হইয়া অন্য কিছু উপলক্ষ করিয়া মানুষ আনন্দ করিবে। তাহাতে সমাজের গতি স্বর্গের দিক না হইয়া কোন নীচ দিকে হইবে সন্দেহ নাই। এদেশের বার্ষিক উৎসব একটা পৌত্তলিক পূজার সহিত জড়িত। পুতুল তৈয়ার করিয়া তাহাকে রং করিয়া তাহার পূজা করিয়া উৎসব হয়। যাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে

মানুষের হাতে গড়া প্রতিমা মানুষের উপাস্য হইতে পারে না অথবা মানুষকে স্বর্গ বা অমরত্ব দান করিতে পারে না তাঁহারা অবশ্য একটা পুতুল পূজা করিয়া উৎসব করিবেন না কিন্তু তাই বলিয়া কেহ উৎসব-হীন জীবন-যাপন করিতে পারেন না। ব্রাহ্মসমাজের নরনারী নিত্য-নিরঞ্জন পরব্রহ্মকে এখন গৃহদেবতা জানিয়া, পিতা মাতা, সকল মঙ্গলদাতা দেবতা জানিয়া পূজা করিতে শিখিয়াছেন। তাঁহাদের উপাস্য দেবতা আনন্দময়, সেই দেবতার উপাসনা প্রতিদিন গৃহে হয়; অতএব প্রতিদিনই কিছু কিছু আনন্দ উৎসবের কারণ আছে কিন্তু বিশেষ দিনে সাপ্তাহিক উপাসনার দিনে, ষান্মাসিক উৎসবের দিনে ও বার্ষিক উৎসবের দিনে তাঁহারা সাধ মিটাইয়া উৎসব করিবেন। প্রতিদিন আনন্দ মনে সেই চির-প্রসন্ন দেবতার পূজা করা দৈনিক আনন্দ। সপ্তাহে বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বাসী সকলের পূজ্য সেই মঙ্গলময়ের পূজার জন্য উত্তম বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া সেই প্রেমপুণ্যময়ের পূজাতে আনন্দ করিবেন। সর্ব্বোপরি উৎসবের দিনে হৃদয়-ভরিয়া উৎসব করিবেন। যদি তুলনা করিয়া ধর্ম্মবিশ্বাস বিচার করা সম্ভব হয় তাহা হইলে আমরা বলি যে যিনি আপনার দেবতার পূজায় যত উৎসব করেন, আনন্দ করেন, নূতন বসন-ভূষণ ব্যবহার করেন, আত্মীয় বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভূরি-ভোজন করান, আপনার অন্য সকল অবস্থা সেই শুভ সময়ের অনুরোধে ভুলিয়া মঙ্গলময়ের পূজার উৎসবের দিনে উৎসব করেন তিনি তত বিশ্বাসী।

ব্রাহ্মসমাজের নারীগণ কি ব্রহ্মোৎসবের দিনে আনন্দ করা লজ্জাকর মনে করেন? তাঁহাদের অবস্থা উচ্চ, তাঁহারা উচ্চ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, উচ্চ বিষয় আলোচনা করিতে শিখিয়াছেন। তাঁহারা ছেলেমানুষের মত বা অশিক্ষিতদিগের মত নূতন কাপড় পরিবেন, সুগন্ধ, সুখকর খাদ্য ব্যবহার করিবেন ইহা কি শোভা পায়! একথা যেন কেহ মনে না করেন। উৎসবের দিনে উৎসব করিতেই হইবে। ব্রহ্মোৎসব আমাদিগের দেশের জাতীয় উৎসব হইবে তাহা আমরা মনে রাখিব কিন্তু মুসলমানগণ ইদের দিনে যেমন উৎসব করেন, হিন্দুগণ দুর্গোৎসবের দিনে যেমন উৎসব করেন, আনন্দময় ঈশ্বরের উপাসক উপাসিকাগণ তাঁহার পূজাতে তেমনই উৎসব করিবেন।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে এতদিন জীবিত ছিলেন, তাহা আমরা অনেকেই অবগত ছিলাম না। গত ১৩ই আগষ্ট লণ্ডন নগরে তাঁহার নিজালয়ে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের বিখ্যাত শুশ্রূষাকারিণী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল, তদবধি "শিবিরাভ্যন্তরে দেবী" "Angel of the camps" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। যদিও বহুকাল হইতে তিনি রোগশয্যায় পড়িয়াছিলেন, তথাপি এত-

শীঘ্র যে তিনি অমরধামে চলিয়া যাইবেন, ইহা কাহারও মনে হয় নাই। হৃৎপিণ্ডের গতিরোধেই তাঁর মৃত্যু হয়। ইদানীং দুর্ব্বলতা ও বার্দ্ধক্যবশতঃ কাহারও সহিত প্রায় দেখা করিতে পারিতেন না। গত ১২ই মে তাঁহার নব্বই বৎসর পূর্ণ হয়। ঐ দিনে তিনি রাজা জর্জ্জের নিকট হইতে জন্মোৎসব উপলক্ষে পত্র পাইয়াছিলেন।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল, আর ও একটী নামে সকলের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন "প্রদীপ-হস্ত দেবী" "Lady with the Camp" ইটালীর অন্তর্গত ফ্লোরেন্স নগরে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ফ্লোরেন্স নগরে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া ঐ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা, একজন সঙ্গতিপন্ন গ্রামবাসী ভদ্রলোক ছিলেন। ফ্লোরেন্স নগরে কিছুকাল বাস করিয়া, সপরিবারে ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন। ডিবনসহরের অন্তর্গত লিহলে, তাঁহাদের নিজালয় ছিল। বালিকাবয়স হইতেই ফ্লোরেন্স পশুপক্ষীদের সেবা করিয়া দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করিতেন, ক্রমে তাহা মনুষ্যজাতির সেবা করিয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল।

বাল্যকালে, কিরূপে একটী কুকুরকে বাঁচাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে একটী সুন্দর গল্প আছে। ইহাদের প্রতিবেশী এক মেষপালকের একটী কুকুর ছিল, সেই কুকুর মেষদের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। কোনও দুষ্ট বালক কুকুরের পায়ে প্রস্তর মারিয়া তাহার পা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। কুকুরের পা ফুলিয়া উঠিয়াছিল, ও যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছিল। মেষপালক ভাবিয়াছিল, কুকুরটী আর বাঁচিবে না। কুমারী নাইটিঙ্গল, মেষপালকের নিকট হইতে কুকুরের পীড়ার কথা শুনিয়া, কুকুরটীকে দেখিতে গেলেন। জল গরম করিয়া ফানেল দিয়া তাহাকে সেঁক দিতে লাগিলেন, এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃ কুকুরটী আরোগ্য লাভ করিল। ইহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় পরে যে রোগীর সেবায় আনন্দ পাইতেন সেই দেবগুণ বাল্যকালেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তখন যে করুণা, সহানুভূতি পশুপক্ষীর কষ্ট দূর করিত, তাহা দুর্ব্বল, আহত, রুগ্ন নর-নারীর প্রতি অর্পিত হইল। তাঁর ছোট ঘোড়া ও বিড়াল, তাঁহার নিকটতম বন্ধু ছিল। তিনি আজীবন, পশুপক্ষী প্রিয় ছিলেন। তখন হইতেই গ্রামে কাহারও পীড়া হইলে সংবাদ লইতেন, ও নিজগৃহে কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে সেবা শুশ্রূষার ভার আপন হস্তে লইতেন। স্বগ্রামস্থ দরিদ্রদের সেবা করিতে গিয়া, তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত শুশ্রূষাকারিণীর প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

কারাবাসিনীদের বন্ধু এলিজাবেথ ফ্রাইএর দৃষ্টান্তে ক্রমে ক্রমে নিজেকে হাঁসপাতালের কার্য্যের উপযোগী করিতে লাগিলেন। তাহার পরে তিনি ফ্রান্স ইটালী ও জর্ম্মনীর হাঁসপাতাল সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন।

অবশেষে জর্ম্মনীর অন্তর্গত কাইসারওয়ার্থ আশ্রমে শুশ্রূষাকারিণী হইয়া প্রবেশ করিলেন। সেখানে কতকগুলি নারী

পরসেবায় নিযুক্ত ছিলেন, এখানে আসিয়া শিক্ষিতা শুশ্রূষাকারিণীর প্রয়োজনীয়তা অধিকতররূপে অনুভব করিলেন। শুশ্রূষাকারিণীদের শুশ্রূষা বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবার প্রয়োজনীয়তা, অনেক দিন হইতেই তিনি অনুভব করিতেছিলেন। কাইসারওয়ার্থ হইতে প্যারিসে গমন করিলেন, সেখানে চিকিৎসালয়ে অস্ত্র চিকিৎসা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। সে সময়েও মধ্যে মধ্যে দরিদ্রের গৃহে গমন করিতেন। তৎপরে কিছুকাল সেণ্টভিন্‌সেণ্টের ভগ্নীদলের সহিত বাস করিয়াছিলেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে রুশিয়ার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন তাঁহার চৌত্রিশ বৎসর বয়স। আলমযুদ্ধের বিবরণীর সহিত এই সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল যে আহত সৈন্তেরা অচিকিৎসায় অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ব হইতে কোন ব্যবস্থাই করিয়া রাখা হয় নাই, এবং খাদ্য সংগ্রাহক কর্ম্মচারীরা পলায়ন করিয়াছিল। London Times পত্রিকার সংবাদ দাতা উইলিয়ম হাউয়ার্ড-রসেল সৈন্যদের অন্নবস্ত্রের অভাব ও আহতদের অযত্ন এই দুই বিষয়েই সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন, তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন, ইহাদের মধ্যে ভদ্রতা পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে কোনই ব্যবস্থা নাই, আমাদের মধ্যে কি কতকগুলি সমর্থ ও সেবা-পরায়ণা নারী নাই, যাঁহারা এই সকল আহতদের সেবা করিতে যাইতে প্রস্তুত।

যুদ্ধের কর্ম্মাধ্যক্ষ কুমারী নাইটিঙ্গলকে শুশ্রূষাকারিণীদের তত্ত্বাবধায়কের পদে মনোনীত করেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর কুমারী নাইটিঙ্গল আরও ৩৮ জন মহিলাকে সঙ্গে লইয়া ক্রিমিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মহিলাদিগের মধ্যে অধিকাংশই ভদ্রপরিবারের সন্তান ও এ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়াছেন। ইনকরমান যুদ্ধের পরদিন তাঁহারা সেখানে পৌঁছিলেন। নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহারা সেই ভয়ঙ্কর স্থানের সম্মুখীন হইলেন।

নাইটিঙ্গল তাঁহার ইচ্ছামত সকল ব্যবস্থা করিয়া লইলেন, সকল বিভাগের কর্ম্মচারীগণের নিকট হইতে সম্মান ও সহানুভূতি লাভ করিলেন। তাঁহার যাইবার তিনমাস পরে ইস্কুটারির শিবির হইতে অপরিচ্ছন্নতা ও অব্যবস্থা পলায়ন করিল। রোগীর সেবা অতিশয় নিপুণতা ও সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতে লাগিল। কুমারী নাইটিঙ্গল নিজে সকল রোগীর গৃহ পরিদর্শন করিতেন। তিনি সৈন্যদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন। রোগীর সংখ্যার কথা আর কি বলা হইবে, ইহাদের গৃহ সকল অনেক মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

রাত্রিতে যখন তাঁহার সাহায্যকারিণী শুশ্রূষাকারিণীগণ সমস্ত দিনের শ্রান্তির পর মৃতবৎ নিদ্রিত থাকিতেন, তখন বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কুমারী নাইটিঙ্গল তাঁহার ছোট আলোকটী হস্তে গৃহ হইতে গৃহান্তরে, ভ্রমণ করিয়া সকলের সংবাদ লইতেন।

নাইটিঙ্গল ভোমে আলোক হস্তে তাঁহার একটী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। কবি লংফেলো "আলোক হস্তে মহিলা" নামক একটী পদ্য লিখিয়াছিলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কুমারী নাইটিঙ্গল বালাক্লেভার দুর্দ্দশাপন্ন চিকিৎসালয়কে সুব্যবস্থিত করিবার জন্য সেখানে গমন করিলেন। বালাক্লাভা যাইবার কয়েকদিন পরেই ক্রিমিয়াজ্বরে আক্রান্ত হইলেন। ইস্কুটারী ও লণ্ডনবাসীরা তাঁহার পীড়ার সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। নাইটিঙ্গলের জীবন-চরিত প্রণেতৃ লিখিয়াছেন বারার্ক (Barrack) চিকিৎসালয়ের রোগীরা তাঁহার পীড়ার সংবাদ পাইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। দুসপ্তাহ শয্যাগত থাকিবার পর তিনি অনেকটা আরোগ্য লাভ করিলেন ও সেস্থান হইতে স্কুটারীতে আনীত হইলেন ও তৎপরে ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন।

কুমারী নাইটিঙ্গল গোপনে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট ইংলণ্ডে পৌঁছিলেন। কেহ জানিবার পূর্ব্বেই নিজালয়ে লীহার্ষ্টে পৌঁছিলেন। যখন জন-সাধারণ জানিতে পারিলেন তিনি লীহার্ষ্টে আসিয়াছেন, তাঁহার মহৎ কার্য্যের জন্য তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য অসংখ্য নরনারী আসিতে লাগিলেন। বালমোরাল প্রাসাদে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও স্বহস্তে মুক্তাখচিত একটী বহুমূল্য অলঙ্কার পরাইয়া দিলেন। এই সমস্ত সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত ৪৮০০০ হাজার পাউণ্ড ইহার নিদর্শন স্বরূপ সংগৃহীত হইল। কিন্তু নাইটিঙ্গল সে দান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন এবং সেই অর্থ দ্বারা তাঁহারই প্রস্তাবমত শুশ্রূষা শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করা স্থিরীকৃত হইল।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যখন আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল তত্রত্য শাসনকর্ত্তা তাঁহার পরামর্শ চাহিলেন, তাঁহার উপদেশ মত Red Cross (সেবার দল) গঠিত হইল। সেইদিন হইতে সে দল যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবা করিয়া আসিতেছে।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল তাঁহার অবশিষ্ট জীবন লণ্ডন নগরে সাউথষ্ট্রীটে "নাইটিঙ্গল আলয়ে" কাটাইয়াছিলেন। যদিও তিনি রুগ্ন হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতেন কিন্তু শেষদিন পর্য্যন্ত চিকিৎসালয় ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সকল সংবাদ লইতেন। তিনি অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন, শুশ্রূষা সম্বন্ধেও তাঁহার কয়েকখানি পুস্তক আছে।

লণ্ডন নগরের প্রান্তস্থিত কদর্য্য পল্লী সমূহের বিষয়ে নাইটিঙ্গলই সর্ব্বপ্রথম সাধারণের দৃষ্টি-আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

"খাদ্য"।

সুবিজ্ঞ চিকিৎসক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু কর্ত্তৃক প্রণীত। বাঙ্গলা ভাষায় এ জাতীয় পুস্তকের একান্ত অভাব, এই পুস্তকখানি রচনা করিয়া রায় বাহাদুর বাঙ্গালীদের বিশেষতঃ বঙ্গনারীদের একটী

বিশেষ অভাব-মোচন করিলেন। ইহার ভাষা সহজ ও বিষয়গুলি এত সুন্দররূপে বোঝান হইয়াছে, যে সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। কতকগুলি অসার উপন্যাস ক্রয়ে অর্থ ব্যয় না করিয়া, যদি বঙ্গ-মহিলারা এখানি ক্রয় করেন ও যত্নপূর্ব্বক পাঠ করেন, তবে তাঁহারা আপনাদের পরিবারবর্গের পরম উপকার সাধন করিবেন। আমরা প্রত্যেক বঙ্গ-মহিলাকে ইহা ক্রয় করিতে ও মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে যদি আমরা আর একটী কথা উল্লেখ না করি, তবে অকৃতজ্ঞতা দোষে দোষী হইব। ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ে তিনি "জল" ও "বায়ু" বিষয়ে অনেক বক্তৃতা দান করিয়াছেন। মহিলারা তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শুনিয়াছেন, কারণ তিনি বিষয়গুলি মহিলাদের বোধগম্য করিবার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিতেন ও মহিলাদের সমক্ষে পরীক্ষা (Experiment) করিয়া বিষয়গুলি সুস্পষ্ট করিয়া দিতেন। তিনি শুনিলে আনন্দিত হইবেন, তাঁহার এত পরিশ্রম বৃথা যায় নাই, অনেকে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, অনেকের অনেক ভুলসংস্কার দূরীভূত হইয়াছে।

এই পুস্তকখানির জন্য বঙ্গ-মহিলারা তাঁর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ, কারণ খাদ্যের আয়োজন করিবার ভার প্রধানতঃ নারীদের হস্তে। তাঁহারা যদি খাদ্যের গুণাগুণ ও পরিপাক ক্রিয়া কিরূপে সাধিত হয় শরীরের পুষ্টির জন্য কোন্ কোন্ জাতীয় পদার্থ কি পরিমাণে আবশ্যক জানেন তবে বাঙ্গালীর গৃহে রোগ অকালমৃত্যু বহু পরিমাণে হ্রাস পাইবে।

খাদ্যে ভেজাল দেওয়া একটী গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এবিষয়ে তিনি বিশেষরূপে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। বাঙ্গালাদের অল্পায়ু দুর্ব্বল ও রোগের আকর স্বরূপ হওয়ার ইহা একটী প্রধান কারণ। অল্প মূল্যে ভেজাল দ্রব্য ক্রয় করা নিতান্ত অপরিণামদর্শীর কাজ, পশ্চাতে তাহার জন্য অনুতাপ করিতেই হইবে। সস্তায় যেটুকু লাভ হইয়াছিল, রুগ্ন হইয়া তাহার শতগুণ অর্থ ব্যয় হয় ও লাভের মধ্যে এই চিরকালের মত শরীর ভাঙ্গিয়া যায়। চুনীবাবু সে কথা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। অধিক মূল্য দিয়া বিশুদ্ধ অমিশ্রিত দ্রব্য ক্রয় করিলে, কিছুই ক্ষতি হয় না, ভবিষ্যতে তাহার সুফল পাওয়া যায়।

বিষয়টী নিম্নলিখিত কয়েক বিভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়া লিখিয়াছেন। ১। স্বাস্থ্যের সহিত খাদ্যের সম্বন্ধ। ২। খাদ্য কাহাকে বলে। ৩। খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা। ৪। পরিপাক প্রণালী। ৫। খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদিগের গুণ। ৬। খাদ্যের পরিমাণ নিরূপণ। ৭। খাদ্যের অন্যান্য উপকরণ। ৮। নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা। ৯। খাদ্যের পরিপাকের সময় ও পরিপাচ্যতা। ১০। রন্ধন। ১১। বয়সভেদে আহারের পরিমাণ

৩ সময়। ১২। পরিমিত ভোজন ও দীর্ঘ-জীবন লাভ। ১৩। আমিষ ও নিরামিষ ভোজন। ১৪। খাদ্যে ভেজাল ও তন্নিরূপণের উপায়। ১৫। খাদ্যের ভেজাল নিবারণের উপায়।

পাঠিকাদিগের জন্য "খাদ্য" হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। স্ত্রীলোকদিগের রন্ধন করার বিষয় তিনি লিখিয়াছেন :—

"রন্ধন সভ্যতার একটী অঙ্গ এবং কলাবিদ্যার অন্তর্গত। যে স্ত্রীলোক ভালরূপে রন্ধন করিতে পারেন, কি স্বদেশী, কি বিদেশী সকল সমাজেই তিনি সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে কাহারও বাটীতে কোন ক্রিয়া উপস্থিত হইলে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণ রন্ধন কার্য্যে যোগ দিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন। যাঁহারা রন্ধন কার্য্যে সুপটু এই সময়ে তাঁহারা আত্মীয়বর্গ ও প্রতিবাসিগণের নিকট হইতে কত আদর ও কত সম্মান পাইয়া থাকেন! যাঁহারা রন্ধন কার্য্যকে নীচবৃত্তি বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া স্বামী পুত্র ও আত্মীয়বর্গকে ভোজন করাইলে মনে কিরূপ আনন্দের উদয় হয়, যাঁহারা এই কার্য্য করিয়াছেন তাঁহারাই তাহা অবগত আছেন। বিলাতে অতি সম্ভ্রান্ত ও ধনী-পরিবারের মহিলাগণ রন্ধন কার্য্যে যোগদান করা গৌরবের কার্য্য মনে করেন। কোন ভোজের সময় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ গৃহ-স্বামীনীর স্বহস্তে প্রস্তুত খাদ্যসামগ্রীর উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা রন্ধন কার্য্যে নিপুণা হইলে, সাংসারিক ব্যয়েরও বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। সহরের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের দিন দিন যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে যদি পরিবারস্থ রমণীগণ রন্ধন কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অনেক খরচ বাঁচিয়া যায় এবং তদ্দ্বারা পুষ্টিকর খাদ্য ও উপযুক্ত বস্ত্রাদির সংগ্রহ এবং বালক বালিকাদের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট আনুকূল্য হইতে পারে। সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে রন্ধন কার্য্য বিদ্যাশিক্ষার অন্তর্গত, সুতরাং ইহা সম্মান ও গৌরবের বিষয়।" উত্তমরূপে চর্ব্বণ করা—"বিখ্যাত শারীর তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার সার মাইকেল ফষ্টার চর্ব্বণ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—ইহা নিঃসন্দেহ যে খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত না হইলে, প্রয়োজনাতিরিক্ত আহার্য্য সামগ্রী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে, এবং আমাদিগের দেহ শীঘ্র অতি ভোজনের বিষময় ফলভোগ করে। খাদ্য অধিকক্ষণ চর্ব্বন করিলে ক্ষুধার অস্বাভাবিক প্রকোপ বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং যে পরিমাণ ক্ষুধা তদধিক খাদ্য গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয় না। এই সুঅভ্যাসের ফলে আমরা সহজলব্ধ খাদ্যসামগ্রী দ্বারা যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করিতে পারি এবং অধিক মাংস খাইবার প্রবল লালসার নিবৃত্তি হয়। খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত হইলে তাহার অধিকাংশই পরিপাক হইয়া যায় অতি সামান্য অংশই মলরূপে পরিত্যক্ত হয়,

সুতরাং মলের পরিমাণ কম হয়। ইহাও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে যাহারা খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করে, তাহাদের মলে অধিক দুর্গন্ধ হয় না। মল বিকৃত হইলেই সবিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে এবং তন্মধ্যাস্থত দূষিত পদার্থ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া নানাবিধ ব্যাধি উৎপাদন করে। সুতরাং উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিলে আমরা যে নানাবিধ রোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি, শুদ্ধ তাহাই নহে, অনাবশ্যক খাদ্যের জন্য যে অর্থব্যয় হয়, তাহাও নিবারণ করিতে পারি।"

দধি—"দধি খাদ্য পরিপাকের বিশেষ সহায়তা করে। অনেকে দুধ পরিপাক করিতে পারেন না, কিন্তু দধি অধিক পরিমাণে খাইলেও তাঁহাদের কোন অনিষ্ট হয় না। যে সকল বীজাণুদ্বারা দুগ্ধ দধিতে পরিবর্ত্তিত হয় তাহারা দেহের কোন অনিষ্ট সাধন না করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়তা করিয়া থাকে। দধির ব্যবহার আমাদের দেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত, দধি না থাকিলে নিমন্ত্রণের অঙ্গভঙ্গ হয়; এপ্রথা সর্ব্বথা সুসঙ্গত ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানানুমোদিত। আর একটী বিশেষ কথা এই যে দুগ্ধের সহিত যে সকল বীজাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া কলেরা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগ উৎপাদন করে, দধির মধ্যে সে সকল বীজাণু থাকিলে বর্দ্ধিত হইতে পারে না, এবং শীঘ্র মরিয়া যায়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে দধি যথারীতি ভোজন করিলে আমাদিগের অন্ত্র মধ্যে অবস্থিত অনিষ্টকারক বীজাণুদিগের (Tissue-destroying Bacilli) সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয় সুতরাং রোগ ও অকাল বার্দ্ধক্যের হস্ত হইতে আমরা অনেক সময়ে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি।"

রন্ধন—"এসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমরা যেরূপ ভাবে ভাত প্রস্তুত করি তাহাতে ফেনের সহিত উহার সারাংশ অনেক পরিমাণে নির্গত হইয়া যায়। ভাত ও ডাল পৃথক্ প্রস্তুত না করিয়া একত্রে খিচুড়ি প্রস্তুত করিলে, উহা অধিক সারবান হইয়া থাকে। তবে অনেকের আপত্তি যে প্রত্যহ খিচুড়ি খাইলে পেট গরম হইবার সম্ভাবনা থাকে, অথচ ফেন-সমেত ভাত রাঁখিলে উহা হবিষ্যান্নের মত অনেক সময় জমাট বাঁধিয়া যায়, সুতরাং খাইবার সুবিধা হয় না। এবিষয়ে আমাদিগের গৃহিণীদিগের একটু শিক্ষার প্রয়োজন। কিছুদিন অভ্যাস করিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে কতটুকু জল দিলে চাউলগুলি সুসিদ্ধ হইয়া যাইবে, অথচ ফেন গালিবার আবশ্যক হইবে না। এই শিক্ষাটুকু হইলে আমাদিগের সাংসারিক ব্যয়ের পক্ষেও সুবিধা হইবে, অথচ অন্নের সহিত আমরা অধিক পরিমাণ সারপদার্থ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইব। দুই একটী পরিবারের গৃহিণীগণ এবিষয়ে প্রশংসনীয় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।

বাজারের মিঠাই—"বাজারে যে মিঠাই প্রস্তুত হয় তাহার জন্য সচরাচর

অত্যন্ত ভবন্য ঘৃত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক সময়ে উহার মধ্যে ঘৃতের অংশ মোটেই থাকে না। তৈল ও চর্বি-মিশ্রিত করিয়া এই সকল মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের অনেক লোকেরই অজীর্ণ রোগ বাজারের খাবার খাইয়াই উৎপন্ন হয়। ঘরের তৈয়ারী রুটী ও তরকারী এবং গুড় বা চিনি জল-খাবারের জন্য ব্যবহার করা উচিত। ভাল ঘি মিঠাই প্রস্তুত করিবার জন্য যতদিন না ব্যবহৃত হয়, ততদিন বাজারের খাবার বিষবৎ পরিত্যাগ করাই সুবিবেচনার কার্য্য। বিশেষতঃ দোকানে খাবার যেরূপভাবে মেলাইয়া রাখা হয়, তাহাতে উহার উপর মলমূত্র-আবর্জ্জনা-মিশ্রিত পথের ধূলি স্তরে স্তরে নানাবিধ রোগের বীজ এরূপে এই সকল মিষ্টান্নের সহিত মিশ্রিত থাকিয়া আমাদিগের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ সকল রোগ উৎপাদন করিবার সম্ভাবনা।

মেয়ের হাট।

হিন্দুর ঘরে সর্ব্বদা ব্রত পার্ব্বণ হইয়া থাকে। গুরু পুরোহিতগণ অনেক কর্ম্মেই উপস্থিত থাকেন। ব্রাহ্মণ ভোজন ও দানাদি হিন্দুঘরের নিত্যকর্ম্ম। সাবিত্রী একজন সম্পন্ন গৃহস্থের কন্যা। তাহার পিতা হরিজীবন মিত্র চণ্ডীপুর গ্রামের তালুকদার। দেব-দ্বিজে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঁহার কন্যা সাবিত্রী বাল-বিধবা। কন্যা বিধবা হইয়া অবধি হরিজীবন মিত্রের স্ত্রীও বিধবার ন্যায়ই আহার ব্যবহার করেন। একাদশীর দিন মাতাও কন্যার সহিত একত্রে একা-দশী-ব্রত পালন করেন।

হরিজীবনের আর একটী পুত্র আছে। তাহার নাম রামজীবন। রামজীবন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুখ্যাতির সহিত বি, এ, পাশ করিয়াছে। রামজীবন বিবাহ করিয়াছে। তাহার স্ত্রীর নাম দময়ন্তী। ইনি শিবপুরের বিখ্যাত কৈলাসচন্দ্র ঘোষের কন্যা। এ পরিবারে স্ত্রী পুরুষ সকলেই নব্য-শিক্ষার পক্ষপাতী। দময়ন্তী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা। স্বামীর নিকট যত্নের সহিত ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতেছেন। সাবিত্রী ইঁহার ননদ। সাবিত্রীও বাল্য-কালে কিছুকাল বাঙ্গলাস্কুলে পড়িয়াছিল। কিন্তু বিধবা হওয়ার পর আর লেখাপড়ার সহিত সম্পর্ক নাই। হরিজীবন মিত্র কন্যাকে শিবপূজা গ্রহণ করাইয়াছেন। নানারূপ ব্রতোপলক্ষে খুব উৎসাহ দিয়া থাকেন।

হরিজীবন মিত্রদের বাড়ীর নিকটেই কয়েকটী জননা মিশনের খ্রীষ্টান রমণী বাস করেন। তাঁহারা গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া মেয়েদের কিছু কিছু ধর্ম্মপুস্তক পড়ান। প্রধানতঃ হিন্দুঘরের মেয়েদের শিলাই শিক্ষা দেন। ইঁহারা বুনন শিলাই কার্য্যে খুব দক্ষ। রামজীবন বাবুর উৎ-সাহে তাঁহার স্ত্রী ইঁহাদের নিকট নানারূপ শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা করেন। এসকল স্ত্রীলোকও বাঙ্গালী। কিন্তু ইঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। সাড়ীর পরিবর্ত্তে কেহ কেহ

গাউন পরেন। রবিবার সকলেই গির্জ্জায় গিয়া উপদেশ শোনেন।

যখন সুশীলা রায় ও মিস্ চন্দ্রমুখী নন্দী হরিজীবনের বাড়ীতে বৌমাকে শিলাই শিখাইতে আসে, তখন পাড়ার কি বউ, বুড়ো সব মেয়ে একত্র হয়। যেন মেয়ের হাট বসে। নানা রকম কথা হতে থাকে।

একদিন রামজীবনের মা তাঁহার ভগ্নী ও স্ত্রী জননামিশনের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাদের গুরু-পত্নীও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন বাইবেল পড়িয়া "লর্ডস্ প্রেয়ার" বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে যে প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছিলেন, তাহার অর্থ কি তৎসম্পর্কে নববধূ এবং খ্রীষ্টান মেয়েদের প্রশ্নোত্তর চলিতেছিল।

গিন্নী শুনিয়া বলিলেন ওসব কি রকম ধর্ম্মগো? ওতে আমাদের দরকার নাই। ঈশ্বরের জীবন আসুক বা না আসুক, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হোক কি না হোক, সে কথায় তোমার আমার দরকার কি? ওসব রেখে দাও। তোমরা বৌমাকে একটু শেলাই শিখাইতে হয় তাই শেখাও। জ্যেঠাম কথাগুলি না বক্‌লেই ভাল।

গুরুপত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন এদের চেহারাত বাঙ্গালীর মত। গাউন পরেছে। তবে তোমরা কি ফিরিঙ্গী? সুশীলা বলিল, না মা আমি বাঙ্গালী বটি।

তোমার নাম কি?

সুশীলাসুন্দরী বাড়রী।

গুরুপত্নী—বাড়রী? তবে তুমি কি বামুনের মেয়ে?

সু—হাঁ; আমার পিতা বামন।

গুরুপত্নী—তবে তুমি কি করে খ্রীষ্টান হলে?

সু—সে অনেক কথা।

গুরুপত্নী—না তোমাকে সে কথা বল্‌তেই হবে।

সু—তবে শুনুন। আমার পিতা একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর নিবাস রামকালীগ্রামে। আমি বাল্যকালে বিধবা হই। আমিও ঐ সাবিত্রী ঠাকুরাণীর মত পিতৃআজ্ঞাতে অনেক ব্রত উপবাস করিতাম। পিতার সঙ্গে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলাম। পথে পিতা মাতার মৃত্যু হয়। আমিও কলেরা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হই। একজন পাদরী সাহেব আমাকে তাঁহার ঘরে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি অনেক যত্নে আমার জীবন রক্ষা করেন। আমি ঈশ্বরেচ্ছায় বাঁচিয়া উঠিলাম। সুস্থ ও সবল হইলাম। পাদরী সাহেব আমাকে স্বদেশে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমার পিতা মাতা নাই। আমি বিধবা। তাহাতে পতিকুলের কাহাকেও জানি না। দেশে গেলে লোকের ঘৃণাই হইব। এজন্য দেশে যাইতে অনিচ্ছা জন্মিল। সাহেব তখন আমাকে খ্রীষ্টান করিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহাতেও আমার প্রবৃত্তি হইল না। আমি সাহেবকে বলিলাম আপনাদের ধর্ম্ম আমি জানি না। যদি ভালরূপ বুঝিতে পারি তবে গ্রহণ করিব কিনা প...

বুঝিব। দুই বৎসরকাল পাদরী সাহেবের সঙ্গে থাকিয়া ইঁহার উপদেশ ও আচরণ দেখা শুনা গেল। আমরা হিন্দুধর্ম্ম যেটুক্ করি, তাহা অপেক্ষা খ্রীষ্টানধর্ম্ম ভাল। যিশুখ্রীষ্ট একজন ঈশ্বরপুত্র দেবতা। তাঁকে ভক্তি করা অতি গুরুতর কর্ত্তব্য। মনুষ্যের নানারূপ সেবা এধর্ম্মের উপদেশ। আপনার সুখ সুবিধা পরিহার সর্ব্বথা করিতে হয়। আমাদের যে হিন্দুধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা কেবল অর্থহীন ভাবে শরীরকে কষ্ট দেওয়া, উপবাস করা, আর অর্থলোভী অজ্ঞান চরিত্রহীন ব্রাহ্মণদিগকে দান। ইহা ভিন্নত কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

গিন্নী—তুমি অবশ্য গরু মুরগী খাইতে শিখিয়াছ।

সু—তোমরা বিশ্বাস না করিতে পার, তাতে কিছু আসে যায় না। ফলতঃ আমি এপর্য্যন্ত মাছ মাংস কিছু খাই না। আমি অসুস্থ হইলে সাহেব আমাকে মাংস মাছ খাইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু বালিকাবয়স হইতে উহা আমার অভ্যাস নহে। আমি নিরামিষ খাইয়াই সুখে আছি। একথা বলাতে সাহেব আর দ্বিরুক্তি করেন নাই।

গুরুপত্নী—তুমি এখানে এলে কি করে?

সু—আমি খ্রীষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করার পর সাহেব বলিলেন তোমার জীবনের একটা কার্য্য আবশ্যক। আমি বলিলাম আমিত কিছুই জানি না। সাহেব আমাকে তিন বৎসর এক খ্রীষ্টানস্কুলে রাখিয়া লেখাপড়া ও শিল্পকর্ম্ম এবং ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করাইয়াছেন। অবশেষে চন্দমুখীকে সঙ্গে দিয়া এই গ্রামে রাখিয়াছেন। এখানে তাই ঘরে ঘরে গিয়া মেয়েদের শিক্ষা দেই।

গিন্নী—তোমাকে কি সাহেব আবার বিয়ে দিয়েছে?

সু—না। বিবাহে আমার মতি হয় না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া এবং দশজন মেয়ের সেবা করিয়াই আমার পরমানন্দ বোধ হয়। বিবাহ যাহা একবার হয়েছে তাই বেশ। আর দরকার বোধ হয় না। যাহার আবার দরকার বোধ হয় তাহারই বিবাহ।

গুরুপত্নী—তোমার একথা বড়ই ভাল লাগিল। তা না হবে কেন। বামুন পণ্ডিতের মেয়েত। তুমি যে বলিলে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। সে কেমন। যীশুখ্রীষ্ট না খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর? তবে যীশুখ্রীষ্টের কাছেই তাহারা প্রার্থনা করে।

সুশীলা—ঈশ্বর সর্ব্বস্ব পিতা। যীশুখ্রীষ্ট তাঁর একমাত্র প্রিয়পুত্র। খ্রীষ্টানেরা ঈশ্বরের নিকটই প্রার্থনা করে। তবে যীশুর নামে প্রার্থনা করিয়া থাকে।

গিন্নী—ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা আবার যীশুর নামে কি?

সু—সাহেব এরূপই শিখাইয়াছেন। তবে এবিষয়টা আমিও পরিষ্কার বুঝি না। বুঝা আমার আবশ্যকও বোধ হয় না। আমি ঈশ্বরকে পিতা ভাবিয়া এবং তাঁর দয়ার উপরে নির্ভর করিয়া প্রার্থনা করাতেই আমার হৃদয় পবিত্র এবং জীবন কৃতার্থ বোধ হয়। ক্ষুদ্র জীবন দ্বারা

ঈশ্বরের সন্তানদের যে সেবা করি তাহাই আমার বিশেষ আনন্দ।

দময়ন্তী—আপনি কখন ব্রাহ্মসমাজের নাম শুনিয়াছেন?

সু—হাঁ; ব্রাহ্মসমাজের নাম শুনেছি। কিন্তু কখন ব্রাহ্মসমাজে যাই নাই। পাদরী সাহেবেরা আমাদের সেখানে যেতে অনুমতি দিত না।

দময়ন্তী—তবে হিন্দুসমাজে যেমন মূর্খ ব্রাহ্মণের অত্যাচার। খ্রীষ্টানসমাজেও পণ্ডিত পাদরীর আধিপত্য আছে দেখা যায়।

সু—পাদরীদের আধিপত্য আছে বই কি? অনেক বিষয় ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে যাহা বুঝা যায় না। অথচ মেনে নিতে হয়। তবে সেরূপমানা হিন্দুসমাজেও আমার অভ্যাস ছিল। খ্রীষ্টানদের মধ্যে থেকে ও না বুঝে আমার অভ্যাস হচ্ছে।

দময়ন্তী—ব্রাহ্মসমাজে অত মানামানি পাদরী পুরোহিতের আধিপত্য নাই। ভেবে চিন্তে বুঝে যে যার মতে মানামানি চলে।

গুরুপত্নী—তুমি বউ মানুষ। ব্রাহ্মসমাজের খবর অত কি করে রাখ?

দময়ন্তী—আমার বাবাই ব্রাহ্মসমাজের একজন সভ্য। আমাদের বাড়ীতে প্রতি শুক্রবার একসভা হয়। আমি বসে বসে সব শুনি। শুনে শুনে এটি বেশ বুঝেছি যে এখানে সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কেহ কাহারও ধারধারে না। বামুন পুরোহিত গুরু পাদরী কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই। যার যা ইচ্ছা সে তাই করতে পারে। উপাসনা ভজন সাধনেরও কোন বাঁধাবাঁধি নাই।

গিন্নী—দেখ্‌ছেন কি মা, বউ আমার বড় পাকাবউ। সব জানে, সব বোঝে।

বউ এমন্তব্য শুনে সেস্থান হতে এক পায় দু পায় প্রস্থান করিল।

সুশীলা বলিল ব্রাহ্মসমাজ নিকটে পাইলে আমি কিছুদিন যাতায়াত করিতাম, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের বই পাইলে আমি ভালরূপ পড়িয়া দেখিতাম।

চন্দ্রমুখী সুশীলাকে বলিল শীঘ্র চল বোন্ ভাত খাওয়ার সময় হল।

তাঁহারা উভয়ে সকলকে ধন্যবাদ ও নমস্কার পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

হ্যালিবার্টন পত্নীর জীবনের পরীক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মিঃ হ্যালিবার্টন বলিলেন—সেইজন্য যতশীঘ্র সম্ভব, তোমাদের জন্য একটী উপায় চিন্তা করা আমার উচিত। আমি মনে করেছি—আমি আমার জীবন-বীমা করব।

গ্রেন তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিল না। কিছুপরে সে বলিল—কিন্তু তাতে তোমার আয়ের যে অনেকটাই চ'লে যাবে?

"হাঁ, তা আমি ভেবেছি। কিন্তু এটা না করলেই নয়। কেন জেন, তুমি আমার এ প্রস্তাব শুনে তেমন আশান্বিত হ'চ্ছ না কেন?"

"কারণ, যদি তুমি জীবন-বীমা কর তা হ'লে সেই বীমার খরচ, আমাদের পারিবারিক ব্যয়—এই সকলের জন্য তোমাকে এখনকার মত বরাবর কঠোর পরিশ্রম কর'তে হবে।"

"হাঁ, তাতো আমি নিশ্চয়ই করব।"

"তা যাইই হোক, উপস্থিত এখন আমাদের খরচ পত্র কমাতে হবে। সে বিষয়ে আমি স্থির করে ফেলেছি।"—কিন্তু এই যে জীবন-বীমার জন্য বছরে বছরে টাকাটা দিতে হবে, সেজন্য—

হ্যালিবার্টন বাধা দিয়া বলিলেন—"জেন, এখন আমার পরিশ্রম কমাবার কোন দরকার নেই। আমি এখন সেকথা ভাবছিই না। আমি খুব সবল না হ'তে পারি কিন্তু আমার কোন ব্যারাম তো নেই। সংসারের খরচ পত্র কমানোর—সেটা এখন বাধ্য হ'য়েই করতে হবে। কারণ এই আয় হ'তেই তো বীমার টাকাটা দিতে হবে।"

"যদি তুমি শরীর সুস্থ রেখে চল'তে পার তাহ'লে জীবন-বীমা করা উচিত। একথা আমার মনেও হ'য়েছে।"

"তবে তুমি একথা আমাকে আগে বলনি কেন?"

"কেন যে বলিনি তা বল'তে পারি না। তোমাকে একথা বল'তে আমার মনে সরেনি। আর বীমা কর'লে টাকা কোথা হ'তে দেবে কতকটা তা ভেবেও তোমাকে বলিনি। তুমি কত টাকার বীমা কর'বে?"

"২০০০৲ টাকার কর'ব মনে করেছি। এর চেয়ে বেশী পেরে উঠব কি?"

"আমার মনে তো হয় না। এই টাকার জীবন-বীমা ক'রতে বছরে তোমাকে কত টাকা দিতে হ'বে?"

"তাতো আমি জানি না। এবিষয়ে আমি সব খোঁজ খবর নেব। জেন, তুমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লে যে?"

জেন আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহার বুকের উপর যেন একটি বোঝা চাপিয়া পড়িয়াছিল। সে বলিল—জীবন-বীমার কথা হ'লেই সঙ্গে সঙ্গে আমার মৃত্যুর কথা মনে পড়ে যায়!"

হ্যালিবার্টন হাসিয়া বলিলেন—"সে কি জেন? আমি তো জানি তুমি কখনও সাধারণ কুসংস্কারের বশীভূত নও। আমি এমন অনেক লোকের কথা শুনেছি যাঁরা "উইল" কর'তে ভয় পান—কেননা তাঁদের মনে হয় উইল করলে আর মানুষ বাঁচে না। আমার জীবন-বীমা করলেই যে আমি শীঘ্র শীঘ্র মারা পড়ব—এর কোনই মানে নেই। আমার তো খুব বিশ্বাস আছে যে আমি এ পৃথিবীতে এখনও অনেকদিন থাকব। আমি বেঁচে থেকে অনেকদিন ধরে এই বীমার টাকা দিতে থাকব। তখন হয়তো আমার মনে হবে—জীবন-বীমা না ক'রে কোন ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখলে ভাল হ'ত।"

জেন কিছু আশ্বস্তভাবে বলিল—ব্যাঙ্কে বা অন্য কোথাও টাকা জমা দেবার প্রধান দোষ এই যে সেখানে তুমি টাকা জমা দিতে বাধ্য নও। যা জমান উচিত—যা

জমবে ব'লে তোমার আকিঞ্চন—সে টাকাটা পর্য্যন্ত উপস্থিত প্রয়োজনে ব্যয় হ'য়ে যায়। সুতরাং "সঞ্চয় করা" কেবল কথার কথাই থেকে যায়। কিন্তু জীবন-বীমা করলে তুমি বছরে বছরে নির্দ্দিষ্ট টাকাটা দিতে বাধ্য।"—তারপর জেন বিষয়ান্তরের কথা পাড়িয়া বলিল—"আমাদের ছেলেগুলকে নিয়ে আমরা কি করব? তাদের উপায় কি হবে?"

হ্যালিবার্টনের গণ্ডস্থল আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"আমার ভাগ্যে তো বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া ঘটে উঠলো না, ভগবান্ মুখ তুলে চাইলে তাদের নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে হবে।"

"ভগবান্ যেন তাই করেন! অন্ততঃ তাদের মধ্যে একটী কি দুটীকে কলেজে পাঠাতে হবেই।"

হ্যালিবার্টন এ অবস্থার কোনই অন্তরায় দেখিতে পাইলেন না। যদিও তিনি নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি পুত্রদিগকে কলেজের উচ্চতর শিক্ষা দিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন।

আমাদের নিকট আমাদের পুত্রকন্যাদিগের ভাগ্যাকাশ অত্যন্ত সুপ্রসন্ন বলিয়াই মনে হয়। উইলিয়ম এবং ফ্রাঙ্ক কিঙ্গস্ কলেজ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিল। মিঃ হ্যালিবার্টনও একণে এই কিঙ্গস্ কলেজের একজন অধ্যাপক। এডগার (যাহাকে লোকে শুধু "গার" বলিয়া ডাকিত) একটী বেসরকারী স্কুলে পড়িতেছিল, কিন্তু তাহারও শীঘ্রই নাম কাটাইয়া King's Collegeএ ভর্ত্তি হইবার কথা হইতেছিল। হ্যালিবার্টনের পুত্রগুলি তাহাদের বয়সের তুলনায় অতি সুন্দররূপে সুশিক্ষিত হইয়াছিল। হ্যালিবার্টন ও জেন উভয়েই সেবিষয়ে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তাহাদের পুত্রগণ সম্বন্ধে তাহাদের গৃহ-শিক্ষা বিদ্যালয়-শিক্ষা হইতেও অধিক কার্য্যকরী হইয়াছিল। স্কুল-শিক্ষার সহিত কল্যাণপ্রদ গৃহ-শিক্ষা সম্মিলিত হইয়া তাহাদিগকে সংযমে বিনীত ও চরিত্রে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিল। জেন স্বভাবতঃই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী, এবং প্রকৃতি বহুবিধ সদ্‌গুণে তাহার হৃদয় মনকে বিভূষিত করিয়াছিলেন। সে আপনার পুত্রকন্যাদিগের প্রতি উপযুক্ত কর্ত্তব্য পালনে কখনই পরাঙ্মুখ হয় নাই। সে বালক বালিকাদিগকে কিরূপে স্নেহের সহিত শিক্ষা দিতে হয় তাহা বুঝিত এবং সে নিজের কর্ত্তব্য গৌরবের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিল। বন্ধুগণ, তোমরা তোমাদের বালক বালিকাদিগের চরিত্রের-ভিত্তি তাহাদের জীবনের উষাকালেই সুন্দর করিয়া স্থাপন করিতে কখনও অবহেলা করিও না তাহা হইলে দেখিবে যে ভবিষ্যতে তাহারা পুত্র ও কন্যারত্ন হইয়া নিশ্চয়ই তোমাদের মুখ-উজ্জ্বল ও কুল-পবিত্র করিবে।

জেন, আমি ঠিক ক'রে উঠতে পারছি না যে কোন্ অফিসে বীমা করলে সব চেয়ে ভাল হয়।"

"কিঙ্গস্ আফিসে করলে হয় না?"

হ্যালিবার্টন হাসিয়া উঠিলেন। "জেন,

সে অফিস জীবনবীমার অফিস নয়। সেটা বোধ হয় অগ্নি-বীমার অফিস। যাই হোক্ আমিও সেবিষয়ে খুব নিশ্চিত নই।"

বাস্তবিক হ্যালিবার্টনও নিজে বড় একটা জীবন-বীমা অফিসের খোঁজ খবর রাখিতেন না।

জেন বলিল—"অফিস তো এমন কত আছে—সূর্য্য (sun) আছে, আটলাস (Atlas) আছে, আর্গাস (argus) আছে—আরো কত গণ্ডা আছে।"

"আজ আমি এসম্বন্ধে খোঁজ খবর নেব এখন।"

"জীবন-বীমা কর'লে বছরে ১০০৲ টাকা ক'রে দিতে হবে না তো?";

হ্যালিবার্টন সে বিষয়ে কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহার ভয় হইল হয়তো বা ১০০৲ টাকা করিয়াই দিতে হইবে। তিনি বলিলেন—"জেন, যখন আমাদের বে হ'য়েছিল সেই সময়ই যদি জীবন-বীমা কর্‌তাম তা হ'লে বড় ভাল হতো। তখন বড় বেশী টাকা দিতে হতো না—আর আমরা অনায়াসেই সে টাকাটা বাঁচিয়ে দিতে পারতাম।"

জেন বলিল—হাঁ, মাঝে মাঝে আমিও গতজীবনের অনেক কাজের কথা ভাবি—যা আমি অনায়াসেই তখন কর'তে পার্‌তুম কিন্তু যা আমার ক'রে ওঠা হয়নি। এখন—আর সময় নেই।"

"ঠিক কথা জেন—কিন্তু জীবন-বীমার এখনও সময় যায়নি"—আনন্দ-সূচক-স্বরে এই কথাগুলি বলিয়া হ্যালিবার্টন প্রাতরাশের টেবিল ছাড়িয়া উঠিলেন। ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন—"এখন ৮টা বেজেছে। জেন, এখন তবে আমি চললাম। প্রার্থনা কর যেন আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হন।"

জেন হাসিয়া বলিল—প্রার্থনা করি খুব বেশী টাকার জীবন-বীমা হোক, আর তার জন্যে যেন খুব কম টাকা দিতে হয়। তুমি কি এখনই জীবন-বীমা করতে চললে নাকি?

"না না জেন, এখন যাচ্ছি না। এখন গেলে অফিস খোলা পাব কোথা? আজ-কার মধ্যেই আমি সুবিধামত একবার কোন না কোন অফিসে যাব"

মিঃ হ্যালিবার্টন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-কর্ম্মে গমন করিলেন। তখন এপ্রিল মাস দিনটা বেশ একটু গরম ছিল। প্রথমে তাঁহাকে কিঙ্‌স্ কলেজে যাইতে হইল—প্রাতঃকালটা সেইখানেই কাটিয়া গেল। তৎপরে তিনি জীবন-বীমা অফিসগুলির সম্বন্ধে এবং তাহাদের গুণাগুণ বিষয়ে খোঁজখবর লইতে গেলেন। অবশেষে তিনি একটীকে মনোনীত করিয়া তাহা-তেই জীবন-বীমা করিবার উদ্দেশে সেই অফিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেই অফিসটী সহরের মধ্যস্থলে স্থাপিত ছিল। সেখানে কারকারবারের অত্যন্ত ভিড়। তিনি যখন সেই অফিস-গৃহে প্রবেশ করিলেন তখন দেখিলেন সেখানে অনেকগুলি লোক দাঁড়াইয়া আছে। একটী যুবক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি চান?"

হ্যালিবার্টন বলিলেন—"আমি আমার জীবন-বীমা কর'তে চাই। এবিষয়ে আমাকে কি কি কর'তে হবে?"

"আপনি এখনই সব জানতে পারবেন—একটু অপেক্ষা করুন।" তৎপরে সে অফিসের একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিল—"এই ভদ্রলোকটী জীবন-বীমা কর'তে চান; তুমি এঁকে যা যা কর'তে হবে সব দেখিয়ে দাও।"

সেই লোকটী হ্যালিবার্টনকে একটী ভিতরকার ঘরে লইয়া গেল। সেখানে একটী ভদ্রলোক তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন। মিঃ হ্যালিবার্টন সবিস্তারে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন—তিনি তাঁহার বয়স ও যত টাকার জীবন-বীমা করিতে চান তাহাও জ্ঞাপন করিলেন। তিনি যাহা যাহা জানিতে চাহিলেন সকলই তাঁহাকে নম্রভাবে জ্ঞাত করা হইল। তৎপরে সেই ভদ্রলোক তাঁহার হস্তে একখানি কাগজ দিলেন। উহাতে ছাপার অক্ষরে কতকগুলি প্রশ্ন মুদ্রিত ছিল। তিনি বলিলেন—এই কাগজখানি অবকাশ মত পড়িয়া এবং ইহাতে লিখিত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিয়া এ খানি আমাদের অফিসে ফিরাইয়া দিবেন।"

মিঃ হ্যালিবার্টন সেই কাগজ খানির উপর চক্ষু বুলাইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন—"আমি দেখছি আমার যে পল্লীতে জন্ম হ'য়েছিল সেই পল্লীর গির্জ্জায় রক্ষিত জন্মমৃত্যুর হিসাব তালিকা হ'তে আপনারা আমার জন্ম সম্বন্ধে একখানি "সার্টিফিকেট" চান। কেন? আমি আপনাদের যে বয়স বল্লাম তাই আমার প্রকৃত বয়স। এবিষয়ে কি কিছু সন্দেহ করেন?"

ভদ্রলোকটী হাসিলেন। "সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই। আপনি আমাকে যে বয়স বলিলেন আপনাকে দেখিয়া তত বয়স মনে হয় না। তবে আমাদের অফিসের একটা নিয়ম আছে যে জন্ম সম্বন্ধে একখানি সার্টিফিকেট উপস্থিত করিতে হয়। মহাশয়, সকলেই আপনার ন্যায় সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যত্নবান নয়। সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাদিগকে এই নিয়ম করিতে হইয়াছে। এজন্য আমাদিগকে অনেক সময় প্রতারিত হইতে হইয়াছে। আমরা অনেকস্থলে দেখিয়াছি যে লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া আমরা যত বয়সের জন্য জীবন-বীমা করিয়াছি পরে (অবশ্য বীমাকারীর মৃত্যুর পূর্ব্বে নহে) জানা গিয়াছে সেই লোকের বয়স তাঁহার কথিত বয়স অপেক্ষা ১০ বৎসর অধিক। সেই জন্যই এই সার্টিফিকেটের নিয়ম। মধ্যে মধ্যে এরূপও ঘটিয়া থাকে যে কোন ভদ্রলোক হয়তো তাঁহার বয়স সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত করেন—সেস্থলে আমাদের আর সার্টিফিকেট লইবার প্রয়োজন হয় না।"

মিঃ হ্যালিবার্টন চারিদিক ভাবিয়া দেখিলেন। লণ্ডনে এমন কোন বিশিষ্ট-ভদ্রলোক নাই যিনি প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার বয়স সম্বন্ধে কোন বিষয় জ্ঞাত আছেন। সুতরাং সেদিকে তাঁহার কোনই ভরসা নাই। তিনি প্রকাশ্যভাবে বলিলেন—

"আচ্ছা, এবিষয়ে আমার বিশেষ অসুবিধা হবে না। আমি পত্র দিয়ে ২।৩ দিনের মধ্যেই ডিভনসায়ার হ'তে আমার বয়সের সার্টিফিকেট আনিয়ে নিতে পারব। আমার পিতা সেখানকার ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তাহ'লে আমাকে এই দুটী কাজ করতে হবে—এই কাগজখানিতে লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর পূরণ করে এখানি ফেরত দিতে হবে, আর আমার বয়সের সার্টিফিকেট দিতে হবে। কেমন, আর তো কিছু না?"

"না আর বড় কিছুই নয়। ইহার পর কেবল আমাদের ডাক্তারের কাছে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে আপনাকে পরীক্ষা দিতে হইবে।

"কি? একজন ডাক্তারের কাছে পরীক্ষা দেওয়া কি একান্তই প্রয়োজন? এই কাগজে লেখা আছে যে যে ডাক্তার সাধারণতঃ আমাকে দেখেন তাঁর কাছ হ'তে আমার স্বাস্থ্যসম্বন্ধে একখানি সার্টিফিকেট দিতে হবে। তিনি অবশ্যই আমার স্বাস্থ্যসম্বন্ধে বিশেষ খারাপ কিছুই ব'লবেন না। কারণ আমাকে বড় বেশী তাঁকে ডাকতে হয়নি। বিশেষ ব্যারামের মধ্যে একবার মাত্র আমার কাশির জন্য তাঁকে ডাকতে হয়েছিল।"

"তাহ'লে তো আরও ভালই। কিন্তু আপনাকে দেখিয়া খুব সবল মনে হইতেছে না।"

"না, আমি খুব সবল কোন কালেই নহি। আমাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। আরাম ও বিশ্রামের জন্য খুব কম সময়ই পাই।" তিনি সরলভাবে আরো বলিলেন—"খুব সবল নহি—এই সন্দেহ বশতঃই তো আমি স্ত্রী পুত্রের ভবিষ্যৎ ভরণ-পোষণের জন্য এই জীবন-বীমা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছি। যদি নিশ্চয় বুঝতে পারতাম যে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত আমি এইভাবে পরিশ্রম করতে পারব আর ততদিন পর্য্যন্ত জীবন আমার পৃথিবীতে থাকবে—তা হ'লে বোধ হয় জীবন-বীমা করতাম না।"

সেই ভদ্রলোকটী পুনরায় একটু হাসিলেন। "মানুষের চেহারা দেখিয়া স্বাস্থ্যের কথা কিছুই বলা যায় না। আকৃতিতে অনেক সময় মানুষ প্রতারিত হয়। কখনও কখনও যাহাদের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ বলিয়া মনে হয় তাহারাই পৃথিবীতে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে।"

"আমার চেহারা দেখিয়া কি আমার স্বাস্থ্য খারাপ বলিয়া মনে হয়?"

"আমি তো তাহা বলি নাই। আপনাকে দেখিয়া আমার মনে হইতেছে যে আপনি খুব সুদৃঢ় বা বলবান নহেন। কিন্তু ইহাতে এ বুঝায় না যে আপনার স্বাস্থ্য খারাপ। আমার যাহাই বোধ হউক না কেন আপনার স্বাস্থ্য হয়তো খুবই ভাল হইতে পারে।"

তিনি এই কথা বলিবার সময় একবার মিঃ হালিবার্টনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার দীর্ঘাকৃতি সুগঠিত অবয়ব, তাঁহার সুকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ যাহাতে শুভ্রতার একটী রেখাও পতিত হয় নাই, তাঁহার নারী-জন-সুলভ প্রোজ্জ্বল মুখকান্তি—সকলই তিনি একবার দেখিয়া লইলেন।

সে আকৃতিতে কি কোন সন্দেহের আভাষ সূচিত হইতেছিল? দর্শক ভাবিলেন—সবর্ল না হইলেও ইনি একজন অতি রূপবান্ পুরুষ।

মিঃ হ্যালিবার্টন বলিলেন—"তাহা হইলে আপনাদের নিয়োজিত ডাক্তারের সহিত আমাকে নিশ্চয়ই একবার দেখা কর্'তে হবে?"

"হাঁ, ইহা না হইলেই চলিবে না। আমাদের ডাক্তার আমাদের অফিসে সপ্তাহে দুই দিন আসেন।

তিনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার এখানে আসেন সপ্তাহের অন্যান্য দিন আপনি স্যাভিল্ রো এ ৩টা হইতে ৫টার মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। তাঁর নাম—ডাক্তার ক্যারিংটন্।

হ্যালিবার্টন বলিলেন—"আজ হ'চ্ছে শুক্রবার। সম্ভবতঃ আজি আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্'ব।"

(ক্রমশঃ)

মহিলাদিগের রচনা।

পূর্ণিমা।

নীল আকাশে কাহার হাসি
উথলে পড়ে বেয়ে
নিমেষ হারা নয়ন মেলি
বিশ্ব আছে চেয়ে
গাছের পাতায় ফোটা ফুলে
সোণার মত ধারা
মায়ের-স্নেহ পরশ যেন
সকল দুখ হরা।
ছায়ায় ঢাকা গাছের কোলে
সুপ্ত-পাখীর নীড়ে
চাঁদের আলো ডাকে তারে
জাগায় এসে ধীরে
অমান কণ্ঠ ছোটে তাহার
স্তব্ধ আকাশ পানে
নিশীথ রাতে আনন্দ তার
বিরাম নাহি মানে
মেতে বেড়ায় দক্ষিণ বায়ু
সৌরভে আকুল
সেই আনন্দে বিভোর হল
সাঁঝে ফোটা ফুল।
বিশ্ব জুড়ি আনন্দ আজ
বাজায় কি যে তান
সেই সুরে আজ সুর মিলিয়ে
গাইতে চাহে প্রাণ।
হে প্রসন্ন! তোমার হাসি
সবায় আনে ডেকে
রুদ্ধ দুয়ার খুলে আজি
আমিও রব জেগে!
হৃদয় আমার ধর্‌বো মেলে
করপুটের মত
আঁধার আমার চলে যাবে
দুঃখ আমার যত।

পত্নীর কি কি গুণ থাকা উচিত।

(বাইবেল হইতে)

বাইবেলের পুরাতন বিধির অন্তর্গত প্রভার্বসে (Proverbs) এবিষয়ে একটী সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহা রাজা লেমুএলের লিখিত, তিনি আপন মাতার

নিকট হইতে সাধ্বী স্ত্রীর গুণাবলীর বিষয় যাহা শুনিয়াছেন তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। বর্ণনাটী এই জন্যই আরও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য যে ইহা নারীর কর্ত্তব্য ও গুণাবলীর বিষয়ে একটী নারীরই উক্তি।

"সেই সাধ্বী-নারী কোথায় বহুমূল্য প্রস্তর অপেক্ষা যাঁহার মূল্য অনেক অধিক।

Who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies.

তাঁহার স্বামী তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, তিনি কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করেন না।

আজীবন তিনি তাঁহার মঙ্গল সাধন করিবেন. কখনই অনিষ্ট করিবেন না।

তিনি পশম ও পাট সংগ্রহ করেন, ও আনন্দের সহিত স্বহস্তে তাহা প্রস্তুত করেন।

বণিকের জাহাজের মত তিনি তাঁহার খাদ্য বহুদূর হইতে সংগ্রহ করেন।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তিনি গাত্রোত্থান করেন, পরিবারের সকলকে খাদ্য বিতরণ করেন. দাসীদেরও একাংশ দান করেন।

তিনি ভূমি ক্রয় করেন, দ্রাক্ষালতা রোপণ করেন।

তিনি আপনার শরীর সুস্থ রাখেন, ও হস্তকে বলবান করেন।

তাঁহার পণ্যদ্রব্য সকল উত্তম, রাত্রিতে তাঁহার প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয় না।

তিনি পাট হইতে সূতা প্রস্তুত করেন। দরিদ্রের প্রতি তাঁর হস্ত প্রসারিত, তিনি অভাবগ্রস্তের অভাব-মোচন করেন।

তুষারপাত হইলে তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য ভীত হইতে হয় না, কারণ পরিবারস্থ সকলে যথেষ্ট শীতবস্ত্র দ্বারা আবৃত।

তিনি আপনার জন্য বুটিদার আচ্ছাদন প্রস্তুত করেন। তাঁহার পরিচ্ছদ বেগুনে রঙের রেশম দ্বারা প্রস্তুত।

তিনি সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন করেন ও তাঁহা বিক্রয় করেন।

সাধুত্য ও সুনাম তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র। সন্মুখে তাঁহার জন্য আনন্দ রহিয়াছে।

সাবধানতা ও সুবিবেচনার সহিত তিনি বাক্য উচ্চারণ করেন। তাঁহার জিহ্বা কখনও দয়া ও কোমলতার সীমা অতিক্রম করে না।

তিনি গৃহের সকল তত্ত্বাবধান করেন। তিনি পরিশ্রমের অন্ন গ্রহণ করেন, আলস্যে কাল কাটান না।

তাঁহার সন্তান সন্ততিরা তাঁহাকে ধন্য ধন্য করে তাঁহার স্বামীও তাঁহাকে ধন্য বলেন ও তাঁহার প্রশংসা করেন।

লোকের অনুগ্রহের স্থিরতা নাই, সৌন্দর্য্য অসার, কিন্তু যে স্ত্রীলোক ঈশ্বরকে ভয় করেন তিনিই কেবল প্রশংসার পাত্র।

ঈশ্বরে বিশ্বাস।

ধর্ম্ম জীবনের পক্ষে বিশ্বাস অতি প্রয়োজনীয়, নিশ্বাস ভিন্ন যেমন মানব জীবনধারণ করিতে পারে না তদ্রূপ বিশ্বাস ব্যতিরেকে কখন ধর্ম্ম জীবনে প্রবেশ করিতে পারে না। ঈশ্বর কখন আমার অমঙ্গল করিবেন না তিনি মঙ্গলময় সর্ব্ব-

দাই আমার মঙ্গল করিতেছেন; তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, এইটী স্থির নিশ্চিন্ত জানা ঈশ্বরে বিশ্বাস। তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে মানবের কখন অধোগতি হয় না।

এক সময়ে কোন গুরুর নিকট কয়েকটী যুবক ধর্ম্মশিক্ষা করিবার জন্য আগমন করে। গুরু তাহাদিগকে উপযুক্তরূপে ধর্ম্মশিক্ষা দান করেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে গৃহে প্রত্যাগমনের সময় গুরু সমুদয় শিষ্যকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যেকের হস্তে একটী করিয়া কপোত দিলেন এবং বলিলেন কোন একটী নির্জ্জন স্থানে লইয়া এই কপোতগুলি হত্যা করিয়া লইয়া এস। গুরুর আদেশে সকলেই বন ঝোপের আড়াল হইতে পাখীগুলি হত্যা করিয়া লইয়া আসিল। কিন্তু একটী শিষ্য কপোতটী আনিয়া গুরুকে ফিরাইয়া দিল এবং বলিল দেব! আমি কোথাও নির্জ্জন স্থান পাইলাম না, যেখানেই যাই সেইখানেই দেখি কে একজন আমার অন্তরে আছেন। গুরু বলিলেন বৎস তোমারই প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা হইয়াছে, এখন তুমি গৃহে গমন করিতে পার। এবং অন্যান্য সকলকে বলিলেন তোমাদের এখনও শিক্ষা হয় নাই আরও শিক্ষা করিতে হইবে।

"বিশ্বাসো ধর্ম্ম মূলংহি।" ধর্ম্মের মূল বিশ্বাস। বিশ্বাস ব্যতিরেকে মানব-জীবন অরণ্যে পরিণত হয়।

কি বিশ্বাস বলে বালক প্রহ্লাদ বিষপান করিয়া, অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া, পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন? তিনি জানিয়াছিলেন যে একজন আছেন, তিনি কখন আমার অমঙ্গল করিবেন না নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। কি বিশ্বাসবলে বালক ইসমাইল দয়াময়ের নিকট আত্মবলিদানে প্রস্তুত ছিলেন! বাস্তবিক বিশ্বাসীর জীবন এইরূপই হইয়া থাকে।

একদিন মহম্মদ একাকী উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে তাঁহার একজন প্রধান শত্রু শাণিত তরবারী হস্তে মহম্মদের নিকট আসিয়া তরবারী উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিল রে মহম্মদ এখন তোকে কে রক্ষা করিবে? ঈশ্বর বিশ্বাসী মহম্মদ তাহাতে ভীত না হইয়া বজ্রগম্ভীর-স্বরে বলিলেন ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিবেন। তৎক্ষণাৎ অবিশ্বাসীর হস্ত হইতে তরবারী ভূতলে পতিত হইল। মহম্মদ তরবারী গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন এখন তোমাকে কে রক্ষা করে? সে ভীত হইয়া বলিল মহম্মদ রক্ষা কর, মহম্মদ রক্ষা কর। মহম্মদ বলিলেন কাফের মহম্মদ রক্ষা কর, মহম্মদ কি কখন রক্ষা করিতে পারে? এখনি কল্‌মা পাড়িয়া বিশ্বাসী হও। তৎপর সে মহম্মদের আশ্চর্য্য বিশ্বাস দেখিয়া ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বিশ্বাসী হইল।

এইরূপ বিশ্বাসীরা শত বিপদ ঝঞ্ঝাবাতেও টলেন না। বিশ্বাসীর জীবন অটল অচল পর্ব্বতের ন্যায়; শত বাধা বিঘ্নতেও বিশ্বাসচ্যুত হয় না। বিশ্বাসীগণ বিশ্বাস ব্যতিরেকে জীবনধারণ বৃথা বলেন। তাঁহারা জীবন দিতে পারেন কিন্তু কখন বিশ্বাসত্যাগ করিতে পারেন না তাই বিশ্বাসী ভক্ত গাহিয়াছেন—"আর

কিছু ধন চাইনে মা গো বিশ্বাস দিয়ে বাঁচাও সবে।

শ্রীভক্তিসুধা দেবী।
আশাকুটীর, টাঙ্গাইল।

একখানি পত্র।

(স্বামীর প্রতি স্ত্রীর)

* * * তুমি যে আমাকে অযোগ্য নরাধম ভাব না তা আমি বেশ জানি এবং ভাব না ব'লেই আমার বেশী ক'রে লজ্জা হয়। তুমি যতটা গৌরব আমাকে দাও সত্যিই আমি এতটা পাবার উপযুক্ত নই। আমাকে অতবড় করে যে দেখেছ সে কেবল তোমার নিজেরই উদার হৃদয়ের গুণে, আমার গুণ তাতে কিছুই নেই। ভগবানের কাছে দিন রাতই মনের সঙ্গে বলি যে প্রভু দয়া করে যদি অমন স্বামী দিয়েছ তা হ'লে আমাকে তাঁর উপযুক্ত করে দাও। জানি না তিনি আমার এ মনস্কামনা পূর্ণ করবেন কি না। ভাল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা খুব আছে কিন্তু ক্ষমতা নেই। সত্যি সত্যি তোমার সঙ্গে যখন তুলনা ক'রে দেখি তখন নিজেকে কত হীন ব'লে মনে হয়—মনে হয় তুমি আমার চেয়ে কত উঁচুতে। (একথা আমি চরিত্রের সম্বন্ধে বলছি—কারণ সুলেখক হওয়া কিছু সকলের ভাগ্যে ঘটে না।)

* * * যদি অতলোকের মাঝখান হ'তে আমাকেই তোমার সঙ্গিনী ব'লে চিনে নিয়ে থাক তা হ'লে যেমন করে পার আমাকে তোমার উপযুক্ত করে নাও—নইলে সত্যিই তোমার অগৌরবের কথা। দেখ মহাভারতের শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যানটী আমার বড় ভাল লাগে।

রাজকন্যা ভদ্রার স্বয়ম্বর—কত দেশের অগণন রাজা এসেছে, আর শনিগ্রস্ত শ্রীবৎস রাজা তখন কাঠুরেদের বাড়ী থাকতেন—তিনি তখন রাজ্যহীন দুঃখীর বেশে আছেন। ভদ্রার স্বয়ম্বর দেখবেন বলে সেখানে গিয়ে একটী কদমগাছের তলায় বসলেন। এমন সময় ফুলের মালা হাতে ক'রে ভদ্রা সভায় এল। এসে বল্লে :—

"যত দেবগণে আমি করি নমস্কার,
আজ্ঞা কর পতি আমি পাই আপনার।
এত বলি চতুর্দ্দিকে করে নিরীক্ষণ,
শূন্য হ'তে দৈববাণী হইল তখন ;—
কদম্ব তরুরতলে তোমার ঈশ্বর,
যার লাগি কৈলে তপ দ্বাদশ বৎসর।"

সেই দৈববাণী শুনে ভদ্রা কদমতলায় গিয়ে শ্রীবৎস রাজার গলায় মালা দিলে। রাজাতো অবাক্! সভাশুদ্ধ সকল রাজা ছি ছি কর'তে লাগল। বাপ তো রাগ ক'রে বল্লেন অমন মেয়ের মুখ দেখব না। ভদ্রা স্বামীর সঙ্গে সেই কাঠুরেদের বাড়ী গেলেন। তারপর কতদিনে প্রকাশ হ'ল যে তিনিই শ্রীবৎস রাজা।

ভদ্রা আপনার স্বামী চিনে নিয়েছিল—আমি ফুলের মালা দিয়ে স্বয়ম্বর সভায় দাঁড়িয়ে তোমাকে বরণ করে নিইনি বটে কিন্তু আমিও আমার স্বামী চিনেছিলুম। এরমধ্যে নিশ্চয়ই বিধাতার মঙ্গলইচ্ছা আছে—তবে সে ইচ্ছা যদি আমরা পূর্ণ

কর্ত্তে পারি তবেই তো আমাদের জীবন সার্থক হয়। ইংরেজেরা স্ত্রীকে বলেন—"উত্তমার্দ্ধ"। কথাটা খুবই ঠিক যদি স্ত্রী ধর্ম্মে অর্থে ভোগে ভালবাসায় সুখে দুঃখে—জীবনের সকল অবস্থায় স্বামীর সহযোগিনী হয়—না হ'লে সকল স্ত্রীর সম্বন্ধে একথা খাটে না। সত্যিই স্বামী স্ত্রীর মত এমন পবিত্র মধুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আর কিছুই নাই! মা বাপ ভাই বোন—এঁদের তো সকলের সঙ্গেই নাড়ীর যোগ রয়েছে। কিন্তু এযে কোথাকার অজানা অচেনা দুটী হৃদয় মিলে পৃথিবীতে সব চেয়ে আপনার হয়ে যায়—একি কম আশ্চর্য্যের কথা! এতে যে বিধাতার লীলাই বেশী ক'রে প্রকাশ পাচ্ছে। হায়! এমন পবিত্র সম্বন্ধও আবার খাঁটি থাকে না! * * *

বিবিধ প্রসঙ্গ।

নূতন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ সস্ত্রীক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। কার্য্যভার লইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে বিশেষ অভ্যর্থনা করা হইতেছে এবং তিনি এই সকল অবসরে ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতে আসিয়া যে সকল কার্য্য করা অভিপ্রায় করিয়াছেন তাহা কিছু কিছু প্রকাশ করিতেছেন। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটী ও অযোধ্যার তালুকদারগণ তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন তাহার উত্তরে তিনি অপর সকল বিষয়ের সঙ্গে বলিয়াছেন যে লেডী হার্ডিঞ্জ আপনার ভাবে এদেশের মহিলাগণের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করিবেন। একথা মহিলাগণের পক্ষে একটি শুভ-সংবাদ। বড়লাট তাঁহার দায়িত্বপূর্ণ রাজ্যশাসন কার্য্যে অবশ্যই ব্যস্ত থাকিবেন, তাঁহার পত্নী সে সকল ভারগ্রস্ত নহেন অথচ তিনি ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে এদেশের নারীগণের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। লেডী ডাফারিনের নারী হাঁসপাতালের কথা কে না শুনিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বড় বড় নগরে এই হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়া নারীগণের চিকিৎসার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সেই সময় হইতে বড়লাট পত্নীগণ কোন বিশেষ স্থায়ী মঙ্গলকর কার্য্য করিতেছেন। লেডী মিণ্টো মফঃস্বলে যে সকল ইংরেজ মহিলা থাকেন তাঁহাদের শুশ্রূষার জন্য যে সকল নারীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে অবশ্য বিশেষ উপকার হইবে। আমরা আশা করি নূতন বড়লাটের পত্নী এদেশের মহিলাগণের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করিতে যেমন চেষ্টা করিবেন তেমনই এদেশের নারীগণের হিতের জন্য বিশেষ কোন স্থায়ীকার্য্য করিবেন।

আজকাল ইংলণ্ডের মহিলাগণ দেশশাসন বিষয়ে অধিকার লাভ করিতে যে সকল চেষ্টা করিতেছেন, যত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন মহিলার পাঠিকাগণ অবশ্যই তাহা সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছেন। এদেশের মহিলাগণ পালিয়ামেণ্টের সভ্য-নির্ব্বাচণ কার্য্যে অধিকার পাইতে চেষ্টা করুন একথা অবশ্য আমরা বলিব না। বিশেষত অন্য দেশের সভ্যতা ও জাতিগত ভাব ভারতের সভ্যতা ও জাতিগত ভাবের

সহিত এক নহে। কিন্তু একথা সত্য যে ভারত-মহিলাগণ যতদিন ঈশ্বর প্রদত্ত আপনাদিগের উচ্চস্থান অধিকার না করিবেন ততদিন ভারতের শুভদিন আসিতে পারিবে না। গৃহ সংসারের কার্য্য পবিত্র এবং অবশ্য কর্ত্তব্য কিন্তু তাঁহাদিগের সমস্ত জীবন গৃহ সংসার, পরিবার ইত্যাদিতেই আবদ্ধ থাকিতে পারে না। মহিলার পাঠিকাগণ আপনাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া প্রতিবাসীগণের রোগ শোক দুঃখ দুর্দ্দশা, দরিদ্র, কুসংস্কার অজ্ঞানতা প্রভৃতি দূর করিবার উচ্চ অধিকার গ্রহণ করুন। তাঁহাদিগের ইংরাজ ভগ্নীগণ যেমন উচ্চ অধিকার লাভ করিতে ব্যাকুল হইয়া নানারূপ কষ্ট পাইতেছেন ও কষ্ট দিতেছেন আশা করি আমাদিগের প্রদর্শিত পথে উচ্চ অধিকার লাভ করিতে যত্ন করিলে তাঁহাদিগকে তত কষ্ট দিতে বা কষ্ট পাইতে হইবে না। তবে ইহাতেও কষ্ট আছে, কষ্ট না করিলে বড় হওয়া যায় না।

ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের অক্টোবর (১৯১০) মাসের আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

আয়।

হস্তস্থিত—	২০৫৷৶৩
মহিলা বিভাগে সেপ্টেম্বর মাসের দরুণ সরকারী সাহায্য—	৭৫৲
শ্রীমতী কুচবিহারের মহারাণীর মাসিক দান—	১০০৲
শ্রীমতী ময়ূরভঞ্জের মহারাণীর মাসিক দান	৫০৲
ক্ষুদ্র মাসিক দান—	১৬৲
এককালীন দান —	১৲
ছাত্রীদিগের বেতন—	১০৮৲
শিল্প-বিদ্যালয় ও নীতি-বিদ্যালয় হইতে গাড়ীভাড়া হিসাবে প্রাপ্ত—	২৩৲
	৫৮৭৷৶৩

ব্যয়।

শিক্ষয়িত্রীগণের বেতন—	২৬৬৲
ভৃত্যদিগের বেতন—	২২৷৹
গাড়ীভাড়া হিসাবে খরচ—	৫০৸৹
প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ব্যয়—	১২।৴৬
বাড়ীভাড়া হিসাবে—	৮০৲
মোট ব্যয়—	৪৩১৷৴৬
হস্তেস্থিত—	১৫৫৸৵৯
মোট—	৫৮৭৷৶৩

বিদ্যালয়ের হিতাকাঙ্ক্ষীগণের সাহায্যে বিশেষভাবে শ্রীমতী কুচবিহারের মহারাণী শ্রীমতী ময়ূরভঞ্জের মহারাণী এবং কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মাসিক দানের সাহায্যে বর্ত্তমান সময়ের এতবড় মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে এ জন্য বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সদাশয় বন্ধুগণও দাতৃগণের নিকট কৃতজ্ঞ কিন্তু বিদ্যালয়ের এখনও অনেক অভাব রহিয়াছে। বিশেষ প্রায় নয়শত টাকা ঋণ রহিয়াছে। সকল শুভ-কার্য্যের সহায় পরমেশ্বর কাহার প্রাণে এবিষয় দয়া উপস্থিত করিয়া বিদ্যালয়কে ঋণ-মুক্ত করিবেন আমরা জানি না, তবে আমাদিগের এক উপায় বিদ্যালয়ের হিতাকাঙ্ক্ষীগণের নিকট ও সাধারণের নিকট আমাদিগের অবস্থা বলা। আশা করি যখন মহিলার কোন পাঠক বা পাঠিকা দান করিতে প্রবৃত্ত হইবেন তখন ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের কথা একবার স্মরণ করিবেন।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৬শ ভাগ] কার্ত্তিক, ১৩১৭, নভেম্বর, ১৯১০। [৪র্থ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে বিশ্বেশ্বর, হে পূর্ণব্রহ্ম, তুমি যে পূর্ণ মঙ্গলময়, তাহা তোমার কন্যা ও পুত্রগণকে বুঝিতে দেও। তোমার সৃষ্টিতে সুখের পরে দুঃখ আইসে; মিলনের সহিত বিচ্ছেদযুক্ত হইয়া আছে। জীবনের সহিত মরণ নিত্য যুক্ত রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া আমরা সুখ, মিলন, লাভ প্রভৃতিকে মঙ্গল বলি ও দুঃখ, বিচ্ছেদ, ক্ষতি, মৃত্যু প্রভৃতিকে অমঙ্গল ঘটনা বলি। আমাদের সংস্কার এত হীন যে মনে হয় যেন যাহা কিছু ভাল, মঙ্গলকর, তাহা তুমি কর, আর যাহা কিছু কষ্টকর তাহা তোমার বিরোধী কোন শক্তি বা ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়। এইরূপে, হে দেব, দেখ, আমরা যদিও এক তোমাতে বিশ্বাস করি, মুখে বলি কিন্তু কার্য্যতঃ এক শিব ও আর এক অশিব ঈশ্বরে অথবা শনি বা শয়তানে বিশ্বাস করি। আমাদের এই ভ্রান্ত সংস্কার কোন যুক্তি তর্ক দ্বারা যায় না, ইহা আমরা দেখিয়াছি। বিশেষ তোমার কন্যা সকল পার্থিব বিদ্যা, সভ্যতা, ধন জনের মধ্যে থাকিয়াও ভিতরে ভিতরে এক অশিব ঈশ্বরের ভয়ে ভীত হইয়া বাস করেন। এই অন্তরের সংশয় ও অন্ধকার আর কেহ দূর করিতে পারে না। তোমার বিশেষ কৃপা ভিন্ন একমাত্র তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব নয়। এজন্য একান্ত অসহায় হইয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি তোমার কন্যাগণের মন হইতে এই দ্বৈত ভাব দূর করিয়া দেও। তুমি যে একমাত্র স্রষ্টাপাতা ও মঙ্গল বিধাতা তাহা তোমার কন্যাগণকে বুঝাইয়া দেও। তুমি দয়াময়, শিবস্বরূপ, তোমাতে এক বিন্দুও মন্দ ভাব কিছু নাই এবং তোমার বিরোধী কোন শক্তি বা ব্যক্তি, অথবা তোমা ভিন্ন কোন বিচার বা ব্যবস্থা নাই, তাহা তুমি তোমার কন্যাগণের মনে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেও। হে

মঙ্গলময়, এই মঙ্গল বিধান কর যে তোমার কন্যাগণের মনে তোমার মঙ্গলস্বরূপের বিরুদ্ধে যেন কোন ভাব না থাকে। কৃপা করিয়া এই দৃঢ় বিশ্বাস সকলকে দেও যে তুমি যাহা ঘটাও সকলই মঙ্গলের জন্য ঘটাও। যদি ক্রন্দন করি, দয়াময়ের নাম করিতে করিতে ক্রন্দন করিব এবং আমরা সকলে তোমার মঙ্গলস্বরূপে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে পারি তব পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিয়া বার বার প্রণাম করি।

কর্ম্মফল, না মঙ্গলস্বরূপের প্রকাশ ?

একমাত্র ভারতবর্ষ কর্ম্মফলে বিশ্বাস করে। কতকাল হইতে এই কর্ম্মফলবাদ এদেশে প্রচলিত আছে তাহা নিরূপণ করা কঠিন কিন্তু পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এদেশে কর্ম্মফলে বিশ্বাস বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে এবং অন্য অন্য প্রাচীনদেশে যে অল্লাধিক পুনর্জ্জন্মবাদ ও কর্ম্মফল দেখা যায় তাহা হয়ত এই দেশ হইতে গৃহীত হইয়াছিল। কর্ম্মফল মানিবার একমাত্র ভূমি এই যে সকল মানুষের অবস্থা সমান নয়। কেহ কেহ রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র অবিচার অত্যাচার প্রভৃতি সহ্য করিয়া জীবন শেষ করে; কেহ কেহ বা সুখ সম্পদ পদ মান সুস্থতা আনন্দ সম্ভোগ করে। যদি এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ঈশ্বরের প্রদত্ত হয় তাহা হইলে তাঁহাতে পক্ষপাত দোষ দেখা যায়; কিন্তু তিনি পরম ন্যায়বান্, তিনি পক্ষপাতী হইয়া একজনকে চিরজীবন সুখ দিবেন এবং অপর একজনকে নানারূপ দুঃখ দিবেন ইহা কখনও হইতে পারে না। মানুষের মনে ন্যায় বিচারের আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল যে ধন মান প্রাণ সব ন্যায় বিচারের অনুসারে ত্যাগ করিতে পারে কিন্তু অন্যায় করিয়া কেহ কপর্দ্দক লইলে তাহা সহ্য করিতে পারে না। সৃষ্টিতে পক্ষপাতিতা আছে অর্থাৎ ঈশ্বর পক্ষপাতী একথা মনে স্থান দিতেও মানুষের মন সঙ্কুচিত হয়। এজন্য এই পৃথিবীতে মানুষের অসম অবস্থার কারণ অন্যত্র নির্দ্দেশ করে। পৃথিবীর রাজা যত ন্যায়বান্ হন ততই তাঁহার প্রশংসা হয় কিন্তু তিনি যে ন্যায় বিচারে অপরাধীর দণ্ড দেন, তাহাদিগের প্রতি নিষ্ঠুর হন, তাহাতে কেহ তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলে না। রাজা যেমন ন্যায়েতে রাজাশাসন করিতে বহু অনিষ্টকারী প্রজাকে নানারূপ দণ্ড দেন এই সৃষ্টির যিনি রাজা বা পরমেশ্বর তিনিও পূর্ব্বকৃত কোন মন্দ কর্ম্মের জন্য এজন্মে মানুষকে কষ্ট দেন, দুঃখ দেন। এরূপ বিশ্বাস করিলে ঈশ্বরের ন্যায় অক্ষুণ্ণ অথচ মানুষ দৃশ্যত কেন দুঃখ কষ্ট পায় তাহার একটা কারণ নির্দ্দেশ করা হইল। এইরূপ করিয়া অন্তর্নিহিত ন্যায়ের ভাব ও ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতার একটা সামঞ্জস্য হইল। কিন্তু যে ব্যক্তি কর্ম্মফল ভোগ করে সে জানে না যে কি দুষ্কর্ম্মের জন্য কোন দণ্ড ভোগ করিতেছে, ইহাতে সুবিচারের নিয়ম প্রতিপালিত হইল না, একথা ভাবিয়া দেখা হয় না। কর্ম্মফল

বাদিগণ কর্ম্মকে অনাদি বলিয়াছেন, ইহাতে অজানিত পূর্ব্বজন্মের অন্ধকার আরও ঘনীভূত হইয়াছে। যদি বলা হয় যে কোন পূর্ব্বজন্মে আমি কাহারও চক্ষু উৎপাটিত করিয়াছিলাম সেইজন্য এই জন্মে আমার চক্ষু উৎপাটিত হইল, তাহা হইলে আমার মনে অমনই প্রশ্ন উপস্থিত হইবে যে আমি এরূপ নিষ্ঠুর প্রকৃতি কোথায় লাভ করিলাম যে আমা দ্বারা চক্ষু উৎপাটনরূপ ভয়ানক দুষ্কার্য্য হইল। তখন বলা হইবে যে তাহার পূর্ব্বে কোন দুষ্কার্য্য করিয়াছিলাম বলিয়া ঐ স্বভাব দণ্ডস্বরূপ লাভ করিয়াছিলাম। এইরূপে যদি সৃষ্টির আদিতে যাই তখন কি বলিব না যে আত্মা অস্তিত্ব লাভের সময় অবশ্যই কোন মন্দকার্য্য দ্বারা দূষিত ছিল না। তবে সেই নির্দ্দোষ আত্মা পাপ কর্ম্মফলে আবদ্ধ হইল কেন ? কিন্তু কর্ম্মফলবাদীগণ বলেন যে কর্ম্ম অনাদি। কর্ম্মের আদি আমরা ধারণ করিতে পারি না। অর্থাৎ তাহা আমাদিগের মনোবুদ্ধির অগোচর। এইস্থানে আসিয়া কর্ম্মফলবাদীগণ আমাদিগকে নীরব হইতে বলেন কিন্তু আমাদিগের জ্ঞান স্পৃহা এখানে নিবৃত্ত হইতে সম্মত হয় না। যদি কর্ম্মের আদি নাই, কর্ম্ম আমাদিগের বিচারের বিষয় না হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে আমার ভাগ্যে মন্দকর্ম্ম ঘুটিল কেন তাহা আমি জানি না এবং কোন্ মন্দকর্ম্মের জন্য এই বর্ত্তমান জীবনে এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতেছি তাহাও জানি না; তাহা হইলে স্বভাবতই মনে হয় আমার জীবনের বর্ত্তমান দুঃখ আসিবার কোন ন্যায় সঙ্গত হেতু যখন কিছুই জানি না তখন কর্ম্মফলবাদ আমাকে কোন সাহায্য করিতে পারিল না। আমি তাহা গ্রহণ করিয়া আরও গভীর অন্ধকারে পতিত হই, তাহা অপেক্ষা আমি এই সহজ সত্য কেন গ্রহণ করি না যে আমার দুঃখ কষ্ট আছে সত্য কিন্তু আমি ইহার কারণ জানি না। সকল সরল মনের এই অবস্থা হওয়াই সঙ্গত। ঈশ্বর অবিচার করিয়াছেন ইহা আমরা ভাবিতে পারি না কিন্তু আমাদিগকে অবিচার অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছে, রোগ শোকের যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে তাহা অত্যন্ত সত্য। ঈশ্বরবিশ্বাসী প্রত্যেক মানুষের এইভাব হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যদি আমাদিগের পাঠিকাগণের মনের অবস্থা এইরূপ হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগের মনে অনেক ভাব ও আলোক আসিবে। যাঁহারা অন্যের মুখে শুনিয়া একটা বুদ্ধির অগম্য কর্ম্মফলে বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছেন তাঁহাদের মন এবিষয়ে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আশা করি মহিলার পাঠিকাগণ এরূপ অন্ধবিশ্বাসে আবদ্ধ থাকিয়া সত্যের আলোক হইতে বঞ্চিত থাকিবেন না। এই আশা করিয়া আমরা এবিষয়ে একটু আলোচনা করি। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে পূর্ব্ব জন্মকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলস্বরূপ কোন কোন ব্যক্তি জন্মাবধি রুগ্ন হয়, কেহ বা হীনকুলে জন্মলাভ করে, কেহ দুঃখ দারিদ্র প্রাপ্ত হয়। এরূপ কর্ম্মফল লাভ কোন কোন লোকের ঘটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকল

মানুষকেই কষ্ট পাইতে হয়। পৃথিবীতে জন্মধারণ করিলেই দুঃখ বা কষ্ট পাইতে হয় তাহাও যদি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল হয় তাহা হইলে কর্ম্মফলের কোন অর্থই থাকে না। ধনীর গৃহে শিশুর জন্ম হইলে শিশু পরম আদরে যত্নে প্রতিপালিত হয় কিন্তু শিশু ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করিয়া ক্রন্দন না করিলে তাহাকে আহার দেওয়া হয় না. এ কষ্ট সে পায় কেন? শিশু একটু বড় হইলেও মাতৃস্তন্য পান করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তাহাকে কষ্ট দিয়া, ক্রন্দন করাইয়া, তাহাকে মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা হয় ও অন্যরূপ খাদ্য দেওয়া হয়। তাহাতে সে ক্লেশ পায়। শিশু যখন বালক হইল সে সমস্তদিন খেলা করিতে ব্যস্ত থাকে কিন্তু তাহাকে খেলা হইতে নিবৃত্ত করিয়া, কষ্ট দিয়া, শিক্ষার পথ ধরাইতে হয়। ক্রমে বালক বালিকা যুবক যুবতী হইল—সমাজ বলিল এখন আর শিক্ষা নয়, এখন বিবাহিত হইয়া সমাজের সেবা কর। প্রথম প্রথম সমাজের সেবা করা কি ক্লেশকর. নব বিবাহিতা কন্যা শ্বশুরালয় যাইতে কত ক্লেশ পায় তাহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। প্রসব বেদনায় মাতা কত ক্লেশ পান, সন্তান প্রতিপালন করিতে পিতা মাতাকে কেমন ক্লেশ পাইতে হয়। এ সকল ক্লেশ কাহাকে না সহ্য করিতে হয়? যদি বলা হয় যে অল্পবয়সে মৃত্যু হওয়া ভাল নয়, শোকের ব্যাপার, তাহা হইলে বার্দ্ধক্যের আনুষঙ্গিক ক্লেশ দুঃখ অবশ্য সহ্য করিতে হয়। যদি বলা হয় যে বৃদ্ধ হইব অথচ শরীর ক্ষয় হইবে না, দন্ত কষ্ট যাতনা দিয়া স্খলিত হইবে না, তাহা হইলে এ সৃষ্টির নিয়মকেই অগ্রাহ্য করা হয়। সর্ব্বশেষে মৃত্যু যখনই আসিবে তখন তাহার কষ্ট যাতনা ও ভয় আছে, তাহাও কর্ম্মদোষে বলিলে সৃষ্টিই কর্ম্মদোষের কার্য্য এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু আমরা সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি যে জীবন কোন কর্ম্মফলে লাভ হয় নাই এবং জীবন লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে যে উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থাতে উন্নত হইতেছি তাহাও কিছু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের জন্য নহে। আমাদিগের শরীর যখন আমাদিগের সর্ব্বস্ব ছিল তখন তাহাতে সুখী ছিলাম, কিন্তু মঙ্গলময় আমাদিগকে উচ্চ অবস্থা দান করিবেন বলিয়া শরীরকে সংযত করিয়া মনকে প্রাধান্য দান করিলেন, তাহার পর মনের উপরে প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া মনকে ক্লেশ দান করিলেন। ক্রমে সময় আসিল যখন শরীর, মন, প্রাণ প্রভৃতি সকলকে নির্য্যাতন করিয়া আত্মাকে অর্থাৎ ব্রহ্ম-সন্তানকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যে ক্ষেত্রে উন্নতি সেই ক্ষেত্রেই কষ্টের অনুভূতি আছে। নারী যখন পুত্রের মুখ দর্শন করিবেন তাহার পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রসব-বেদনা সহ্য করিতে হয়, ইহাতে কোন পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল নাই কিন্তু ইহা নব আশীর্ব্বাদ লাভের প্রস্তুতির জন্য সহ্য করিতে হয়। পৃথিবী যাহাকে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী পুরুষ বলে তাহার জীবনে ও স্বাভাবিক ভাবে অনেক ক্লেশ ভোগ

হয় ; সে সকল বিধাতার বিধানে মঙ্গলের পূর্ব্বাভাসরূপে আসিয়া থাকে। শিশুর মাতৃস্তন্য পান বন্ধ করিতে যে নিষ্ঠুরতা তাহা নিষ্ঠুরতা নয়, কিন্তু বয়সের উপযুক্ত অধিকতর প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করিতে তাহাকে শিক্ষাদান করা মাত্র। ঠিক সেইরূপ সংসারে স্বাভাবিক ভাবে আমাদিগের পক্ষে যে সকল ক্লেশকর অবস্থা হয় তাহা কোন উন্নত অবস্থা দান করিবার জন্য আসিয়া থাকে।

আমরা পৃথিবীতে জীবনধারণ করিতে যে সকল ক্লেশ কষ্ট সহ্য করি তাহার মধ্যে এক শ্রেণীর দুঃখ ক্লেশ যে শরীর মনের উন্নতির ও সুখের জন্য তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিবেন। অপর অনেক দুঃখ ক্লেশ অবশ্য অত্যন্ত কঠিন সত্য এবং অসাধ্য ব্যাধী, অসহ্য শোক, ঘোর অত্যাচার প্রভৃতি আমাদিগকে কেন সহ্য করিতে হয় ইহা একরূপ বুদ্ধির অতীত মনে হয়। কিন্তু আমাদের পৃথিবী অত্যন্ত পুরাতন, এবং মনুষ্য যত প্রকারের কষ্ট যাতনা সহ্য করিয়াছে তাহার অনেক ইতিহাস আমরা পাঠ করিয়া থাকি। যদি এই পৃথিবীতে মনুষ্যের জীবনের শেষ হয়, ইহার পর যদি ক্ষতিপূরণ, উন্নতিলাভ, সুখ লাভের সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে সত্য সত্যই পৃথিবীর বিবিধ প্রকারের মহা দুঃখ ক্লেশের কোন উপকারিতা বা মহৎ উদ্দেশ্য কিছু বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু আমরা বিশ্বাসনেত্রে দেখিতে পাইতেছি মৃত্যুই মানুষের শেষ নয়, মৃত্যুর পর অমৃতলোকে মানুষের জন্য স্থান আছে। শরীর মন ও আত্মা লইয়া মানুষ। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের বিধানে শরীরের প্রতি অত্যন্ত যত্ন করা হয়, তারপর শরীরকে ক্লেশ দিয়া মনকে উন্নত করা হয় এবং সর্ব্বশেষে শরীর ও মন উভয়কে ক্লেশ দিয়া বা বিনাশ করিয়া আত্মাকে উন্নত করা হয়। ফলে আমরা একই মোহাক্রান্ত জীব যে শরীর ও মন যে পৃথক্, শরীর অপেক্ষা যে মন শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝিতে পারি না, বুঝিলেও সে অনুসারে চলিতে পারি না। অপর মন ও আত্মা যে পৃথক্ তাহাও আমরা সহজে ধারণ করিতে পারি না এবং আত্মার জন্য যে অন্য সকলকে বলিদান করিতে হইবে তাহা বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমাদিগের মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদিগের মত লইয়া যেমন আমাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই, তেমনই আমাদিগের মত লইয়া বা আমাদিগের পরামর্শ অনুসারে আমাদিগের মঙ্গল সাধন করেন না। তিনি সত্য সত্যই মঙ্গলময়, এবং মঙ্গল প্রকাশই সৃষ্টির অভিপ্রায়। আমরা যে সকল রোগ শোক দুঃখ কষ্ট আপনারা পাইয়া অথবা অন্যকে পাইতে দেখিয়া মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাই তাহারা ঈশ্বরের প্রেরিত দূত। আমাদিগকে সাবধান করিয়া, জাগ্রত করিয়া, এবং প্রেম, ন্যায় ও শান্তির রাজ্যের জন্য ব্যাকুল করিয়া তাঁহার মঙ্গল ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার জন্য তাহারা আসিয়া থাকে। কর্ম্মফলবাদীগণ ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের আভাস দেখাইতে পারেন কিন্তু তাঁহার প্রেম যে দিবানিশি শরীর মন আত্মার মঙ্গল করিতেছে তাহা

তাঁহাদের চক্ষে পড়ে না। অথচ সহজ দৃষ্টিতে দেখিলে আমরা কি দেখিব? আমরা দেখিতে পাইব যে পৃথিবী ন্যায়, প্রেম, শান্তি ও আনন্দ পূর্ণ—স্থানে স্থানে এ সকলের বিপরীত অবস্থা দেখিতে পাই সত্য কিন্তু তাহার ভিতরে যে লুক্কায়িত ন্যায় প্রেম শান্তি আনন্দ রহিয়াছে তাহা একটু অন্তর্দৃষ্টি থাকিলেই দেখা যায়। এ সত্য অতি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে এই সৃষ্টি মঙ্গলময়ের সৃষ্টি, তিনি মনুষ্যগণকে সচ্চিদানন্দময় অমৃতরাজ্যে লইয়া য'ইবেন বলিয়া তাহাকে কষ্ট দিয়া প্রস্তুত করিয়া লয়েন। ইহার মধ্যে অজানিত পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফলস্বরূপ কষ্টভোগ নাই। মঙ্গলময় মঙ্গলরাজ্যে মনুষ্যকে জন্ম দিয়াছেন এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থাতে লইয়া যাইতেছেন। যে কিছু দুঃখ কষ্ট রোগ শোক উপস্থিত হয় সকলই মঙ্গলগর্ভ, যে সকল রোগের বা শোকের এখানে নিবৃত্তি নাই স্বর্গে তাহার পূর্ণ নিবৃত্তি আছে এবং ব্রহ্মকৃপাতে সকলেই চিরদিন শুভ্রতা সুখ শান্তি ও আনন্দ নিত্যকাল সকলে আহরণ করিবেন।

বড় দুঃখের বিষয় যে আমাদিগের অনেক মহিলার মধ্যে এই কর্ম্মবাদে একরূপ বিশ্বাস এখনও রহিয়া গিয়াছে। প্রাচীন সমাজ কর্ম্মবাদে পূর্ণ—প্রাচীনা নারীগণ সকল প্রকার দুঃখকেই কর্ম্মফল বলিয়া গ্রহণ করেন কিন্তু যাঁহারা অনন্ত মঙ্গলময় দেবতার পূজা করেন তাঁহারা কেন মঙ্গলময়ের মঙ্গলরাজ্যে অন্ধ ন্যায় বিচাররূপ কর্ম্মকে আনিয়া আপনাদিগের ঈশ্বর বিশ্বাসকে খর্ব্ব করেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এখন হইতে আমাদিগের মধ্যে এবিষয়ে ধারণা, বিশ্বাস ও ভাষা পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। যখন কোন দুঃখকর ঘটনা ঘটিবে আমরা কোনরূপেই মনে আসিতে দিব না যে তাহা কর্ম্মফলে হইয়াছে; বরং দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিব যে মঙ্গলময় কোন মঙ্গল সাধন করিবেন বলিয়া এই দুঃখকে উপস্থিত করিয়াছেন।

কে যুবা? কে বৃদ্ধ?

(জে, টি, সাণ্ডারলাণ্ড সাহেবের ইংরাজী হইতে।)

অনেক স্ত্রী পুরুষ ২০ বৎসর উত্তীর্ণ না হইতেই বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন—আবার অনেকে অশীতিপর হইয়াও যুবক থাকেন। পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় এমন অনেক স্ত্রী পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন—"অসার সংসারের মোহঘোর আমাদের কাটিয়াছে; মায়াময় এ সংসার—ধোঁকার টাটী মাত্র। সকলই মিথ্যা স্বপ্নের কুহক।" ইহাদের এই সকল কথার নিগূঢ় তত্ত্ব এই যে ইঁহাদের নিকট জীবন আপনার উচ্চ অর্থ হারাইয়া বসিয়াছে এবং সেই জন্যই ইঁহারা জীবনে কোন আনন্দের ছবি দেখিতে পান না। ইঁহাদের নিকট সংসার বিধাতার গূঢ় অভিপ্রায় সম্পন্ন রহস্যময় লীলাক্ষেত্র নহে—উহা একটী অপূর্ব্ব বিস্ময় ভবন, আনন্দের নিকেতন নহে; ইঁহাদের চক্ষে সংসার শূন্য মরীচিকা, মায়ার ভোজবাজী

একজন প্রতিভাবান্ লেখক একটী সুশিক্ষিতা বিলাসিনী আধুনিক রমণীর মানসিক চিত্রপট এইভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন :—

লোকে বলে সমাজে সুসভ্য নরনারীর সঙ্গ লোভনীয় বস্তু ; আমি সমাজ দেখিয়াছি ; সেখানে যে চাক্‌চিক্যের অভিনয়—যে লীলাবিলাসের তরঙ্গ—উহার উপকারিতা কি ? আমি এই দুইটীতেই পূর্ণ মাত্রায় যোগদান করিয়াছি- কিন্তু এখন আমার হৃদয় এই দুইটীতেই বিরক্ত। আমি অনেক হাসিয়াছি—এখন আর আমার হাসিবার প্রবৃত্তি হয় না। আমি অনেককে হাসাইয়াছি কিন্তু এখন আমি সেই সকল লোকের প্রচণ্ড মূর্খতা ভাবিয়া তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি।"

লেখক বলিতেছেন—"এরূপ লোকের জন্য সংসারে কি অবশিষ্ট থাকে ? দৃশ্যমান সকল নির্ঝরের স্বাদগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের হৃদয় বিরক্ত হইয়াছে, কিন্তু গভীরতর নূতন উৎস খনন করিবারও তাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই। পৃথিবীতে নানারূপ বিভিন্ন অবস্থা ও চরিত্রের লোক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই সকল সৌভাগ্য-সুখপালিত নরনারী যাঁহারা চিত্তবিলাসের সকল মধুপান করিয়া পরিশেষে এই ধারণায় উপনীত হইয়াছেন যে সংসারে জীবনধারণ নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশের ব্যাপার মাত্র—তাঁহাদের ন্যায় নিরাশ্রয় দীন কৃপাপাত্র কি সংসারে আর কেহ আছে ? বস্তুতঃই তাঁহাদের জীবন নিরানন্দ অন্ধকার মলিন।"

ধূসর বালুকাময় মরুভূমি মাত্র। বাইবেল ধর্ম্মগ্রন্থে একটী বৃদ্ধ নরপতির চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। ইনি বয়সে বৃদ্ধ নহেন—কিন্তু ইঁহার আত্মা জরাগ্রস্ত, সঙ্কুচিত আনন্দহীন—কারণ তিনি কেবল স্বার্থ-সুখের জন্য জীবনধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মুখে সর্ব্বদা এই বাক্য শুনিতে পাওয়া যায়—"সবই শূন্য, সব মায়া, সব ভোজবাজী।" তিনি নিজের কাহিনী এইভাবে বর্ণনা করিতেছেন :—

"আমি নিজের জন্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম ; আমি নিজের জন্য দ্রাক্ষাকুঞ্জ রোপণ করিয়াছিলাম ; আমি নিজের জন্য সরোবর খনন করাইয়াছিলাম ; আমি নিজের জন্য ভৃত্য ও পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়াছিলাম ; আমি নিজের জন্য ধনরত্ন উপার্জ্জন করিয়াছিলাম ;

এইরূপে আমি প্রাধান্য ও প্রভুত্ব লাভ করিয়া জেরুজালেমবাসী সকল নরনারী হইতে অধিক ক্ষমতাশালী হইয়াছিলাম।

তাহার পর আমি আমার স্বহস্ত-রচিত সমস্ত কার্য্যাবলীর দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলাম ; কিন্তু হায় ! আমি দেখিলাম এই সকল বস্তুতে আমার লাভ কিছুমাত্র নাই !

সকলই মায়া - সবই বৃথা—সকলই অন্তরাত্মার বিরক্তিজনক !"

এই রাজার কাহিনী শুনিয়া অজ্ঞাতসারে আমাদের হৃদয় হইতে এই বাণী উত্থিত হয়—হায় ! জরাগ্রস্ত শুষ্ক দীনহৃদয় ! যথার্থই তুমি জগতের কৃপাপাত্র !

যখনই কোন পুরুষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে মানবজীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য স্বার্থান্বেষণ, তখনই সে বৃদ্ধ—তখন তাহার হৃদয় শুষ্ক, রসলেশশূন্য। যখনই কোন নারী অপরের সরলতা বা সাধুতায় সন্দেহ পরায়ণা, তখনই তিনি বৃদ্ধা—তাঁহার গণ্ডস্থল অপূর্ব্ব গোলাপীবর্ণে সমুজ্জ্বল হইলেও তাঁহার আত্মা নিবিড় কালিমায় সমাচ্ছন্ন। স্বার্থময় জীবন যাপন করিতে করিতে, জীবনের অগভীর তুচ্ছ বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে যখন অবশেষে জীবনের উচ্চ ও গভীরতম বিষয়গুলি একে একে পরিম্লান হইয়া অসত্যে পরিণত হইয়া উঠে—তখন মানুষকে যে অকাল-বার্দ্ধক্য আসিয়া গ্রাস করিয়া ফেলে সেই আকালিকী জরার ন্যায় ভয়ঙ্কর বস্তু এ সংসারে আর অন্য কিছু আছে কিনা জানি না।

যে মানুষের হৃদয় বিশ্বাস হারাইয়াছে—সে বিশ্বাস সত্যেতে বিশ্বাস হউক, ন্যায়ে বিশ্বাস হউক, অন্য মানুষে বিশ্বাস হউক, নিজের প্রতি বিশ্বাস হউক অথবা ভগবানে বিশ্বাস হউক—যখন মানুষ বিশ্বাস হারায় তখন সে হৃদয়ে বৃদ্ধ হইতেছে—জরা এবং দুর্ব্বলতা ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিতেছে।

হৃদয় ও মনের বার্দ্ধক্যই প্রকৃত বার্দ্ধক্য। এই বার্দ্ধক্যের আরো অন্যান্য লক্ষণ আছে। যখনই তৃণের কোমল হরিৎ অথবা গোলাপের অপূর্ব্ব লোহিত কিম্বা পতনশীল বৃষ্টিধারার অলৌকিক মোহ—কোন মানুষকে আনন্দে পরিপ্লুত করিতে পারে না—তখনই বুঝিতে হইবে সেই লোক জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে।

যে লোকের দৃষ্টি পশ্চাতের দিকে নিবদ্ধ—যে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিতে পারে না, সে বৃদ্ধ। যদি তাহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর মাত্রও হয়, তথাপি সে বৃদ্ধ।

নূতনে যাহার কোন আসক্তি নাই সে বৃদ্ধ। যে অতীতে স্বর্ণ যুগকে দর্শন করে এবং অতীতকালকে বর্ত্তমান হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে, সে বৃদ্ধ।

যে উদীয়মান যুবকহৃদয়গুলির প্রতি আস্থাশূন্য—এবং মনে করে যে উন্নত মহৎ চরিত্রগুলি একে একে মৃত্যুর মধ্যে মিলাইয়া যাইতেছে এবং তাঁহাদের স্থান গ্রহণ করিতে পৃথিবীতে কেহই নাই—সে বৃদ্ধ।

যে নূতন কোন কার্য্য হস্তে লইতে—নূতন পথের পথিক হইতে ভীত, সে বৃদ্ধ।

অন্ধকারবাদী বৃদ্ধ। সংশয় ও অসন্তোষবাদী বৃদ্ধ। পরছিদ্রান্বেষী বৃদ্ধ।

সেই পুরুষ নারী অথবা শিশু যে সংসারের কেবল অপকারচিত্র দর্শন করে এবং যে সমুজ্জ্বল সূর্য্যালোক ও স্নিগ্ধ চন্দ্রিকাকিরণ না দেখিয়া কেবল নিবিড় ঘনঘটার দামিনী স্ফুরণ ও প্রবল ঝটিকাবর্ত্তের প্রলয় হুঙ্কারের কথা চিন্তা করে সে বৃদ্ধ।

সেই লোক—তা সে বয়সে যতই নবীন হউক না কেন—সেই লোক যে মনে স্থির বুঝিয়াছে যে সে দুর্ভাগ্য এবং

বিধাতা সকল কার্য্যেই তাহার প্রতি বাম, সে জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

যে ব্যক্তি বালক বালিকাদিগের প্রতি যত্নশীল নহে সে বৃদ্ধ। যাহার কর্ণে শিশুর সুমধুর হাস্যকোলাহল সঙ্গীত বলিয়া প্রতিভাত নহে সে বৃদ্ধ। যাহার সন্তান আছে সে যদি শিশুদিগের সহিত মিশিয়া খেলা না করে এবং তাহাদের সেই অনাবিল আনন্দে প্রাণের যোগ অনুভব না করে তবে সে বৃদ্ধ।

যে কৌতুকে আনন্দ অনুভব করে না এবং যাহার মুখে কদাচিৎ হাস্য দেখা যায় সে বৃদ্ধ।

যাহার বৈষয়িক কার্য্য হৃদয় মনকে এরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে যে সে আপনার শিশুসন্তানগুলিকে চুম্বন করিবার অবসর পায় না, অথবা যে সপ্তাহের একটী দিনকেও স্বতন্ত্র রাখিতে পারে না যেদিন সে জ্বলন্ত আত্মাকে শান্তি ও বিশ্রাম দিতে পারে—সে বার্দ্ধক্যগ্রস্ত হইতেছে।

বিহঙ্গের সুললিত সঙ্গীত শ্রবণ করিতে অথবা কুসুমের সুকুমার মাধুর্য্য দর্শন করিতে যে একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইতে অবসর পায় না—সে বৃদ্ধ।

যে ব্যক্তির নিকট একটী রৌপ্যখণ্ড চিত্তপ্রসারকারী সমুন্নত চিন্তা বা ভাব হইতে অধিক মূল্যবান, সে ব্যক্তি অত্যন্ত স্থবির ও দীন।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে বয়সের সহিত প্রকৃত বার্দ্ধক্যের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। হৃদয় মনের বার্দ্ধক্যই প্রকৃত বার্দ্ধক্য—এবং এই বার্দ্ধক্যকেই মানুষের ভয় করা উচিত—বয়সাধিক্যে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। এই বার্দ্ধক্য বয়সের প্রতীক্ষা করে না—ইহা অশীতি বৎসরেও আসিতে পারে আবার বিংশতি বৎসরেও মানুষের হৃদয় অধিকার করিতে পারে। এই বার্দ্ধক্যের তুলনায় দেহের বার্দ্ধক্য নগণ্য তুচ্ছ বস্তু! জরাজীর্ণ দেহের ভিতরেও সতেজ নবীন আত্মা বাস করিতে পারেন। আমরা বিধাতার চরণে প্রার্থনা করি :—

শিশু হ'তে চাই হব না প্রবীণ
চাহি সেই প্রাণ কোমল নবীন,
সরল নির্ভর, আনন্দ নির্ঝর,
নিষ্কলঙ্ক ছবি পুণ্যের আধারে।
এই আশীর্ব্বাদ যাচি শ্রীচরণে,
জরা যবে দেহ টানিবে মরণে,
অমল, সরস, শিশুর পরশ,
নিত্য যেন পাই প্রাণের মাঝারে।

হ্যালিবার্টন পত্নীর জীবনের পরীক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

মিঃ হ্যালিবার্টন তখন কাগজখানি হাতে লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বাড়ীতে সকলে মধ্যাহ্ন ভোজনকালে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে ইহা ভাবিয়া তিনি দ্রুত-পদবিক্ষেপে গৃহের দিকে চলিলেন। যাইবার সময় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—আমাকে এই যে ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করান এটা উহা-

দের অনর্থক আমাকে কষ্ট দেওয়া মাত্র। কিন্তু বোধ হয় ইহাই নিয়ম সুতরাং আমাকেই বা তাহারা অব্যাহতি দিবে কেন?

সত্বর মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়া তিনি আপনার লিখিবার ডেস্কের নিকট বসিলেন এবং জন্মপ্রতিপাদক সার্টিফিকেটের জন্য পত্র লিখিলেন। পত্রখানি খামে পুরিয়া তিনি পুনরায় বহির্গমনের জন্য টুপি মাথায় দিলেন।

জেন জিজ্ঞাসা করিল—আজ বিকেলেই কি তুমি স্যাভিল্ রো এ যাবে?

"যদি সময় থাকতে আমার পড়ানর কাজ শেষ করতে পারি তাহলে যাব। ফিন্স্‌নেকে ৪টার সময় পড়াতে হয়—আজ না হয় তাকে সন্ধ্যার সময় পড়াব। খুব সম্ভবতঃ আজই আমি সেখানে যাব।"

সত্বর সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মিঃ হ্যালিবার্টন সেই দিন অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময় গলদ্ঘর্ম্ম কলেবরে স্যাভিল রো এ পৌঁছিলেন। সেই দিনই এরূপভাবে তাড়াতাড়ি করিয়া যাইবার বিশেষ কোন আবশ্যকতা ছিল না—কিন্তু এই কার্য্যটা শীঘ্র সম্ভব শেষ করিয়া ফেলিবার জন্য তিনি সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যেন মনে করিলেন বর্ত্তমানে অতিরিক্ত ব্যগ্রতার সহিত এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে তাঁহার পূর্ব-ঔদাসীন্যের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করা হইবে।

ডাক্তার ক্যারিংটন বাড়ীতেই ছিলেন। কিন্তু সে সময় তিনি আর একজনকে পরীক্ষা করিতেছিলেন সুতরাং হ্যালিবার্টনকে একটী ঘরে গিয়া বসিতে হইল। সেখানে আরও ৩।৪ জন পূর্ব্ব হইতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা কোন রোগের চিকিৎসার জন্য, আসিয়াছিলেন অথবা তাঁহারই ন্যায় সার্টিফিকেট-প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহারাই ডাক্তারের সহিত দেখা করিতে গেলেন।

যাহা হউক অবশেষে তাঁহার 'পালা' আসিল। তাঁহাকে ডাক্তারের সম্মুখে লইয়া উপস্থাপিত করা হইল। ডাক্তার একটী খর্ব্বাকৃতি গৌরবর্ণ গম্ভীর প্রকৃতির লোক—তাঁহার মস্তকের চুলে ঈষৎ পাক ধরিয়াছিল।

সাধারণতঃ কথাবার্ত্তায় অল্পভাষী হইলেও পরীক্ষাকালে প্রশ্ন করিবার সময় তাঁহার অল্পভাষিত্বের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি হ্যালিবার্টনকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কূট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কি কি ব্যাধি আছে এবং তাঁহার কি কি ব্যাধি নাই? তাঁহার চালচলন আচার ব্যবহার কিরূপ? পূর্ব্বেই বা কেমন ছিল এখনই বা কেমন? অবশেষে তিনি এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি নিজেকে সম্পূর্ণ সবল মনে করেন? সম্পূর্ণ সুস্থ এবং নীরোগ?"

হ্যালিবার্টন বলিলেন—"গ্রীষ্মকালে আমি দুর্ব্বলতা এবং ক্লান্তি অনুভব করি।"

হাঁ; তা বেশ। ক্ষুধা বেশ আছে তো? আহারে রুচি?"

"হাঁ, সাধারণতঃ আমার ক্ষুধা মন্দ নহে, তবে কিছুদিন হইতে তেমন ক্ষুধা বোধ করিতেছি না।"

"হাঁ, তা বেশ। নিশ্বাস প্রশ্বাস সব ভাল তো? কোনরূপ কষ্টবোধ নাই?"

"হাঁ, তবে মাঝে মাঝে যেন একটু কষ্টের মত মনে হয়।"

"হাঁ, তা বেশ। কাসি টাসি হয় কি?"

"বরাবর যে আমার কাসি আছে তা নাই—তবে মধ্যে মধ্যে রাত্রিকালে হঠাৎ এক একবার শু'কনো কাসির মত হয়, তাতে যেন দম আটকে আসে। আমার মনে হয় অতিরিক্ত পরিশ্রম বশতঃই এমনটা হয়।"

"হাঁ, তা বেশ। একবার আপনার শার্টটা খুলে ফেলুন তো।" ডাক্তার তাঁহার বুকের উপর আঙ্গুল রাখিয়া বলিলেন "ঠিক এইখানে বোতামটা একবার খুলুন তো। আর নীচে যদি ফ্যানেলের ওয়েষ্ট্‌কোট থাকে তবে সেটাও খুলে ফেলুন।"

মিঃ হ্যালিবার্টন ডাক্তারের নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার বুকের বোতাম খুলিয়া ফেলিলেন। ডাক্তার বুক বাজাইয়া দেখিলেন, তারপর বুকের উপর কান রাখিলেন। বোধ হয় তিনি খালি কাণে কিছুই ধরিতে পারিলেন না। তিনি ড্রয়ার হইতে একটী যন্ত্র বাহির করিলেন, হ্যালিবার্টনের বুকের উপর সেই যন্ত্রটী স্থাপন করিলেন, তৎপরে সেই যন্ত্রে আপনার কাণ রাখিয়া ৩।৪ বার একস্থান হইতে অন্য স্থানে যন্ত্রটী নাড়িয়া চাড়িয়া স্থাপন করিলেন।

অবশেষে তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, এতেই হবে এখন।" তারপর তিনি যন্ত্রটীকে দেরাজে পুনঃস্থাপিত করিতে গেলেন। হ্যালিবার্টন ইত্যবসরে আপনার শার্টের বোতাম আঁটিয়া লইলেন।

ডাক্তার যন্ত্রটী রাখিবার সময় দেরাজে মাথা গুঁজিয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন—"আপনি ফ্ল্যানেলের ওয়েষ্ট্‌কোট ব্যবহার করেন না কেন?"

"শীতকালে ব্যবহার করি, কিন্তু গ্রীষ্মকালে আমি ফ্ল্যানেল ব্যবহার করি না। মাত্র গত সপ্তাহে আমি ফ্লানেল ছেড়েছি।"

ডাক্তার ক্যারিংটন বলিয়া উঠিলেন "এমন নির্ব্বুদ্ধিতা কোথা হ'তে মানুষের আসে! লোকগুলো কি মাথায় ঘাস আর গোবর নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এদের বুদ্ধি শুদ্ধি দেখছি একেবারে লোপাপত্তি পেয়েছে! যত লোক আমার কাছে আসে তার অর্দ্ধেকেরও বেশী ঐ কথাই বলে। তারা গ্রীষ্মকালে ফ্ল্যানেল ব্যবহার করে না! গ্রীষ্মকালে করে না তো করে কোন্ সময়? গ্রীষ্মকালেই তো ফ্ল্যানেলের সব চেয়ে বেশী দরকার। মহাশয় ঘরে যান, আর অবিলম্বে একটী ফ্ল্যানেলের ওয়েষ্ট্‌কোট গিয়ে পরুন।"

হ্যালিবার্টন হাঁসিয়া বলিলেন—"যদি আপনি তাই পরামর্শ দেন তবে নিশ্চয়ই আমি উহা ব্যবহার করব। আপনার এ সদুপদেশের জন্য আপনাকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি।"

তিনি হ্যাট লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ডাক্তারও তাঁহার গমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন বলিয়া মনে হইল।

তখন হ্যালিবার্টন বলিলেন—আমি অফিসে গিয়ে জেনেছি যে আপনি আমাকে যে পরীক্ষা ক'রেছেন সে বিষয়ে আমাকে একখানি সার্টিফিকেট দেবেন।"

ডাক্তার বলিলেন—"হাঁ, কিন্তু আমি তা দিতে পারছি না।"

"কেন মহাশয়?"

"কারণ আমি আপনাকে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। আমি আপনাকে সুস্থ ও নীরোগ বলিয়া জীবন-বীমার জন্য সার্টিফিকেট দিতে পারি না।"

হ্যালিবার্টনের ধমনীতে সবেগে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন—কি বল্লেন মহাশয়, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ও নীরোগ নহি?"

"না, আপনার স্বাস্থ্য জীবন-বীমার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নয়।"

"কেন, আমার কি রোগ হ'য়েছে?"

ডাক্তার ক্যারিংটন উত্তর দিবার পূর্ব্বে এক মিনিট ধরিয়া হ্যালিবার্টনের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি বলিলেন—এর পূর্ব্বে যে সকল লোককে আপনার ন্যায় আমি সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার ক'রেছি তাঁরাও আমাকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছেন আর আমি তাঁদের যে উত্তর দিতে বাধ্য হ'য়েছি সে উত্তর নিশ্চয়ই তাঁদের তেমন প্রীতিপ্রদ হয় নি।"

"মহাশয়, আমার পক্ষে আপনার উত্তর নিশ্চয়ই অপ্রিয় হবে না, কারণ আমি প্রকৃত সত্য জানতে ব্যস্ত হ'য়েছি। আপনি বলুন আপনি আমার মধ্যে কি ব্যাধি দেখলেন।"

"আপনার ফুস্‌ফুস্ ব্যাধিগ্রস্ত।"

মিঃ হ্যালিবার্টনের শরীর যেন অবশ হইয়া আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"খুব বেশী পরিমাণে ব্যাধিগ্রস্ত কি? আরোগ্য লাভের কি আর কোন আশা নাই?"

"যদি আমি বলি খুব বেশী পরিমাণে নয় তবে আপনার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়। আর আপনি আমাকে পূর্ব্বেই জানিয়েছেন যে আপনি এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য জানতে চান। প্রকৃতই আপনার ফুস্‌ফুস্ খুব বেশী পরিমাণে ব্যাধিগ্রস্ত।"

হ্যালিবার্টনের মুখ ভাবী অশুভ আশ-ঙ্কায় একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল—তিনি একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ডাক্তার তাঁহার নিকটে আসিলে তিনি কাতরস্বরে বলিলেন—"মহাশয়, আমি নিজের জন্য কিছুমাত্র ভীত নহি—কিন্তু আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার আছে। যদি আমার মৃত্যু হয় তবে তাহারা অনাহারে কষ্ট পাইবে।"

ডাক্তার স্থির গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"কিন্তু আপনি আমার সব কথাটা তো এখনও শোনেন নি। আপনার ফুস্‌ফুস্ খুব বেশী পরিমাণেই ব্যাধিগ্রস্ত বটে কিন্তু এখনও যে আরোগ্যের আশা নেই সেরূপ অবস্থা নয়। তবে খুব বেশীও যে আশা আছে তাও আমি বলতে পারি না। তবুও আমি যতটুকু বুঝতে পারি তাতে মনে হয় এখনও আশা আছে। যদি আপনি এখন হ'তে বিশেষ সাবধান হ'য়ে চলেন আর এ সম্বন্ধে ঠিক ব্যবস্থামত কাজ করেন তবে রোগ সারলেও সারতে পারে।"

"আমাকে কি কর্'তে হবে বলুন। এ সম্বন্ধে ব্যবস্থাই বা কি?"

"অবশ্য আপনি কয়লায় ঘেরা নিশ্বাস প্রশ্বাস রোধকারী ধোঁয়ায় ঢাকা এই লণ্ডন সহরের মধ্যেই বাস করেন?"

"তা হ'লে কালবিলম্ব না ক'রে সত্বর এ কয়েদখানা হ'তে বার হ'য়ে পড়ুন। যেখানে বিশুদ্ধ বায়ু ও নির্ম্মল আকাশ আছে সেইখানে পস্থান করুন। ইহাই এ রোগের প্রথম এবং প্রধান ঔষধ, এবং ইহাই এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। কয়েক সপ্তাহের জন্য নয়—কয়েক মাসের জন্য নয় লোকেরা যাকে "বায়ু পরিবর্ত্তন" করা বলে সে ভাবে নয়—কিন্তু চিরদিনের জন্য লণ্ডন পরিত্যাগ কর্'তে হবে। আপনাকে লণ্ডনের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ কাটতে হবে, বুঝলেন?"

হ্যালিবার্টন বলিলেন—"কিন্তু এরূপ করা আমার যে অসম্ভব। আমার কাজ-কর্ম্ম সবই যে লণ্ডনে। লণ্ডন ছাড়লে আমার জীবিকার যে কোন উপায় থাকবে না।"

ডাক্তার বলিলেন—"হাঁ। আমার কাছে আপনার আগেও অনেক লোক এসেছেন—তাঁদের সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। কিন্তু আপনাকে আমি নিশ্চয় ক'রে বলছি যে লণ্ডন না ছাড়লে আপনার মঙ্গল নেই। নচেৎ ব্যাপার দাঁড়াবে এই—লণ্ডন বনাম জীবন। লণ্ডন চাইলে জীবন পাবেন না, জীবন চাইলে লণ্ডন পাবেন না। এখন কি চান পছন্দ করে নিন্। আপনার আদৌ লণ্ডনে আসাই উচিত হয় নি—আপনার লণ্ডনে জন্ম নয় তো?"

"১৮ বছর আগে আমি লণ্ডন চক্ষেও দেখিনি। ডিভনশায়ারে আমার জন্ম সেইখানেই আমি লালিত পালিত।"

"আমিও তা ঠিক ভেবেছি। যাদের লণ্ডনে জন্ম তারা লণ্ডনের জলবায়ুতে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ে—তাদের বড় বেশী অনিষ্ট হয় না। আবার এমনও অনেক লোক দেখেছি যাদের লণ্ডনে জন্ম নয় কিন্তু যাদের পক্ষে এই স্থান পৃথিবীর মধ্যে একটী পরম স্বাস্থ্যকর স্থান। কিন্তু এমন কতকগুলি লোক আছে যাদের লণ্ডনে বাস করা মোটেই উচিত নয়। আমি আপনাকে শেষোক্ত দলের একজন মনে করি।"

"আমার কি অনেক দিন ধ'রে স্বাস্থ্য নষ্ট হ'য়ে এসেছে?"

"হাঁ—কয়েক বচর ধ'রে মনে হয় যদি আপনি বরাবর ডিভনশায়ারেই থাকতেন তবে আপনি সমস্ত জীবন ধ'রে একজন সম্পূর্ণ সুস্থকায় ব্যক্তি থাকতে পারতেন। এখন আমার আপনার প্রতি একমাত্র উপদেশ এই আপনি অবিলম্বে লণ্ডন পারত্যাগ করুন। যদি আর কিছু দিন এখানে থাকেন তাহ'লে আপনি মারা পড়বেন।"

মিঃ হ্যালিবার্টন ডাক্তার ক্যারিংটনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। আজ তাঁহার চক্ষে সংসারের মুখশ্রী সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আনন্দপূর্ণ দিবসের অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য আজ কে হর

করিয়া লইল ? সুনীল আকাশের কোমল নিলীমা আজ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল ? দীপ্ত দিবাকরের সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ আজ কোন্ অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল? আকাশ তেমনি সুনীল, সূর্য্য তেমনি সমুজ্জ্বল, কুসুমে তেমনি অম্লান সৌন্দর্য্য—কিন্তু প্রকৃতির চারুচিত্রপট আজ তাঁহার চক্ষে মসী-মলিন হইয়া গেছে।

দুর্ভাগ্য-ঘনঘটার নিবিড় অন্ধকার ছায়া আজ বাহিরের যাবতীয় পদার্থের উপর ঘনাইয়া আসিয়াছে। মন্মথ? তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর ভাবী অদৃষ্টের বিষণ্ণ চিত্র প্রাণে জাগিল—তাঁহার প্রাণপুত্তলি বালক বালিকাদিগের দুঃখ ক্লিষ্ট চাঁদমুখগুলি কল্পনানেত্রের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল! তাঁহার সর্ব্বশরীর যেন কাঁপিতে লাগিল এবং গভীর নিরাশার মর্ম্মভেদী দুঃখভার তাঁহার বক্ষের উপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় চাপিয়া বসিল।

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত।

প্রিয় মহিলা! প্রবাসে স্বদেশের সুসমাচার শুনিবার জন্য নারীর প্রাণ আকুল হয়। তোমার নিকটে মধ্যে মধ্যে সংবাদাদি পাইয়া সুখী হই।

মহিলা, তুমি কি নববিধানের পূর্ণ-বিশ্বাসী-দাসী? আশা করি তুমি আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষিণী।

কয়েকটি কথা তোমাকে আজ জিজ্ঞাসা করিতে আসিলাম, আর কয়েকটি কথা জানাইতে আসিলাম, স্থির হইয়া শুনিলে বাধিত হইব।

তোমার পরিচ্ছদ দেখিলে মনে হয়, কোন লোক যাহার কোন রকম স্ত্রীপরিচ্ছদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নাই, তাহার দ্বারা তোমার বস্ত্রাদি ক্রীত হয়। যেখানে যাহা দেওয়া উচিত তাহা দেওয়া হয় না। অনেক সময় শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজের উপযোগী পরিচ্ছদ দেওয়া হয় না, সেজন্য পাঠিকারা কত সময় তোমাকে দেখিয়া লজ্জিত হয়েন।

এ পৃথিবীতে কত নারী কত মহিলা আছে. তুমি "নববিধান" দাসী বলিয়া তুমি এত জনের প্রিয় হইয়াছ। এ কথাটী স্মরণে রাখিও। আমাদের সমাজে তোমার আদর কেবল তুমি নববিধানের নববিধান এইজন্য।

তোমার কথাবার্ত্তা কিন্তু মনমত হইতেছে না। তুমি নববিধানের আশ্রিত জীবনদের বিষয় কিছু লিখিতেছ না ত? যাঁহারা নবসংহিতা পালন করেন, যাঁহারা আর্য্যনারী নামের উপযুক্ত, যাঁহাদের জীবনে পবিত্রতা, কথায় মিষ্টতা সে সকল জীবন তুমি কি দেখ নাই?

আর্য্যনারীর আচার, ব্যবহার আর্য্যবংশীয়দিগের মত হইবে। অশাস্ত্রিক ভাবে যাহারা থাকে তাহাদিগের শিখিবার অনেক আছে। যে নারীর সংসারে কেবল বিনয়, যাঁহারা অন্য সকলকে বড় করেন এবং নিজেকে দীনাহীনা মনে করেন সে সকল জীবনের কথা শুনিতে ইচ্ছা হয়। যাঁহারা নববিধান মতে উপাসনাদি করেন,

যাঁহারা অহং ভাব ছাড়িয়াছেন এসকল জীবন কি এখন দেখা যায় না?

আধুনিক স্ত্রীলোকেরা অল্পবয়স্কা হইলেও বয়ঃজ্যেষ্ঠাদিগের যথোপযোগী মান্য ও শ্রদ্ধা দিতে জানে না, পদধূলী লইয়া প্রণাম করা বোধ করি অপমান মনে করে! বয়সে কনিষ্ঠা হইলেও জ্যেষ্ঠাদিগের কথা মান্যের সহিত শুনিবে না, পালন করিবে না। উৎসবাদির সময় নিজ নিজ মতে থাকিবে অন্যের সহিত যোগদান করিবে না, মিলনের সাহায্য করিবে না। এমন কি প্রচারকদিগের কন্যাদিগের ভিতর কেহ কেহ এমন আছে তাহাদের স্বামীরা হিন্দুরাজ্যে কর্ম্মচারী বলিয়া ব্রাহ্মিকা বলিয়া পরিচয় দিতে পারে না? মহিলা, এই সকল মহিলাদের তুমি কি একটু শিক্ষা দিতে পার না?

এই পাশ্চাত্যদেশে মহিলাদিগের নিকট আমাদের শিক্ষা করিবার অনেক আছে। ধর্ম্মসম্বন্ধে ও সমাজসম্বন্ধে কত শিখিবার আছে। সন্তানদিগকে অতি শৈশব হইতে ধর্ম্মশিক্ষা দেয়। বালিকাদিগকে নীতিশিক্ষা দেয়। আর সংসারে জনসমাজে পর পর পর পরকে যথোচিত সম্মান দিয়া থাকে। পরোপকার, দেশানুরাগ এদেশীয় মহিলাদিগের জীবনকে কেমন সুন্দর করিতেছে।

আশা করি মহিলা আমার এ কথাগুলিতে তুমি অসন্তুষ্ট হইবে না এবং জানিবে তোমার ও আমাদের শুভইচ্ছা করিয়াই এ কথাগুলি লিখিলাম।

শুভাকাঙ্ক্ষী।

একটি কথা বলিবার জন্য প্রিয় মহিলা—তোমার কাছে আজ দৌড়িয়া আসিলাম। এত আমরা আমাদের উন্নতি বিষয়ে চর্চ্চা ও আলোচনা করি ধর্ম্মশিক্ষা সংসারে কত অল্প করি সে বিষয়েও কখনও আলোচনাত করি না! পাশ্চাত্যদেশে আমাদের কি শিক্ষা করিবার কিছুই নাই? সুন্দররূপে ছোট ছোট শিশুদের প্রার্থনার নিয়মগুলি শিখাইয়া দেয়। মা যে রকম চরিত্রেরই হউক না কেন, সন্তানদিগকে শৈশবে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে ভুলিয়া যায় না। আমাদের বঙ্গ মহিলারা বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মের নামে অনেকে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন না। এমন কি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের কন্যারা হিন্দুরাজ্যে স্বামী কাজ করেন বলিয়া কর্ম্মচ্যুত হইবার ভয়ে "ব্রাহ্ম" নামে পরিচিত হইতে চাহেন না এবং পুত্রেরা টাকা উপার্জ্জন করিবার জন্য উৎসবাদিতে যোগদান না করিয়া বিদেশে টাকা উপার্জ্জন করিতে যান, এসকল কি দুঃখের বিষয় নহে? স্বামীগণ যদিও ধন, মানের বশ হন স্ত্রী কেন আর্য্যনারী নামের উপযুক্ত হইয়া স্বামী ও পুত্রদিগকে পার্থিব বিষয়ের দাস হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিবেন না? স্ত্রীইত সংসারে লক্ষ্মীশ্রী আনয়ন করেন।

মহিলাদিগের রচনা।

চিরসন্তোষের উপায়।

চট্টগ্রাম ভগ্নীসমাজে পঠিত।

কিসের অভাব হৃদয় খানিতে সর্ব্বদা লাগিয়া রহিয়াছে। দিনের পরে দিন

বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতেছে, প্রাণের গভীর অভাব কোন বিষয়ের দ্বারাই আজ পর্য্যন্ত দূরীভূত করিতে না পারিয়া কিছুতেই চিরসন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছি না। পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদের নিমিত্ত কত কি পৃথিবীতে সৃজন করিয়াছেন। তিনি যে কত প্রেমময়, কত মঙ্গলময় তাহা নির্জ্জনে কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেই অনুভব করা যায়। তাঁহার কৃপা এবং মঙ্গলইচ্ছা অপার অসীম। ক্ষুদ্রজ্ঞানী মানব তাহা অনুভব করিয়াও আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়। তিনি আমাদের অপেক্ষা আমাদের জন্য অধিক চিন্তা করিয়া থাকেন। মোটামুটী কোন এক বিষয় ধরিয়া চিন্তা করিলেও তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি। শিশু জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখেন। শিশু ভগবানের আদেশেই সেই স্তন্যদুগ্ধ পান করে, কাহারও তাহাকে শিখাইয়া দিতে হয় না। ভগবানের অপার করুণায় শিশু বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাঁহার এইরূপ অপার করুণা দেখিয়া কি মানব তাঁহার মহত্ব অনুভব করিতে পারে না? কোন্ মানব কোন্ কৌশলে বা চেষ্টায় সেই প্রকার শিশুকে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত করিতে পারে? আমাদের সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য তিনি বায়ু, শস্য, জল প্রভৃতি কতই না নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রদান করিয়াছেন যাহা ব্যতিরেকে আমরা ক্ষণেকের জন্যও জীবন-ধারণ করিতে পারি না। আমাদের প্রফুল্ল-তার জন্যও কতই করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতি-দেবীকে কেমন সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে অতুলন করিয়া সাজাইয়াছেন। বিহগের কলকণ্ঠ নিস্বরিত, মধুর সঙ্গীতে, স্নিগ্ধ পবনের মৃদুহিল্লোলে, প্রস্ফুটিত কুসুমের মন-প্রাণহারি সৌরভে, বিটপি পল্লবে জড়িত নব-রবির স্বর্ণকিরণের মাধুরী দর্শনে কাহার না হৃদয় মুগ্ধ হইয়া ভগবৎ-চরণে ভক্তি, প্রেমে মস্তক অবনত হইয়া পড়ে? তিনি যদিও আমাদের সুখ শান্তির জন্য সকলই অর্পণ করিয়া এতই কৃপা-দৃষ্টিতে নিরক্ষণ করিতেছেন, সুখে, দুঃখে সকল অবস্থাতেই আমাদের চিরসঙ্গী রহিয়াছেন কিন্তু হায়! আমরা ক্ষুদ্র মানব কিসের অভাবের নিমিত্ত চিরদিন শান্তি-হারা হইয়া থাকি? কিছুক্ষণ অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কিছুই নহে কেবল কল্পনাপ্রসূত মনের বিকৃতি মাত্র। এই কল্পনাপ্রসূত চির অশান্তিতে মানব জীবনের বহুমূল্য সময় অতিবাহিত করি। সকল অবস্থায়, সকল বিষয়ে, পূর্ণ-মাত্রায় সন্তোষ লাভ করা যেন আমাদের ক্ষমতার অতীত হইয়া উঠে। তাই আমরা সুখে দুঃখে সকল অবস্থাতেই অভাবের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারি না। কিসে অভাব হইতে নিস্তার লাভ করিয়া চিরসন্তোষ লাভ করিতে পারি ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

"শরীর রক্ষা করিবার জন্য যেমন নিত্য নৈমত্তিক নিয়মিত আহারের প্রয়োজন, অনাহারে কিংবা পুষ্টিকর আহারের অভাবে যেমন শরীর দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া পড়ে, তদ্রূপ আত্মার পোষণের নিমিত্ত ও তদু-

পোযোগী আহারের নিতান্তই আবশ্যক। নচেৎ আত্মার আহারের অভাবে মনের সৎপ্রবৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া হৃদয় নিস্তেজ, নীরস ও দুর্ব্বল হইয়া মনুষ্যত্বহীন করিয়া ফেলে। উভয় বিষয়ের পরিণাম অতিশয় শোচনীয় ও ভয়াবহ। জীবনধারণের অনুপযোগী আহারে বা অনাহারে মানব শারীরিক অশেষ রোগ যাতনা ভোগ করিয়া অবশেষে যেমন কালগ্রাসে পতিত হয় তদ্রূপ আত্মার উপযোগী আহার ব্যতিরেকে কিংবা অনশনে মানব অবশেষে পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক অশেষ যাতনা ভোগপূর্ব্বক ইহপরকাল-হারা হইয়া মহামূল্য জীবন-ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

এই সুবিশাল ধরাতলে জগতপিতা আমাদের জন্য সকল দ্রব্যই সৃজন করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু জ্ঞান, অর্থ প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য যেমন স্বীয় যত্ন ও শ্রম ব্যতীত কেহ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না তদ্রূপ আত্মার আহারও আপন যত্ন ও চেষ্টা ব্যতিরেকে কেহই সংগ্রহ করিতে পারে না। আমরা শরীর রক্ষার্থে শারীরিক আহারের নিমিত্ত কঠোর পরিশ্রম করিতেও কুণ্ঠিত নহি। কিন্তু আত্মার রক্ষার্থে মানসিক আহারের নিমিত্ত সামান্য যত্ন ও চেষ্টা করিতেও যেন সচরাচর সকলে নিতান্তই উদাসীন। সুতরাং আমাদের যে গভীর অভাব লাগিয়া রহিয়াছে অর্থাৎ সব কিছু পাইয়াও চিরসন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছি না এই যে দুর্নিবার তৃষ্ণা আত্মার আহারের নিতান্ত অভাব বশতঃই যে ঘটিতেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে গেলেও অনেক বিষয়ে তাহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

এই মহা সৌন্দর্য্যময় সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর (যাঁহার পার্থিব কোন বিষয়েরই অভাব নাই।) অমাত্য পারিষদ্‌বর্গ, সভাসদ্‌গণ, সৈন্যসামন্তগণ, বহু পরিচারক প্রভৃতি নানাজনে পরিবেষ্টিত হইয়া মহামূল্য রত্নাভরণে নক্ষত্রভূষিতা নিশাকরের মত সুশোভিত হইয়াও তাঁহার যখন তথাপিও হৃদয়ে অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তবুও তিনি যখন আরো প্রার্থনা করেন, অথচ সংসারাশ্রম-ত্যাগী, অর্থাৎ নশ্বর সকল বিষয়ে আসক্তিহীন ব্যক্তি, যাঁহার জগতের অশেষ দ্রব্যের মধ্যে পরিধানের বসন ছাড়া আর কিছুই নাই সেই যে যোগীপুরুষ যাঁর ভগবৎচরণই একমাত্র সম্বল তাঁহারও জগতে কোন অভাবই বোধ হয় না। তিনি কেবল মাত্র আত্মার আহার যোগাইয়াই সুখী, তাঁহারই ত সকল অবস্থায় চিরসন্তোষ দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন :—

তামা তুম্বা সব্‌সে অচ্ছা,
রাজা সে যোগী উঁচা।
তামা ডুবে তুম্বা তরে,
রাজা যোগীরে সেবা করে।

যাহা হোক্ বুঝা যাইতেছে শারীরিক ভোগের অভাব না থাকিলেও আত্মার আহার ব্যতিরেকে কেহই জগতে কোন দিনই চিরসন্তোষ লাভ করিতে পারে না।

আত্মার আহার কি? আত্মার আহার বাহ্যিক আহারের ন্যায় নানাভাগে বিভক্ত

হইলেও "ঈশ্বর উপাসনা এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা" এই দুটীই প্রধান। উপাসনা বলিলে যে কতগুলি স্তব স্তুতি বলিয়া গেলাম, প্রার্থনা বলিলে যে কেবল ধন, পুত্র চাহিয়া গেলাম বুঝিতে হইবে এমন নহে। পরমেশ্বর অন্তরে, বাহিরে, আকাশে পাতালে, অনলে, অনিলে প্রভৃতি সর্ব্বস্থানেই বর্ত্তমান। যেখানে তিনি নাই সেখানে কিছুই থাকিতে পারে না। আহারের ন্যায় সময় ধার্য্য করিয়া নিয়মিত সময়ে দেব-পদে উপাসনা করিতে হইবে—"জগদীশ্বরের আমাদের প্রতি যে অপার-করুণা ও সকল বিষয়ে শুভইচ্ছা নিয়ত রহিয়াছে যেন তাহা আমরা কখনও না ভুলি, সুখে, দুঃখে সকল অবস্থাতেই যেন তাহা বিশেষরূপে স্মরণ থাকে।" প্রার্থনা করিতে হইবে—"তিনি আমাদের প্রাণে ভক্তি, প্রেম, দয়া প্রভৃতি যে সংপ্রবৃত্তিগুলি দিয়াছেন তাহা যেন ধীরে ধীরে প্রকাশ করিয়া সময় ও জীবনের সদ্ব্যবহার করিতে পারি।" বাস্তবিক মনুষ্য-জীবনে ভোজন অপেক্ষা ভজনের সমধিক আবশ্যক। যিনি যত পরিমাণে ভগবৎচরণে আত্মনির্ভর করিতে শিখিয়া সুখ, দুঃখ, বিপদ, সম্পদ সকলই তাঁহার দান এবং তিনি কখনও সঙ্গত্যাগ করেন না এই গভীর বিশ্বাসে আপনাকে অসহায় মনে না করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন তিনি তত পরিমাণ অনুসারে অভাবের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া চিরসন্তোষের অধিকারী হইতে পারেন।

ছনহরা। শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

সুনীতি কলেজ—কুচবিহার।

স্নেহাস্পদা কুমারী বিধাননন্দিনী মজুমদার লিখিয়াছেন :—

বিগত দুই বৎসর হইতে আমাদের মাননীয়া কুচবিহার-মহারাণীর অভিপ্রায়ানুসারে সুনীতিকলেজে নূতন প্রণালীতে শিক্ষাদান চলিতেছে। পূর্ব্বে শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় পরীক্ষানুযায়ী বিষয়সমূহ শিক্ষা দেওয়া হইত। বালক ও বালিকাদিগের পরীক্ষার ব্যবস্থা একই ছিল। বর্ত্তমানে নূতন প্রণালীতে বালিকাদিগের শিক্ষোপযোগী বিষয় সকল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তক ও অপরাপর শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এই নূতন প্রণালীতে সুনীতিকলেজে এখন ইংরাজী বাঙ্গলা উচ্চ-প্রাথমিক ষ্টাণ্ডার্ড ও ইংরাজী বাঙ্গলা নিম্ন-প্রাথমিক ষ্টাণ্ডার্ড পরীক্ষা নামে দুই প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে। বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসে উভয়বিধ পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে। বালিকাগণ পরীক্ষায় খুব ভালরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

যে বালিকাটী নিম্ন-প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে সে মাসিক দুই টাকা হিসাবে দুই বৎসর বৃত্তি পাইবে।

সুনীতিকলেজে নূতন প্রণালী অনুযায়ী মধ্য-ইংরাজীর সমস্থানীয় শ্রেণী এখনও খোলা হয় নাই। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে তিনটী বালিকা প্রাইভেট শিক্ষালাভ

করিয়া বিভাগীয় পরীক্ষার সঙ্গে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছে।

উপরোক্ত তিনটী বালিকার মধ্যে কুমারী ধনানাইটিঙ্গেল মজুমদার সমস্ত কুচবিহারের মধ্যে বালকদিগের সহিত প্রতিযোগীতায় পারদর্শিতানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। কুচবিহারে দিন দিন স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হয় ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। মহারাজা ও মহারাণী এ শিক্ষার খুব পক্ষপাতী ও মুক্ত-হস্ত।

আমার ভিক্ষা।

আমি মনোমাঝে কত আশা ক'রে থাকি
তুমি কর নিরাশায় পূর্ণ
আমি মানস-মন্দিরে কত ঘর গড়ি
তুমি প্রতিদিন কর চূর্ণ।
আমি যত দিতে চাই দুঃখে বলিদান
চাহি সুখের মধুর ঘ্রাণ
তুমি দাও তত মোরে দুঃখ শোকতাপ
ব্যথিয়া কোমল প্রাণ।
আমি যাই গো জ্বালিতে যত আশা বাতি
আলোকিতে ঘর মোর
তুমি ততই তাহারে দাও গো নিভায়ে
করিতে আঁধার ঘোর।
আমি যত ভালবাসি হিয়ার মাঝারে
দেখিতে পূর্ণিমা ইন্দু
জোছনা আলোকে ধৌত হৃদিতল
শুভ্র রজতের সিন্ধু।
ঢাকি মেঘের ভিতরে সুনীল অম্বরে
ডুবায়ে জোছনা-লোক
তুমি বল তত মোর হৃদয় আকাশ
অমানিশা সম হোক।
আমি মনে ভাবি প্রেমের তরঙ্গে
ধোয়াব কুটীর খানি
কাটাব জীবন (শুধু) গৃহেরি সেবায়
জীবন ধন্য মানি।
তুমি বল মোরে অপরের তরে
ধরিতে জীবন খানি
এই ভালবাসা দিয়া সমগ্র জগত
বাঁধিতে হৃদয়ে আনি।
আমি সুখ চাই পৃথিবী মাঝারে
আপন স্বার্থের হেতু
আমি মুক্তি চাই যেতে ভবপারে
বাঁধিয়া সুরম্য সেতু।
তুমি তো সে সব ভেঙ্গে চুরে দাও
দাও শুধু দুঃখ তরী
সংসার সাগরে বাহিতে তরণী
বাঁধনের রেখা ধরি।
যাহা আশা করি সব ঘুচে যায়
নিভে গো চাঁদিমা আলো
বিদায় লয় গো পরাণ কাঁদায়ে
যাহাদের বাসি ভালো।
কেন যে এসব দুঃখের ঘটন
ঘটে গো দিবস রাতি
জীবনে আমার বুঝেছি এবার
দুঃখই আমার সাথী।
যত দিন মম কামনা বাসনা
নারি দিতে জলাঞ্জলি
সুখের লালসা ভোগের পিয়াসা
নাহি পারি দিতে বলি।
যত দিন আমি না পারি বিলাতে
ভালবাসা হাঁসি মুখে

তত দিন আমি এ জগত মাঝে
নারিব লভিতে সুখে।
তাই তব ইচ্ছাধীন হতে পারি আমি
যেন প্রভু শিক্ষা পাই
তব বাণীমতে চলি এ জগতে
এই আমি ভিক্ষা চাই॥

ইন্দুপ্রভা দেবী।
মিঠাপুর, বাঁকিপুর।

জীবে দয়া।

"আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্যতঃ পুনঃ পুনঃ
পুণ্যং পরপোকারেণ, পাপঞ্চ পরপীড়ণে।"

মানবের অন্তরে দুইটী প্রবৃত্তি আছে। একটী দেব প্রবৃত্তি, আর একটী পশু প্রবৃত্তি। দেব প্রবৃত্তির মধ্যে দয়া একটী প্রধান প্রবৃত্তি। পরের উপকার করিবার ইচ্ছার নাম দয়া। তরু যেমন ফুল ফল ও ছায়া বিতরণ করে এবং তাহাকে ছেদন করিলেও ছায়াদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না তদ্রূপ দয়া পরোপকার করিবার জন্যই সৃজিত। ঈশ্বর পরম করুণাময়, তিনি মনুষ্যের অন্তরেতে দয়ারূপ দেব-বৃক্ষ রচনা করিয়াছেন।

দয়া ভিন্ন মানব-প্রকৃতি পশু-প্রকৃতিতে পরিণত হয়। শরীর, মন, অর্থ এবং বাক্যের দ্বারা মনুষ্য দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারে। দয়াতে মানব-চরিত্র উন্নত হয়। পরের দুঃখ বিপদ মোচনের জন্য সর্ব্বদাই যত্নবান্ থাকা কর্ত্তব্য। কেবল মনুষ্যকেই দয়া করিতে হইবে তাহা নহে। পিপিলিকা হইতে সমস্ত প্রাণীকেই দয়া করা উচিত। সর্ব্বজীবে মৈত্রী, শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ। দয়ার পাত্রাপাত্র ভেদ নাই; কোন উপকারের প্রত্যাশা না রাখিয়া সকলকেই দয়া করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করা, তাঁহার উপাসনার একটী প্রধান অঙ্গ। যে জীব-হিংসা করে, অথচ তাঁহার উপাসনা করে, ঈশ্বর কখনও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না।

ফাদার দামিয়ন আজীবন কুষ্ঠরোগী-দের সেবা করিয়াছিলেন। এইরূপ কত মহাত্মা পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ধন্য তাঁহাদের জীবন যাঁহারা জীব-হিতের জন্য দান করেন। তাঁহারাই ঈশ্বরের প্রিয়-সন্তান। ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ দয়াতে সকলেরই সমান অধিকার জীবকে দয়া করিলে আত্মপ্রসাদরূপ ব্রহ্মকৃপা হৃদয়ে অনুভূত হয়। পরসেবায় কত আনন্দ, যাঁহারা একবার সেবা করিয়াছেন; তাঁহা-রাই জানেন। তাই মহাকবি তুলসীদাস বলিয়াছেন দয়া ধরম কি মূল, নরক কি মূল অভিমান। তুলসী মৎ ছাড়িয়ে দয়া যোঃ কণ্ঠাগত প্রাণ।

মূর্ত্তিমতী দয়াস্বরূপিণী কুন্তী একচক্রা-পুর নগরেতে পরের উপকারের জন্য নিজ পুত্রকে রাক্ষসের মুখে দিয়াছিলেন?

দয়াময় পরমেশ্বরের অনুকরণে প্রত্যেক মানবের সর্ব্বজীবে সমান দয়া করা কর্ত্তব্য।

শ্রীভক্তিসুধা দেবী।
আশাকুটীর, টাঙ্গাইল।

নারী।

ভীষণ কঠোর অতি সংসার-শ্মশান ;
সেথা না থাকিলে স্নিগ্ধ রমণী-হৃদয়,
বেদনা-ব্যথিত যত বিধুর পরাণ,
কাহার শীতল ছায়ে লভিত আশ্রয় ?
দীনহীন নাহি যার সহায় সম্বল,
নিয়ত দহিছে প্রাণ শত যাতনায়,
কে মুছাত তার দুটী নয়নের জল,
স্নেহদানে জুড়াইত তাপিত হিয়ায় ?
রমণী জননী হ'য়ে কভু বুকে ধরে,
ভগিনী হইয়ে করে স্নেহ-বরিষণ,
প্রণয়িনী রূপে প্রাণে অমিয় বিতরে,
কন্যা হ'য়ে ফুটে কভু হাসায় জীবন।
করুণারূপিনী অয়ি স্নেহময়ী নারী,
এ মরু-মাঝারে তুমি জীবনের বারি।

মহিলা নামের যোগ্য নারী।

১। প্রীতিপূর্ণ হইবেন।

২। সকলকে সুখী করিতে সর্ব্বদা-যত্নশীলা হইবেন।

৩। আপনাকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইবেন না, অথবা আপনার গুণের কথা মনে রাখিবেন না।

৪। মন্দভাবের গল্পগুজবে যোগ দিবেন না।

৫। বয়োজ্যেষ্ঠকে মান্যদান করিতে ভুলিবেন না।

৬। আপনার গুণের গৌরব করিবেন না।

৭। আপনার সুখ সুবিধার ভাবিবার পূর্ব্বে অন্যের বিষয় ভাবিবেন।

৮। অন্যের প্রাপ্য মান্য বা সামগ্রী ইত্যাদি দান বিষয়ে সর্ব্বদা একান্ত নিষ্ঠাবতী হইবেন।

৯। লোকের ধনের তারতম্য অনুসারে তাঁহার ব্যবহারের তারতম্য হইবে না।

১০। কোন কর্ত্তব্যকর্ম্ম ভুলিবেন না. যে কথা দেন তাহা অবশ্য পালন করিবেন।

১১। বাক্যালাপে বিতর্ক করিবেন না, অথবা তর্কযুক্তি দ্বারা পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিবেন না।

১২। অন্য লোকের অভ্যাসের বা স্বভাবের কোন কথা বা কাজ লইয়া হাস্য পরিহাস করিবেন না।

১৩। নিজের কথা লইয়া অথবা নিজের কাজকর্ম্মের কথা বলিয়া লোককে বিরক্ত করিবেন না।

১৪। যতদূর সম্ভব কোন অবস্থাতে লোককে কষ্ট দিবেন না।

১৫। এরূপ মনে করিবেন না যে মনের অভিপ্রায় ভাল থাকিলে অশিষ্ট ব্যবহার বা মন্দবাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

১৬। যাহারা সমান বা উচ্চশ্রেণীর লোক তাহাদিগের প্রতি যেমন ভদ্র ও মিষ্ট ব্যবহার করেন। সামাজিক ভাবে যাহার অধ্যস্থ তাহাদিগের প্রতি ঠিক সেইরূপ মিষ্ট ব্যবহার করিবেন।

১৭। অন্যের প্রতি অধিক মান্য প্রদর্শন করা হইলে তিনি ক্ষুব্ধ বা অসহিষ্ণু হইবেন না।

১৮। অন্য দশজনের সঙ্গে ও বাড়ী

লোকের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার একইরূপ হইবে।

১৯। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিয়া, উচ্চ-হাস্য করিয়া অথবা আপনার গুণের কথা বলিয়া সকলের দৃষ্টি আপনার দিকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিবেন না।

মার্জ্জিত চরিত্র ভদ্রমহিলার ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত এ বিষয়ে একখানি ইংরাজী সাময়িক পত্রিকা হইতে উপরোক্ত কয়েকটি কথা পাঠিকাগণকে উপহার দেওয়া হইল। এখন আমাদের দেশেও মহিলাগণের সভাসমিতি অনেক হইতেছে, এসকল স্থলে আলাপ প্রসঙ্গ যথেষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু সামাজিক নিয়ম এখনও প্রতি-ষ্ঠিত হয় নাই। এদেশের মহিলাসমাজ অন্য দেশের মহিলাসমাজের অনুকরণ বা নকল হইবে তাহা কেহ বলে না, কিন্তু যেরূপ চালচলন কথাবার্ত্তা অন্য দেশে বিরক্তিজনক, অসহ্য, আমাদিগের দেশেও সেগুলি সেইরূপ হইবে সে বিষয় সন্দেহ নাই। অনেক সময়ে একটি কি দুইটি নারীর বাক্যের অত্যাচারে মহিলাগণের অনেক কষ্টে সমবেত সভা নিস্ফল হইয়া যায়। অল্পবয়সের মহিলাগণ নিষ্প্রয়োজন কথা দ্বারা লোককে বিরক্ত করেন তাহা নয়। অধিকাংশ সময়ে প্রবীণা মহিলাগণ নানারূপ সামান্য কথা বা অন্যের সমা-লোচনা উপস্থিত করিয়া সভার অভিপ্রায় পণ্ড করিয়া দেন। যদি মহিলার কোন পাঠিকা এদেশের ভদ্রমহিলাদিগের সভা-সমিতিতে মিলিত হইয়া আলাপপ্রসঙ্গ করি-বার সাধারণ কতকগুলি নিয়ম লিখিয়া আমাদিগের নিকট প্রেরণ করেন আমরা আদরের সহিত তাহা দশজনের অবগতির জন্য মহিলাতে প্রকাশ করিব। যাঁহারা চিরদিন পরদাদ্বারা আবৃত থাকেন তাঁহারা রেলগাড়ীতে বা অন্য কোন স্থানে বহু-লোকের মধ্যে উপস্থিত হইলে যেমন অস-হায় হইয়া পড়েন, যাঁহারা অনেক ভদ্রমহি-লার সঙ্গে যোগ্য উচ্চভাবে আলাপপ্রসঙ্গ করিতে অভ্যস্ত নহেন তাঁহারাও সেইরূপ অসহায় হইয়া পড়েন। এখন এদেশেও মহিলাসমাজ গঠিত হইতেছে এবং অতি অল্পকাল মধ্যে এসমাজ বিলক্ষণ কার্য্যকারী ও প্রবল হইবে, এখন হইতে এই সামাজিক জীবনের মূলে বিনয়, আত্মসংযম, শ্রদ্ধা, মান্য, প্রীতি, ধর্ম্মভয়, মার্জ্জিত রুচি প্রভৃতির স্থান হওয়া প্রয়োজন। যাঁহারা উচ্চ ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহা-দিগের পক্ষেও এসকল সামাজিক-নীতি জীবনে পালন করা একান্ত প্রয়োজন। অন্তরে উচ্চধর্ম্ম হইলে সকল মানুষের প্রতি যে স্বর্গীয় ব্যবহার আপনা আপনি হইবে সামাজিক নিয়মগুলি তাহারই অনু-করণ মাত্র। এজন্য যে নারীর জীবনে উচ্চ-ধর্ম্ম সাধন হইয়াছে তিনি বিনাচেষ্টায় অজ্ঞাতসারে সামাজিক ব্যবহারে অতি মিষ্ট ও সর্ব্বজনপ্রিয় হইবেন।

দাম্পত্যধর্ম্ম।

(প্রার্থনা।)

হে প্রজাপতি, হে গৃহদেবতা, তুমি অপরিহার্য্য সংসার-ব্রত পালনের জন্য এই

দুইটি স্ত্রী ও পুরুষ আত্মাকে চিরপ্রেম-বন্ধনে বাঁধিলে, তবে আজ দাম্পত্যধর্ম্মের প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইয়া তব পাদপদ্মে শরণ লইতেছি, আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি যেন পরিবার মধ্যে তোমার আদেশ সকল পালন করিতে সক্ষম হই। সংসার সমরক্ষেত্র, এখানে প্রতি পদে বাধা বিঘ্ন দেখিয়া পূর্ব্বকালে সাধকগণ তপস্যার্থ নির্জ্জন বনে চলিয়া যাইতেন। কিন্তু তুমি আমাদিগকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ করিবার জন্য এই সংসার পরিবার মধ্যেই তপস্যার্থ প্রেরণ করিলে ইহা যেন কখনও ভুলিয়া না যাই। সংসারধর্ম্ম, দৈনিক পারিবারিক কর্ত্তব্য মুক্তিপথের সহায় ও উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নহে। সুমধুর দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্য্যরসে হৃদয়কে কোমল ও সুমিষ্ট করিয়া দিয়া তুমি এই মহাব্রতে দীক্ষিত করিতেছ, আমাদের পরস্পরের স্নেহ প্রীতি একাত্মতায় এখানকার যাবতীয় ক্লেশ সন্তাপ ভয় দুঃখ প্রশমিত হইবে, উভয়ে নিত্য নিত্য তোমার পদপ্রান্তে বসিয়া তব প্রদত্ত শান্তিপ্রসাদ লাভ করিয়া গুরুভার বহন করিতে পারিব, এইজন্য তুমি উভয়কে উভয়ের সহায় করিয়া দিলে একথা যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পারি। এই সুখ দুঃখ বিমিশ্র গৃহ পরিবারে, জীবন সংগ্রামক্ষেত্রে কর্ম্মভূমিতে স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গকে লইয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে হইবে, ইহা তোমারই ব্যবস্থা; দাম্পত্য জীবন যেন দৃঢ় বিশ্বাস ও অধ্যবসায়ের সহিত পালন করিতে পারি এই আমাদের ভিক্ষা।—(পথের সম্বল)।

মন্তব্য।

সম্প্রতি একখানি সাময়িক পত্রিকাতে শিশুপালন বিষয় প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শিক্ষাপূর্ণ ইঙ্গিতটি পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলি শিশু সর্দ্দিতে যখন তখন কষ্ট পায়। সর্দ্দি যেন তাদের লেগেই আছে। এইরূপ শিশুগণকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে অনেক সময় ধরিতে পারা যায় যে অনেক শিশু মাতার অতি যত্নে ও অপর কতকগুলি মাতার অযত্নে সর্দ্দিতে কষ্ট পায়। যে সকল মাতা শিশুকে সর্ব্বদা গরম কাপড় পরাইয়া রাখেন, গরম জল দিয়া স্নান করান, ঠাণ্ডাতে বাহিরে যাইতে দেন না, বাহিরে খেলা করিতে দেন না। শিশুর ঠাণ্ডা লাগিবে ভয় করিয়া তাহাকে সর্ব্বদা ঘরের ভিতরে বন্ধ করিয়া রাখেন গরম ও গুরুপাক খাদ্যদ্রব্য সর্ব্বদা দেন তাহারাই অনেক সময়ে সর্দ্দিতে ভোগে। অপর কতকগুলি মাতা শিশুপালন বিষয়ে এত অসাবধান যে হয়ত ঠাণ্ডার সময় গরম কাপড় পরান হয় না, পায়ের তলা ভিজিয়া থাকে তাহা দেখা হয় না। স্নানের সময়ে সাবধান ভাবে স্নান করান হয় না। সর্দ্দি হইলেও তাহা সারাইতে যত্ন করা হয় না, আহার দেওয়া বিষয়েও দৃষ্টি রাখা হয় না এরূপ শিশু দীর্ঘকাল সর্দ্দিতে ভুগিতে ভুগিতে কেহ শিশুকালেই প্রাণ হারায়, কেহ বা যক্ষ্মা প্রভৃতি অতি ভয়ানক রোগগ্রস্ত হইয়া অধিক বয়স প্রাপ্ত না হইতেই জীবন শেষ করে।

ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের ১৯১০ সনের অক্টোবর মাসের সংক্ষিপ্ত আয় ব্যয়ের বিবরণ।

আয়।

হস্তেস্থিত—	২১৪॥৫
মহিলা বিভাগের দরুণ সেপ্টেম্বর মাসের সরকারী সাহায্য—	৭৫৲
শ্রীশ্রীমতী কুচবিহার মহারাণীর অক্টোবর মাসের দান—	১০০৲
শ্রীশ্রীমতী ময়ূরভঞ্জের মহারাণীর অক্টোবর মাসের দান—	৫০৲
মাসিক ক্ষুদ্র সাহায্য—	১৬৲
এককালীন দান—	১৲
বেতন আদায়—	১০৮৲
সিলাই বিভাগ ও নীতিবিদ্যালয় হইতে গাড়ীর খরচ হিসাবে প্রাপ্ত—	২৩৲
	৫৮৭॥৩

ব্যয়।

শিক্ষয়িত্রীগণের বেতন—	২৬৬৲
ভৃত্যগণের বেতন—	২২॥০
গাড়ীর খরচ হিসাবে—	৫০৸০
ক্ষুদ্র ব্যয়—	১২।⁄১০
বাড়ীভাড়া হিসাবে—	৮০৲
	৪৩১॥⁄১০
হস্তেস্থিত—	১৫৫৸⁄১৫
সমষ্টি—	৫৮৭॥৫

এই বিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তক ও অধ্যক্ষগণ নারীশিক্ষা বিষয়ে যে স্বাভাবিক ও অতি উচ্চ আদর্শ চিরদিন পোষণ করিয়া আসিতেছেন তাহা এ পর্য্যন্ত উপযুক্তরূপে কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বালক ও যুবকগণের জন্য যে শিক্ষাপ্রণালী স্থিরীকৃত আছে সেই প্রণালী অনুসারেই এদেশের নারীশিক্ষাও চলিতেছে ইহার কারণ এই যে আমাদিগের দেশের পিতামাতাগণ এবিষয়ে আপনাদিগের কর্ত্তব্য অবধারণ করেন নাই। নূতন শিক্ষিত সমাজে নারীর যে উচ্চস্থান এবং গুরুতর কর্ত্তব্য আছে তাহা পূর্ব্ব হইতে দর্শন করিয়া তাহার উপযুক্তরূপ নারীশিক্ষা প্রবর্ত্তন করাই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি যে শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ মধ্যে কেহ কেহ এই বিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শ দর্শন করিয়া ইহাকে উপযুক্তরূপে সাহায্য দান করিবেন এরূপ আশা দিয়াছেন। উপযুক্তরূপ সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত হইলে এবং স্বদেশ হিতৈষী বন্ধুগণের সাহায্য প্রাপ্ত হইলে এই বিদ্যালয় অবশ্যই ইহার উপযোগিতা সাধারণের নিকট প্রমাণিত করিতে পারিবেন এবং তাহা হইলেই ইহার প্রচুর উন্নতি হইবে এবং এইরূপ আদর্শ লইয়া অন্যান্য বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মাঘোৎসবোপলক্ষে নানাপ্রকার অসুবিধার জন্য পত্রিকা প্রকাশ হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হওয়াতে আমরা বিশেষ দুঃখিত। গ্রাহক গ্রাহিকাগণ আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৬শ ভাগ] অগ্রহায়ণ, ১৩১৭, ডিসেম্বর, ১৯১০। [৫ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে মাতঃ জননি, তুমি কৃপা করিয়া জীবন দান করিয়াছ এবং ইহাকে রক্ষা করিতেছ। কে কতদিন এই জীবন ভোগ করিবে তাহা আমরা জানি না। আমরা কেবল এই জানি যে, নরনারীর জীবন তোমার অনন্ত করুণার দান এবং ইহার ভিতরে কত মণিরত্ন লুক্কায়িত আছে অদ্য এখনও কেহ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে নাই। তুমি দয়াময়,দয়া করিয়া জীবন দিতেছ এবং জীবন পথেই শতসহস্র স্বর্গের আশীর্ব্বাদ দান করিতেছ। যে দেশের তোমার যত কন্যা যত আশীর্ব্বাদ লাভ করিতেছেন, সে সমস্তই এই জীবনের পরিমিতকালের ভিতর দিয়া আসিতেছে। হে দেবতা, এ দেশের তোমার কন্যাগণ বহুবিধ কারণে দীনা, হীনা হইয়া পড়িয়া আছেন বলিয়া আমরা দুঃখ করি, কিন্তু এই জীবনরূপ যে মহাদান এখনও তাঁহারা সম্ভোগ করিতেছেন এবং ইহার সদ্ব্যবহার করিলেই যে ক্রমে সকল সুখ শান্তি আনন্দ লাভ হইবে তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। দেখ হে সর্ব্বদর্শী দেবতা, আমরা আমাদিগের অভাব দেখিয়া দুঃখ করিতে ও হতাশ হইতে প্রস্তুত হই। তোমার দান মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতে এবং তাহার সদ্ব্যবহার করিতে তত প্রস্তুত হই না। তুমি তোমার যে কন্যাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছ তাহার ভিতরেই যে তাঁহাকে জীবন দিতেছ এবং সেই জীবনের সদ্ব্যবহার করিলেই যে তিনি সুখশান্তিরূপ মহাসম্পদ লাভ করিতে পারেন তাহা তুমি সকলকে বুঝিতে দেও। কৃপা করিয়া তোমার কন্যাগণকে অনুভব করিতে দেও যে যাঁহাকে তুমি জীবনদান করিতেছ, তাঁহাকেই স্বর্গের সকল সম্পদ লাভ করিবার অধিকার দিতেছ। যাঁহারা জ্ঞানের অভাব, ধনের অভাব, সুযোগের অভাবে পড়িয়া আছেন বলিয়া দুঃখ করেন, তাঁহারা যে জীবনধনে ধনী এবং এই জীবনের

সদ্ব্যবহার করিয়া তোমার আনন্দরাজ্যে যাইবার অধিকারিণী ইহা সকলকে বুঝাইয়া দেও। হে জননি, কৃপাকর যে, আমাদের দেশের নারীগণ যেন জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার করিয়া তোমার আশীর্ব্বাদ লাভ করেন। তোমার কৃপায় নারী জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার হউক এই প্রার্থনা করিয়া তব পাদপদ্মে বার বার প্রণিপাত করি।

সময়ের সদ্ব্যবহার।

প্রতি একশত মানুষের মধ্যে নিরানব্বই জনই হয়ত দুঃখ করে যে সে অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত। ধনের অভাবে কোটি কোটি মানুষ অবসন্ন শরীর ও মন লইয়া কষ্টে জীবন ধারণ করে। আপনার ধনের কথা বলিতে গেলে মানুষের মুখে অধিক কথা বাহির হয় না, কিন্তু অভাবের কথা বলিতে আরম্ভ করিলে অনেক কথা বলিতে থাকে। নারীগণ মধ্যে অনেকেই আপনাকে নির্ধন মনে করিয়া অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইয়া দিন কাটান। অথচ জীবন-রূপ অমূল্যধনে সকলেই ধনী। জীবনের অর্থ সময়; সময় জীবনধারণের কাল—এই সময় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন, কারণ এই সময় হইতেই ধন জ্ঞান ধর্ম্ম সুখ শান্তি প্রভৃতি সকল প্রার্থনীয় বস্তু লাভ হইয়া থাকে। যখন লোকে আপনাকে নির্ধন বলিয়া দুঃখ করে, তখন সে যে সময়-রূপ মহাধনে ধনী তাহা ভুলিয়া যায়। এই জন্যই সময়ের দ্বারা যে সকল ধন লাভ হইতে পারে তাহাও লাভ করিতে পারে না। আমরা আজ সময়ের সদ্ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখি যে এই মহামূল্য—ধন ব্যয় করিয়া কি কি লাভ করা যাইতে পারে।

সময় যদিও অমূল্য-ধন সন্দেহ নাই, ইহার স্বভাব অতি অদ্ভুত, কারণ ইহা অন্য ধনের ন্যায় সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া ইচ্ছামত ব্যয় করা যায় না। এজন্য পৃথিবীর হীরা মুক্তার সহিত তুলনা করিলে সময়ের কোন মূল্যই নাই, কারণ ইহাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করা যায় না। অথচ পৃথিবীতে যত ধন উপার্জ্জন করা হইয়াছে, যত জ্ঞান ধর্ম্ম লাভ করা হইয়াছে সকলই সময়ের বিনিময়ে লাভ হইয়াছে। যদি পৃথিবীর মহাজনেরা জ্ঞান ও ধর্ম্মলাভের জন্য আপনাদিগের সময় ব্যয় না করিতেন, পৃথিবীর এমন যে সঞ্চিত জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ হইয়াছে তাহা কোথা হইতে আসিত? আমরা প্রত্যেকেই সেই মহামূল্যধন সময় পাইয়াছি, যে সময়ের দ্বারা মহাজনেরা মহা ফললাভ করিয়াছেন এবং সেইরূপে আমাদিগের মত ক্ষুদ্র মনুষ্যও অতি শ্রেষ্ঠ ধন লাভ করিতে পারে। এই উপস্থিত মুহূর্ত্তই আমাদের জীবন ইহাই আমাদের সময়, এই সময়ের সদ্ব্যবহার করাই আমাদের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য ও মহালাভের হেতু। অথচ এই সময় এত নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে যে, ইহা যে এত মূল্যবান তাহা বুঝিতেই দিতেছে না। বিশেষতঃ নিদ্রা, বিশ্রাম, পান, ভোজনাদিতে অনেক সময় ব্যয় করিতেই হয়। যদি সময়কে এত মূল্যবান বলি তাহা হইলে এ সকল বিষয়ে এত অধিক সময় দেওয়া হয়

কেন, এ প্রশ্ন অনেক সময়ে উপস্থিত হয়, কিন্তু বিধাতার ব্যবস্থার উপর কাহারও হাত নাই। যাহারা এ বিষয়ে স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহাদিগকে তজ্জন্য বহুক্লেশ পাইতে হয়। আমরা যেমন শরীর রক্ষার জন্য পান ভোজন শয়ন বিশ্রামাদি করিয়া থাকি, ঠিক সেইরূপ জীবনরক্ষার উপযোগী আহারীয়, বস্ত্র, গৃহ ইত্যাদি সংস্থান করিতে বাধ্য। যেমন দিনরাত্রির মধ্যে কয়েক-ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া প্রয়োজন, সেইরূপ শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয় বস্তু সকল সংগ্রহ করিতে সময় ব্যয় করা প্রয়োজন। তাহার পরেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য পালনকরা প্রয়োজন। মাতার পক্ষে শিশুপালন এত প্রয়োজন যে জীবনধারণ করা যদি অসম্ভব হইয়া পড়ে তথাপিও জননী শিশুর জীবন-রক্ষার জন্য ও তাহার মঙ্গল সাধনের জন্য আপনার সময় ব্যয় করেন। এই সকল অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সমাপন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই মানুষের জীবনের উন্নতি সাধনের মূলধন। যাহারা কেবল পান ভোজন শয়ন বিশ্রাম লইয়া, অথবা কেবল সংসারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ ও একান্ত প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য পালনেই দিবারাত্রির সকল সময় ব্যয় করে, তাহারা কোন মন্দকার্য্য করিল তাহা নহে কিন্তু সংসারের দ্বারা একেবারে গ্রস্ত হইয়া রহিল। তাহারা শরীরধারী জীব মাত্র হইয়া রহিল। আমাদিগের দেশের নারীগণ সাধারণতঃ সকলেই কার্য্যে ব্যস্ত। ধনীর ঘরে নারীগণ অবশ্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন না কিন্তু তাঁহাদিগের আহার নিদ্রা বিশ্রাম প্রভৃতিতে এত অধিক সময় যায় যে,দেখিলে মনে হয় তাঁহাদেরও যেন অবসর নাই। যতটুকু সময় অন্য কোনরূপে ব্যয় হয় না তাহা হয়ত তাঁহারা নিষ্প্রয়োজনীয় কথাতে, উপন্যাস পাঠ অথবা উদ্দেশ্যশূন্য ক্রীড়াতে ব্যয় করেন। যে রূপেই হউক আমাদের দেশের নারীগণের সময় নাই। যিনি যে অবস্থাতে জীবনযাপন করিতেছেন, তিনি আপনার সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রির পূর্ণ-ব্যবহার করিতেছেন ইহাই বর্ত্তমানের পক্ষে সত্য কথা। যাঁহারা জীবনকে মহামূল্য সামগ্রী বলিয়া বিশ্বাস করেন, যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে এই জীবনের উন্নতি সাধন করিতে যথেষ্ট যত্নশীল হইলে ভগবানের কৃপাতে অনন্তজীবন লাভ হয়, তাঁহারা কি জীবনকে এইরূপেই ব্যয় করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন? যদি কেবল শরীরের অভাব মোচন করিতেই জীবন গেল, তাহা হইলে জীবনের মূল্য শরীর অপেক্ষা অধিক একথা কে বলিবে? পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থাতে উচ্চ সভ্যতার দেশেও অত্যন্ত অধিক সংখ্যাক লোককে আপনার অন্নবস্ত্র ইত্যাদির জন্য জীবনের সমস্ত সময় ব্যয় করিতে হয়। সত্য কথা বলিতে গেলে ইহা একরূপ অসভ্যতার অবস্থা। কারণ অসভ্য সময়ে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তি বহু পরিশ্রম করিয়া আপনার ক্ষুধা নিবৃত্তি করিত ও শীতে বাতে কষ্টে রাত্রিযাপন করিত, এখন বন্যপশুর অন্বেষণে সেরূপ পরিশ্রম না করিলেও সেই উদরান্নের জন্যই সমস্তদিন পরিশ্রম করিতে হয়। পৃথিবীর এত বয়স হইয়াও এই হীন অবস্থা রহিয়াছে

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু মানুষ কেবল উদর লইয়া ব্যস্ত নহে। মানুষের যেমন শরীর আছে, তেমনি মন আছে; এবং সর্ব্বোপরি আত্মা আছে। মানসিক শিক্ষা ও ধর্ম্মোন্নতি এখন সভ্যতার অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। কোন মানুষই সম্পূর্ণরূপে অশিক্ষিত নয় এবং সকলেরই কিছু কিছু ধর্ম্মকার্য্য বা ধর্ম্মসাধন আছে: আমরা যে উন্নতির বিষয়ে চিন্তার উদ্রেক করিতে চাই, তাহা এইরূপ হইতে পারে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে শরীররক্ষার জন্য কতটা সময় দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। শরীরের জন্য ততটা দিয়া অবশিষ্ট সময় উপস্থিত কর্ত্তব্য পালন করিতে দিতে হইবে। শরীর কর্ম্মক্ষম থাকিলেই জীবনের বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মসকল সম্পাদন করিতে হইবে কিন্তু এ বিভাগেও উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে যে, যদি পাঁচ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া কর্ত্তব্য সকল করা যাইতে পারে, তাহা হইলে তাহার জন্য ছয় ঘণ্টা দেওয়া হইবে না। ইহার পর যে সময় অবশিষ্ট থাকিবে তাহা দ্বারা মনকে উন্নত করিতে হইবে। ইহার পরে আত্মার পরিচয় লাভ ও তাহার প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। বর্ত্তমানে আমাদিগের দেশে একভাবে জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নত অবস্থা, অথচ এই অবস্থাতেও অনেক লোকের বিশেষ নারীগণের জীবন জ্ঞান ও ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতেছে না। এইরূপ দূরবস্থার প্রধান কারণ এই যে, শারীরিক প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেই তাঁহাদিগের সকল সময় চলিয়া যায়। তাঁহারা জ্ঞান লাভের জন্য সময় কিছুই দিতে পারেন না এবং ধর্ম্মের জন্য অল্প যে সময় দিতে পারেন; তাহাতে কোন মন্ত্রজপ বা শারীরিকক্রিয়া প্রণামাদি পর্য্যন্ত সম্ভব। যদি এই অবস্থা সত্য হয়; তাহা হইলে বলিতে হইবে মানুষকে এই সংসারের সম্পূর্ণ অধীনতা হইতে রক্ষা করিয়া তাহার মনের ও আত্মার উন্নতি ও সদ্গতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথমে শরীরের প্রয়োজনের বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, জীবনধারণ পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নিদ্রাও নিয়মিত হইতে পারে। সকল লোকের পক্ষে সমান নিদ্রা প্রয়োজন নহে কিন্তু ৭।৮ ঘণ্টা নিদ্রা হইলেই সাধারণতঃ সকলের পক্ষে যথেষ্ট হয়। যাঁহারা ইহা অপেক্ষা অধিক সময় নিদ্রার জন্য ব্যয় করেন, তাঁহারা চেষ্টা করিলে নিদ্রার সময় কমাইয়া ব্যবহারোপযোগী সময় কিছু বাড়াইতে পারেন। আহারে অতি অল্প সময় দিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে পারে, এজন্য তাহা কর্ত্তব্য নয়, কিন্তু অনেকে আহারে অধিক সময় ব্যয় করেন, তাহা অবশ্য উচিত কার্য্য নয়। শরীরের অন্যসকল প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্যও অনেকের অধিক সময় ব্যয় হয়। জীবন দ্বারা কোন উচ্চ অভিপ্রায় সাধন করিতে হইলে সময় ব্যয় বিষয়ে অবশ্যই অত্যন্ত সাবধান হইতে হইবে। যে সকল কার্য্য প্রত্যেকের অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা করিতে যাইয়াও সময়ের বিষয়ে কৃপণতা করা প্রয়োজন। রন্ধন করা, গৃহ সংস্কার করা বা রোগীর শুশ্রূষা করা অতি পবিত্র কার্য্য এবং অবশ্য কর্ত্তব্য;

কিন্তু সময় ব্যয় বিষয়ে এ সকল শ্রেষ্ঠ কার্য্যেও মিতব্যয়িতা চলিতে পারে। এ সকল কার্য্য বিষয়ে নারীগণ যেমন সিদ্ধহস্ত, তাঁহারা সংসারকে রক্ষা করেন এই সকল কার্য্য করিয়া কিন্তু তাঁহারা অনেক সময়ে এত ডুবিয়া থাকেন যে, সমস্ত সময় সেই সকলের চিন্তায় কথায় ও কল্পনায় কাটিয়া যায়। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নিত্য কার্য্য করা বিষয়ে সময়ের টানাটানি করিলে সমস্ত কার্য্য অযোগ্যরূপে সম্পাদিত হইয়া অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। তাহা কখনও উচিত নহে কিন্তু কার্য্য বিষয়ে মনকে একান্ত নিমগ্ন করিয়া অন্য সকল কর্ত্তব্য বিস্মৃত হওয়াও অন্যায়। প্রত্যেক নারীর জীবনের অত্যন্ত অধিক সময় এইরূপ প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যয়ীত হইবে ইহা বিধাতার অভিপ্রায়,কিন্তু তিনি চেষ্টা করিলে সময় বাঁচাইয়া অন্য কার্য্যও করিতে পারেন। আমরা এরূপ অনেক নারীকে দেখিয়াছি ও অনেকের কথা পাঠ করিয়াছি, যাঁহারা আপনাদিগের সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া অত্যধিক জ্ঞান চর্চ্চা করিয়াছেন, ধর্ম্মসাধনে অনেক সময় দিয়াছেন এবং পর সেবাতেও অনেক সময় ব্যয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহারা আত্মজীবন পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য্যের সময় বিচার করিয়া স্থির করিয়া তাহার পর সময় পাইয়া জ্ঞানার্জ্জন ধর্ম্মসাধন ও পরসেবা করিয়াছেন তাহা নহে। যখন ধর্ম্মসাধন করিবার বা সেবা করিবার ভাব প্রবল হইল তখন স্বভাবতই অন্য সকল কর্ম্মে সময় অল্প ব্যয় করিয়া এই সকল উচ্চ কার্য্যে অবশিষ্ট সময় ব্যয় করিতে লাগিলেন। অধিকাংশ নারী যে সংসারের নিত্য কার্য্যেই সমস্ত সময় ব্যয় করেন এবং জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকেন যে তাঁহাদের কিছু অবসর নাই, এরূপ অবস্থা ঘটিবার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা উচ্চতর কার্য্য দেখিতে পান না। জ্ঞানচর্চ্চা ধর্ম্মসাধন অর্থাৎ ঈশ্বরের পূজা-বন্দনা ও নিস্বার্থভাবে অন্য লোকের সেবা করা আপনার মঙ্গলের জন্য ও জগতের মঙ্গলের জন্য কত প্রয়োজন তাহা তাঁহারা দেখিতে পান নাই। আজকাল অনেক লোক আছেন যাঁহারা জ্ঞানলাভ করিতেছেন এবং আরও জ্ঞানলাভ করিতে ব্যাকুল হইয়াছেন। তাঁহারা অন্য সকল বিষয়ে অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া জ্ঞানলাভের জন্য অবশিষ্ট সকল সময় ব্যয় করেন। ইহাকেও এক প্রকার মোহ বলা যাইতে পারে। সংসারের নিত্যকর্ম্ম লইয়া যেমন মোহ হয়, তেমনি জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রেও মোহ উপস্থিত হয়, কারণ যাহা আদর্শ, যাহা সর্ব্বোচ্চ লভনীয় বস্তু তাঁহা ভিন্ন যে বিষয়ে অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া হয় তাহাই মোহ। আমরা সময়ের সদ্ব্যবহার বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্তর হইতে আরম্ভ করিয়াছি, ইহাতে হয়ত ধর্ম্মশীলা পাঠিকা ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। আত্মার বিষয় সর্ব্বশেষে আলোচনা করিব বলিয়া যে আত্মাকে শরীর ও মন হইতে নীচ মনে করিয়াছি, এ আশঙ্কা কেহ করিবেন না। অপরদিকে

আমরা শরীরধারী জীব, আমাদের মন আমাদিগকে সর্ব্বদা চঞ্চল করিতে থাকে, এরূপ অবস্থায় শরীর, শরীরধারণের সাধারণ কর্ত্তব্য ও মনের উর্দ্ধগতির ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। অথচ যখন আত্মা জাগ্রত হয়, যখন আত্মা ক্রীয়াশীল হয়, তখন আত্মা শরীর মন সকলের প্রভু হয় এবং আত্মাকে তৃপ্ত করিতে অন্য সকলকে বলিদান করা সম্ভব হয়। আত্মার প্রাধান্যের অবস্থা অত্যন্ত উচ্চ ও প্রার্থনীয়, কিন্তু তাহা মানুষের সাধন ও ভগবানের কৃপা সাপেক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে যখন নরনারীর জীবনে আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহার সময়ের সদ্ব্যবহার আপনাআপনি হইতে থাকে, তখন সকল বিষয় চিন্তা বা বিচার করিতে হয় না। আমরা যে বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছি তাহা কেবল জীবন আরম্ভের অবস্থার জন্য বলা হইতেছে। আমাদের দেশের নারীগণ শরীর ও সাংসারিক কার্য্য লইয়া এত বিব্রত হইয়া থাকেন যে, আত্মা নামে যে অমর বস্তু এই মরণশীল দেহে বাস করে তাহার সংবাদই যেন তাঁহাদের লাভ হয় না। পরমাত্মা পরম মঙ্গলময়, তিনি সকলের মঙ্গল করিতেছেন এবং সকলকে স্বর্গধামের উপযোগী করিয়া লইতেছেন। যদি আমরা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া এই জীবনকে উত্তমরূপে ব্যবহার করিতে পারি, তাহা হইলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত জীবনের পরিচয় পাইতে পারি এবং ইহার পর যে স্বর্গীয় জীবন আছে তাহার পূর্ব্বাস্বাদ এখান হইতে পাইতে পারি। এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি না পড়িবার একমাত্র কারণ এই যে, আমাদিগের এই জীবনের কত উচ্চ অধিকার তাহা মনে থাকে না। কোন অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিয়া কেহ উচ্চ জীবন লাভ করিবে তাহা নহে, কিন্তু যাহার সম্মুখে উচ্চ কার্য্য সকল রহিয়াছে সে ব্যক্তি অবশিষ্ট অন্য সকল কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপন করিয়া উচ্চ কার্য্যের জন্য অধিক সময় ব্যয় করিবে ইহাই অতি স্বাভাবিক নিয়ম। স্নানাহার করা শরীরধারণের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য, কিন্তু যাহাদিগের জীবনের কোন উচ্চ আদর্শ নাই, তাহারা ইহাতেই অধিক সময় ব্যয় করে, কিন্তু যখন সেই সকল লোকেরই উচ্চতর কার্য্য সকল করিতে হয় তখন অতি অল্প সময় মধ্যে দৈনিক নিত্যকার্য্য শেষ করিয়া লয়। এই জন্য সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে হইলে ঈশ্বরোপাসনা, ঈশ্বরপ্রেমের আদেশে জীবের সেবা এই সকল বিষয়ে অধিক সময় ব্যয় করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। যে সকল নারীর মন স্বর্গরাজ্যের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহারা জীবনের সর্ব্বোচ্চ অধিকারের একটু আস্বাদন পাইয়াছেন, তাঁহারা কখনও কোনও ক্ষুদ্র বা নিষ্প্রয়োজন বিষয়ে সময় ব্যয় করিবেন না। জীবনের উচ্চ অধিকার লাভ করিতে গেলেই অন্য সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপযুক্তরূপে সম্পাদন করা প্রয়োজন হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ কোন ধর্ম্মশীলা নারী আপনার পরিবারের অন্নের ব্যবস্থা না করিয়া ব্রহ্মোপাসনাতে নিযুক্ত হইয়া থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাকে

সংসারের প্রয়োজনীয় কার্য্য সমাপন করিয়া ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আমরা বিশ্বাস করি যে, যে সকল নারী সংসারের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে সময় পান না, যাঁহারা সংসারের কার্য্য করিয়া মনের উন্নতি বা অন্যের দুঃখ দূর করিতে কিছুই সময় পান না, তাঁহারা যদি এই সময়ের অভাবের মধ্যে ঈশ্বরের পূজা বন্দনাতে ও তাঁহার চরণে আত্মনিবেদনে ও প্রার্থনাতে কতকটা সময় দিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের জীবনের সকল সময়ের সদ্ব্যবহার আরম্ভ হইবে এবং সকল প্রয়োজনীয় কার্য্য করিবার সময়ই তাঁহারা পাইতে পারিবেন। এরূপ ব্যবস্থা আপাততঃ বিপরীত মনে হইতে পারে, কারণ যে নারী বলিতেছেন যে, সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে জ্ঞানলাভের জন্য অথবা কোন প্রতিবেশীর গৃহে যাইয়া কিছু সেবার কার্য্য করিতে দুই দণ্ড সময় পান না, তাঁহাকে যদি বলি প্রতিদিন দুই দণ্ড কাল ঈশ্বর পূজার জন্য ব্যয় করুন, তাহা হইলে আপনার সময়ের অভাব চলিয়া যাইবে। তিনি উপহাসের কথা মনে করিতে পারেন কিন্তু সত্য কথাই এই যে, জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য ও অধিকার ভুলিয়া গিয়া সামান্য বিষয়কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধরাতে সেই সকল সামান্য বিষয় তাঁহাদিগের সমস্ত সময় গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। দিনের মধ্যে একবার পরমেশ্বরকে মন প্রাণ সমর্পণ করিলে সকল সময়ের সদ্ব্যবহার তিনি স্থির করিয়া দিবেন। যদি কতকটা বিষয় বুদ্ধির ভাবেও নারীগণ জীবনকে এই নিয়মে ব্যয় করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলেও সময়ের দ্বারা মহাফল লাভ হইতে থাকিবে। যদি গত জীবনের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা হয় যে, গত ২ বা ৪ বৎসর নূতন সত্য, নূতন জ্ঞান, নূতন ভালবাসা, সহিষ্ণুতা, কোমলতা, শান্তি, শুদ্ধতা প্রভৃতি লাভ হয় নাই, যদি দেখা যায় যে দিন দিন ঈশ্বর অধিকতর সুন্দর, মিষ্ট, প্রিয় ও আত্মীয় হইতেছেন ন, তাহা কিরূপে বলিব যে জীবনের সদ্ব্যবহার হইতেছে? সত্য লাভ কিছু করিতেই হইবে, যত দিন ব্যয় হইবে তত অমৃত লাভ হইবে, ব্রহ্মসুখ তত উজ্জ্বল হইবে, তাহা না হইলে কিছুই হইল না। নারীগণ এক একজনে আপনার সময় দিয়া এক একটা পরিবার রক্ষা করিতেছেন, কত জীবন রক্ষা করিতেছেন, আর কত যে ক্লেশ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া সেবা করিতেছেন, তাঁহাদিগের জীবনের সদ্ব্যবহার হইতেছে সত্য, কিন্তু সেই সকল সদ্ব্যবহারের সঙ্গে ভগবানের পূজা বন্দনা না যুক্ত হইলে, সকল প্রেমসাধনের ভিতরে সেই অনন্ত প্রেমময়ের জয় না দেখিলে কি লাভ হইল? হয়ত অচিরে শোক দুঃখ নিরাশা অন্ধকার আসিয়া গ্রাস করিবে, মন শ্মশানে হইয়া যাইবে। একথা সত্য যে, সকলের সময়ই একরূপ কাজে চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু সেই সকল কার্য্যের সহিত ব্রহ্মপূজা, ব্রহ্মবাণী শ্রবণ, ব্রহ্মপ্রেম সাধন না হইলে জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য সাধন হইল না এবং হয়ত একদিকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে যাইয়া অপর কর্ত্তব্যের প্রতি অবহেলা হইবে। জীবন আমাদিগের অতি মূল্যবান ধন, ইহার সদ্ব্যবহার

করিলে পৃথিবীতে সুখস্বচ্ছন্দতা ও স্বর্গে আনন্দ লাভ হয় এবং ইহার ব্যবহার ঠিক না হইলে মহা অনিষ্ট হয়, ইহা জানিয়া প্রত্যেকে যাহাতে ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার করিতে পারেন, তাহার জন্য জীবনের জীবন পরম দেবতার হাতে ইহাকে মধ্যে মধ্যে সমর্পণ করিতে হইবে।

দেব-প্রতিষ্ঠা।

(ভাগলপুরে মহিলাদিগের প্রতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয় প্রদত্ত উপদেশের সার মর্ম্ম।)

মানুষে ও দেবতায় প্রভেদ কি? দেবতা বল্লে ঠিক যে কৈলাশবাসী বোঝায় তা নয়। যাঁরা ঈশ্বর প্রেমে উন্মত্ত বিশ্বাসী সাধু সাধ্বী তাঁরাই দেবতা। এই যদি দেবতার সংজ্ঞা হয় তবে দেবতা ও মানুষে পার্থক্য কোথায়? দেবতা ভগবানের পূজা করেন—আমরাও পূজা করি। দেবতারা মানুষের সেবা করেন, আমরাও তা করি। তবে দেবতাকে চিনে নেবার বিশেষ লক্ষণ কি? একটা জিনিষ আছে যা দিয়ে দেবতা কি মানুষ চেনা যায়।

মানুষের আছে একটা জিনিষ—তার নাম দুশ্চিন্তা, দুরাকাঙ্খা, বাসনা, সংসার। আকাঙ্খা যদি পূর্ণ না হয়,—বাসনা যদি চরিতার্থ না হয়—অমনি দুর্ভাবনা এসে হৃদয় অধিকার করে বসে। সংসারে একটু এদিক ওদিক হ'লে অপার দুশ্চিন্তা এসে মনকে তোলপাড় ক'রে তোলে। দেবত্ব লাভ কর'লে মানুষের আর সব ঠিক থাকবে—কিন্তু এ জিনিষটা চ'লে যাবে। দুশ্চিন্তা, সন্দেহ, স্বার্থপরতা অহঙ্কার চিরদিনের জন্য চ'লে যাবে। দেবত্ব লাভ হ'য়েছে কিনা তার প্রমাণ এই।

যদি মানুষের দুর্গতির অবস্থা দূর করতে হয়—তবে এই দেবত্বকে লাভ কর'তে হবে। দুশ্চিন্তার মূলে কি? তার মূলে—অহঙ্কার, বাসনা। আমরা মনে মনে বাসনার আগুণ জ্বেলে বলছি—আমার এমনটী হওয়া চাই, আমার ঐ জিনিষটী লাভ করা চাই। যদি তেমনটী না হয়, যদি সে জিনিষটী না পাই—অমনি সন্দেহের তুফান—দুশ্চিন্তার নিবিড় অন্ধকার। ভগবানের সংসার, ভগবানের সন্তান মানুষ। এ সংসারে দুঃখ আসে কেন? দুঃখের মূলে ঐ দুশ্চিন্তা। কিন্তু এ দুশ্চিন্তা যাবে কি ক'রে? "দুশ্চিন্তা যাও, দুশ্চিন্তা যাও" মনে মনে এ কথা বলিলেই দু'শ্চিন্তা যাবে না। কারণটীকে না সরালে কার্য্যটী যাবে কি ক'রে? আলোতে লাঠি রেখেছ তার ছায়া পড়বেই পড়বে। যদি লাঠি মেরে ছায়া তাড়াতে চাও ছায়া কি কিছুতে যাবে? লাঠি সরাও ছায়াও সরে যাবে। যতদিন বাসনার আগুণ প্রাণের বেদীতে জ্বালিয়ে রাখবে ততদিন দু'শ্চিন্তার উত্তাপ ভোগ কর'তেই হবে। যদি জীবনকে সুখের কর'তে চাও যদি প্রাণে শান্তির পবন বহাতে চাও তবে কি কর'তে হবে?

তা হ'লে করতে হবে—ভক্তিসাধন। কেবল যদি প্রার্থনা করি—অহঙ্কার যাক্,

দুঃখ যাক্, তা হ'লে অহঙ্কার দুঃখ যাবে না। আলোক আসুক্ এক মুহূর্ত্তে অন্ধকার কোথায় মিলিয়া যাবে; ভগবান এসে হৃদয় অধিকার করুন নিমিষের মধ্যে সকল দৈন্য ঘুচে যাবে। হৃদয়ে যখন ভগবানকে দেখতে পাওয়া হ'ল—ভগবান যখন এলেন অমনি স্বার্থপরতা চ'লে গেল। রোগ দুশ্চিন্তার ঔষধ কি? বিজ্ঞ লোকদের সঙ্গে পরামর্শ কর, তাঁদের অভিজ্ঞতা হ'তে সাহায্য গ্রহণ কর; কিন্তু এ রোগের প্রধান ঔষধ এই—ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত কর। সেই দেবতা—যিনি সকলের মঙ্গলের নিদান, যিনি সকল ব্যক্তির ধন্বন্তরি—সেই মঙ্গলময়কে হৃদয় সিংহাসনে স্থাপন কর।

প্রাচীন গৃহস্থদের মধ্যে একটী ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়—তাঁদের বাড়ীর মধ্যে একটী ঘর তাঁরা ভিন্ন ক'রে রাখেন সেই ঘরে তাঁরা ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন—সেটী তাঁদের ঠাকুর-ঘর। আমাদের বাড়ী কি দেবশূন্য হ'য়ে থাকবে? এ হ'লে কি কখনও দুঃখ দূর হবে? দুঃখ নিবারণ না হলে কে দুঃখ দূর ক'রবে বল? প্রাচীন বিধির গূঢ় অর্থ কি? গৃহস্থ দেবতার ঘরে বাস কর'বেন—ভক্তবিশ্বাসী দেবশূন্য গৃহে থাকতে চান না।

এ যুগে ভগবান বলছেন—আমি ইঁট মাটীর তৈরী ঠাকুর বাড়াতে বাস করবো না, তোমাদের হৃদয়কে ঠাকুরবাড়ী করবো। কেমন ক'রে হবে? কেমন করে এ মাটীর হৃদয় পবিত্র ঠাকুরঘরে পরিণত হবে? এর উপায় এই—ভগবানকে পূজা করতে হবে। ভগবান যিনি চিরমঙ্গলময়, যাঁর স্পর্শে মাটি সোণা হয়, কঠিন কোমল হয়, নীরস সরস হয়—সেই মোহন যাদুকরকে হৃদয়ে আনতে হবে। যদি বল—আমরা তো উপাসনা করি, আমি বলব ঠিক কথা বলা হ'চ্ছে না। ঠিক উপাসনা করা হয় নি—জীবন দেবতার কাছে জীবনের সব কথা সব আবরণ দূর ক'রে নিবেদন করা হয় নি—ত্রুটি দুশ্চিন্তার কথা তাঁকে জানান হয় নি। তাঁর সঙ্গে ভদ্রতার ব্যবহার করা হয়েছে, লৌকিকতা করা হয়েছে। সংসারের ব্যবহারে যেমন দেখা যায় যে বাড়ীতে রোগ থাকুক শোক থাকুক দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা থাকুক, কিন্তু কোন বাইরের লোক এলে মানুষ নিজের মুখের ওপর প্রফুল্লতার আবরণ টেনে তাঁর সঙ্গে হেসে হেসে কথা কয় সৌজন্য দেখায়, এখানেও ঠিক তেম্নি করা হচ্ছে। ভগবানকে বাইরের লোক করে রাখা হয়েছে। উপাসনার সময় সঙ্গীতে বলি—"জানি তুমি মঙ্গলময়," কিন্তু তাতে খাঁটি সত্য কথা বলা হয় নি সন্দেহকে সাজিয়ে গুছিয়ে তাঁর কাছে ভদ্র ভাবে ধরা হ'য়েছে। এ কপট ব্যবহারে দুঃখ যাবে না দুর্গতি দূর হবে না। প্রতিদিন প্রাতঃকালে সরল ভাবে হৃদয়কে অঞ্জলি করে দিতে হবে তাঁর চরণে হৃদয় বেদনা সব আবরণ সরিয়ে নিবেদন কর'তে হবে—পাপের অত্যাচার, অহঙ্কারের পীড়ন সন্দেহের নির্য্যাতন সব খুলে জানাতে হবে তাঁকে।

তুমি বলবে তিনি যে অপার অগম্য দেবতা—বুদ্ধিমনের অগোচর পরম রহস্যময় পুরুষ তিনি। এ কথা সত্য। কিন্তু এ

কথাও কি সত্য নয় যে সেই অনন্ত মহিমাময় পুরুষ তোমার আমার মত পাপীর প্রাণকে স্পর্শ করেন? এ কথা অস্বীকার ক'রতে পার? যখন দেবতা আসবেন তখন অসাধ্য সাধন হবে—হৃদয়ের সব দুয়োর জানালা কেমন ক'রে এক মুহূর্ত্তে খুলে যাবে। "সে এলে সব বাঁধন যাবে টুটে, তার ডাকে যে শাড়া দিতেই হবে।" শুধু কি দেবতা একলা আসবেন? তাঁর সঙ্গে সব দেবদূতেরা আসবেন—সাধু ভক্তরা আসবেন। ধর্ম্ম দিন দিন দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছেন—ছেলে মেয়েরা ঠিক ধর্ম্মের পথে যাচ্ছেন না। তাই আপনাদের বলছি—এ সঙ্কট মুহূর্ত্তে আপনারা দেশ ও দেশবাসীকে বাঁচান। নারীশক্তি না জাগলে দেশের মঙ্গল হবে না। আপনারা স্বভাবতঃ ভক্তিমতী—আপনারা নির্ম্মল ভক্তি বারিতে হৃদয় সিংহাসন ধৌত ক'রে সেখানে স্থাপন করুন দেবতাকে; বিনয় দয়া ভক্তি অকিঞ্চণতা সেবা দিয়ে দেবতার পূজা আরম্ভ করুন। উপাসনা করি ব'লে কিছুই হবে না—আপনারা কি সেবাব্রত নিয়েছেন? ভক্তি সাধন কর'ছেন? না হ'লে ও শুধু মুখের উপাসনা ওতে দুঃখ ঘুচবে না দেশ বাঁচবে না।

প্রাচীন সমাজে দেখা যায় পুরুষেরা যত না করুন মেয়েরা প্রাণ দিয়ে ধর্ম্ম সাধন ক'রে থাকেন। তীর্থে যেখানে এক জন পুরুষ সেখানে হাজার নারী! নারীরা ব্রত নিয়ম সংযম উপবাস তীর্থ ক'রে ধর্ম্মভার রক্ষা করেন। আমিও আপনাদের বলছি আপনারা ধর্ম্মকে রক্ষা করুন—আপনারা রক্ষা করলে দেশে ধর্ম্ম রক্ষিত হবেন। আর আপনারা ভক্তি সাধন না ক'রলে আপনারা নিজেরা মরুভূমি হবেন ছেলেদের কাঙ্গাল ক'রে অরণ্যে ফেলে যাবেন। ভক্তিতে স্বর্গ—সন্দেহে দুশ্চিন্তায় নরক। আপনারা ঠিক করুন স্বর্গ নেবেন না নরক নেবেন? মরুভূমি চান না নন্দন কানন চান? যদি স্বর্গ চান ভগবানের পূজা ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুন, প্রাণ মন ঢেলে সকল কথা তাঁর চরণে নিবেদন করুন। পরম সৌভাগ্য আমাদের যে স্বর্গের দেবতা আমাদের ডাকে আসেন—আমাদের মলিন প্রাণ স্পর্শ করেন। সে স্পর্শ নিশ্চয় সকলেই অনুভব ক'রেছেন। কিন্তু দেবতা যে আমাদের প্রতি এত কৃপা করেন আমাদের কি তার জন্য কোন দায়িত্ব নাই? দায়িত্ব যেখানে নাই সেখানে অধিকার কোথায়? মহান্ দায়িত্ব মানবের যদি আপনারা সে দায়িত্ব রক্ষা না করেন, তবে মহা দুঃখে ঘোর অন্ধকারে পড়বেন নিজেরা আর ছেলেদের ও ভাবী বংশধরদের জন্য রেখে যাবেন অপার দুর্গতির বোঝা। এখনও সময় আছে—গৃহকে দেবভূমিতে পরিণত করুন—অন্তর পুণ্য যজ্ঞবেদীতে পরিণত হৌক্। কাহারও অনুরোধে নহে কিন্তু নিজের মঙ্গলের জন্য। অন্যের জন্য ভক্তিমতী হোন্, তার আগে কিন্তু নিজেরই লাভ। সমাজের লাভে সন্তানকুলের লাভ পরিবারের লাভ সমাজের ও দেশের লাভ। গৃহ কেন দেবভূমি হবে না? অন্তরায় কোথায়? হাঁ, হওয়া উচিত এ কথা ব'ললে নিস্তার নাই—ক'রতেই

হবে না ক'রলে সর্ব্বনাশ। আজ মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রে বলুন—আমরা দেবতার আশীর্ব্বাদ মাথায় ধ'রে সংসার কর'ব। আর তা যদি না কর'তে পারেন তবে বলুন—আমাদের উপায় নেই! তরুলতার যেমন জীবন ইতর প্রাণীর যেমন জীবন আমাদেরও সেই জীবন। দু দিনে মরবো—সব ফুরিয়ে যাবে কোন দায়িত্ব নাই।

মানুষের পক্ষে এ গালাগাল, কিন্তু যেমন ক'রে দিন যাচ্ছে তাতে কেবল মুখেই বলা হচ্ছে—ধর্ম্ম করি, ধর্ম্মের চরণে আত্মসমর্পণ করা হচ্ছে না। ঈশ্বর কেবল মত মাত্রে থেকে যাচ্ছেন। এ অতি সাংঘাতিক কথা। আপনাদের উপর দেশের কল্যাণ নির্ভর ক'রছে আপনারা ভগবানকে বুকে ধরে দেশকে মঙ্গলের আদর্শে উন্নত ক'রে তুলুন। সেই তো স্বর্গধাম। শুভদিন এসেছে সামান্য নরনারী স্বর্গকে আলিঙ্গন ক'রে কৃতার্থ হবে। যদি এ মহোচ্চ অধিকার না নেওয়া হয় তবে ভয়ানক দুঃখে পড়তে হবে। প্রাচীন ধর্ম্ম-বিধিতে বরং ব্রত উপবাসে চলত—নবধর্ম্ম বিধানে দেবতা ভিন্ন গতি নাই।

বাইরের শাসন নিয়ম অতিক্রম করা হ'য়েছে এখন ভক্তির শাসন মানতেই হবে। এই অধীনতাতেই মুক্তি—এতেই চির উন্নতি। প্রাণভরে প্রতিদিন উপাসনা—এ ছাড়া কোন দিন যেতে দেব না—এ প্রতিজ্ঞা কর'তেই হবে। দেবতার চরণে প্রাণের কথা নিবেদন করব—কোন দুঃখ কোন শোক আমাদের এ অধিকার হ'তে বঞ্চিত কর'তে পারবে না।

ভক্তির সাধন কি কঠোর? যে করবে না তার জন্য কঠোর, যে করবে তার জন্য কঠোর নয়। ভক্তাধীন ভগবান, তিনিই এ সাধন পথে মানুষকে সাহায্য করেন। দুঃখও আসে, কষ্টও আসে, কিন্তু তাতে ভক্ত ব্যথিত হন না—সবই যে সেই চির সুহৃদের দান! মঙ্গলময় অমঙ্গল কর'তে পারে না? আর আমি এ বিষয়ে বেশী কিছু বলব না আপনারা মহা সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন—এক দিকে দুর্গতির রসাতল অন্যদিকে স্বর্গের উচ্চ আদর্শ। দেশকে তুলতে হবে স্বর্গের দিকে দেবত্বের দিকে। সে দেবত্বলাভ নির্ভর করছে আপনাদের উপর। ভক্তির সাধনই স্বর্গের পথ—অন্য পথ স্বার্থপরতার পথ, দুর্গতির পথ, নরকের পথ। এখন ভাবুন কোন পথ ধরবেন! আজ দেবতার সন্মুখে প্রতিজ্ঞা করুন—"আমরা আজ হ'তে তোমার হব হে প্রভু; এ প্রতিজ্ঞা কিছুতেই ভঙ্গ হবে না। এ ব্রত আমাদের জীবনের ব্রত। আমরা সকলের সঙ্গে মিলে হৃদয়ে তোমার প্রেমমুখ দেখে, অকিঞ্চন হয়ে, ভাই বোনদের সেবা ক'রে সার্থক করব জীবনকে।" এই পুণ্য আদর্শের পথে চলতে ভগবান আপনাদের বল দিন্।

হ্যালিবার্টনপত্নীর জীবনের পরীক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মিঃ হ্যালিবার্টন একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন

যে, মৃত্যু আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে—তাঁহার মনে কেমন একটা বিশ্বাস দাঁড়াইল যে, তিনি যতই চেষ্টা করুন না কেন—যতই সাবধান হইয়া চলুন না কেন—এ যাত্রা তাঁহার আর নিস্তার নাই। এ চিন্তা তিনি কিছুতেই মন হইতে মুছিতে পারিলেন না—এই বিভীষিকা দুর্ব্বহ প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল।

তিনি বাড়ীর দিকে চলিলেন—রাস্তায় এত দূর অন্যমনস্কভাবে চলিতে লাগিলেন যে, তাঁহার কিছুই ঠিক থাকিল না। লোকের দল আসিতেছে, যাইতেছে; কত লোক তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল—কিন্তু তিনি যেন আজ সে সকল হইতে কোথায় কোন সুদূরে ভ্রমণ করিতেছেন। এক একবার তিনি তাহাদের দিকে সতৃষ্ণনেত্রে তাকাইয়া যেন মনে মনে বলিতেছিলেন—"আহা! আমি যদি তোমাদের মত হ'তে পারতুম! তোমাদের মত কর্ম্মে, আমোদে, আহ্লাদে, বাক্যালাপে প্রফুল্লমনে যোগ দিতে পারতুম! কিন্তু আমি যে তোমাদের মত নই! হায়! তোমরা আমার জন্য কিছুই ক'রতে পার না! তোমরা তো আমাকে স্বাস্থ্য দিতে পারবে না—তোমরা আমাকে জীবন দিতেও পারবে না!"

তিনি স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তাঁহার পুত্রকন্যাগণ মনের আনন্দে নির্ভাবনায় নৃত্যগীতে হাস্যকৌতুকে মগ্ন ছিল। তাহাদের মধ্যে আজ একটী বিশেষ আনন্দের অভিনয় চলিতেছে—তিনি তাহা জানিতেন। কিন্তু সে কথা এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাঁহার আদৌ মনে ছিল না।

আজ তাঁহার ছোট মেয়ের জন্মদিন। এই উপলক্ষে তাহার কয়েকটী বন্ধুবান্ধবকে আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। আজ জেনকে ঠিক সেই বিবাহরাত্রের ন্যায় সুন্দরী এবং অল্পবয়স্কা দেখাইতেছিল। জেন বৃহৎ ঘরটীর এক কোণে একটী চায়ের টেবলের সম্মুখে বসিয়া ছিল। আজ তাহার অঙ্গে উৎসবের উপযোগী বেশভূষা। বাসন্তী রঙের রেশমী পোষাক, গলায় সূক্ষ্ম একগাছি সোনার হার। বালিকারা প্রায় সকলেই শুভ্রবাস পরিহিতা—বালকেরা আজ তাহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পোষাকে সুসজ্জিত। জেন সেই সময় চা প্রস্তুত করিয়া বালকবালিকাদিগকে ডাকিতেছিলেন। জেনের পরিচারিকাদ্বয় তাহাদিগকে যথাস্থানে বসাইয়া চা যোগাইতে সাহায্য করিতেছিল।

জেন আনন্দে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল—"এই যে তোমাদের পিতাও ঠিক সময়ে এসে তোমাদের উৎসবে যোগ দিলেন। এইবার বেশ সুন্দর হ'ল।"

মিঃ হ্যালিবার্টন বালকবালিকাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন। তিনি কাহারও মুখচুম্বন করিলেন, কাহারও সহিত মিষ্ট বাক্যালাপ করিলেন। এখন তাঁহার মুখ সম্পূর্ণ প্রসন্ন, এখন তাঁহার চিত্তে সেই ভয়ঙ্কর চিন্তারূপী গৃধ্রের আর কোন স্থান নাই।

বালকবালিকারা তাঁহার মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল না, জেনও

তাঁহার কোনরূপ বিকার লক্ষ্য করিতে পারিল না। তিনি বসিয়া চা পান করিলেন, কিন্তু সব যেন যন্ত্রচালিত হইয়া। তিনি আজ আপনাকে আপনি বলিয়া বোধ করিতে পারিলেন না, আজ যেন তিনি সম্পূর্ণ অন্য লোক হইয়া গেছেন!

তাঁহাকে মাখন মাখান রুটি দেওয়া হইল, তিনি এক টুকরা লইয়া মুখে দিলেন বাকী সমস্তই, পড়িয়া রহিল। জেন তাঁহার রেকাবে কিছু "কেক" দিল— তাহাও আজ পড়িয়া থাকিল। আহার? হৃদয়ে সেই দারুণ দুশ্চিন্তার বৃশ্চিক পোষণ করিয়া মুখে কি কোন জিনিস রোচে? না, তাঁহার পক্ষে আজ ভোজন অসম্ভব।

তিনি বালকবালিকাগণের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিলেন। আহা! সেই সব তাঁহারই বালকবালিকা! ধীর নম্র উইলিয়ম, তাহার মায়ের মত প্রশান্ত সুন্দর মুখমণ্ডল, তাহারই ন্যায় প্রসন্ন দৃষ্টি। সুন্দরী মিষ্টস্বভাবা জেন—কোমল সুগৌর দেহলতা, দোলায়মান কুঞ্চিত কেশদাম; আজ জন্মদিনের শুভ নির্মল বেশভূষায় মনে মনে যেন বিশেষ একটু গর্বিতা। সুগঠিতাঙ্গ ফ্রাঙ্ক—সুনীল আঁখিযুগলে যেন দুষ্টামি মাখান, সুন্দর লাবণ্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল, তাহার পিতারই অনুরূপ! মিষ্টস্বভাব ক্ষুদ্র গার—তাহার মস্তকের সুচিক্কণ কেশগুচ্ছ তাহার ভগ্নী জেনের অলকদামের ন্যায় মনোহর। হায়! তাঁহাকে এই সকল নয়নাভিরাম প্রাণের সুমিষ্ট পদার্থগুলিকে চিরজন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে! এই সকল নয়নপুত্তলিকে নিষ্ঠুর জগতের নির্মম করুণার উপর নিক্ষেপ করিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে? সংসারে তাহাদের জন্য তিনি কোন স্থান, কোন অবলম্বন রাখিয়া যাইতে পারিবেন না! হে ভগবান্ হে রহস্যময় দেবতা, যদি আমাকে গ্রহণ করাই তোমার মঙ্গল অভিপ্রায় হয়, তবে তুমিই ইহাদের আশ্রয় হইও প্রভু।

"হঁ্যা গো, তুমি———"

হ্যালিবার্টন চমকিয়া উঠিলেন। শতমুখী চিন্তা আজ তাঁহার চিত্তকে কোথায় বিভ্রান্ত করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তিনি নিজের স্ত্রীর ডাকে চমকিয়া উঠিলেন।

জেন তাঁহার দিকে নত হইয়া বলিল, —"হঁ্যা গো, তুমি কি আজ ডাক্তার ক্যারিংটনের কাছে গিয়েছিলে?"

তিনি এই প্রশ্নে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কতকগুলি অর্থশূন্য অসম্বদ্ধ বাক্য অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করিয়া গেলেন। জেন বুঝিল তিনি সেখানে যান নাই। ঠিক সেই সময় বালকবালিকাগণ উচ্চৈঃস্বরে গোলমাল করিয়া উঠিল। ফ্র্যাঙ্ক ও আর একটী বালকের মধ্যে কি এক বিষয় লইয়া মহা তর্ক বাধিয়াছে। জেন ফ্র্যাঙ্ককে চুপ করিতে বলিল এবং উপস্থিত তাহার স্বামীকে আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল না।

বালিকা জেন বলিল, চায়ের পর আমরা সকলে মিলে নাচবো। আমি একটী নতুন নাচ শিখেছি। সেটী বেশ সহজ, মা বলছিলেন আমি সে নাচটী বেশ নাচতে পারি। বালকদের মধ্যে এক জন বলিল,

আমরা নাচ টাচ চাই না। আমরা "কাণা-মাচি" খেলবো।

এ বিষয়ের মীমাংসার জন্য তাহারা জেনকে ধরিল। জেন বলিল, "আচ্ছা প্রথমে একটু নাচ হবে, তারপর কাণামাচি খেলা হবে।"

চা শেষ হইলে নাচের জায়গার জন্য গৃহের আসবাবগুলিকে সরাইয়া ফেলা হইল। হ্যালিবার্টন দেওয়ালের উপর পীঠ স্থাপন করিয়া তাহাদের দিকে দেখিতেছিলেন। তাঁহাকে বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় যেন তিনি সব দেখিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার চক্ষুদ্বয় সে সময় কিছুই দেখিতেছিল না; তাঁহার অপার চিন্তারাশির ন্যায় তাহারাও আজ কোন্ সুদূরে ভ্রমণ করিতেছিল।

জেন শীঘ্রই বুঝিতে পারিল যে তাহার স্বামী আজ বিশেষ অন্যমনস্ক হইয়া আছেন। সে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া আসিল। তখন তিনি মস্তক নত করিয়া জোড়হস্তে অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

জেন বলিল, "তোমার কোন অসুখ করেনি তো?" তিনি যেন একটু বিশেষ চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "অসুখ? হঁ্যা—না, আমার কোন অসুখ হয়নি।"

"আজ রাত্রে তোমাকে আর কোথাও পড়াতে যেতে হবেনা তো?"

"ফিন্সনের কাছে আমার যাবার কথা আছে। ৭টার সময় গিয়ে তাকে পড়াব কথা দিয়ে এসেছি।"

"তা হ'লে যদি তাকে পড়াওনি তবে স্যাভিল রোএ যেতে পারলে না কেন?"

প্রকৃত অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার সাহস তাঁহার কুলাইল না। তিনি প্রশ্নটীকে কোনমতে এড়াইয়া বলিলেন,—জেন, সমস্ত বিকেলটা আমি কাজে নিযুক্ত ছিলাম।

কিন্তু হ্যালিবার্টন দেখিলেন যে, সেদিন কোন ছাত্র পড়ান তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আর তাঁহার আজ মনে হইল যদি তাঁহাকে এত শীঘ্রই চলিয়া যাইতে হয়, তবে তিনি আর কাহাকেও পড়াইতে যান বা না যান তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আজ তাঁহার মনের ভয়ঙ্কর নিরাশার অবস্থা। তিনি নিরাশার গভীরতম কূপে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন।

যখন এইরূপে নানা কথা ভাবিতেছিলেন, সেই সময় সহসা তাঁহার মনে একটী চিন্তা উজ্জ্বল আলোকরশ্মির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। আলোকরশ্মির ন্যায়? না, না, সমুজ্জ্বল আলোকরশ্মির ন্যায় উহা তাঁহার মনের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে দীপ্তি পাইল। ডাক্তার ক্যারিংটন যে ভুল করেন নাই, সে কথা কে বলিল? এমনও হইতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কিছুই হয় নাই। ডাক্তারেরা—এমন কি অতি বিচক্ষণ ডাক্তারেরাও রোগ-নির্ণয় বিষয়ে অনেক সময় ভুল করিয়া থাকেন। হয়তো বা ডাক্তার ক্যারিংটনও সেইরূপ কোন ভুল করিয়া থাকিবেন।

তিনি মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে যে, তাঁহার এরূপ একটী সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে আর তিনি এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত বিশেষ

কিছুই জানিতে পারেন নাই। কেন, তাঁহার নিজের মনে কখনও তো পীড়া সম্বন্ধে কোনই আশঙ্কা হয় নাই। তিনি তাঁহার শরীর এরূপ অসুস্থ বোধ করেন নাই, যাহার জন্য তাঁহাকে কোন দিন শয্যাগত থাকিতে হইয়াছে। বরং মোটের উপর সে সময় তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। তাঁহার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, ডাক্তার ক্যারিংটন ভুল করিয়াছেন। তিনি হয়তো বীমা অফিসের খাতিরে অনাবশ্যক ভাবে অতিসাবধানতা প্রকাশ করিয়াছেন।

এই চিন্তায় হ্যালিবার্টনের চিত্ত অনেক পরিমাণে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি এখন বালকবালিকাদিগের সহিত বেশ মন খুলিয়া হাসিতে ও কথা কহিতে লাগিলেন। একটী কন্যা জিজ্ঞাসা করিল বাবা তুমি আমার সঙ্গে নাচবে? তিনি হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার আজ মনে হইতে লাগিল যে, তিনি সেই সরল নিশ্চিন্ত শিশুকুলের সহিত একবার নাচিয়া লন।

কিন্তু এখন কোন্‌টী প্রকৃত মনের অবস্থা, পূর্ব্বকার সেই দুর্ভেদ্য চিন্তারাশি অথবা এই প্রসন্ন প্রফুল্লত? বর্ত্তমানের এই প্রসন্নতারভাবে কি কোনরূপ কপটতার লেশ ছি'ল না, তিনি কি বুঝিতে পারিতে ছিলেন না যে এই প্রফুল্লতা তাঁহার প্রকৃত মনের অবস্থার বিসদৃশ, কেবল তিনি জোর করিয়া বাহিরে এই ভাব প্রকাশ করিতেছেন? প্রকৃত তথ্য যাহাই হউক তাঁহার এই প্রফুল্লতা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। তাঁহার ক্ষুদ্র কন্যা জ্যানির সহিত হাসির কথা বলিতে বলিতেই তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্ববেদনারাশি নদীস্রোত যেরূপ তীর অতিক্রম করিয়া দুর্দ্দমনীয় বেগে প্রবাহিত হয় সেইরূপ অনিবার্য্য তীব্রতার সহিত পুনরায় দেখা দিল।

তিনি নিজের মনে বলিলেন, "আমি আর এ দুশ্চিন্তার ভার বহন করিতে পারি না।" এই ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আপনার টুপি লইলেন। জেন সেই সময় আর একটী ঘর হইতে সেইদিকে আসিতেছিল, সে তাহার স্বামীকে সেই ঘরের দরজা খুলিতে দেখিল।

জেন বলিল, "তুমি কি ফিন্‌স্‌নেকে পড়াতে যাচ্ছ?'

"না। আমি আজ রাত্রে তাকে পড়াব না। আমি এখনই, ফিরে আসছি, জেন।

তিনি বরাবর তাঁহাদের পারিবারিক চিকিৎসক মিঃ অ্যালেনের নিকট উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার অ্যালেন নিকটেই থাকিতেন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে খুব হৃদ্যতা ছিল।

অ্যালেন বাড়ীতে আছেন কিনা চাকরকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে সে তাঁহাকে ডাক্তারের নিজের বসিবার ঘরে লইয়া যাইতে চাহিল. কিন্তু আজ তিনি সেখানে না গিয়া তাঁহার অন্ধকারময় পরীক্ষা গৃহে প্রবেশ করিলেন। আজ ভিতরে গিয়া মেয়েদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া হাস্য কৌতুক করিবার উপযোগী চিত্তের অবস্থা ছিল না। তিনি বলিলেন, "আমি এখানে

বসিতেছি। তোমার প্রভুকে বল আমি তাঁহাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।'

চিকিৎসক শীঘ্রই একটী আলোক হস্তে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার শ্যামবর্ণ, তাঁহার মুখমণ্ডল শীর্ণ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তুমি ভিতরে গেলে না কেন? বাড়ীতে তো আমার স্ত্রী ও মেয়েরা ছাড়া অন্য বাহিরের কোন লোক নাই। আজ তোমার কিছু হ'য়েছে না কি?

হ্যালিবর্টেন উত্তর করিলেন, হাঁ অ্যালেন, বিশেষ একটু কিছু হ'য়েছে। আজ আমি একটী বন্ধু চাই. এমন একজন বন্ধু যে আমার সঙ্গে কোনরূপ কপটতা বা প্রতারণা করবে না। আমি তোমাকে সেই রকম বন্ধু মনে করে তোমার কাছে এসেছি। তুমি এইখানে বস।

তাঁহারা উভয়ে বসিলেন। হ্যালিবর্টেন তাঁহার নিকট বিগত ২৪ ঘণ্টার ইতিহাস বিবৃত করিলেন। তিনি তাঁহার মূর্চ্ছা হইতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে ডাক্তার ক্যারিংটনের নিকট গমন, তাঁহার সম্বন্ধে ডাক্তারের মতামত সমস্তই বলিলেন। শেষে ডাক্তার ক্যারিংটন রোগ নির্ণয় বিষয়ে কোনরূপ ভুল করিয়াছেন অথবা তাঁহার ধারণাই সম্পূর্ণ সত্য, এই বিষয়ে গভীর সন্দেহে ও উদ্বেগে তাঁহার মন যে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, সে কথাও তিনি তাঁহাকে খুলিয়া বলিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি বলিলেন, "অ্যালেন, তুমি একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখ, আমার অবস্থার প্রকৃত তত্ত্ব কিছু নির্ণয় করে উঠতে পার কি না। আর যেরূপ সিদ্ধান্তে তুমি উপনীত হবে সে বিষয়ে, তুমি আমাকে সম্পূর্ণ অকপটভাবে সকল কথা খুলিয়া বলিবে।

তুমি মনে করিও যেন তুমি নিজের আত্মার নিকট প্রকৃত ঘটনা জানাইতেছ। এ বিষয়ে ছলনার কোন আবশ্যকতা নাই।

চিকিৎসকের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি বলিলেন, ক্যারিংটন একজন অতি নিপুণ চিকিৎসক। তিনি রোগ নির্ণয় ব্যাপারে বড় বিশেষ একটা ভুল করেন না।

"আমি তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা বিশেষ ভাবেই জানি। কিন্তু এই সকল সুনিপুণ চিকিৎসকেরাও অভ্রান্ত নহেন। তাঁহার মতামত তুমি মন হইতে দূর করিয়া দাও। তুমি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখ আর আমাকে তোমার নিজের মতামত জানাও।"

মিঃ অ্যালেন এ বিষয়ে অগ্রসর হইলেন। তিনি প্রথমে হ্যালিবার্টনকে তাঁহার বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্বন্ধে গুটিকতক সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন।

তৎপরে তিনি বুক বাজাইয়া তাহার শব্দ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।

হ্যালিবর্টেন বলিলেন, "বন্ধু, এইবার সত্য কথাটা সরলভাবে প্রকাশ ক'রে ফেল।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

ভগ্নী সমিতি।

১৮ই ফেব্রুয়ারি শনিবার ভিক্টোরিয়া স্কুল গৃহে ভগ্নী সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়। প্রায় ৫০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী অবলা বসু মহাশয়া অনুগ্রহ করিয়া সভাপতির কার্য্য করেন। প্রথমে একটী সঙ্গীত হয়। তৎপরে শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী সৌদামিনী মজুমদার মহাশয়া একটী সময়োপযোগী প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ার আহ্বানে সম্পাদিকা নিম্নলিখিত কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। কার্য্যবিবরণী পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, দ্বিতীয় বৎসর সমিতির আয় ব্যয় ও সভ্যসংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। অনন্তর শ্রীমতী সরলা দেবী বিবরণী সমর্থন করিয়া ও সমিতির সভ্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন। ও "ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের" কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সমিতিকে আহ্বান করেন। শ্রীমতী সরলা বালা সেন প্রস্তাব সমর্থন করিলে বিবরণী গৃহীত হয়।

তৎপরে শ্রীমতী সরলা দেবী অনুগ্রহপূর্ব্বক একটী সঙ্গীত করিলেন এবং সভাপতি মহাশয়া সমিতির উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া একটী বক্তৃতা করিলেন। অতঃপর সমিতির পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয়াকে ও নিমন্ত্রিত মহিলাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় এবং বার্ষিক অধিবেশনের জন্য রচিত একটী সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। শ্রীযুক্ত বিনয় ভূষণ সরকার মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গীতটী রচনা করিয়া দিয়া আমাদিগকে পরম উপকৃত করিয়াছেন।

পরহিত ব্রতে করহে দীক্ষিত
ভূভার হরণ হরি,
সেবা গৌরবে জীবন সবার,
দাও উজ্জ্বল করি।
তুমি যে পালক—তুমি বিশ্বম্ভর,
কোল দিয়ে সবে রাখ নিরন্তর,
সঙ্গী হীনের চির সহচর—
সে কথা কে না স্মরি?
তোমারই দাস্য যদি হয় প্রভু,
জীবনের বরণীয়,
দীনের অশ্রু মুছাতে হবে—
তারা যে তোমার প্রিয়;
বিরাগ দম্ভ অহঙ্কার ঘৃণা,
নত ক'রে দাও তাহাদের ফণা,
প্রেমের মন্ত্রে জাগায়ে করুণা,
দাও এ জীবন ভরি।

ভগ্নী-সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী।

(খ্রীঃ ১৯১১, ১৮ই ফেব্রুয়ারিতে আহূত বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত)।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় এই ক্ষুদ্র সমিতির দুই বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। ১৯০৯ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি এই গৃহে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে ইহার নাম "ভগ্নী-সমিতি" রাখা হয়। এবং ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে—

জাতি ও চরিত্র নির্ব্বিশেষে নারী, শিশু ও বালকবালিকাগণের যথাসম্ভব অভাব-মোচন করাই ইহার উদ্দেশ্য এবং

অন্নদান, বস্ত্রদান, বিদ্যাদান, চিকিৎসা, সেবা ও অর্থদান প্রভৃতি উপায় দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

সেই সভায়, সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্ত সৌদামিনী মজুমদার মহাশয়া সভাপতি, শ্রীমতী হেমকুসুম মল্লিক সম্পাদিকা এবং কুমারী চারুবালা নিয়োগী সহকারী সম্পাদিকা মনোনীত হন এবং নিম্নলিখিত নিয়মাবলী গৃহীত হয়।

নিয়মাবলী।

১ম। প্রতি মাসের প্রথম মঙ্গলবারে সমিতির অধিবেশন হইবে।

২য়। মাসিক অধিবেশনের সংবাদ সম্পাদিকা প্রত্যেক সভ্যাকে সময়মত জানাইবেন।

৩য়। যদি কোন সভ্য সম্পাদিকাকে বিশেষ সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যত শীঘ্র সম্ভব বিশেষ সভা আহ্বান করিতে হইবে।

৪র্থ। অন্ততঃ ৫ জন সভ্য উপস্থিত না থাকিলে সভার কার্য্য চলিতে পারিবে না।

৫ম। কোন নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ কিম্বা পুরাতন নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে হইলে উপস্থিত সভ্যাগণের দুই তৃতীয়াংশের সম্মতি না হইলে তাহা হইতে পারিবে না।

৬ষ্ঠ। মাসিক অধিবেশনে সভার বিশেষ উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রয়োজনমত আলোচনার পর, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে, বিশেষতঃ নারীজাতির উন্নতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনাদি হইতে পারিবে।

৭ম। যে কোন সভ্য ইচ্ছা করিলে সমিতির মাসিক অধিবেশনে কোন নূতন সভ্যের নাম প্রস্তাব করিতে পারিবেন এবং যদি সে প্রস্তাবে কাহারও আপত্তি না থাকে তবে সেই দিন হইতেই প্রস্তাবিত মহিলা সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন।

৮ম। প্রত্যেক সভ্যাকে যথাসাধ্য মাসিক চাঁদা দিতে হইবে এবং এই চাঁদা প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনের দিন সম্পাদিকার নিকট দিবেন কিম্বা পাঠাইয়া দিবেন।

৯ম। বিশেষ আবশ্যক হইলে সমিতির সম্মতি গ্রহণ না করিয়াও সম্পাদিকা ৫৲ পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে পারিবেন কিন্তু পরবর্ত্তী অধিবেশনে এ সম্বন্ধে সমিতির সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রথম বার্ষিক অধিবেশন।

১৫ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ভিক্টোরিয়া-বালিকা-বিদ্যালয়ে ভগ্নী-সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। প্রায় পঞ্চাশজন মহিলা সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীশ্রীমতী সুচারু দেবী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে একটী সঙ্গীত হয়। তৎপরে শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সৌদামিনী মজুমদার মহাশয়া প্রার্থনা করিবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। মাননীয়া সভাপতি মহাশয়ার অনুমতি পাইয়া সম্পাদিকা

বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিলেন; তৎপরে শ্রীমতী শকুন্তলা সেন 'বিবরণী গৃহীত হোক, এই মর্ম্মে প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন এবং শ্রীমতী সরলা বালা সেন সেই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তৎপরে মাননীয়া মহারাণী মহাশয়া, সমিতির উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি জানাইয়া ও সমিতির সভ্যদিগকে উৎসাহ দিয়া একটী বক্তৃতা করিলেন। অনন্তর সমিতির পক্ষ হইতে মাননীয়া মহারাণীকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় ও সময়োপযোগী একটী সঙ্গীত হয়। অবশেষে শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সৌদামিনী মজুমদার কর্তৃক আহূত হইয়া কয়েক জন মহিলা সভ্যশ্রেণী ভুক্তা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় বৎসরের কার্য্য।

দ্বিতীয় বৎসরে সমিতির দশটী অধিবেশন হইয়াছে। কেবল মে ও জুন মাসে কোন অধিবেশন হয় নাই। ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়েই সমিতির অধিবেশন হইতেছে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ সমিতির অধিবেশনের অনুমতি দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। কোন মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই দুই বৎসরই বিবরণী মুদ্রণের ব্যয় ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে বড়ই উপকৃত করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের সময় সমিতির সভ্য সংখ্যা ৩১ জন ছিল। এখন সভ্য সংখ্যা ৬৪ জন।

কুমারী চারুবালা নিয়োগী স্থানান্তরে যাইবার সময় সহকারী সম্পাদিকার কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কুমারী প্রভাতবালা সেন তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি সম্পাদিকার অনুপস্থিতিতেও বেশ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন।

আয় ব্যয়ের বিবরণ।

	১৯০৯—১০	১৯১০—১১
আয়	৮০৸৶০	৩২১৷৶০
ব্যয়	৬৮।১০	১৮৫৷১৫
স্থিতি	১২৷৴১০	১৩৬৴৫

মোট স্থিতি ১৪৮৷৶১০

	মাসিক আয়	মাসিক ব্যয়
প্রথম বর্ষের শেষে	১৩৶০	১১৲
দ্বিতীয় বর্ষের শেষে	৩৫৸৴০	২০।০

মাসিক ব্যয়ের বিশেষ বিবৃতি।

	প্রথম বর্ষের শেষে	দ্বিতীয় বর্ষের শেষে
নৈশ বিদ্যালয়	২৲	২৲
কলেজ স্কুলের ছাত্র,	৪৲	৬৲
স্কুলের ছাত্রী	০	১৲
দুঃখী বিধবা ও পরিবার	১৸	
গাড়ী	২।০	২।০
খুচরা এককালীন দান ইত্যাদি	১৲	১৲
	১১৲	২০।০

ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসরে সমিতির কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে। এই উন্নতির জন্য আমরা অনেক পরিমাণে শ্রীশ্রীমতী ময়ূরভঞ্জের মহারাণীর নিকট ঋণী। তিনি

গত বৎসর বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির কার্য্য করিয়া ও বহুপ্রকারে সাহায্য করিয়া আমাদের চির কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আমাদের হৃদয়ের গভীর প্রার্থনা তিনি সুস্থ শরীরে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া, বহুবিধ মঙ্গলকার্য্যে ব্রতী হউন।

আমরা জানি বাঙ্গালা দেশেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনেক মহিলা-সমিতি কার্য্য করিতেছে। সকলেরই প্রায় একই উদ্দেশ্য। তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া সমবেত ভাবে আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে যত্ন করিলে অনেক কার্য্য হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। সেই ভাবে আগামী বর্ষে যাহাতে কার্য্য হয়, আশাকরি তাহার জন্য সকল ভগ্নীই চেষ্টা করিবেন।

বাস্তবিক সমিতির কার্য্যক্ষেত্র এরূপ বিস্তৃত এবং উদ্দেশ্য এরূপ মহৎ যে তাহাতে এই সমিতির সামান্য কার্য্য, যৎকিঞ্চিৎ উন্নতি ও ক্ষুদ্র অস্তিত্ব উল্লেখযোগ্য বলিয়াই মনে হয় না। তথাপি আমাদের আশা (এবং গত দুই বৎসরের অভিজ্ঞতাতে এই আশা আরও বলবতী হইয়াছে) যে ইহা মহিলামাত্রেরই সহানুভূতি ও আনুকূল্য লাভ করিবে এবং তাহা হইলেই ভবিষ্যতে ইহাদ্বারা অনেক কার্য্য হইতে পারিবে। এই বিশ্বাসেই আমরা আবার এই দ্বিতীয় বর্ষের শেষে সাহস করিয়া ইহাকে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে ও আপনাদের নিকট ইহার সামান্য কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিতে সাহসী হইয়াছি।

সরলা দেবীর বক্তৃতা।

ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের উদ্দেশ্য।

প্রসার ও সঙ্কোচ, দান ও রক্ষা এই দুটী বিরোধী বৃত্তির অবিরাম লীলার পাত্র আমরা। কখনও তমসেভরা সঙ্কোচ আমাদের সমস্ত প্রাণীটাকে টানে, জড়তা আলস্য ও কার্পণ্যের পাথরের উপর পাথর চাপিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া রাখে—কখনও বা সত্ত্বালোকদীপ্ত প্রসার আসিয়া আমাদের মুক্ত করিয়া দেয়, আত্মকারাগার হইতে বাহিরে টানিয়া আনে, দশের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দেয়, আমি ছাড়া বা নিতান্ত আমার ছাড়া আর কাহারও জন্য কিছু করাইতে চায়, জগতের উপকারকল্পে শ্রমস্বীকার বা ত্যাগস্বীকার লোলুপ করিয়া তুলে। যখন নিজের মধ্যে নিজে অবদ্ধ থাকিতে আর ভাল লাগে না, নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার কার্পণ্যই কণ্টক বোধ হয়, নিজের শক্তি সামর্থ্য অর্থ, বিভব, সময় ও শ্রম পরের জন্য ব্যয় করিলে ধন্য মনে হয়, আত্ম রক্ষায় আর সুখ পাওয়া যায় না, আত্মদানে সুখ বোধ হয়, তখনই আমরা যথার্থ আপনাকে আপনি পাই। কারণ যাহা দানের অধিকার নাই তাহাতে আর স্বত্ব কিসের? যতদিন নিজেকে দিতে না পারি ততদিন নিজের উপর প্রভুত্ব কিসের? নিজের উপর নিজের অধিকার ভালমত ভোগ করিবার সুখচেষ্টাই আমাদের পরের দিকে টানে। সে অধিকার অব্যাহত রাখিবার জন্য তাহার অবিরত ব্যবহারের প্রয়োজন,

এবং তাহার যথাযথ ব্যবহারের জন্য ব্যবহারের পন্থা জানা আবশ্যক।

ভগ্নী সমিতি কতিপয় বঙ্গ মহিলার আপনার উপর আপনার সম্ভ্রমজ্ঞানের পরিচয়, আপনাকে দান করিবার অধিকারের সুব্যবহার। সুতরাং সমিতিটি যত ক্ষুদ্র হউক ইহার অস্তিত্ব নগণ্য নহে। এই দুই বৎসর যতটুকু কাজ তাঁহারা করিতে পারিয়াছেন ততটুকুই মর্যাদা।

সম্পাদিকা মহাশয়া তাঁহার কার্য্য বিবরণীর শেষভাগে বলিয়াছেন :—"আমরা জানি এই বাঙ্গালা দেশেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনেক মহিলা সমিতি কার্য্য করিতেছে। সকলেরই প্রায় একই উদ্দেশ্য। তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া সমবেতভাবে আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে যত্ন করিলে অনেক কার্য্য হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।"

এই কথাগুলি সম্পাদিকা মহাশয়ার মনের প্রসারতার বিশেষ পরিচয়। কিছুদিন হইল কলিকাতায় ভারত-স্ত্রীমহামণ্ডলের একটি অধিবেশন হইয়াছিল। সেখানে ভগ্নি সমিতির সম্পাদিকা মহাশয়া ভারতস্ত্রী মহামণ্ডলের উদ্দেশ্যাবলী শুনিয়া তাহার সহিত একযোগে কার্য্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং আমাকে অনুরোধ করেন যে ভগ্নী সমিতির বার্ষিক উৎসবে যেন সেগুলি বিবৃত করি। তাঁহার অনুরোধানুসারে আমি সংক্ষেপে ভারতস্ত্রী মহামণ্ডলের উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে ব্যক্ত করিতেছি :—

১। ইহার প্রথম উদ্দেশ্য সমস্ত ভারতবর্ষের মেয়েদের লইয়া একটি বৃহৎ সভা-গাঁথা, যেন একখানি বিপুল গোরেহার ভারত মাতার গলায় বেষ্টিত হইবে। সে হারে সব রকমের ফুল থাকিবে শুধু বেল-ফুল নয়,—গাঁদা চামেলী গন্ধরাজ টগর, নাগেশ্বর গোলাপ মোতিয়া মল্লিকা, শিউলি জুঁই বকুল ভায়লেট, প্যানসি দোপাটি ফরগেট্‌মিনট্ যা কিছু ভারতের বক্ষে ফোটে। বাঙ্গালী মারহাঠী গুজরাটি পাঞ্জাবী হিন্দুস্থানী, মাদ্রাজী নেপালী বর্ম্মিজ ইহুদ ইংরেজ ফরাসী আমেরিকান - যে কোন জাতি বা যে কোন ধর্ম্মভুক্ত কন্যা ভারতের কোলে বাস করেন তিনিই এই সভার অন্তীভূত হইবেন, সকলের মধ্যে একটি সুতার মত এই একটি ঐক্য বোধ থাকিবে যে ভারতের—তাই আমরা পরস্পরের সঙ্গে স্নেহে গ্রথিত।

২। ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে আমরা এই ঐক্যবলে ভারতের কন্যাদের উন্নতির জন্য প্রকৃত কাজ কিছু করিব। এ বৎসর যাহা যাহা ধার্য্য হইয়াছে তাহা পরে বিস্তারিত বর্ণণ করিব।

৩। ইহার তৃতীয় উদ্দেশ্য এই যে যতগুলি মহিলা সমিতি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বর্ত্তমান আছে তাহাদের সকলকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করা। সকলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকুক যে যার নিজের মুখ্য উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্য্য করিতে থাকুক— কিন্তু সকলর অস্তিত্বের সম্বন্ধ একস্থানে আসিয়া পৌঁছাক। আর সকলের উদ্দেশ্য প্রায় একই—অর্থাৎ ভারতীয় নারীর উন্নতিসাধন। সেইজন্য অসংখ্য স্রোতস্বতী যেমন এক মেহনায় মিলিয়া মহাসমুদ্র গঠন

করে, তেমনি সমস্ত সমিতিগুলির গতিই কোন নির্দ্দিষ্টপথে নিয়ন্ত্রিত হইয়া ভারতীয় স্ত্রী মহামণ্ডলে পর্য্যবসিত হউক।

তৃতীয় উদ্দেশ্যটি সাধনের প্রথম সরলতম উপায় এই যে প্রত্যেক সমিতি আপনাপন নাম ধাম ও উদ্দেশ্য মহামণ্ডলের নিকট পাঠাইয়া জ্ঞাপন করুন, এবং মাসিক ত্রৈমাসিক বা বাৎসরিক কার্য্য বিবরণী পাঠাইতে থাকুন। বৎসরান্তে মহামণ্ডলের সাম্বৎসরিক অধিবেশনে এই সকল সমিতির একটি তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করা হইবে, যাহাতে সমস্ত ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ ও জাতির মধ্যে পরস্পরের সম্বাদ পৌঁছায়। দ্বিতীয় উপায় এই যে মহামণ্ডল সম্বৎসরের জন্য যে যে অভীষ্ট কার্য্যের তালিকা করিয়াছেন তাহার মধ্যে যে কয়টি গ্রহণ করা সম্ভব মনে করেন ভিন্ন ভিন্ন সমিতি তাহাদের পরিচালনার ভার লউন। মহামণ্ডল হইতে তাঁহাদের সাধ্যমত অর্থ সাহার্য্য করা যাইবে। সে কাজগুল এই :—

১। অন্তঃপুরশিক্ষা প্রচার

২। পুরনারী নির্ব্বাহ ভাণ্ডার খোলা

৩। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় স্ত্রী উপযোগী পুস্তক প্রণয়ণ ও মুদ্রন করা।

অন্তঃপুরে তিন প্রকারে শিক্ষা প্রচার করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ মিসনরীদের ন্যায় গৃহে গৃহে শিক্ষয়িত্রী পাঠানর বন্দোবস্ত করিয়া এমন লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান আছেন যাঁহারা কন্যাদের চিরমূর্খ রাখিতে প্রস্তুত কিন্তু মিসনরী মেমদের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিতে একান্তই পরান্মুখ। তাঁহারা ধর্ম্মবিপ্লবের সম্ভাবনারহিত শিক্ষার বন্দোবস্ত দেখিলে আগ্রহের সহিত তাহার সমাদর করিবেন। গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। পাড়ায় পাড়ায় অল্প বেতনে সম্ভ্রান্ত দরিদ্র বিধবাদের এই কার্য্যে নিযুক্ত করার আশা যে সুদুর পরাহত তাহা বোধ হয় না। চেষ্টা একবার করিয়া দেখার দরকার। শুধু একবার কেন? একবারে যদি কৃতকার্য্য হওয়া না যায় আবার চেষ্টা করিতে হইবে। সেবারেও না হইলে আবার করা যাইবে। বারংবার অদম্য উৎসাহে অকৃতকার্যতার পর অকৃতকার্য্যতা শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্যে ব্রতী হইলে তবেই একদিন কৃতকার্য্যতা আমাদের সম্মুখে ধরা দিবে।

বৈতনিক শিক্ষয়িত্রী ছাড়া অবৈতনিক শিক্ষয়িত্রী; যোগাড়ের কল্পনা, আশা এবং চেষ্টাও রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, বঙ্গদেশের কতকগুলি পুরুষচালিত সম্মিলনী বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের গ্রামে গ্রামে অন্তঃপুর শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং যাহার অধিকাংশ আজ লুপ্ত অস্তিত্ব, সেই সকল সম্মিলনীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পুরস্কার ও বৃত্তি ঘোষণা দ্বারা এবং শ্রেণী বিভাগানুসারে পাঠ্য পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়াও অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের অন্যতম উপায়।

তৃতীয়তঃ, মহিলাদের মধ্যে বিদ্যাদান ব্রতের দীক্ষা দিয়া। বিদ্যাদানও যে একটা পুণ্য, তাহাও যে একটা ধর্ম্মকর্ম্ম এই ভাবটা আমাদের মধ্যে সঞ্চারের আব-

শুক। দিনের মধ্যে কত সময় আমরা তাস, দশপঁচিশ খেলিয়া, গল্পগুজব করিয়া, ঘুমাইয়া বা আলস্য করিয়া কাটাই।—বেশী না হোক, অন্ততঃ সপ্তাহে একদিনও যদি একঘণ্টা করিয়া আমরা বাড়ীর বা পাড়াপড়শীর মেয়েদের একত্র করিয়া যাহার যে বিদ্যা আছে, তাহাই দান করিবার ব্রত গ্রহণ করি, তাহা হইলে নিজেদেরও উপকার হয়, পরেরও হয়। কেহ বাঙ্গলা পড়াইতে পারেন, কেহ ইংরাজী পড়াইতে পারেন, কেহ সেলাই শিখাইতে পারেন, কেহ বড়িতোলা দেখাইতে পারেন, কেহ আমসত্ব করাইতে পারেন, কেহ রান্না শিখাইতে পারেন। যাঁহার মধ্যে যেটুকু সাধ্য আছে তিনি ততটুকু সাধ্যমতই দান করিবেন—পুণ্যফল একই হইবে

মহামণ্ডলের দ্বিতীয় অভিলষিত কার্য্য এই যে অন্ততঃ প্রত্যেক সহরে সহরে একটি করিয়া পুরনারীনির্ব্বাহ ভাণ্ডার খোলা হউক। আমাদের সম্ভ্রান্ত মেয়েরা বিপন্ন অবস্থাগ্রস্ত হইলেও তাঁহাদের বুক ত মুখ ফুটে না। প্রকাশ্যে তাঁরা অন্নোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে নিতান্ত বিমুখ। যদি এমন একটি ভাণ্ডার খোলা যায় যেখানে তাঁহারা ইচ্ছামত স্বহস্তের প্রস্তুত সব রকম সামগ্রী আচার, বড়ি, পাঁপর, আমসত্ব, মোজা টুপি ফুল অলমা চুমকি কাজ প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ পাঠাইতে পারেন, অথচ ভাণ্ডারিনী ছাড়া আর কেহ জানিতে না পারেন যে কে পাঠাইয়াছেন তবে বহু সম্ভ্রান্তা অনাথার উপকার হয়। যাঁহারা কিনিতে চাহেন তাঁহাদেরও বিশেষ সুবিধা হয়। স্থানে স্থানে সন্ধান করিয়া ঘুরিয়া না বেড়াইয়া এক বিশেষ বিজ্ঞাপিত স্থানে তাঁহার আবশ্যকীয় বহুবিধ দ্রব্য একত্রে সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

মহামণ্ডলের তৃতীয় অভিলষিত কার্য্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে বালিকাগণের উপযোগী পুস্তকের অভাবে বালকযোগ্য পুস্তকের সাহায্যেই বালিকাদেরও মানসিক পুষ্টি সাধিত হইতেছে। তাহার কুফল অনেক স্থলে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের উপযোগী সাহিত্য প্রণয়নের আবশ্যকতা আছে। প্রতিবৎসর মহামণ্ডলের সাহিত্য কমিটি হইতে যে পুস্তকখানি বা যে পুস্তকাবলী মনোনীত হইবে তাহা একই সময়ে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদিত ও মুদ্রিত হইয়া তত্তৎপ্রদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের অবলম্বন হইবে।

সংক্ষেপত গৃহশিক্ষয়িত্রীর বন্দোবস্ত করা, ভাণ্ডার খোলা ও পুস্তক প্রণয়ন করা এই বৎসর মহামণ্ডলের এই তিনটি অভীষ্ট কার্য্য। যে কোন সমিতি ইহার মধ্যে যে কোন কার্য্যের ভার লইতে পারেন। মহামণ্ডলের কমিটি তাঁহাদিগকে অমন ধন দিয়া সাহায্য করিবার প্রযত্ন করিবেন।

ভগ্নী সমিতির সম্পাদিকা যে আশা প্রকাশ করিয়াছেন সেইভাবে (সকলের সহিত মিলিত হইয়া সমবেত ভাবে) যাহাতে আগামী বর্ষ কার্য্য হয় আশা

করি তাহার জন্য সকল ভগ্নীই: চেষ্টা করিবেন")—আমিও সেই আশার সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি জানাইয়া এবং তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া তাঁহার পঠিত কার্য্য বিবরণী অনুমোদন করিতেছি।

শ্রীসরলা দেবী।

ধন্যবাদ প্রদান।

আমি ভগ্নী সমিতির হোয়ে সর্ব্বান্তঃ-করণে আমাদের মাননীয়া সভাপতি মহাশয়াকে ধন্যবাদ দি! আপনারা সকলেই জানেন, ইনি আমাদের দেশের মেয়েদের উন্নতির জন্যে কত কাজ কচ্ছেন। ইনি যে এই ছোট সমিতিকে উৎসাহ দেবার জন্যে এখানে এলেন এবং সভাপতির কাজ কল্লেন, তাতে আমরা বাস্তবিকই আপনাদের গৌরবান্বিত মনে কচ্ছি।

আর আপনারা সকলে যে এত কষ্ট ক'রে এখানে এসে আমাদের উৎসাহিত কোর্‌লেন তার জন্য আমরা আপনাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আজকের সভায় আমাদের মাননীয়া ভগিনী সরলা দেবীর উপস্থিতি আমাদের কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়। আমার বিশ্বাস, তাঁর সুমিষ্ট সঙ্গীত ও উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা, উপস্থিত সকল ভগ্নীর মনেই নূতন ভাব ও আশা জাগিয়ে দিয়েছে। উপস্থিত সকলের হোয়ে, আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি জানি অনেক অসুবিধা সত্বেও আজ তিনি এখানে উপস্থিত হোয়েছেন। তবে সমিতির উদ্দেশ্য যেরূপ, তাতে তাঁর এবং সকল ভগ্নীরই সহায়তা পাবার আমাদের অধিকার আছে। তাই সাহস্ করে বলছি, আপনারা উপস্থিত থেকে আমাদের যে রকম উৎসাহিত কোর্‌লেন, সমিতির কাজে যোগদান করে সেই উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করুন ইহাই আমাদের নিবেদন।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর ৪৲
কুমারী লীলামঞ্জরী চৌধুরী, কলিকাতা ৪৲
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু, „ ২৲
ডাক্তার অমৃতলাল সরকার „ ২৲
শ্রীমতী সরলাবালা দত্ত, শিলং ১৲
„ ভূপেশ নন্দিনী সেন, কৃষ্ণনগর ৩৲
ডাক্তার বিহারীলাল ঘোষ, শিবপুর ২৲
মহারাজা দিনাজপুর ২৲
B. C. Sen Esq., Balasore ৬৲
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার, লাহিরিয়া সরাই ৪৲
শ্রীমতী সরসীবালা রায়, ভাগলপুর ১৲
শ্রীযুক্ত হাজারীলাল, মণিহারী ২৲
„ ললিতামোহন রায়, কলিকাতা ৪৲
„ নির্ম্মলকুমার সেন, বহরমপুর ৪৲
দাওয়ান জগন্নাথ রাও, বোদ ২৲
শ্রীমতী অক্ষয়কুমারী দাসগুপ্ত, ঢাকা ৪৲
„ সতী চট্টোপাধ্যায়, ডুমকা ৪৲
„ কিরণকুমারী মিত্র, কলিকাতা ২৲
„ কুসুমকুমারী ঘোষ „ ২৲
শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাঁকিপুর ৪৲
শ্রীমতী নূরজাহান, আকটগ্রাম ২৲
শ্রীযুক্ত আমানত উল্লা, বড়মরিচা ৪৲
শ্রীযুক্ত সরোজিনী হালদার, গড়া ২৲

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৬শ ভাগ] পৌষ ১৩১৭, জানুয়ারী, ১৯১১। [ষষ্ঠ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে স্বর্গের দেবতা, তুমি কৃপা করিয়া তোমার সাধুভক্তগণের মুখে সংবাদ দিয়াছ যে তোমার কৃপায় পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইবে। তাঁহারা বলিয়া গেলেন যে স্বর্গে যেমন তোমার ইচ্ছাপূর্ণ হয় এবং তোমার গৌরব গীত হয় পৃথিবীতেও সেইরূপ হইবে। তোমার কৃপার শত শত পরিচয় পাইয়া আমরাও পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আসিবার দিন প্রতীক্ষা করিতেছি। শুনিয়াছি স্বর্গরাজ্য কোন স্থানে দেখা যায় না, কেবল মানুষের মনে বিরাজ করে, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি আমাদিগের এই সকল নরনারীগণের মনে কি স্বর্গের ভাব অবতীর্ণ হইয়াছে? এই সকল নরনারী কি মধ্যে মধ্যে স্বর্গের আলোকে আলোকিত হইতেছেন না? হে জগদুদ্ধারকারিণী জননী, বল, স্বর্গরাজ্যে তোমার কন্যাগণ ও পুত্রগণ কি ভাবে জীবনযাপন করিয়া, কিরূপে উপাসনা, স্তবস্তুতি করিয়া তোমাকে মহিমান্বিত করিতেছেন এবং আপনারা কৃতার্থ ও ধন্য হইতেছেন? সেই উন্নত অবস্থায় কিরূপে ইঁহারা আপন আপন কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়া জগৎকে সুখী করিবেন এবং তোমার ইচ্ছাপূর্ণ করিবেন? হে দেব, তুমি কৃপা করিয়া স্বর্গের আশা দিয়াছ তাই আর এখন পৃথিবীর চাকচিক্যময় সভ্যতার আদর্শকে নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। এখন নারী-জীবনের উন্নতি কোন্ বিভাগে কতদূর হওয়া উচিত, তাহা স্বর্গরাজ্যের নারীগণের দিকে চাহিয়া স্থির করিতে চাই। তোমার রাজ্যে কাহারও কোন প্রকার উন্নতির বাধা অবশ্যই নাই, অথচ সকল প্রকার উন্নতির অতি স্বাভাবিক সামঞ্জস্য আছে, আমরা আমাদিগের সমাজে সে সামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি না এবং যে সকল জাতি জ্ঞানে ও সভ্যতায় উন্নত তাঁহারাও

নরনারীর জ্ঞানের উন্নতির সহিত শুদ্ধ শান্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না। বর্ত্তমান সময়ে সকল উন্নতিশীল জাতির মধ্যে মহা আন্দোলন হইতেছে, নরনারীর পরস্পরের বিভিন্নতা ও সমতা বিষয়ে নানারূপ আদর্শ আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছে। আমরা জ্ঞানে ও উন্নতি বিষয়ে অনেক হীন অবস্থায় পড়িয়া আছি সত্য, এবং স্বর্গরাজ্য হইতে বহুদূরে আছি তাহা অত্যন্ত সত্য, কিন্তু যখন তুমি কৃপা করিয়া বলিয়াছ স্বর্গে যেমন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে তেমনই পৃথিবীতেও তোমার ইচ্ছাপূর্ণ হইবে, তবে হে গুরুদেব, আমাদিগকে সেই উপদেশ দেও যে আমরা উন্নতি সাধন বিষয়ে স্বর্গের আদর্শ অনুসারে চলিতে পারি। তোমার সেই পবিত্র রাজ্যের দিকে তোমার কৃপায় আমরা তোমার কন্যাগণকে লইয়া যদি এক পদও অগ্রসর হইতে পারি তাহা হইলেই জীবন সফল হইল জানিব। তোমার কৃপায় আমাদের মহিলাগণ স্বর্গের দেবীদিগের শিক্ষা, স্বভাব ও অধিকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে প্রণিপাত করি।

সমত্ব অথচ বিশেষত্ব।

কিছুদিন হইল এক পরিবারে অতিথি হইয়া স্থিতি করিতেছিলাম। একদিন বৈকালে কথাবার্ত্তা কৌতুক আমোদ হইতেছিল। সে দিন মধ্যাহ্নে ভাই ও বোন নিমন্ত্রণ খাইয়াছিলেন। ভাই বোনকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা নিমন্ত্রণে কি খাইলে? বোন বলিলেন, এক বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইলাম, তোমরা যাহা খাইলে আমরাও তাহাই খাইলাম। আমরা কি মানুষ নয়? ভাই বলিলেন, সে কি কথা, তোমরা ত মানুষ নয়, তোমরা মেয়েমানুষ, তবে মেয়েমানুষ মানুষের মত একই সামগ্রী সব খাইবে কেন? মেয়েমানুষ বলিলে ঠিক মানুষ বুঝায় না, যেমন গোলাপ বলিলে যাহা বুঝায় কাঠগোলাপ বলিলে তাহা বুঝায় না? বিড়াল বলিলে এক জন্তু বুঝায় আর কাঠবিড়ালী বলিলে অন্য এক জন্তু বুঝায়। ভাই বোনের এই কথা কাটাকাটির আমোদের অংশী হইয়া সুখী হইলাম। তারপর মনে চিন্তা হইল, মেয়ে ও পুরুষ তুল্যজাতীয় মানুষ নয়। ইহার মধ্যে সমতা আছে, উভয় জাতির মানুষই মানুষ, অতএব মানুষের যে বিশেষ অধিকার তাহা প্রত্যেকেরই আছে। বর্ত্তমান সময়ে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সমান অধিকারের জন্য মহা সংগ্রাম চলিতেছে। কোন কোন দেশে স্ত্রীজাতিও পুরুষের সমান অধিকার পাইয়াছেন, এবং অন্য কোন কোন দেশে সমান অধিকার পাইতে বদ্ধকর হইয়াছেন। আমাদিগের দেশে সে সংগ্রাম প্রবল আকারধারণ করে নাই কিন্তু ভবিষ্যতে মহা সংগ্রাম হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে। কোন্ বিষয়ে স্ত্রীজাতির পুরুষের সহিত সমান অধিকার এবং কোন্ কোন্ স্থলে পুরুষের বিশেষ কর্ত্তৃত্ব, দায়িত্ব বা অধিকার আছে, এবং

স্ত্রীজাতির বিভিন্ন প্রকারের কর্ত্তব্য অথবা অধিকার আছে তাহা আলোচনা করা কর্ত্তব্য। অধিকার বা কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইলে আমাদের দেশের ঠিক বর্ত্তমান সময়ের অবস্থার পরীক্ষা করিলে বিশেষ কিছু জ্ঞানলাভ হইবে না। কারণ বর্ত্তমান সময়ে একটা সাময়িক অপ্রধান অবস্থা প্রধান হইয়া মূল সত্যকে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে। একজন সামান্য লোকের দর্শনের উপর নির্ভর করিলে অত্যন্ত এক দেশদর্শীর কথা সর্ব্বত্র প্রচলিত সত্যরূপে বর্ণনা করা হইতে পারে। স্ত্রীজাতির ও পুরুষজাতির পরস্পর সমত্ব ও বিশেষত্ব বিষয়ে যদি আমরা এদেশের বা অন্যদেশের প্রাচীনকালের বিধি নিয়মকে চিরন্তন বিধি বলিয়া গ্রহণ করি তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে পৃথিবীতে একদিন স্বর্গ-রাজ্য আসিয়াছিল কিন্তু যত দিন যাইতেছে পৃথিবী স্বর্গ হইতে ততই দূরে পড়িতেছে। কিন্তু এরূপ ধারণা সত্য নহে এবং ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপের প্রকাশের সহিত এ দর্শনের কোন যোগ নাই। আমরা প্রাচীন নিয়মকে মান্য করি কিন্তু আমেরিকার উন্নতিশীল জাতি আপনাদিগকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন। তাঁহাদিগের সমাজে কোন বিশেষ অধিকারের বিষয় নিদ্ধারণ করিতে হইলে তাঁহারা অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, কারণ তাঁহাদের অতীত ইতিহাস নাই। তাঁহারা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি করেন। ভবিষ্যতের সমাজ, অর্থাৎ অধিকতর উন্নত সমাজ কিরূপ অধিকার দান করিবে তাহাই তাঁহাদের ভাবিবার বিষয়। উপস্থিত বিষয়ের আলোচনা করিতে আমরা কতকটা আমেরিকার লোকদিগের পথ-গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। আমরা যে ধর্ম্মবিশ্বাস লাভ করিয়াছি তাহা আমাদিগকে বলিয়াছে যে পৃথিবীতে দিন দিন স্বর্গ অবতীর্ণ হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও হইবে। আমরা বিশ্বাস করি যে পূর্ণ সময়ে স্বর্গের দেবতার ইচ্ছা পৃথিবীতেও পূর্ণ হইবে—অর্থাৎ পৃথিবী স্বর্গ হইবে। আমরা স্বর্গ হইতে বহুদূরে পড়িয়া আছি, সত্য, তথাপি স্বর্গের আদর্শ ভিন্ন অন্য আদর্শ লইতে পারি না। এজন্য বর্ত্তমান বিষয়েও সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আলোচনা করিতে আমরা বাধ্য।

মঙ্গলময় পরমেশ্বর পৃথিবীকে ধনে-ধান্যে সুসজ্জিত করিয়া তাহাতে মনুষ্যকে স্থাপন করিয়াছেন তিনি তাহাকে আপনার জ্ঞান প্রেম ও পুণ্য দান করিয়া আপনার পুত্রত্বে বরণ করিতেছেন। প্রাচীন ইতিহাসের প্রাচীনতম ঘটনারও বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে মঙ্গলময়ের বিধানে মনুষ্যজাতি জ্ঞানে, সভ্যতাতে সুখে সম্পদে অগ্রসর হইতেছে। ইতিহাস যে অল্প চারি পাঁচ সহস্র বৎসরের দুই চারিটা ঘটনার সংবাদ বলিতে পারে তাহাতেও দেখা যায় যে দয়াময় দয়া করিয়া মনুষ্য-জাতিকে কত প্রেম পুণ্যে, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে উন্নতি দান করিয়াছেন। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্থান পাইয়া মানুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের

ধন সম্পদ জ্ঞান ধর্ম্ম লাভ করিয়াছে, কিন্তু একটু পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যায় সেই প্রাচীনকালেও কোন এক দেশে একটি বিশেষ সামগ্রী বা জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা অচিরে পৃথিবীর নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। রোম নগরের মহিলাগণ চীনদেশের রেশমের বস্ত্র ব্যবহার করিতেন এবং জাপানের ধর্ম্মপিপাসুগণ শাক্যসিংহের প্রচারিত নির্ব্বাণধর্ম্ম লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, জাহাজ প্রভৃতি হইয়া যেমন এক দেশের দরিদ্র লোকও অত্যন্ত দূরদেশ সম্ভূত প্রয়োজনীয় সামগ্রী অতি সহজে লাভ করিতেছে, সেইরূপ একদেশে একটি নূতন যন্ত্র আবিষ্কার হইলে অথবা নূতন সত্য প্রকাশ হইলে তাহা অচিরে সকল সভ্য দেশের লোকের পক্ষে সুলভ হইতেছে, অতীত কালের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিলে বলা যাইতে পারে যে প্রাচীনকালের রাজরাণী যে সুখ সুবিধা ভোগ করিতে পারিতেন না বর্ত্তমান সময়ের ভিখারিণী তাহা ভোগ করিতেছে, অতি প্রাচীনকালের পণ্ডিতগণের জ্ঞানের সমষ্টি অপেক্ষা বর্ত্তমানের মূর্খের জ্ঞানের সমষ্টি হয়ত অত্যন্ত অধিক। বিজ্ঞান যেরূপ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে বিশ্বাস করিতে হয় যে আর পঁচিশ বৎসরের মধ্যে পৃথিবী এত উন্নত হইবে যে, তখনকার লোক এখনকার লোককে অজ্ঞ কৃপাপাত্র মনে করিবে। সমগ্র মনুষ্য জাতির শত অভাব দুঃখ হীন অবস্থার কথা যতই কেন বলিনা

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে মনুষ্য ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র—তিনি তাহাকে আপনার জ্ঞান প্রেমপুণ্য আনন্দ অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে দান করিতেছেন এবং চিরদিনই করিবেন। স্বর্গে সেই পূর্ণসত্য, পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণপ্রেম, পূর্ণআনন্দ আপনার সন্তানগণকে অবাধে সত্যজ্ঞান প্রেমপুণ্য আনন্দ নানাভাবে নানাআকারে অজস্র দান করিতেছেন এবং দেব দেবীগণ কৃতার্থ হইয়া, পূর্ণকাম হইয়া, তাঁহার জয়গান করিতেছেন আনন্দ করিতেছেন এবং পরস্পর পরস্পরকে তাঁহার প্রেমের কথা বলিয়া সুখী হইতেছেন। আমাদিগের বিশ্বাস যে সৃষ্টির ইহা অভিপ্রায় এবং বর্ত্তমানে রোগ শোক পাপ তাপ, দুঃখ দারিদ্রের ভিতর দিয়া মঙ্গলময় ঈশ্বর মনুষ্যকে সেই সুখ নিকেতনের দিকে লইয়া যাইতেছেন। মনুষ্য জাতি বিষয়ে বিধাতার এই অভিপ্রায় হইলে এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে তিনি নর ও নারী উভয় জাতিকে এই অধিকার দিবেন না কেবল একজাতিকে দেবতা করিয়া অপরকে হীনাবস্থায় রাখিবেন। এরূপ অবিচার অবশ্য সম্ভব নহে, এবং কোন মনুষ্যই এ কথা বলেন না। আমরা বিশ্বাস করি সকল নরনারী ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র কন্যা এবং স্বর্গের নিয়মে সকল পুত্র কন্যার সত্য জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য আনন্দ প্রভৃতি লাভ ও সম্ভোগ বিষয়ে এবং পিতাকে গৌরব ও ধন্যবাদ দান করিয়া ধন্য হওয়া বিষয়ে নর ও নারীর সমান অধিকার। যদি বলা হয় যে নারী-

গণকে উচ্চ জ্ঞানের অধিকার দেওয়া হইবে না অথবা পুরুষকে প্রেমার্দ্র হইয়া সেবা করিতে অধিকার দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে বিধাতার মঙ্গল বিধানকে অগ্রাহ্য করা হয়। মধ্যযুগে ক্রীতদাস দ্বারা সকল পরিশ্রম বা পশুর কর্ম্ম করা হইত; তখন যে দাসের দ্বারা যে কার্য্য করা প্রয়োজন তাহার সেই শক্তি রক্ষা করিয়া নিষ্প্রয়োজনীয় শক্তিগুলি নষ্ট করিয়া দেওয়া হইত। যেমন যাহার দ্বারা গুপ্ত পত্র প্রেরণ করা হইত তাহার শ্রবণ শক্তির প্রয়োজন নাই বলিয়া তাহার সে শক্তি বিনাশ করা হইত। প্রয়োজন অনুসারে কাহারও বা চক্ষু নষ্ট করিয়া দেওয়া হইত। এরূপ ব্যবহারে ইহাই প্রকাশ পায় যে প্রভুর জন্য দাসের শরীর ও জীবন, তাহার নিজের কোন প্রয়োজন নাই বা সুখ সম্ভোগ নাই। বর্ত্তমান সময়ে সভ্য-দেশে সেরূপ দুষ্ট কার্য্য সম্ভব নহে, কিন্তু যদি ইচ্ছা করিয়া কেহ আপনার পুত্র-গণের চক্ষু কর্ণ চিন্তা ও প্রেম শক্তিকে উন্নত করিয়া দেন এবং কন্যাগণকে সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত রাখেন তাহা হইলে তাঁহার ব্যবহার বর্ত্তমান যুগের উপযুক্ত হয় না। ভগবান তাঁহার পুত্র ও কন্যাগণকে অনেক বিষয়ে সমান অধিকার দিয়াছেন। তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠধন শরীর ও মন। শরীরকে সুস্থ, পুষ্ট, সবল, কর্ম্মিষ্ঠ রাখিলে যে সুখ লাভ হয় ইহাতে নরনারীর সমান অধিকার। যদি উপযুক্তরূপ আহার, বস্ত্র, বিশ্রাম, ব্যায়ামাদি দ্বারা এক জাতির শরীরকে উন্নত ও সবল করা হয় এবং অপর জাতির উন্নতির কোন ব্যবস্থা না করা হয় তাহা হইলে গর্হিত পক্ষপাতিতা দোষ ঘটে ইহা সকলেই স্বীকার করি-বেন। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সকল শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বালিকা বিদ্যালয় এবং স্ত্রীবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইতেছে, ইহা অতি উত্তম কথা এবং প্রকৃত উন্নতির ভিত্তিভূমি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা নারীগণকে উচ্চ শিক্ষা দান করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া-ছেন তাঁহারাও মাতৃজাতির শারীরিক উন্নতির উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেছেন না। শরীর ও মন উভয়কে লইয়া মানুষ, একরে উন্নত না করিয়া অপরকে উন্নত করা কখনও মঙ্গলকর হইবে না, কারণ শরী-রের সহিত মনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, শরীরকে উন্নত না করিলে মনের উন্নতি অধিক সম্ভবপর হইবে না এবং সেরূপ উন্নতি দ্বারা উপযুক্ত ফল লাভ কখনও হইতে পারিবে না। যেমন শরীরের উন্নতি বিষয়ে তুল্য অধি-কার বলা হইল, তেমনই মনের উন্নতি বিষয়েও পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। শরী-রের দ্বারা সংসারের ভারবহন করিলে যেমন ভগবানের ইচ্ছাপূর্ণ করিয়া তাঁহাকে গৌরবান্বিত করা হয়, তেমনই সৃষ্টির বিবিধ বিষয়ের ভিতর দিয়া তাঁহার জ্ঞান ও প্রেম প্রকাশিত হইতেছে তাহা দর্শন করিয়া সে জ্ঞান ও প্রেম জীবনে পালন করিলে তাঁহাকে গৌরবান্বিত করা হয়। নব নব জ্ঞান লাভ করিয়া পুলকিত হইয়া ধন্যবাদ দান করাই স্বর্গের পরমসুখের কার্য্য।

পৃথিবীতে থাকিতেও আমরা যত আকাশে বাতাসে বৃক্ষলতাতে, সমুদ্র ও পর্ব্বতে তাঁহার জ্ঞান দর্শন করিব ততই পুলকিত হইব এবং ততই প্রাণ ভরিয়া ধন্যবাদ দিতে পারিব। যদি নারীজাতিতে এই জ্ঞানের অধিকার না দেওয়া হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে সেই পরিমাণে স্বর্গেও তাহার অধিকার নাই। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে এরূপ অবিচার কখনও সম্ভবে না। যদি পৃথিবীতে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য হয় তাহা হইলে ভগবান যাহাদিগের অন্তরে জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানশক্তির বীজ দিয়াছেন তাহাদিগকে যথাসম্ভব জ্ঞান লাভ করিবার অবকাশ দিতে হইবে। যাঁহারা আপনারা নরজাতির স্বাভাবিক অধিকার সকল লাভ করিতে ব্যস্ত, যাঁহারা অত্যাচারিত দীন, মূর্খ জাতিদিগের উন্নতির জন্য উদ্যোগী সে সমস্ত ব্যক্তির সর্ব্বাগ্রে আপনাদিগের গৃহের মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতিকে শরীর ও মনের উচ্চ অধিকার সকল দিয়া গৃহে সুবিচার ও সমতা সাধন করিতে হইবে। নরনারী উভয়ের আত্মা ভগবানকে পাইয়া সুখ, শান্তি, আনন্দে চিরদিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে ইহাই যদি বিশ্বাস, আশা ও আদর্শ হয় তাহা হইলে এই সমতার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করাই প্রত্যেক উন্নতশীল মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে ভগবানের শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ, প্রভৃতি লাভ করিবার ও তাহা ব্যবহার করিয়া ভগবানকে জয়যুক্ত করিবার অধিকার সকল নরনারীর আছে, এ বিষয়ে সমতা চিরদিন স্বীকার করিতে হইবে এবং সাধন করিতে হইবে। অপরদিকে উভয় জাতির বিশেষত্ব আছে তাহাও আলোচনা করিবার ও স্মরণ রাখিবার বিষয়। যদি কোন বিশেষ পরিবার বা কোন ক্ষুদ্র সমাজের প্রতি দৃষ্টি করা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে পুরুষ ও নারী মিলিত হইয়া সমাজের সর্ব্ববিধ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, ইহার মধ্যে কতকগুলি কার্য্য স্বাভাবিকভাবে পুরুষের দ্বারা সম্পাদিত হয় কতকগুলি কার্য্য নারীর দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং এই নিয়মের অধিক ব্যতিক্রম ঘটিলে সমাজের অনিষ্ট হয়। অবিকৃত স্বভাবের নিকট এই বিষয়ে আমরা যথেষ্ট আভাস পাইতে পারি। পক্ষীর কুলায় আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দেয়। কপোত ও কপোতী কিরূপে আপনাদিগের সন্তানগণকে প্রতিপালন শিক্ষা দান করে তাহা আমাদিগকে শান্তি-সমতা ও বিভিন্নতার দৃষ্টান্ত দেখায়। সামান্য গৃহস্থের গৃহে স্বভাবের নিয়মে, পূর্ব্বপুরুষগণের অনুকরণে ও বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষার প্রভাবে যেরূপভাবে কর্ত্তব্য বিভাগ হয় ও শান্তি এবং সামঞ্জস্য রক্ষা হয় তাহাও বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। যে সকল দেশের মহিলাগণ অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং উচ্চ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারাও আপন আপন গৃহে স্বাভাবিকভাবে কি কি বিশেষ কার্য্য করেন তাহাও আমাদিগের আলোচনা করিতে হইবে। পশুপক্ষী হইতে আরম্ভ করিয়া সভ্যতম দেশের পরিবার

পর্য্যন্ত সকল জাতির সাধারণ অবস্থা এই দেখিতে পাওয়া যায় যে শিশুপালন, শিশু-শিক্ষা, গার্হস্থ্য জীবনের আভ্যন্তরিক কর্ত্তব্য ভার বহন করা নারী জাতির বিশেষ কর্ত্তব্য ও অধিকার, রোগীর শুশ্রূষা, দুঃখীর সেবা, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা দান, নারী সাধারণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, বিশ্বপতির পূজা আরাধনা, স্তুতিগীতি, বিষয়ে ভক্তির পথ নারী জাতির বিশেষ পথ। নৃত্য, গীত, সেবা, বন্দনা দ্বারা দেবারাধনা করিয়া প্রাণে বিমল শান্তি লাভ করা স্বর্গের নারীগণের পরমানন্দের ব্যাপার। পৃথিবীর শিক্ষা, সাধনা, প্রসূতি, যদি নারীগণকে এই সকল বিষয়ে উন্নত করিয়া দেয় তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রকৃত উপকার করা হয়। শরীর মন আত্মার উন্নতি সকল নরনারীর সমান অধিকারের বিষয় কিন্তু তাহার মধ্যে জীবনের বিশেষ কর্ত্তব্য বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন। যদি শিক্ষিতা মহিলাগণ সূর্য্য ও শুক্রগ্রহের সংক্রামণ শুদ্ধ করিয়া গণনা করিতে পারেন কিন্তু রোগীর শয্যার আস্তরণ পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে অন্ধকার দেখেন, তাহা হইলে সকলে এক বাক্যে বলিবেন উপযুক্ত শিক্ষা হয় নাই, অপর যদি কেহ রন্ধনে ষোড়ষোপচার প্রস্তুত করিতে জানেন কিন্তু দুর্য্যোধন কি দোষে সবংশে নিধন হইল তাহা না জানেন, অথবা রুদ্ধ বায়ু অপেক্ষা মুক্ত বায়ু শরীরের পক্ষে উপকারী তাহা না জানেন তাহা হইলে বলিব কিছু শিক্ষা হয় নাই। কাব্য সাহিত্য ধর্ম্মশাস্ত্র সকল সাধারণ বিজ্ঞানালোক, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে সকল নরনারীর সমান অধিকার। যদি কেহ দরিদ্রের গৃহে জন্ম লাভ করিয়াছে বলিয়া অথবা স্ত্রীজাতি বলিয়া এই সকল সাধারণ জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ হইতে বঞ্চিত থাকে তাহা হইলে সে সমাজ বা দেশ দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হয়। স্বর্গে সকল নরনারী আপন আপন বিশেষ কার্য্য দ্বারা দেবতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছেন এবং সাধারণভাবে সকলে দেবতার জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যের মহিমা মহীয়ান করিতেছেন। সমাজ যদি সেই আদর্শে গঠিত ও নিয়মিত না হয়, যদি এক জাতি অপর জাতির প্রতি অবিচার করে তাহা হইলে সে দেশ বা সমাজ স্বর্গ হইতে বহুদূরে পড়িয়া থাকিবে।

ওডেসি।

ইলিয়াড কাব্য অনেকেই পড়িয়াছেন, কিন্তু ওডেসি অল্প লোকেই পড়েন। অন্ধ-কবি হোমার ইলিয়াড ও ওডেসি উভয় কাব্যেরই জন্মদাতা। হোমার অন্ধ ছিলেন, দ্বারে দ্বারে স্বরচিত কাব্য শুনাইয়া ভিক্ষা করিতেন। সেই মহা কবির জীবদ্দশায়, কেহ তাঁহাকে আদর করে নাই, তাঁহার মূল্য বোঝে নাই। ভিক্ষা করিয়া যাঁহাকে উদরান্নের সংস্থান করিতে হইত তাঁহার মৃত্যুর পর রোমের সপ্তগ্রাম তাঁহার মৃত দেহ লইয়া বিবাদ করিয়াছিল তখন সকলেই তাঁহাকে নিজ গ্রামের অধিবাসী বলিয়া গৌরবান্বিত হইতে চাহিয়াছিল।

রামায়ণের সঙ্গে ইলিয়াডের অনেক বিষয়ে মিল আছে, ও অনেক পার্থক্যও আছে। রামায়ণে যেমন সীতা হরণ, ও তাঁহার উদ্ধারের জন্য ঘোরতর সংগ্রাম ও সবংশে রাবণের বিনাশ, ইলিয়াডে তেমনি হেলেনা হরণ, তাঁহার উদ্ধারের জন্য দীর্ঘ-কালব্যাপী সংগ্রাম ও সবংশে ট্রয় রাজার বিনাশ। উভয় কাব্যেই একটী একটী নারীকে লইয়া সংগ্রাম, কিন্তু এই দুই কাব্যের দুইটী নারী চরিত্রে অনেক প্রভেদ। যাহা হউক এখানে এ বিষয়ে অধিক বলিবার স্থান নাই কিন্তু ইলিয়াড জানা থাকিলে ওডেসি বুঝিবার সুবিধা হয়, ইহা ব্যতীত দুইটী কাব্যের পরস্পর অনেক যোগ আছে। ট্রয় যুদ্ধে ইলিয়াডের শেষ ও ওডিসের আরম্ভ। ইলিয়াড যুদ্ধ ক্ষেত্রের কাব্য ও ওডেসি গার্হস্থ্য জীবনের কাব্য। ইলিয়াডের প্রাণ বীরত্ব ও যশ, ওডেসির আদর্শ শান্তিময় গার্হস্থ্য জীবন। এই সকল কারণে কেহ কেহ অনুমান করেন, ওডেসি বৃদ্ধ বয়সের রচনা। এক জন পণ্ডিত বলিয়াছেন, হোমার পুরুষদের জন্য ইলিয়াড ও নারীর জন্য ওডেসি রচনা করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ট্রয় যুদ্ধ দীর্ঘ-কালব্যাপী হইয়াছিল। নানাস্থান হইতে অনেক নরপতি উভয় পক্ষ দ্বারা আহূত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধ অবসানে হতাবশিষ্ট রাজগণ স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কেবল ইথাকাদ্বীপ-রাজ তাঁর রাজ্যে ফিরিয়া যান নাই তাঁহার প্রজাগণ রাজার কোনও সংবাদ পায় নাই। ট্রয়ের পতনের পর প্রায় দশবৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার পত্নী পেনেলোপ ও তাঁহার বৃদ্ধ পিতা লেআরটিস এবং তাঁহার পুত্র টেলি-মেকস তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন।

নিরুদ্দিষ্ট ইউলিসাসের জন্য সেই রাজপরিবার শোকার্ত্ত, ইহা ভিন্ন সেই অনাথ পরিবারে আর এক বিষম অনর্থ উপস্থিত হইয়াছিল। কতকগুলি নীচাশয় ব্যক্তি, পেনেলোপের পাণিগ্রহণে ছু হইয়া রাজপ্রাসাদে সততই মহাকলরব করিতে লাগিল। পেনেলোপ স্বামীর সংবাদ না পাইয়া শোকে-মগ্ন ছিলেন, ও তদুপরি ইহাদের উৎপাতে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইথাকা ও তাহার অধীনস্থ দ্বীপ সমূহের সম্ভ্রান্তবংশীয় পুরুষগণ, সেই নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর পত্নীকে যাঁহাকে তাহারা বিধবা রাণী মনে করিত, তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য রাজপ্রাসাদে সমবেত হইয়া-ছিল। পেনেলোপ দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি-তেন, ইউলিসাস এখনও জীবিত আছেন, কিন্তু কেহই সে কথা গ্রাহ্য করিতেন না। কিন্তু পেনেলোপ তাহার কোন প্রমাণ দেখাইতে পারিতেন না। পাণিপ্রার্থীগণ বলিতেন, দেশের রীতি অনুসারে তুমি আমাদের ভিতর হইতে একজনকে মনো-নীত কর, যিনি সেই মৃতবীরের স্থান অধিকার করিবেন, ও রাজার সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা তাঁহার উচ্চপদ ও ঐশ্বর্য্য, কি তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা

কঠিন। ইহাই সম্ভবে যে তাঁহারা তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হন নাই।

রাণী পেনেলোপ বিংশতিবর্ষ বয়স্ক পুত্রের জননী সুতরাং তিনি নিতান্ত অল্প-বয়স্কা নন, তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য অবশ্যই কালে হ্রাস পাইয়াছিল।"

যে যাকে ভালবাসে সে তাহাকে সুন্দর দেখে, প্রেমেই সৌন্দর্য্যের জন্ম: পেনে-লোপ বলিয়াছেন, ইউলিসিসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সৌন্দর্য্য চলিয়া গিয়াছে, এবং তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও প্রকাশিত হইবে। তাঁহার এই শোক-বিলাপে তাঁহাকে আরও সুন্দর দেখায়।

পেনেলোপের পাণিগ্রহণেচ্ছুগণ, অনুপ-স্থিত ইউলিসাসের প্রাসাদে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বাস করিতেছে। পেনেলোপের পুত্র টেলিমেকস, অনভিজ্ঞ যুবক, সে, সেই প্রাসাদে আপনার প্রভুত্ব ক্ষমতা দেখাইতে পারিতেছে না। এইরূপ অবস্থা ঘটা কিছুই অসম্ভব নয়, কারণ যদিও সে সময় দেশ অনেক সভ্য হইয়াছিল, তবুও তখনও বর্ব্বর-অত্যাচার, অনধিকার প্রবেশ অপ্র-চলিত ছিল না। যে রাজা আপন রাজ্য পদ আপনি রক্ষা করিতে না পারিতেন, তাঁহার রাজ্য সম্পদ রক্ষা হওয়া সুকঠিন হইত। ইহার আর এক কারণ এই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, রাজার সম্পত্তি সাধারণের অধিকার আছে ও সম্ভ্রান্তবংশীয়গণ যাহারা রাজার সহচর হইবার যোগ্য তাহাদের জন্য রাজপ্রাসাদ মুক্ত থাকে।

টেলিমেকসই পিতার একমাত্র পুত্র, তিনি ও তাঁহার মাতার এমন কোন আত্মীয় ছিলেন না, যিনি এই সকল অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে পারেন। তা ছাড়া তাঁহার চরিত্রে দুর্ব্বলতা ও ভীরুতা ছিল, যাহা বীর-পিতার পুত্রের পক্ষে শোভা পায় না। তিনি গৃহে আদর যত্নে বর্দ্ধিত হইয়াছেন, তিনি কোমল-প্রকৃতি, কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র। যেরূপ অরাজকতা, অত্যাচার সেখানে ছিল, তাঁহার স্বভাব, একেবারেই তার উপযোগী ছিল না, সেই সমস্ত অত্যাচারীদেরও তাঁর স্বভাব বুঝিবার বাকী ছিল না।

ক্রমশঃ।

আহ্নিক।

তুমি কি আহ্নিকপূজা কর না? তুমি নাকি সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও ঈশ্বরের নাম লও না? কি আশ্চর্য্য! প্রকৃত হিন্দু যাঁহারা তাঁহারা দিনের মধ্যে তিন সন্ধ্যা স্তব করেন; মুসলমান ধার্ম্মিকেরা পাঁচবার নমাজ পাঠ করেন; খৃষ্ট ভক্তেরা দুইবার ভজনা করেন। কিন্তু তোমাকে একবারও তো পূজা করিতে দেখা যায় না। তুমি হয়তো এই কথা বলিবে, আমার সময় নাই, অবকাশ নাই। প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান আহারাদি করিয়া তাড়াতাড়ি কার্য্যালয়ে আসিতে হয়, আবার সমস্ত দিন খাটিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সংসারের কর্ম্ম একটু দেখিতে হয়, অবকাশ কিছুই থাকেনা; পূজা কখন করিব? ভাই এটি মিথ্যা ওজর। কেননা পূজার জন্য তোমাকে দুই ঘণ্টা পাঁচ

ঘণ্টা দিতে বলিতেছি না। প্রত্যহ ৫ মিনিট কি দিতে পার না? ভক্তির সহিত ঈশ্বরকে পাঁচ মিনিট ডাকিলে যথেষ্ট ফল হয়। তোমার এ যুক্তি তবে কাটিয়া গেল। তোমার অপর যুক্তিটীও অসার। তুমি বল আমার পূজা করিতে কিছুমাত্র ইচ্ছা হয় না, আবশ্যকতাও বোধ হয় না। কেহ কেহ এরূপ বলেন যে খাইবার ইচ্ছা হয় বলিয়া খাই, টাকা উপার্জ্জনের ইচ্ছা হয় বলিয়া টাকার চেষ্টা করি; কিন্তু আহ্নিক পূজার স্পৃহা হয় না, সুতরাং তাহা করি না। রোজ রোজ যে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে চুপ করিয়া বসিয়া ঈশ্বরকে ডাকিব, এরূপ তো প্রবৃত্তি হয় না, হইলে করিতাম। আচ্ছা ভাই তুমি পৃথিবীর সকল দেশীয় ভক্ত-দিগকে জিজ্ঞাসা কর তাঁহারা যেমন ক্ষুধ বোধ করেন তেমনি পূজার অভাব বোধ করেন কি না। তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন যে আহারের সময় যেমন ক্ষুধায় কাতর হইয়া খাইবার জন্য দৌড়িতে হয় সেইরূপ আহ্নিক পূজার সময় হইলেই মন ব্যস্ত হইয়া উঠে; আর যেমন দুই এক দিন আহার না করিলে শরীর দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইয়া পড়ে. পূজা বিনা আত্মারও অবস্থা ঠিক্ সেই প্রকার হয়। সাধু ভক্তেরা বাস্ত-বিক ঈশ্বর আরাধনার জন্য লালায়িত হন এবং এক দিনও উহা বন্ধ করিতে পারেন না। তোমার যে সেরূপ ব্যবস্থা হয় না সে কেবল তোমার আত্মার বিকৃত ও অসুস্থ অবস্থার জন্য। কিছু দিন না খাইলে অথবা জ্বর হইলে যেমন শরীর বিকৃত হয় এবং ক্ষুধাবোধ হয় না, আবার জ্বর ছাড়িয়া গেলে নিয়মিত সময়ে প্রতিদিন খাইতে খাইতে যেমন ক্ষুধার উদ্রেক হয়, সেইরূপ তুমি যদি আত্মার বিকার ঘুচাও এবং কয়েক দিন নিয়ম মত আহ্নিক পূজা দ্বারা আত্মাকে পুষ্ট কর অচিরে বিলক্ষণ ক্ষুধা বোধ হইবে, এবং ঐ পূজা এত আবশ্যক ও উপাদেয় মনে হইবে যে এক দিনও উহা ছাড়িতে পারিবে না। মানুষ কেবল আবশ্যক বলিয়া যে আহার করে তাহা নহে, ভাল সামগ্রী খাইলে সুখও হয়। ঈশ্বর পূজাতে সেইরূপ আনন্দ অনুভব হয়। রোজ রোজ অন্ন খাই বলিয়া কি আমাদের ভাতে অরুচি হয়? পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত খাইলে খুব তৃপ্তি হয়। প্রতিদিন পূজা করিলে তাহার সঙ্গে এমন নূতন নূতন ভাব আইসে যে পূজা করা একটী আনন্দের ব্যাপার হইয়া উঠে এবং ক্রমে উহাতে বিলক্ষণ লোভ জন্মে। যদি এ কথার প্রমাণ চাও, ভাই তুমি নিজে কিছুদিন পূজা করিয়া দেখ। আমি নিশ্চয় বলিতেছি ভক্তির সহিত দয়াময় জগদী-শ্বরকে ডাকিতে ডাকিতে তুমি শেষে মোহিত হইয়া পড়িবে, তোমার চক্ষু হইতে আনন্দ ধারা পড়িবে, এবং শরীর মন সুখ-সাগরে ডুবিবে। শেষে আহ্নিক পূজা ছাড়া দূরে থাকুক, কখন্ পূজার সময় আসিবে, কখন পিতার কাছে বসিয়া আনন্দের সহিত ডাকিবে, তাহার প্রতিক্ষায় থাকিবে। ঈশ্বরকে ডাকিলে তোমার চরিত্র ভাল হইবে, তোমার পাপ অকল্যাণ সব কাটিয়া যাইবে, তোমার সংসারে সুশৃঙ্খলা হইবে, লোকের প্রতি তোমার দয়া হইবে, তুমি সাধু ও সচ্চরিত্র হইয়া সপরিবারে সবান্ধবে

সুখে জীবন যাপন করিবে। ভাই আর বিলম্ব করিও না। আগামী কল্য হইতেই আহ্নিক পূজা আরম্ভ কর। আজি ঘরে গিয়া সঙ্কল্প কর, যে যত দিন বাঁচিবে প্রতিদিন অন্ততঃ একবার ভক্তির সহিত জগদীশ্বরকে ডাকিবে। প্রথমে কেবল দুই পাঁচটি কথা বলিয়া আরম্ভ কর, যথা—"হে জগদীশ্বর আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে পতিত পাবন তুমি আমাকে দয়া করিয়া পাপতাপ হইতে উদ্ধার কর।" প্রতিদিন নিয়মিত রূপে প্রাতঃকালে এই কয়েকটী কথা বলিয়া ঈশ্বর পূজা করিবে। পরে কি করিতে হইবে তাহা জানিতে পারিবে।

(উদ্ধৃত)

শিক্ষার আদর্শ।

শিক্ষার আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত তাহা লইয়া সভ্য জগতে নানা আন্দোলন চলিতেছে। শস্যের বীজ বপন করিবার একটি সুসময় আছে, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের আনুকূল্য এবং সুযোগ অবহেলা করিলে যেমন ভবিষ্যতে সুফল লাভের কোন আশা থাকে না, তেমনি, যে শিক্ষা মানবের সমগ্র জীবনকে গঠন করিয়া তুলিবে সে শিক্ষার বীজ শিশুকালেই মানব মনের মধ্যে নিহিত করিয়া না দিলে কালে তাহা ফলদায়ক হয় না। সেই জন্য মনীষিগণের অনুসন্ধিৎসু চক্ষু এখন শিশু জীবনের দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। একটি শিশুবৃক্ষকে জন্ম দান করিয়া, আমরা প্রতিদিন যদি তাহার দিকে লক্ষ্য রাখি, তবে তাহার নব নব বৃদ্ধি, বিকাশ এবং বৈচিত্র্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই, কিন্তু মানবশিশুর মন তাহা অপেক্ষা কত জটিল এবং বিচিত্রতায় পূর্ণ। তাহার প্রাণের মধ্যে যে অজস্র লীলাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে সান্ধ্য গগনের বর্ণ শোভার মত তাহা বিচিত্র বটে। কিন্তু তাহার মত ক্ষণিক নহে, কারণ একটি পরম চৈতন্যের সঙ্গে তাহার যোগ রহিয়াছে এবং একটি মৃত্যুহীন সার্থকতার মধ্যে তাহার পরিসমাপ্তি আছে।

শিশুদের মনন শক্তি তাহাদের রুচি কল্পনা অনুধাবন করিয়া পণ্ডিতগণ অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন। পল কেরাস্ (Paul Carus) এ সম্বন্ধে এক খানি পুস্তক লিখিয়াছেন। প্রথমতঃ শিক্ষা দিতে হইলে যে কোন শিক্ষাই হোক না, তাহার আদর্শ সম্বন্ধে শিক্ষকের মনে একটি সংস্কার বর্জ্জিত ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে পল্ কেরাস যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অনুশীলন যোগ্য।

শিক্ষার আদর্শ কি তাহা সম্পূর্ণ করিয়া বলা বড় কঠিন। কোন একটি নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি সকল জাতি, কাল এবং মনের পক্ষে সমান উপযোগী হইবে ইহা হইতে পারে না। আবার সভ্য জগতে, কোন শিক্ষিত ব্যক্তির অনুষ্ঠিত এমন কোন আদর্শ কর্ম্ম নাই যাহা দ্বারা তাহার শক্তির সম্পূর্ণতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

শিক্ষার যেমন নানা বিষয় আছে, সেই সেই বিভাগস্থ জ্ঞানীগণের তাহার আদর্শ সম্বন্ধে মতের স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

কোন কোন আত্মবাদী সম্প্রদায়

বলিয়াছেন—জড়ের উপরে আধ্যাত্মিকের প্রভাব যত বিস্তৃত হইবে, শিক্ষার উৎকর্ষতা সেই অনুসারে বুঝিতে হইবে। এ স্থলে আধ্যাত্মিক উন্নতি বলিতে তাঁহারা ধর্ম্মাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি নৈতিক নিয়ম রক্ষা পালন করাকেই স্বীকার করেন।

আবার জড়বাদী পণ্ডিতগণ বলিবেন জড়ের অভিব্যক্তি অনুসারে মানবের শিক্ষার সম্পূর্ণতা অগ্রসর হইবে। যে পরিমাণে বাহ্য প্রকৃতি স্থূল হইতে সূক্ষ্মতার দিকে যাইতেছে, সমাজ-সভ্যতা সেই উন্নতি অনুসারে গঠিত হইতেছে।

এই সকল মতের কোনটাই সম্পূর্ণ এবং অভ্রান্ত বলিয়া মানিতে পারা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে, মানব জীবনের মধ্যে সত্য যে পরিমাণে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, পূর্ণ শিক্ষা, মনের উৎকর্ষ, সেই পরিমাণে সাধিত হয়।

যদিও সত্যের মানদণ্ডে আমরা সভ্যতার আদর্শকে মাপিতেছি, কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যাইবে না যে, দেশ, কাল এবং পাত্রভেদে এবং বিভিন্ন বিষয় সমূহের মধ্যে, একই সত্য বিচিত্র মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষের মনের গতি যেমন নানা ধারায় প্রবাহিত কর্ম্ম জগতে যেমন বিষয় বিভাগের অন্ত নাই, সত্যের আদর্শ তেমনি অশেষ এবং বিচিত্র এবং কোন একটি বিশেষ নিয়ম বা শৃঙ্খলার দ্বারা আবদ্ধ হইবার নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—সমাজ সংস্কারকগণ নারীজাতির সংরক্ষণে সমাজ মধ্যে তাহাদিগকে যথোপযুক্ত স্থান এবং ন্যায্য অধিকার দানে—বাণিজ্যবিদ্‌গণ লোক সংখ্যা, রেলপথ স্থাপন এবং যন্ত্রচালিত যানাদির বৃদ্ধিতে এবং রাজস্ব সচীবগণ রাজ্যস্থ অর্থ ভাণ্ডারের সুপরিচালন এবং সচ্ছল অবস্থাতে সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব পরিমাণ করেন।

কিন্তু মানব মণ্ডলীর পদ গৌরব এবং দেশের উন্নত এবং শ্রেষ্ঠ সভ্যতা, সন্তানগণের শৈশব শিক্ষার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। এই দায়িত্ব পূর্ণ সত্যটি পিতামাতার সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়।

প্রাণী জগতের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে গঠন যন্ত্রের স্থূলতা অনুসারে যে প্রাণী যত নিম্ন স্তরের তাহারা ততই স্বাবলম্বন-শক্তি বিশিষ্ট হয়। মৎস্যাদি যে ডিম্ব প্রসব করে, তাহার পর মুহূর্ত্তে আর তাহাদের সঙ্গে কোন নির্ভর সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু যতই সেই স্থূলতা সূক্ষ্মতায় পরিণত হয় মনের প্রভাব ক্রমে যতই তাহার মধ্যে পরিস্ফুটতর হইয়া আসে, ততই সে জন্ম মাত্রে অসহায় এবং অবলম্বনকাতর হয়। সেই জন্য সকল প্রাণী অপেক্ষা মানুষের সহায় এবং পরিচালক এমন একান্ত প্রয়োজনীয় হয়।

স্খলিত চরণ অসহায় অপটু মানবশিশুকে জননী পরম সহিষ্ণু এবং অশ্রান্ত স্নেহে দৃঢ়পদে সুপথে চালনা করিতে শিখান, যেন একটি একাগ্র প্রেম সমস্ত অন্ধ, লক্ষ্য ভ্রষ্ট মানবযাত্রীকে অভয় দান করিয়া সত্যের পথে, শক্তির পথে, মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন।

শিক্ষার সম্পূর্ণতা কিসে হয়? প্রাপ্তজ্ঞানকে অতীত সম্পদের মত রক্ষা করা-

তেই জ্ঞান লাভের সম্পূর্ণতা হয় না। ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া যাওয়া নবনব কালের নবনব শক্তি ও ভাবের মধ্যে সত্যকে নূতন করিয়া লাভ করিতে হইবে। আমাদের পিতৃ পিতামহ হইতে আমাদের সন্তানগণ অগ্রবর্ত্তী হইবে, জ্ঞানালোকে তাহাদের দৃষ্টি আরও সুদূরে প্রসারিত হইবে এবং প্রেমের মহত্ত্বে তাহাদের কর্ম্ম আরও গৌরবান্বিত হইয়া উঠিবে। মহাকবি গায়টে বলিয়াছেন "পিতার চেয়ে পুত্র আরও শ্রেষ্ঠ হউক।"

পিতামাতার আজীবন সাধনা সন্তানের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠিতে দেখিলে তাঁহারা নিজেকেও সার্থক মনে করেন। জীবনের পুরাতন দীপ যখন স্তিমিত হইয়া আসে তখন আর একটি তরুণ শিখাকে জ্বালাইবার জন্য যে শক্তি সে ঢালিয়া দিয়াছিল সেই নূতন শিখার দীপ্ত তেজের মধ্যে সে নিজেরই স্বার্থকতা দেখিয়া কৃতার্থ হয়।

পল্ কেরাস শিশু জীবন সম্বন্ধে আরও কি নূতন কথা বলিয়াছেন তাহা বারান্তরে আলোচনা করিবার রহিল।—

মহিলাদিগের রচনা।

এ সংসারে মানুষ কদিনের জন্য আসে যখন এ কথা বসে ভাবি ও এ সমস্ত কিছুই চিরদিনের নয়, এই যে আত্মীয় স্বজন, ভাই বন্ধু, ঐশ্বর্য্য সম্পদ আত্মগৌরব ধনের অহঙ্কার এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় চলিয়া যায় কিছুই চিরস্থায়ী নয়, তখন আমাদের মনের অবস্থা কিরূপ হয়? তখন স্বভাবতই মনে কি হয় না যে তবে কেন আমরা অনিত্য সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া ও অসার ভোগ সুখে রত হইয়া সেই নিত্যসত্য পরাৎপর পরব্রহ্মকে ভুলিয়া রহিয়াছি? যাঁহাকে পাইলে নিত্যসুখ লাভ হয়, যাঁহাকে লাভ করিলে সকল দুঃখ দূরে যায়, যাঁহাকে লাভ করিলে ভবে আর কোন ভয় থাকে না শোক তাপ বিঘ্ন পরীক্ষায় কিছু করিতে পারে না সেই সন্তাপহারী বিঘ্নবিনাশন ভগবানকে ভুলিয়া কেন রহিয়াছি। কিন্তু ভগ্নী! সে রকম মনের ভাব আমাদের কতক্ষণের জন্য স্থায়ী হয়? তখনই কি আবার সংসারের প্রবল স্রোতে মন ভাসিয়া যায় না? তখনই কি আবার মন আমার আমার বলিয়া ছোটে না? তিনি যে প্রতিপদে প্রতিমুহূর্ত্তে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া আমাদের দেখাইয়া দিতেছেন এ পৃথিবীর ধন সম্পদ কিছুই নয় সকলই মায়ার খেলা সকলই অসার, তবু কি আমাদের এ অবোধ মন বোঝে? না প্রাণ তেমন আকুল হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করে? যদি যথার্থই আমাদের প্রাণ তেমন আকুল হইত তাঁহার জন্য, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি আমাদের প্রাণে দেখা দিতেন, আমরা এমন করিয়া কল্পনার চক্ষে স্বর্গ রচনা করিয়া কিংবা কল্পনার চক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে কখনই পারিতাম না। যথার্থ প্রাণের ভিতর তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া সেই সার সত্য ব্রহ্মধন আমরা জীবনে লাভ করিয়া চিরদিনের

মত শান্তিলাভ করিতে পারিতাম। তাই বলি ভগ্নী! আমরা যদি প্রতিজনে সময় থাকিতে তাঁহাকে চিনিয়া লই ও সব চেয়ে আপনার বলিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে শিখি তাহা হইলে আমাদের পক্ষে কত মঙ্গল হয়, আমরা এই শোক তাপ পূর্ণ পৃথিবীতে সকল সময় সেই মঙ্গলময় পিতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ও তাঁহার প্রতি একান্ত নির্ভর স্থাপন করিয়া অটল ও স্থির থাকিতে পারি। প্রিয়জনের অসহ্য বিচ্ছেদ যাতনাও আমরা স্থির ও শান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারি, কারণ আমরা জানি ও বিশ্বাস করি আবার আমরা হারান জিনিষ সব পাব, আবার আমরা একদিন সেখানে গিয়া সকলে মিলিত হইব। যেমন আমাদের কবি গাহিয়াছেন ;—

অনন্ত জীবন-পথে আনন্দে চলিয়া যাও
অনন্ত নামের সারি নির্ভয় অন্তরে গাও
নাহি হেথা আরাম বিরাম।
এজীবন পরপারে আছে অমর জীবন
যথায় বিরাজ করে অমর দেবতাগণ
মরণের পরে শান্তিধাম॥

এক ঘণ্টা সময়ের ব্যবহার।

বসে থেকেও এক ঘণ্টা সময় কাটান যায় কিন্তু আমাদের যিনি সৃজন কর্ত্তা তিনি যে এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম করেন না এ কথা ভাব্‌লে কোন্ লোক এক ঘণ্টা সময় বৃথা কুঁড়েমি করে কাটাতে পারে? আমরা শিক্ষক ও পিতামাতার কাছে শুনেছি যে সময় নষ্ট করা পাপ, এ কথার অর্থ কি? কেন পাপ হবে, পাপ কি? অনেকে ভাবে গেলই বা সময়, কত সময় এখনও পড়ে রয়েছে। কিন্তু সময় পড়ে থাকে না, সময় চলে যাচ্ছে। বিশ্ব জগতের দেবতা যেমন এক অনির্ব্বচনীয় অচিন্তনীয় উপায়ে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বিশ্বের কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁর যেমন বিরাম নাই বিশ্রাম নাই ক্লান্তি নাই শ্রান্তি নাই, তেমনি তিনি মানুষের প্রত্যেকের জীবন দানের পরেই তার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত কাজ নির্দ্ধারিত করে দিয়েছেন। ভগবান কখনও কোন লোককে বসে থাকতে বলেন না। কাউকে বলেন না তোমার উদ্দেশ্য বিহীন জীবন। যে বলে আমার জীবনের উদ্দেশ্য নাই বৃথায় এ জীবন বয়ে গেল, সে মহা ভ্রান্তিতে পড়েছে, সে অবিশ্বাসের অন্ধকারে আপনাকে ডুবিয়েছে, তাই সে লোকের সামনে এ কথা বলতে পেরেছে। যে ভগবানে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে, যে তাঁরি কাজে জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে, সে কখনও চিন্তাও করতে পারে না যে আমার কাজ নাই; তার কাছে ভগবান নিজে কাজ যুটিয়ে দিচ্ছেন। মানুষ কখনও স্থির থাকতে পারে না। যদি কোন মানুষ শারীরিক কার্য্যে অলস হয়, তার মন কখনও ঘুময় না। মন তার সদা জাগ্রত। সর্ব্বদাই মন ভাল কি মন্দ চিন্তাতে মগ্ন থাকে। স্কুলের পর যে এক ঘণ্টা সময় তখন আমরা ভগবানের কি কাজ করতে পারি? ভগবানের কাজ কি? পরস্পর পরস্পরের কাজ করলেই ভগবানের কাজ করা হয়।

নিজের উন্নতি সাধন করলেই ভগবানকে সন্তুষ্ট করা হয়। সারা দিনের কাজের পর যেটুকু সময় পাওয়া যায় তখনই আত্ম চিন্তা করা উচিত। পৃথিবীতে যতই জ্ঞানের আলোক বিকশিত হচ্ছে ততই যেন মানুষের মনের অপূর্ণতা বাড়ছে ; মানুষ এত শিক্ষা পাচ্ছে. এত জ্ঞান পাচ্ছে, তবু যেন কি তার পাওয়া হয়নি এ রকম ভাবে সে ছুটে বেড়াচ্ছে। সেই যে না পাওয়া জিনিস সেটা কি ? সে কেবল আপনাকে আপনি পাচ্ছে না কোথায় গেলে তা পাবে কেউ জানে না অথচ সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোথায় গেলে পাওয়া যাবে ? কোথাও যেতে হবে না কেবল ঘরে বসে চিন্তা করলেই পাওয়া যায়। জীবন কোন্ দিকে যাচ্ছে, জীবনের এখনও কি দোষ আছে ত্রুটি আছে, কোথায় গিয়ে একটু বাদ্‌ছে কোন্ নিভৃত স্থানে গিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে অমিল রয়েছে, এইগুলি খুব ভাল করে চিন্তা করে জীবনকে বিশুদ্ধ পবিত্র করে প্রত্যেক কাজের পূর্ব্বে সেই মহাকর্ম্মী যিনি তাঁকে সহায় করে তাঁর বল ভিক্ষা করে চলতে শিখিলেই আপনাকে পাওয়া হল এবং আপনাকে পেলেই পরে ভগবানকে পাওয়া হবে। এই মুহূর্ত্তের একটা কাজ আমি হয়তো কুঁড়েমি করে, না করে, পরে করবার জন্য রেখে দিলাম ; কিন্তু যে সময়ে আমার কাজটী করা উচিত ছিল সেই সময় তো আর ফিরে আসবে না। সে সময় যে অকূল সময় সাগরে বিলীন হয়ে গেছে। এইখানেই জীবনের এক মহা ত্রুটী রয়ে গেল। এইরূপে আমাদের অলক্ষিতে কত যে ত্রুটী হচ্ছে, কত যে অন্যায় হয়ে যাচ্ছে আমরা বুঝতে পারি না। এইজন্য দীনান্তে একবার ভগবানকে বলি হে দেবতা জেনে না জেনে তোমার সম্বন্ধে তোমার সন্তানগণের সম্বন্ধে যত পাপ করেছি ক্ষমা কর। সারাদিনের মধ্যে কখন কত সময় বৃথা নষ্ট করেছি এ কথা কেন প্রতিদিন আমাদের মনে জাগরিত হয় ? কেন ভাবি কিছু কাজ হচ্ছে না কাজ পড়ে রয়েছে এ কথাই বা কেন প্রতিদিন মনে হয় ? বাস্তবিকই আমাদের প্রতিজনের জীবনের কি এক মহা উদ্দেশ্য রেখেছেন যা আমাদের প্রতিজনকে সম্পাদন করতেই হবে। সেই উদ্দেশ্য জানবার জন্য মন এত অস্থির হয়, ক্রমে সেইটা জানতে পারলেই সকল চিন্তা বিদূরিত হয়। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য আছে। চিন্তা করে আমাদের জানতে হবে যে সেটা কি, এবং প্রভুর চরণে প্রাণ সমর্পণ করে দিয়ে তাহা সম্পাদন করতে হবে। যাঁরা প্রতি মুহূর্ত্তের সংব্যবহার করিতে জানেন এবং সংব্যবহার করেন তাঁহারাই জীবনে ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদেরই জন্ম সার্থক। আমরাও যখন গুরুজনদের কাছে শুনিয়াছি যে সময় নষ্ট করা কর্ত্তব্য নয় এবং বাস্তবিক বুঝিতেও পারি যে যত মহৎ লোক পৃথিবীতে সৃজিত হইয়াছেন সকলেই সময়ের সংব্যবহার করিয়াছেন তখন আমাদের কায়মনোবাক্যে এই ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য।

কুমারী ম—

"পথ ছেড়ে বিপথে যায় যে,
গর্ত্তে পড়ে মরে সে।"

মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড তপন যখন সমস্ত পৃথিবীকে তাপিত করিয়া পশ্চিমদিকে গমন করিতেছে তখন পাখিগণ গ্রীষ্মের পর নিজ নিজ আহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। রাজপথ এতক্ষণ নীরব ছিল, সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে গমনের সঙ্গে সঙ্গে জন-কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। লোক স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত হইল। এমন সময়ে একটী অল্পবয়স্ক বালক রাস্তার ধারে গর্ত্ত খুঁড়িতেছে। সেই সময়ে রাজপথ দিয়া একটী সম্ভ্রান্ত লোক গমন করিতেছেন। লোকটী বালককে বল্লেন, এখানে গর্ত্ত খুঁড়ছ কেন? বালক বল্লে কেন আমিত পথে গর্ত্ত কর্‌ছি না, যে পথ ছেড়ে বিপথে যাবে সে এই গর্ত্তে পড়্‌বে। ভদ্রলোকটী বালকের কথায় অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

এই পথিক লোকটী এই রাজ্যের রাজমন্ত্রী। মন্ত্রী বালককে বল্লেন তোমার নাম কি? বালক বল্লে ন্যায়বান্। মন্ত্রী—তোমার কে আছে? ন্যায়বান্—আমার বাপ মা কেউ নেই। মন্ত্রী—তুমি কি আমার সঙ্গে, আমার বাড়ীতে যেতে পার? ন্যায়—পারি। তবে এস বলিয়া মন্ত্রী তাহাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। মন্ত্রী নিজ পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র ও ন্যায়বান্‌কে সমানভাবে দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে পিতৃমাতৃ-হীন অনাথ ন্যায়বান্ মন্ত্রী গৃহে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। ন্যায়বান্ ক্রমশঃ শিক্ষায় উন্নতি করিতে লাগিল। সে মন্ত্রী ও মন্ত্রীর পত্নীকে পিতামাতার ন্যায় সেবা শুশ্রূষা করে এবং সর্ব্বদা তাঁহাদের বাধ্য ও অনুগত থাকে। এইরূপে ন্যায়বান্ শান্ত সুশীল ও মিষ্টভাষী এবং পাড়ার সকলের প্রিয় হইয়া উঠিল। এমন কি সমুদায় দেবভাব যেন ন্যায়বানের চরিত্রে সমাবেশ হইয়াছে।

প্রফুল্লচন্দ্র এদিকে দুশ্চরিত্র হইয়া উঠিল। বইয়ের সঙ্গে এক প্রকার সম্বন্ধ নাই। দিবসের প্রায় সকল সময়ই জুয়ো খেলার আড্ডায় তাহাকে দেখা যায়। এইরূপে কতকদিন গত হইল।

একদিন বাদ্‌সাহ মন্ত্রীকে বল্লেন দেখ মন্ত্রী আমার চারিটী কথা মনে হচ্ছে, কিছুতেই তার মীমাংসা করতে পারছিনে। তুমি যদি এই প্রশ্ন কয়টীর উত্তর দিতে পার তাহ'লে আমি তোমাকে উপযুক্তরূপে পুরস্কার দেব। নতুবা তোমার শিরচ্ছেদ হইবে। এইজন্য তোমাকে সাতদিন সময় দিলাম।

প্রশ্ন (১ম) ঈশ্বর এখন কি করিতে-ছেন? (২য়) ঈশ্বরের ভাণ্ডারে কি নাই? (৩য়) ঈশ্বর কি করেন না? (৪র্থ) আকাশ হইতে পৃথিবী কয় ডাকের পথ? মন্ত্রী বাদ্‌সাহের কথা শুনিয়া অবাক ও স্তম্ভিত হইলেন এবং চিন্তিত মনে বাড়ী প্রত্যাগমন করিয়া গৃহ দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করি-লেন এবং ভাবিতে লাগিলেন যে, এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিব না, সুতরাং আমার প্রাণদণ্ড হইবে। বাড়ীর সকলে মন্ত্রীকে আহারের জন্য অনেক

অনুরোধ করিলেন। মন্ত্রী কিছুতেই দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন না। অবশেষে ন্যায়বান্ এসে তার পিতাকে বল্লে বাবা তুমি কেন খাচ্ছ না? কেন এভাবে শুয়ে আছ তার কারণ কি আমাকে বল? মন্ত্রী বল্লেন তুমি ছেলে মানুষ তার কারণ শুনে কি কর্‌বে। কিন্তু ন্যায়বান্ অনেক অনুনয় বিনয় করাতে মন্ত্রী সমুদায় বলিলেন। ন্যায়বান বল্লে তারজন্য চিন্তা ক'র না, আমিই এই প্রশ্নের উত্তর দেব। মন্ত্রী নিশ্চিন্ত মনে আহার করিয়া শয়ন করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মন্ত্রী রাজসভায় গিয়া বাদসাহকে বলিলেন আমি এই সামান্য প্রশ্নের উত্তর কি দিব। আমার এই পুত্র আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবে। ন্যায়বান্ বাদসাহকে প্রশ্নের উত্তর বলিতে লাগিলেন।

(১ম) ঈশ্বর ধনীকে দরিদ্র করিতেছেন, এবং দরিদ্রকে ধনী করিতেছেন। (২য়) তাঁহার ভাণ্ডারে অন্যায় নাই। (৩য়) তিনি অন্যায় করেন না। (৪র্থ) মেঘগর্জ্জন হইলে পৃথিবী হ'তে এক ডাকেই শুনা যায় সুতরাং পৃথিবী হইতে আকাশ এক ডাকের পথ। বাদসাহ ন্যায়বানের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে উজিরী পদ প্রদান করিলেন। মন্ত্রী ন্যায়বানের জন্য প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা পাইলেন।

(৩) অনন্তর ন্যায়বান্ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মন্ত্রীকে বল্লে, বাবা, তুমি এখন বুড়ো হ'য়েছ তোমার আর কাজ ক'রে দরকার কি? আমিই তোমাদের ছেলে আছি, তুমি যা বল্‌বে আমি তাই কর্‌ব। মন্ত্রী কিন্তু ন্যায়বানের কথায় সন্তুষ্ট না হ'য়ে বরং মনে মনে ঈর্ষান্বিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন যে প্রফুল্লচন্দ্রের চেয়ে ন্যায়বান্ অধিক বিদ্যা বুদ্ধি ও সম্মানে ভূষিত হ'ল ইহা তাঁর অসহ্য হইল। মন্ত্রী গোপনে ন্যায়বানের প্রাণ-হত্যার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

এই রাজ্যে দিগম্বর নামক এক ব্যক্তি আছে। হত্যাই তার ব্যবসা, অর্থের সঙ্গেই তার সম্বন্ধ। মন্ত্রী একদিন দিগম্বরকে বলিলেন—তুমি একটী ছেলেকে মার্‌বে, সে তোমাকে একখানা চিঠি এনে দিবে। তুমি যদি এই কাজটী করতে পার তা হ'লে আমি তোমাকে উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত কর্‌ব। দিগম্বর সম্মত হইলে মন্ত্রী গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ন্যায়বানকে বল্লেন, বাবা ন্যায়বান্, এই চিঠিখানা দিগম্বরকে দিয়ে এস। পত্রখানি অতি প্রয়োজনীয়, শীগ্‌গির দিয়ে এস পথে দেরী ক'র না। সরল-হৃদয় ন্যায়বান্ অবিলম্বে চিঠি লইয়া চলিয়া গেল। নিকটেই জুয়োখেলার আড্ডায় প্রফুল্ল ছিল। সে ন্যায়বানকে ডাকিয়া বলিল দাদা আমি এখানে এসে আবদ্ধ হ'য়েছি। তুমি এখানে একটু ব'স, আমিই তোমার চিঠি নিয়ে যাচ্ছি। এই বলিয়া প্রফুল্ল ন্যায়বানের নিকট হইতে চিঠি লইয়া দিগম্বরকে দিল। দিগম্বর তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীর কথানুসারে প্রফুল্লচন্দ্রের শিরশ্ছেদ করিল।

(৪) অনন্তর জুয়োখেলা ভঙ্গ হইলে ন্যায়বান্ গৃহে ফিরিল। মন্ত্রী চিন্তিত মনে ন্যায়বানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—চিঠি নিয়ে

কি তাকে দিয়েছ? ন্যায়বান্—প্রফুল্লই তাকে চিঠি দিয়েছে। এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী শিরে-করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। ন্যায়বান্ বিস্মিত হইয়া বল্লে বাবা কি হয়েছে? তুমি এরূপ ভাবে কাঁদছ কেন? আমি কি তোমার কোন অন্যায় করেছি। মন্ত্রী ব্যাকুলভাবে বলিলেন—বাবা ন্যায়বান্ তুমি কোন অন্যায় কর নাই আমারই দোষে প্রফুল্লের মৃত্যু হ'য়েছে। মন্ত্রী সব কথা ন্যায়বানকে বলিল। ন্যায়-বান্ বল্লে বাবা, আমি তখনই ত বলেছিলাম যে পথ ছেড়ে বিপথে যায় যে, গর্ত্তে প'ড়ে মরে সে। যাক্ তারজন্য আর শোক ক'র না আমিই তোমাদের ছেলে আছি। এই সব বলিয়া মন্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

অবশেষে ন্যায়বানই পুত্রের ন্যায় তাঁহাদের বাধ্য ও অনুগত থাকিয়া, মন্ত্রী ও তাঁহার স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষা ও ভরণপোষণ করিতে লাগিল।

শ্রীমতী ভক্তিসুধা দেবী।
আশাকুটীর. টাঙ্গাইল।

বর্ত্তমান যুগ ও এদেশীয় নারীজাতি।

বিজ্ঞান ও সাহিত্যে, ইতিবৃত্তে এবং ভূগোলবিদ্যায় যাহাতে বালিকাগণ শিক্ষা-প্রাপ্ত হয় বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষে সেইরূপ শিক্ষার প্রতি নারীহিতৈষী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি সংখ্যার অনুপাত ধরিলে অদ্যাপি জ্ঞান শিক্ষা ভারতবর্ষে রমণীসমাজে কিছু-মাত্র বিস্তার হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অত্যল্প সংখ্যক মহিলামাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত। কিন্তু যাঁহারা শিক্ষার আদর করেন, তাঁহারাও পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ শিক্ষা-রই পক্ষপাতী। নারীর প্রতি, প্রতি পরিবারের দেহ মন ও ধর্ম্ম রক্ষার ভার অর্পিত। স্বাস্থ্যসুখ ও শান্তিদায়িনী রমণী। সংসারের শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য বৃদ্ধি নারীর প্রভাবেই হইয়া থাকে। কিন্তু যে কন্যা বাল্যে ও যৌবনে স্বীয় স্বাস্থ্যরক্ষায় অন-ভিজ্ঞ, নিজের তৈজসপত্র গুছাইতে না জানেন, সে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র পাইয়াছে বলিয়া গৃহসামগ্রী ও গৃহাদির পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় সমর্থ হইবে? আমরা দেখিতে পাই অধুনা অনেক অধ্যয়নরতা বয়স্কা বালিকা পাঠাভ্যাসে অবহিত, কিন্তু অধীত গ্রন্থগুলি বা স্বকীয় ব্যবহার্য্য বস্ত্রা-লঙ্কারাদি যথাবিধি যথাস্থানে শৃঙ্খলা সহ-কারে রক্ষা করিতে নিতান্ত অলস বা অনবধানপরায়ণা। তাহারা গৃহকার্য্যে রত হইতে গিয়া ও অভ্যস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা বা অপটুতা প্রকাশ না করিয়া পারে না। যদি কোন গৃহকর্ম্মে নিপুণ প্রৌঢ় মহিলা ঐ প্রকার যুবতীদিগের অপটুতা দোষ সং-শোধনের অনুরোধ করেন, তাহারা বিনম্র-ভাবে তাহা স্বীকার করিতে রাজি নহে। বরং ঐ প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতাতে যে কিছু যায় আসে না, তাহাই দৃঢ়তা সহকারে প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হয়। একটু বিদ্যা থাকিলে একটু অবিদ্যা বা অহঙ্কারও তাহার সঙ্গে মিশিয়া থাকে। কাজেই অহঙ্কারের অন্ধতায় নিজের দোষকেও গুণরূপে নিজে দেখিতে বা অন্যকে দেখা-

ইতে সঙ্কোচ হয় না। কিন্তু দোষ হাজার যুক্তির অবতারণায়ও দোষই বটে ; তাহা কখনই গুণ হয় না।

নারী গৃহিণী হইবে। গৃহিণী সুপত্নী ও সুজননী হইবেন। গৃহিণী গৃহবাসী সকলের শরীর মনের সুখ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিজকে দায়ী জানিবেন। সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি বিধান, রুগ্নদিগের সেবা শুশ্রূষার জ্ঞান গৃহিণীদিগের সাধারণ ভাবে জানা অত্যাবশ্যক। গৃহিণী, নিজের জন্য না হইলেও পতি ও সন্তান সন্ততি এবং দাস দাসীগণের জন্য স্বকীয় স্বাস্থ্যরক্ষায় উদাসীন হইবেন না। গৃহবাসী সকলে যাহাতে যথাসময়ে যথাযোগ্য আহার পানীয়, ঔষধ পথ্য, আচ্ছাদন ও শয্যা প্রাপ্ত হইয়া নিরুদ্বিগ্ন মনে জীবনধারণ করিতে পারেন, তৎপ্রতি দৃষ্টিরাখা গৃহিণীর গুরুতর কর্ত্তব্য। যাহারা সম্পন্ন গৃহে সুগৃহিণীর সন্তান তাহারা বাল্যকালে দেখিয়া শুনিয়া এশিক্ষা স্বতঃ লাভ করে। বর্ত্তমান সময়ে অনেক বালিকা বোর্ডিংএ থাকিয়া বাল্য ও যৌবনের শিক্ষাকাল কর্ত্তন করে। তাহাদের অনেকে গৃহকর্ম্মের প্রতি মনোযোগ দিতে শিক্ষা পায় না। বোর্ডিংএ থাকা নিবন্ধন কোন কোন বালিকাকে একটু আত্মসুখপরায়ণ এবং অন্যের সুখ দুঃখে উদাসীন হইতেও দেখা যায়।

নব যুগারম্ভে ভারতবর্ষে একটা মহাজাতীয় জীবন গঠনের সূত্রপাত হইতেছে। এ সময় অতি গুরুতর। শুভক্ষণ যাহারা বিশেষ যত্নের সহিত সদ্ব্যবহার না করে, তাহাদের জীবনে শুভসাধন অসম্ভব। ভারতীয় সভ্যতা অতি প্রাচীনতম পদার্থ। এ সভ্যতার প্রভাবে আমাদের গৃহ ও জনপদে যাহা কল্যাণরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল, নারী চরিত্রে যে উদারতা, শৃঙ্খলা, পবিত্রতা, অলঙ্কাররূপে বিরাজ করিত, তাহা আমরা নবীনতর জ্ঞান সভ্যতা গ্রহণ করিবার উপলক্ষ্যে যদি উপেক্ষা করি, তবে সর্ব্বস্বান্ত হইব। পরস্ব পাইবার জন্য নিজস্ব কে বর্জ্জন করে? এক প্রকার জ্ঞান লাভার্থ অন্য প্রকার জ্ঞানে অনাদর করা কখন সঙ্গত নহে।

ভারতবর্ষের গৃহ প্রাচ্য দেশবাসীদিগের গৃহের ন্যায় আড়ম্বর সমন্বিত নহে। কিন্তু এদেশের সামান্য গৃহও শৃঙ্খলাযুক্ত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় পূর্ণ ছিল। এতদ্দেশীয় গৃহে শুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম, ভ্রাতৃবৎসলতা অপত্যস্নেহ আতিথেয়তা অতি সুন্দররূপে প্রকাশ পাইত। আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোক গ্রহণপূর্ব্বক ভূত সমূহের সারতত্ত্ব অবগত হইব, ভূত সমূহ দ্বারা আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজন সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিব ; সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইব, কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সঞ্চিত নীতি, ধর্ম্ম, রীতি, ব্যবহারে যাহা যুক্তি ও পুণ্য সঙ্গত তাহা কোন মতে ও পরিহার করিব না। প্রতীচ্য আদৃত হইতে প্রাচ্য যেন অনাদৃত হয় না।

এদেশে পুরুষেরা যখন পাশ্চাত্য আদরের পক্ষপাতী হইয়াছিল তখন যাহা কিছু স্বদেশীয় সমস্তের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিত। নারীগণ যদি তাহা করেন তবে

বাড়ী ঘর গৃহ ধর্ম্ম সকলই বিপর্য্যস্ত হইবে। পুরুষদের এখন মতিভ্রম দূর হইয়াছে। ভারতীয় সকলই যে ঘৃণ্য এমত কোন শিক্ষিত লোক স্বীকার করেন না। রমণীগণ পুরুষদিগের এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া শিক্ষা করুন। জ্ঞান বিজ্ঞান আদর করিয়াও পুরাতন ঘরকন্নার আদর করা যায়, পুরাতন ঘরকন্নাকে নবালোকে বিশুদ্ধতর করিয়া, সর্ব্বপ্রকার পুরাতন দেবভাব রক্ষা করিবার জন্য মহিলাগণ কৃত সংকল্প হউন।

বর্ত্তমান যুগ পৃথিবীর পক্ষে অসাধারণ যুগ। ধর্ম্ম, নীতি, বিজ্ঞান এবং সভ্যতা এ যুগে অসাধারণ বেগে উন্নতি পথে অগ্রসর হইয়াছে। ভারতে রমণী সমাজের উন্নতির রুদ্ধদ্বার এযুগে খুলিয়া গিয়াছে। সিমন্তিনীগণ বহু শতাব্দীর অধীনতা শৃঙ্খল বিমুক্ত হইয়াছেন। মুক্তভাবে তাঁহারা জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়াছেন। কালে এই ভাণ্ডারে স্বাধীনতা প্রসাদে ইঁহারা কি অকল্পিতপূর্ব্ব মহাশক্তি প্রাপ্ত হইবেন তাহা অনুমান করা অসম্ভব। এখন যেন কোনরূপ জঞ্জাল জড়িত না হন ইহা মহিলা দিগের সম্বন্ধে একান্ত প্রার্থনীয়, ভ্রম প্রমাদ বা বিকার যেমন পুরুষ তেমন নারী সকসকলের পক্ষেই ঘটিতে পারে। সেরূপ কোন ভ্রান্তি চক্রে পড়িয়া চিরপূজ্য ভারতমহিলা যেন জ্ঞানমার্গ আশ্রয়পূর্ব্বক সাধারণ ভাবে অজ্ঞানতার কূপে পতিত না হন, পৃথিবীর জ্যোতি পাইতে গিয়া দিব্য জ্যোতি না হারাণ তাঁহাদিগকে সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।

প্রার্থনা।

প্রভু !

যখন হইবে হৃদয় অধীর বিষম বেদনা বাণে
শোকের প্রবাহ হৃদয়ে বহিবে,
অনুতাপানলে পরাণ দহিবে,
শান্তির জল সিঞ্চিও প্রভু মধুর দানে।
যখন হইবে হৃদয় অধীর বিষম বেদনা বাণে।
মৃত্যু যখন বিরহের ব্যথা
দিবেগো হৃদয়ে আনি,
অন্তর যবে স্বজন লাগিয়া
পরাণ আকুলি উঠিবে কাঁদিয়া,
লই যেন প্রভু মাথাটি পাতিয়া
তোমার দণ্ড মানি ;
মৃত্যু যখন বিরহের ব্যথা
দিবেগো হৃদয়ে আনি।
সহিতে শিখাও সুখ দুঃখ ব্যথা
সকলিগো স্থির প্রাণে
দুঃখের আঘাতে অধীর না হই
সুখের প্রপাতে ডুবিয়া না যাই
পাই যেন সুখ তোমার কাজেতে
তোমারি মহিমা গানে
সহিতে শিখাও সুখ দুঃখ ব্যথা
সকলিগো স্থির প্রাণে।
আমারে গো প্রভু কর উদাসীন
পার্থিব ঘটনায়
সংসারে থাকি বৈরাগী সাজে
তোমার সেবায় তোমার সুকাজে
তুচ্ছ করিয়া অপমান লাজে
এজীবন কেটে যায়
আমারে গো প্রভু কর উদাসীন
পার্থিব ঘটনায়।

ক্ষুদ্র আমার জীবন তরণী
আপনি চালাও প্রভু
ঝঞ্ঝাবাতের প্রবাহে পড়িয়া
প্রতিকুল স্রোতে বক্ষঃ ঢালিয়া
এইটুকু শুধু মিনতি আমার
বিপথে না যায় কভু
ক্ষুদ্র আমার জীবন তরণী
আপনি চালাও প্রভু।
জাগাও আমার হৃদয় বীণার
কোমল তন্ত্রীরাজি
পুরুক বিশ্ব তব গৌরবে
ভরুক আকাশ তব সৌরভে
আমার হৃদয় নব বৈভবে
উঠুক সুতানে বাজি
জাগাও আমার হৃদয় বীণার
কোমল তন্ত্রীরাজি।

ইন্দুপ্রভা।

ওগো প্রেমরাজ বিশ্ব-প্রেমের
প্রেমিক করগো মোরে।

কেহ এ জগতে নাইক যাহার
স্পৃশ্য যে জাতি নহে গো কাহার
কুড়ায়ে আনিয়ে হৃদয় তাহার
বাঁধিব প্রেমের ডোরে
ওগো প্রেমরাজ বিশ্ব-প্রেমের
প্রেমিক করগো মোরে।
সকলের নীচে যাদের আসন
অপমান শেল মাথার ভূষণ
তোমার সভায় আনিয়া তাদের
করিব আসন দান
কোমল শ্রীকর কমল পরশে
জুড়াবে তাপিত প্রাণ।
ভিক্ষার তরে যারা দ্বারে দ্বারে
ভাসে আঁখিজলে পেয়ে অনাদরে
তোমার মন্দিরে আনি সে সবারে
মুছাব নয়ন-ধারা
ঘুচাব বেদনা অনাদর ব্যথা
সকলি ভুলিবে তারা।
অকালে হারায়ে জননীর স্নেহ
সুখময় ক্রোড় মধুময় গেহ
ভাসিয়া বেড়ায় অকুল পাথারে
সংসার স্রোতে পড়ি
শুষ্ক বদনে শিশু নয়নে
ভগ্ন-হৃদয় ধরি।
তুলিয়া লইয়া আপন কোলেতে
মুছাব নয়ন মধুর বোলেতে
শুষ্ক বদনে স্নেহ-মাখা হাত
বুলাইয়া দিব সুখে
মাতার অভাব ঘুচাব তাদের
ভুলাব সকল দুখে।
নিরদয় বিধি নির্ম্মম করে
প্রবেশি দুঃখিনী বিধবার ঘরে
হরিয়া লয়েছে হৃদয়-রতন
স্নেহের পুতলি তার
উথলি উঠেছে দুখের ঊর্ম্মি
মুছাবে কে আছে আর!
আনিয়া তোমার চরণের তলে
দেখাব তাহারে তোমারই কোলে
রয়েছে মোদের পরাণ পুতলি
সবার হারান ধন।
মুছিবে অশ্রু তোমার মাঝারে
হেরিয়া আপন জন॥
ইন্দুপ্রভা।

কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ।

(আচার্য্য কেশবচন্দ্র)

সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিবে না। ধার্ম্মিককে শ্রদ্ধা করিবে, অধার্ম্মিককে শাসন করিবে।

যত ক্ষণ না কথা শুনিতে পাও তত ক্ষণ পিতাকে ডাকিবে।

হৃদয়ের ভিতর এমন একটী বাগান প্রস্তুত করিয়া রাখিবে যে, প্রয়োজন হইলেই তথায় গিয়া শীতল হইতে পার।

অন্যে তোমাকে আপনার বলিলে তুমি তাহাকে আপনার বলিবে এরূপ মনে করিও না। অপর কেহ তোমাকে পর বলে বলুক, তুমি তথাপি সকলকে আপনার বলিবে।

সুখের ঘর অন্তরে, দূরে সুখ অন্বেষণ করিতে যাইও না।

সাবধান, যেন ঈশ্বরের দর্শন পাই নাই বলিয়া পৌত্তলিকদিগের নিকট পরাস্ত হইও না।

মৃত্যুর পর তুমি পরলোকে যাইবে এমত মনে করিও না। ইহজীবনেই পরলোককে তোমার কাছে আনিয়া উপস্থিত কর।

সময়ে সময়ে পুষ্প স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইবে ; তৃণ স্পর্শ করিয়া বিনয়ী হইবে।

বাহিরে চিরদিন অগ্নি জ্বলিবে, ভিতরে শান্তির উৎস খুলিয়া রাখিবে।

বন্ধু লাভ করা তোমার হস্তে নহে, ঈশ্বরকৃপাসাপেক্ষ। বন্ধুতা তাঁহার বিশেষ দান।

উপাসনার সময় দেখিও যেন কল্পনা-পূজা না হয়।

যদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে ভাল বাসিব কিরূপে? তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও, নিশ্বাস ফেল কিরূপে?

যে রাগ করিয়া পরে ক্ষমা করে সে নিকৃষ্ট ধর্ম্মে ধার্ম্মিক। যিনি সর্ব্বদা শত্রুকে ভাল বাসেন তিনিই শ্রেষ্ঠ।

আপনা হইতে অপরকে অধিক ভাল বাসিবে। আত্মবৎ ভালবাসা নিকৃষ্ট ধর্ম্ম।

আপনাকে সুখ সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া জগৎকে সুখী করিবে।

উপাসনার সময় যদি মনকে স্থির রাখিতে চাও তাহা হইলে অন্য সময়ে নির্জ্জনে চিন্তা দ্বারা মনকে স্থির করিতে শিখিবে।

তুমি বৈরাগী ও সর্ব্বত্যাগী হইবে, কিন্তু অন্যের সুখ ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঘৃণা করিবে না।

শত্রু মিত্র সকলের দ্বারা যদি তোমার ইষ্ট সাধন করিয়া লইতে পার তাহা হইলে তোমার শত্রু নাই।

শত্রু বাহিরে নাই। সকল শত্রু অন্তরে। আপনিই আপনার শত্রু, আপনিই আপনার মিত্র।

যত দিন নিম্ন শ্রেণীতে থাকিবে উচ্চ শ্রেণীতে গিয়া অনধিকারচর্চ্চা করিবে না।

যেমন অন্যান্য ভাষা শিখিতেছ সেইরূপ যত্নের সহিত চন্দ্র সূর্য্য, পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতা, নদী পর্ব্বতের ভাষা শিক্ষা করিবে।

এ ভাষা না জানিলে প্রকৃত গ্রন্থের মধ্যে ঈশ্বর-কথা বুঝিতে পারিবে না।

সংস্কৃত ভাষায়ও ঈশ্বর কথা কহেন না, ইংরাজীতেও তিনি কথা কহেন না।

তাঁহার সমুদয় কথা হৃদয়ের প্রাচীন স্বজাতীয় ভাষায় ব্যক্ত হয়। তুমি প্রেমিক হইয়া সে ভাষা শিক্ষা কর।

যদি রিপু দমন করিতে না পার, ঋষি হইলেও যোগ ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিবে। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে জিতেন্দ্রিয় হও।

অনেকে মনে করেন নিজে সন্তরণ করিতেছি, কিন্তু হয়তো কোন বন্ধুর হস্ত তাঁহাদের বক্ষের নীচে অলক্ষিত ভাবে রহিয়াছে। অশিক্ষিত অবস্থায় সে হস্ত পরিত্যাগ করিও না, ডুবিবে।

ঈশ্বর কেন তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন তাহা যদি না জান তবে এত দিন কি করিতেছ? কোথায় যাইতে হইবে, না জানিয়া দৌড়িও না।

একবার প্রেম দিয়া আর ফিরাইয়া লইও না। দত্ত ধনে তোমার অধিকার নাই।

ঈশ্বরের দর্শন পাইয়াও অনেকে পলায়ন করে। যে দর্শনে মন প্রাণ মুগ্ধ হয় তাহার জন্য চেষ্টা কর। এমন ভাবে তাঁহাকে দেখিবে যে, নয়ন যেন আর অন্য দিকে না ফিরিতে পারে।

মনের ভিতরে আদর্শ ঈশ্বর-কন্যাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতে শিখিবে, তাহা হইলে সকল নারীকে পবিত্র চক্ষে দেখিতে পারিবে।

কাম রিপু অনেক লোক ও অনেক ধর্ম্মসমাজকে উৎসন্ন করিয়াছে। অতএব ইহাকে শারীরিক মানসিক ও সামাজিক সকল প্রকার সাধন দ্বারা শীঘ্র সংযত করিবে।

প্রতিজ্ঞা সিংহের ন্যায়। "আমি করিব" এই অগ্নিময় কথা যদি ঈশ্বর-বলে উচ্চারণ করিতে পার, ঐ হুঙ্কারে সকল শত্রু পলায়ন করিবে। করিব বলিলে কি না হয়?

বাহিরে উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিলে তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদ্রিত করিবে। আর বাহিরের কিছু দেখিতে পাইবে না, শুনিতে পাইবে না। প্রাণদুর্গে বসিয়া নিরাপদ হইবে।

তোমাকে কেহ ভাল বাসা না দিলে বা অপমান করিলে তুমি ক্রন্দন কর এবং দুঃখে অবসন্ন হও। মনে ভাবিয়া দেখ দেখি, ঈশ্বর যিনি, তিনি সকলের জন্য কত করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার কত অপমান সহিতে হয়।

যত দিন না প্রেমের অনুকূল স্রোতে পড়িতে পার তত দিন সংসারের প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে বহু আয়াস ও কষ্টে নৌকা চালাইতেই হইবে।

ধর্ম্মসমাজে সর্ব্বদা লোক আসিতেছে ও যাইতেছে, কেন না ঈশ্বর ক্রমাগত চাউল ঝাড়িয়া তুষ বাহির করিয়া ফেলিতেছেন। তুমি যদি প্রকৃত বিশ্বাসী হও পরিত্যক্ত হইবার ভয় নাই। (ক্রমশঃ)

ভিক্টোরিয়ার মহিলা বিদ্যালয়ের ১৯১০ সনের নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসের সংক্ষিপ্ত আয় ব্যয়ের বিবরণ।

নভেম্বর মাসের আয়

হস্তে স্থিত ১৫৫৩৮/১৫

মহিলা বিভাগের দরুণ অক্টোবর মাসের

সরকারী সাহায্য— ৭৫৲

প্রাইমারী স্কুলের দুই মাসের শিক্ষয়িত্রী-গণের বেতন দরুণ সরকারী সাহায্য —৬৬৲

প্রাইমারী স্কুলের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের দরুণ সরকারী সাহায্য— ২৪৲

শ্রীশ্রীমতী কুচবিহার মহারাণীর নভেম্বর মাসের দান— ১০০৲

শ্রীশ্রীমতীর ময়ুরভঞ্জ মহারাণীর নভেম্বর মাসের দান — ৫০৲

মাসিক ক্ষুদ্র সাহায্য— ৫২৲

বেতন আদায়— ১১৩৲

সিলাই বিভাগ ও নীতিবিদ্যালয় হইতে গাড়ীর খরচ হিসাবে প্রাপ্ত— ১:৲

সমষ্টি ৬২৬৸/১৫

ব্যয়।-

শিক্ষয়িত্রীগণের বেতন — ২৭১৲

ভৃত্যগণের বেতন — ৪৭।৴

গাড়ীর খরচ হিসাবে— ১০৬৻৫

ক্ষুদ্র ব্যয়— ১৬৴১০

বাড়ী ভাড়া হিসাবে — ১১০৲

ঋণ শোধে— ৫০৲

৬২০৸/১৫

হস্তে স্থিত— ৬৲

সমষ্টি— ৬২৬৸/১৫

ডিসেম্বর মাসের আয়

হস্তে স্থিত— ৬৲

উচ্চশিক্ষা বিভাগের দরুণ ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসের সরকারী সাহায্য— ১৬৬৲

প্রাইমারী স্কুলের এক মাসের শিক্ষয়িত্রী-গণের বেতন দরুণ সরকারী সাহায্য ৩৩৲

মহিলা বিভাগের দরুণ নভেম্বর মাসের সরকারী সাহায্য— ৭৫৲

শ্রীশ্রীমতীর কুচবিহার মহারাণীর ডিসেম্বর মাসের দান— ১০০৲

শ্রীশ্রীমতী ময়ুরভঞ্জ মহারাণীর ডিসেম্বর মাসের দান— ৫০৲

মাসিক ক্ষুদ্র সাহায্য — ২০৲

বেতন আদায়— ১২৫৲

নীতিবিদ্যালয় হইতে গাড়ীর খরচ হিসাবে —১৬৲

বিবিধ— ২৲

৫৯৩৲

ব্যয়

শিক্ষয়িত্রীগণের বেতন— ৯১৲

ভৃত্যগণের বেতন— ২৫৸/১০

গাড়ীর খরচ হিসাবে— ১৭৮৻৫

ক্ষুদ্র ব্যয়— ১৫৸৴১০

বাড়ী ভাড়া হিসাবে— ১০৲

৫১৯৸/৫

হস্তে স্থিত— ৭৩/১৫

সমষ্টি— ৫৯৩৲

নিবেদন।

আমরা বিনীতভাবে আমাদের মহিলার গ্রাহক ও গ্রাহিকা মহোদয় মহোদয়ার নিকট উপস্থিত হইতেছি। ১৬শ বৎসরের পত্রিকা ছয় মাসের এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। এখন তাঁহাদের নিকট বর্ত্তমান বৎসরের অগ্রিম মূল্য ২৲ দুই টাকা ভিক্ষা করিলে তাঁহারা কি আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন না? দুঃখের কথা আরও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। অনেকের নিকট দুই তিন বৎসরের মূল্য অদ্যাপি পাওনা রহিয়াছে। আমরা তাঁহাদের কৃপার উপরই নির্ভর করিয়া রহিয়াছি, দয়াময় ঈশ্বর সকলের অন্তরে দয়ার সঞ্চার করুন।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৬শ ভাগ]   বৈশাখ ১৩১৮, মে, ১৯১১।   [৭ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে বিশ্বনিয়ন্তা প্রভু, হে মঙ্গলময় জননি, আমরা তোমার নিকট নারীজাতির প্রকৃত মঙ্গল ভিক্ষা করি। তোমার নিকট হইতে ধন জ্ঞান সুখ সম্পদ পাইতেছি। তুমি শত সহস্র প্রকারে আমাদিগের মঙ্গল করিতেছ, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দান, ক্ষণকালের জন্য প্রয়োজনীয় বা দীর্ঘকালের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দানই তোমার নিকট হইতে আসিতেছে। আমরা অভাব পূর্ণ হইল দেখিয়া সন্তুষ্ট হই, এবং তুমি আমাদিগের ইচ্ছা অনুযায়ী দান না করিলেই অবসন্ন হই, ও তোমার মঙ্গল স্বরূপে সন্দেহ করি। দেখ, দেবতা, তুমি যে সকল অবস্থাতেই আমাদিগের মঙ্গল করিতেছ ইহাতে স্থির বিশ্বাস না হইলে আমাদিগের অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন থাকে, কারণ আমরা তোমার কার্য্যকে আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া মঙ্গল লীলাকেও অমঙ্গল কার্য্য বলিয়া স্থির করি। মনে মনে বলি যে তুমি অমঙ্গল করিলে। এইজন্য এখন তোমার নিকট ভিক্ষা করি যে সর্ব্ব প্রথমে তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর যে তোমার মঙ্গল-স্বরূপে আমাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস হয়। তোমার কৃপাতে তোমার মঙ্গল-স্বরূপে সহজ বিশ্বাস হইলেই আমরা সরলভাবে মঙ্গলের পথ ধরিতে পারিব। আমরা তোমার দান, ধন জন মান জ্ঞান ইত্যাদি লাভ করিয়া কেবল অধিকতর মোহেই পতিত হই এবং আমাদিগের মোহ-মুগ্ধ মনের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে তোমার চরণে প্রার্থনা করি। তুমি কৃপা করিয়া দেখাইয়া দিতেছ যে, সংসারের চঞ্চল সুখ দুঃখ মিলন বিচ্ছেদ ইত্যাদি লইয়া ব্যস্ত থাকিলে তুমি যে উচ্চ অবস্থার দিকে লইয়া যাইতে চাহিতেছ আমরা সেই উচ্চদিকে যাইতে পারিব না। এজন্য এই বিনীত প্রার্থনা করি তোমার নির্ব্বিকার প্রেমে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া যেন আমরা তোমার ইঙ্গিতে আমা-

দিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট তোমার মনোনীত স্বর্গরাজ্যেরদিকে আমরা যেন অগ্রসর হইতে পারি। তোমার কন্যাগণকে এই বিশ্বাসে দৃঢ় করিয়া দেও, যে তুমি মঙ্গলময়, তুমি যাহা কর তাহাতেই মঙ্গল। তব পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিয়া বার বার প্রণিপাত করি।

উদ্দেশ্যসিদ্ধি।

সংসারে সকলেই আপনা আপন লইয়া ব্যস্ত। শরীর পরিশ্রম করিয়া কার্য্য করে, তাহা আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু শরীর সর্ব্বক্ষণ কার্য্য করিতে পারেনা, তাহার বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, মনের বিশ্রাম নাই, মন যতক্ষণ জাগিয়া থাকে ততক্ষণ ক্রমাগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরিশ্রম করিতেছে। এই ভয়ঙ্কর ব্যস্ততা এই ব্যাকুল আগ্রহ, অনিদ্রাকারী দুশ্চিন্তা কিসের জন্য তাহা কি পরিষ্কার করিয়া বলা যায়। এই মুহূর্ত্তে এই নগরে যে ব্যক্তি যে জন্য ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে যদি তাহার সংখ্যা করা যায় দেখা যাইবে ধন, মান, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, স্বামী, বন্ধু, অন্ন, জল, আরাম, স্বাস্থ্য প্রভৃতির শত প্রকার অবস্থার জন্য মানুষের মন ব্যস্ত রহিয়াছে। মানুষ এই মুহূর্ত্তে কোন বিশেষ বস্তুর জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত, পর মুহূর্ত্তে সে ভাবনা চলিয়া গিয়াছে অন্য বিষয় লইয়া তাহার মন ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। বাল্যকাল, যৌবন প্রৌঢ়াবস্থা, এই ব্যস্ততাতে ব্যয় হইয়া যায়, বার্দ্ধক্যও প্রায় ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। এই যে ব্যস্ততার স্রোত সকল পুরুষ নারীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে ইহার উদ্দেশ্য কি? এক কথায় উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয় যে মানুষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হইয়া জীবন যাপন করিতেছে। প্রত্যেক মানুষের সম্মুখে একটি বা অধিক উদ্দেশ্য আছে তাহাই তাহাকে শাসন করিতেছে। শরীর সম্বন্ধে শত অভাব আছে, মনের সম্পর্কে সহস্র অভাব আছে, আত্মা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রাজ্য হইতে আপনার নিত্য জীবনের সকল উপজীব্য লাভ করিতে চায় এই সকলের এক কি অধিক বিষয় মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে ব্যস্ত করে। আমরা কত নরনারীকে দেখিতে পাই যাহারা উদরান্নের জন্য এত ব্যস্ত থাকিতে বাধ্য হয় অথবা ইচ্ছা করিয়া ব্যস্ত থাকে যে, তাহারা মনের উন্নতির ও উচ্চতর সুখ শান্তির বিষয় সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া থাকে। ইহারা সর্ব্বদাই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত কিন্তু সে উদ্দেশ্য কেবল শরীর লইয়া অর্থাৎ পান ভোজন শয়ন বিশ্রাম এই সকলই তাহাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য এবং যাহাতে সেই সকল ব্যাপার উত্তমরূপে সাধন হয় তাহাই তাহাদিগের স্বার্থসিদ্ধির বিষয়। ফলে সম্মুখে একটা উদ্দেশ্য দেখিয়া বা স্থির করিয়া তাহা সাধন করিতে ক্রমাগত যত্ন করা মানুষের স্বভাব। যেমন প্রস্তর প্রভৃতি তারসামগ্রী নীচের দিকে যায়, যেমন বায়ু বা বাষ্প উপরে যায় তেমনই মানুষ আপনার স্বার্থের দিকে যায়। এ বিষয়ে যে জ্ঞানের ব্যবহার অধিক থাকে তাহাও নহে, বাহিরের শাসনের কোন প্রয়োজন হয় না,

প্রত্যেকেই আপন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টায় ব্যস্ত রহিয়াছে। যাঁহাদিগের দৃষ্টি সূক্ষ্ম তাঁহারা দেখিতে পান যে যদিও স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সকলে ব্যস্ত আছে সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে স্বার্থ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অর্থাৎ আজ এক উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিতেছে, কল্য হয়ত সে বিষয় ত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়কে স্বার্থ করিয়া তাহার জন্য ব্যস্ত হইতেছে। এজন্য জনহিতৈষী ব্যক্তিগণ, লোক শিক্ষকগণ, সাধারণের স্বার্থকে উন্নত ও বিস্তৃত করিতে চেষ্টা করেন। সমাজের অভ্যন্তরে অধিকাংশ লোক আপনাকে লইয়া ব্যস্ত, তাহার মধ্যেও অধিকাংশ লোক কেবল আপনার অন্ন বস্ত্র ভোগ বিলাসের বস্তু লইয়া ব্যস্ত এরূপ অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যাহাদিগের মন কেবল নিজের শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইচ্ছা চরিতার্থ করিতেই জীবন ব্যয় করিল তাহারা যেন গভীর অন্ধকার কূপের মধ্যেই রহিয়া গেল—যেন উচ্চ-আকাশ মুক্ত-বাতাস স্রোতস্বিনী-নদী, উন্নত-পর্ব্বত, বিশাল-সমুদ্র অসংখ্য নরনারীপূর্ণ-পৃথিবী ইহা তাহারা দেখিতেই পাইল না, কেবল আপনার উদরের ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির বিষয়ই দেখিল। এরূপ অবস্থা যে কেবল অত্যন্ত অসভ্য, বা দরিদ্র, মূর্খ নীচ লোকের মধ্যে আছে তাহা নয়; যাহারা সমাজে ভাল অবস্থার লোক বলিয়া পরিগণিত তাহাদিগের মধ্যেও এরূপ কৃপাপাত্র লোকের সংখ্যা অল্প নয়। যাহারা অশিক্ষিত দরিদ্র কৃষিজীবী বা শ্রমজীবী তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য সাধনে ব্যস্ত হইয়া জীবনকে ব্যয় করিতেছে ইহাও দুঃখের বিষয় কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে কতকগুলি জ্ঞান লাভ করিয়া বা কার্য্যকারী শক্তি লাভ করিয়া যাহারা সংসারে উচ্চ স্থান পাইয়াছে তাহাদের মনেও উচ্চ আদর্শের স্থান হয় নাই, তাহারাও সংসারে আপনাদিগের ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া দীন দশায় জীবন যাপন করিতেছে। কাহারও হয়ত মনে হইতে পারে যে প্রত্যেক মানুষ যদি আপনার ও আপনার পরিবারের ভাবনা ভাবিল ও তাহাদের মঙ্গল সাধনে জীবন ব্যয় করিল তাহা হইলেই তো জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার হইল, কারণ মানুষের আর কি দরকার? সকলেই কি সাধু মহাজন হইবে? এ প্রশ্ন অনেকের মনে আসিতে পারে মনে করিয়া এ বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতেছে। যখন আমরা দেখিতে পাই যে আমাদিগের স্রষ্টা পরমেশ্বরের প্রেম ও জ্ঞান অনন্ত, তিনি আমাদিগকে অল্প অল্প প্রেম ও জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং এই প্রেম ও জ্ঞানকে ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত করিতেছেন এবং আমাদের প্রেম ও জ্ঞান যত বৃদ্ধি পায় ততই আমরা সুখী হই ও তাঁহার প্রেম ও জ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠতা লাভ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে অবসর পাই। যদি আমাদিগের অন্তরের প্রেম ও জ্ঞান এবং বাহিরে তাহাদিগের বিষয় অর্থাৎ প্রেমের ব্যক্তি ও জ্ঞানের বিষয় বর্দ্ধিত ও উন্নত না হয় তাহা হইলে আমাদিগের প্রেম ও জ্ঞান একরূপ জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়! অর্থাৎ সংসারে যে সকল অভিপ্রায় সাধনের জন্য আমরা ব্যস্ত রহিয়াছি তাহাতে যে প্রেম ও জ্ঞান আছে এবং

তাহা যে স্বর্গের ঈশ্বরের দান তাহা লইয়া যে অনন্ত প্রেম ও জ্ঞান সাগরে ডুবিতে হইবে তাহা ভুলিয়া যাই। ইতর জীবগণ যেমন সংস্কারের বশে উদর পূর্ণ করে ও সন্তান প্রতিপালন করে মানুষের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া দাঁড়ায়। যদি কোন মানুষকে এই নিয়মে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় যে তুমি প্রতিদিন পরিশ্রম করিয়া দশ ক্রোশ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলে দশ দিনের পর একটি মহাসমুদ্র পাইবে, তাহাতে তুমি সকল ধন ও সকল সুখ লাভ করিবে। সে ব্যক্তি যদি আপনার গৃহের ক্ষুদ্র স্থানে হস্ত দ্বারা ভূমি মাপিয়া প্রতিদিন ঐ স্থানে এত বার পদচালনা করে যে তাহা যোগ করিলে দশ ক্রোশ হয় এবং এইরূপ করিয়া দশ দিবস পরিশ্রম করিয়া সে মনে করিতে পারে যে তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধি হইবে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে আপনার গৃহের ভিতরেই রহিয়া গিয়াছে, গম্য স্থানের দিকে এক পদও অগ্রসর হয় নাই ও তাহার মহাসমুদ্র লাভ হইবে না। যাহারা সংসারে কেবল আপনাকে লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছে, আপনার বাহিরে যায় নাই তাহাদিগের অবস্থা সেইরূপ। নরনারী যে অল্প জ্ঞান ও প্রেম প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা লইয়া তাঁহাদিগকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে হইবে। এই অগ্রসর হইবার পথ আমাদিগের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সাধারণতঃ কতকদূর অজ্ঞাতসারে অগ্রসর হইতেই হয়। কিন্তু মানুষ স্বভাবের নিয়ম হইতে ইঙ্গিত লইয়া ও অন্তরের প্রসারণের বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যদি অধিক হইতে অধিকতর রূপে অগ্রসর না হয় তাহা হইলে সে অতি কৃপাপাত্র হয় এবং শেষে মহা দুঃখে পতিত হয়। সদ্য-জাত শিশু কাহাকেও জানে না, কেবল আপনার ক্ষুধার জ্বালা ও শীত গ্রীষ্মের জ্বালা বুঝিতে পারে। ক্রমে একটু বড় হইলেই মাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতিকে জানে ও ভাল বাসে। তাহার পর বয়স হইলে সখা সাথী প্রভৃতিকে নিকট বলিয়া জানে ও ভাল বাসে, তাহার পর আপনার সন্তানগণকে ভাল বাসে ও নিকটস্থ আর্ত্ত জনের প্রতি সহানুভূতি অনুভব করে এইরূপে অজ্ঞাতসারে তাহার জ্ঞান ও প্রেম বর্দ্ধিত হয় এবং জ্ঞান ও প্রেমের ভূমি তাহার উদ্দেশ্যের বিষয় হইয়া পড়ে। যখন কোন ব্যক্তির পাঁচটি সন্তান হইয়াছে দশ জনের সহিত পরিচয় হইয়া ভাল বাসার সম্বন্ধ হইয়াছে, তখন কি আর সে কেবল নিজের উদরান্নের জন্য ব্যস্ত থাকিয়া অন্য সকলের বিষয় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? তাহা সম্ভব নয়। যদি কাহারও এরূপ অবস্থা হয় তাহা হইলে জনমণ্ডলী বলিবে এ ব্যক্তির মন প্রকৃতিস্থ নাই, আমাদিগের দেশের সমাজের বর্ত্তমানে যে অবস্থা তাহাতে প্রত্যেক নরনারীর জ্ঞান ও প্রেম এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য জন্য ব্যস্ত থাকা একপ্রকার অসম্ভব। এখনও যদি কেহ আপনার শরীর বা আপনার পরিবার মাত্র লইয়া মনকে ক্ষুদ্র করিয়া রাখেন তাহা হইলে বলিতে হইবে তিনি এ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যই বুঝিতে পারেন নাই। যদি প্রত্যেকে এক বার চিন্তা করিয়া দেখেন যে আজ আমি

কি চাই? অমনি মনে কতকগুলি অভাবের কথা উপস্থিত হইবে। তখনই দেখিতে হইবে যে এই সকল অভাব কি কেবল আপনাকে লইয়া, না, আপনার বাহিরে কিছু আছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন মনে এইরূপ হওয়া উচিত যে, আজ সমাজ বা প্রতিবেশী আমার নিকট কি চায়। তাহা দ্বারা কর্ত্তব্য উদ্দেশ্য স্থির হইবে। তাহার পর দেখিতে হইবে যে আমার যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রভু, তিনি আমার বিষয় কি উদ্দেশ্য আজ রাখিয়াছেন। এরূপ কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা কাহারও পক্ষে কঠিন নয়, কারণ তিনি সর্ব্বদা অন্তরে উপস্থিত আছেন, আমরা জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি স্বাভাবিক ভাবে আমাদিগের অন্তরে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি কিনা কেবল একজনকে লইয়া ব্যস্ত নন, সমস্ত বিশ্ব সংসারে সকল অভাব দেখিতেছেন ও তাহা দূর করিতেছেন—তাঁহার দিকে চাহিয়া যদি আমার বিষয় তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারি তাহা হইলেই আমার ক্ষুদ্র অভাববোধ বা উদ্দেশ্যও তাঁহার পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার বিষয় বিশেষ অভিপ্রায় জানিয়া তাঁহার অভিপ্রায়কে আমার উদ্দেশ্য করিয়া লইতে পারি। যদি মহিলার পাঠিকাগণ এই ভাবে আপনাপন উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লইতে পারেন তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের দিকে অগ্রসর হইবেন। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে বিশ্বরাজের অভিপ্রায়কে উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হইলে সংসারে কার্য্যের অব্যবস্থা হইবে। কিন্তু তাহা হইবার কোন কারণ নাই, কারণ প্রত্যেকের সংসার বিশ্বেশ্বরের সংসার, প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে উপস্থিত হইয়াছে; সামান্য ব্যক্তির সংসারের ক্ষুদ্র অভাবের সহিত বিশ্বসংসারের মহা মহা কার্য্যের কোন বিরোধ নাই। আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে ব্যক্তি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আজ ব্যস্ত রহিয়াছেন তাঁহারই আর এক মহা উদ্দেশ্য আছে, অর্থাৎ দুঃখ, বিপদ ও মৃত্যু হইতে উদ্ধার হইয়া ভগবানকে পাইবার প্রয়োজন আছে। যতই কেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য উপস্থিত হউক না পরমেশ্বরকে লাভ করা ও তাঁহাতে আনন্দ শান্তি লাভ করা যে মহা উদ্দেশ্য তাহা ভুলিয়া যাওয়া অত্যন্ত অনিষ্টের কারণ হইবে। যিনি যে অবস্থায় আছেন তিনিই অবশ্য কতকগুলি উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় আছেন এবং সম্ভবতঃ একটা বিষয়কে উপস্থিত সময়ের জন্য বিশেষ উদ্দেশ্য করিয়া লইয়াছেন ইহা সংসারের সাধারণ নিয়মে হইতেছে, ইহার সঙ্গে উচ্চ জ্ঞানের ও ধর্ম্মের আলোক অনুসারে চলিতে অভ্যাস করিলে জীবন ক্রমে উচ্চতর অবস্থার দিকে চলিতে থাকিবে। সকল নরনারীই আপন আপন উদ্দেশ্য সাধন করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন এবং চিরদিনই উদ্দেশ্য সাধন করিতে ব্যস্ত থাকিবেন ইহা স্বাভাবিক কিন্তু এই উদ্দেশ্যকে নিয়মিত, মার্জ্জিত ও সংস্কৃত করিতে হইবে। একটি নারীর জীবনের মূল উদ্দেশ্য কি? কোন্ বিষয়ে কতদূর

উন্নত হওয়া নারীজীবনের উচ্চ আদর্শ এই বিষয় যাহার যতটুকু উচ্চ ধারণা হইয়াছে, তাহা সম্মুখে উপস্থিত রাখিয়া সম্মুখে উপস্থিত উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। যদি জীবনের উচ্চ আদর্শকে উদ্দেশ্য করিয়া বর্ত্তমানের কার্য্য সকল করা হয়, তাহা হইলে একদিকে বর্ত্তমানের কার্য্য যথা সম্ভব নির্ব্বাহ হইবে, অথচ অধিকতর প্রয়োজনীয় উচ্চ কার্য্য জীবনের উদ্দেশ্য রহিয়াছে এই জ্ঞান থাকাতে আলস্য বা জড়তা আসিয়া মনকে বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য সাধনেই আবদ্ধ করিয়া রাখিবে না। বর্ত্তমান সময়ে সকলেই প্রায় একই কার্য্য একই ভাবে করিতেছে সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে যাহার উদ্দেশ্য যত উচ্চ সে তত উচ্চ জীবন যাপন করিতেছে বলিতে হইবে।

মেয়ের হাট।

২য়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সুশীলা বাড়রী দময়ন্তীকে শিলাই শিখাইবার জন্য মিত্রদের বাড়ীতে প্রায়ই আসিতেন। সেদিন ব্রাহ্মসমাজের কথা শুনিয়া তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ দেখিবার বাসনা হয়। তিনি দময়ন্তীকে এক দিন বলিলেন, আমার সহিত তোমার মায়ের পরিচয় করাইয়া দাও। দময়ন্তী এ প্রস্তাবে খুব খুসী হইল। দময়ন্তীর পিত্রালয় অধিক দূরে ছিল না। দময়ন্তী বলিল, ইতিমধ্যে আমি পিত্রালয়ে যাইব, তখন আপনি যদি সেখানে আমাকে শিখাইবার উপলক্ষে যান, তবেই সবার আশা পূর্ণ হইবে।

দময়ন্তী তাহার পতির নিকট পিত্রালয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করিলেন। রামজীবন বলিলেন, মাকে একথা বলিও, মা অনুমতি দিলে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে দেখো যেন একমাসের বেশী সময় সেখানে থেকো না।

দময়ন্তী—না, তাও কি হয়? এক মাসই বাড়ী ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বো কি না সন্দেহ। শিক্ষয়িত্রী আমার মার সঙ্গে জানাশুনা হতে চান; তিনি আমাদের বাড়ীর ব্রাহ্মসমাজটাও দেখিতে ইচ্ছুক।

রামজীবন—আচ্ছা সে ভাল কথা। তাঁর বাসনা পূর্ণ করে এসো। সুশীলা বাড়রী খ্রীষ্টধর্ম্মটা বড় ভালবাসেন না, তাঁর মন ইহাতে বসে নাই। যদি ব্রাহ্মসমাজে গিয়া তাঁর মনে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাল লাগে, তবে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম ছেড়েও দিতে পারেন। মেয়েটির একটু স্বাধীন ভাব আছে।

দময়ন্তী—সে সব ফলাফল আমি ভাবি না, যা হবার তাই হবে। মা যদি অনুমতি দেন, তবে কালই আমি চলে যাব।

রামজীবন—তা যেও।

পরদিন প্রাতে বউ গিন্নীকে বলিলেন, মা, আমি আজ রাজঘাটে যাইতে চাই। (রাজঘাট গ্রাম দময়ন্তীর জন্মস্থান) আমার মাকে দেখিতে বড়ই মন ব্যাকুল হয়েছে।

রামজীবনের মা বউকে খুবই ভালবাসেন। বউর বুদ্ধি বিবেচনার উপরেও তাঁর বেশ আস্থা আছে। কাজেই বউ প্রস্তাব করা মাত্র হাসিয়া বলিলেন, কেন মা, কাল রাত্রে কি কিছু স্বপ্নে দেখেছ? তা বেশতো বাপের বাড়ী যাবে, ভালইতো।

তবে রাম বাড়ীতে আছে, কাজেই বেশী দেরী করো না। তুমি বিবেচনা করে যত শীগ্‌গির হয়, এখানে বলে পাঠাইও; আমি তোমাকে তখনই আনাইব।

বউ মুখচেপে একটু হাসিয়া শাশুড়ীকে বলিলেন, তবে বাবাকে বলে আমার যাওয়ার যোগাড় করে দিন।

শাশুড়ী—আচ্ছা, তা দিচ্ছি। এবেলা নয়, খাওয়ার পরে বিকাল বেলায় যেও।

বিকাল বেলায় বউমা পিত্রালয়ে পৌঁছিলেন। পরদিনই সুশীলা দময়ন্তীর পিত্রালয়ে গেলেন। সেখানে দময়ন্তীর মা ভগিনী প্রভৃতি সকলের সঙ্গে তিনি পরিচিত হইলেন। তৎপরদিনই ব্রাহ্মসমাজের সভার দিন। সুতরাং পরদিন সায়ঙ্কালে সুশীলা ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে আসিলেন। সেদিন গোপালহরি গুপ্ত নামে এক জন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, ইনি বেশ ভক্তিভাবাপন্ন। সেদিন ব্রহ্মোপাসনার দিন। যথাকালে সভ্যগণ উপস্থিত হইলে, গুপ্তমহাশয় উপাসনা ও সংগীত করিলেন। ইনি সংগীত বিদ্যাতেও পটু। সুশীলা বাড়রী নিবিষ্টমনে নিমীলিতনয়নে ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলেন। খ্রীষ্টানসমাজের গান ও প্রার্থনা কখন তাঁহাকে এরূপ তৃপ্তি দেয় নাই।

উপাসনার পরে তিনি দময়ন্তীকে বলিলেন যে, যিনি উপাসনা ও গান করিলেন, তাঁহার সঙ্গে আলাপ করা যায় কি না? দময়ন্তী তাঁহার পিতাকে ডাকাইয়া আনিলেন, সুশীলার সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া পিতাকে সুশীলার অভিপ্রায় জানাইলেন।

দময়ন্তীর পিতা আনন্দিত হইয়া প্রচারক মহাশয়কে সমস্ত কথা বলিলেন।

একজন জনানামিশনের মেয়েপ্রচারক ব্রহ্মোপাসনায় আসিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকের সঙ্গে আলাপ করিতে ইচ্ছুক, ইহা শুনিয়া প্রচারকমহাশয় পরম পুলকিত হইলেন। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, যদি সুশীলা বাড়রী ইচ্ছা করেন, আগামী কল্য তাঁহার বাড়ীতে গিয়াও আমি আলাপ করিতে পারি। তাহাই ঠিক হইল। পর দিন অপরাহ্ণ পাঁচটায় গোপালবাবু সুশীলা বাড়রী গৃহে গেলেন। সেখানে চন্দ্রমুখীও আছেন।

সুশীলা গোপালবাবুকে বিনীত ভাবে নমস্কারপূর্ব্বক সম্মুখে বসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে অনেক তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। উপাসনা ও প্রার্থনাপ্রণালী শুনিলেন। কথা বলিতে বলিতে সন্ধ্যা হইল। তখন সুশীলা গোপাল বাবুর নিকট উপাসনার প্রস্তাব করিলেন। গোপালবাবু যথেষ্ট উৎসাহ সহকারে তাহাতে সায় দিলেন।

সন্ধ্যার পর সুশীলার গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইল। চন্দ্রমুখীও এসময়ে উপাসনায় যোগদান করিলেন, উপাসনার পরে সুশীলা ও চন্দ্রমুখী কৃতজ্ঞতার সহিত নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহার এখানে থাকা হইলে আর একদিন দেখা দেওয়ার অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বই থাকিলে তাহা পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপাল বাবুর সঙ্গেও বিত্ত-

য়ের জন্য অনেক বই ছিল। তিনি দুইদিন পরে আসিয়া তাহা দিবেন অঙ্গীকার করিলেন। ইহার পর গোপাল বাবু চলিয়া গেলেন।

সুশীলা ও চন্দ্রমুখী আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। সুশীলা চন্দ্রমুখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপাল বাবুর উপাসনা কেমন লাগিল?

চন্দ্রমুখী—অতি সুন্দর। আহা! কি গানগুলি হৃদয়ের তারে তারে বাজিয়া উঠে আমাদের গিননির গানগুলি অনেক সময়ে ভাল লাগে না। প্রার্থনাও প্রায় মনের সঙ্গে ঐক্য হয় না। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাটি বড় সুন্দর।

সুশীলা—ভাই, দময়ন্তীর বাপের বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দিয়া আমার যেন হৃদয়ের একটা দিক খুলিয়া গেল। আমার ইচ্ছা হয় এই প্রণালীতে উপাসনা ও প্রার্থনা করি, এবং ঐরূপ গান করি।

চন্দ্রমুখী—সাহেব যদি জানিতে পারে তবে কিন্তু একটা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ উপস্থিত হবে।

সুশীলা—কেন? আমরা যেমন মানা পাই তেমন কাজ করিব। খ্রীষ্টান সমাজ কিছু ছাড়িব না। তবে যেরূপে আমাদের চিত্তের তৃপ্তি হয়, সেরূপ প্রার্থনাদি করবো, তাতে সাহেবের ক্ষতি কি?

চন্দ্রমুখী—দিদি তুমি জাননা, তুমি বড় সোজা মানুষ। খ্রীষ্টান সাহেবেরা অন্য ধর্ম্মের বড়ই বিরোধী এরা বড়ই হিংসুক। একটু যদি টের পায় যে তুমি ব্রাহ্মসমাজে যাও, তবে বোধ হয় আমাদের মাইনা বন্ধ করে দেবে। আমাদের ঘরে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক উপাসনা প্রার্থনা করেছে, এ জানলে একটা হুলস্থুল ঘটাবে।

সুশীলা—বটে; এত ত আমি মনেই করিতে পারি না। তোমার জন্যই ভাবনা। আমি তৈয়ার আছি। না হয় সাহেব আমায় তাড়াইয়া দিবে, টাকা দিবে না। কোন মতে শিলাই করিয়া খাইব। আমার মনে হয় সাহেবকে তবে জানান ভাল।

চন্দ্রমুখী—কখনও নয়। সাহেবকে কিছু বলবার দরকার নাই। সাহেবের আমাদের উপরে বিশ্বাস আছে। তার বাড়ী ও অনেক দূরে। আমরা কাজ করিয়া রিপোর্ট দস্তুর মত দিব, উপাসনা প্রার্থনার কথা তাকে জানাবার দরকার কি?

সুশীলা—সাহেব ইহার বিরোধী এ কথা মনে রাখলে সদাকাল একটা ভয় মনে থাকবে। তার চেয়ে সাহেব কি বলে খোলাসা হওয়া ভাল।

সাহেবের ঘর দূরে থাকিলেও সর্ব্বদা সব বিষয়ে সাহেব সুশীলাদের তত্ত্ব নিত। গোপাল বাবু আর একদিন আসিলেই সাহেব সব জানিয়া ফেলিল।

সুশীলার নিকট ব্রাহ্মসমাজের প্রচারককে কেন তাহার ঘরে গান ও প্রার্থনা করিতে সাহেবের অনুমতি ভিন্ন অধিকার দেওয়া হইল এজন্য লিখিত কৈফিয়ত তলব করা হইল।

সাহেবের পত্র পাইয়া সুশীলা চন্দ্রমুখীকে সে পত্র দেখাইলেন। চন্দ্রমুখী

পত্র দেখিয়া বলিল দেখ, আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সাহেব জানিলে তেলে বেগুনে জলে উঠবে।

সুশীলা—তুমি কি করে জানলে?

চন্দ্রমুখী—ইনি ত ব্রাহ্মপ্রচারক; আমি পূর্ব্বে যে জানানা মিশনের দলে ছিলাম, সে দলে কোন সময়ে একজন রোমান কাথলিক পাদরী ঘটনাক্রমে এসে দুইদিন প্রার্থনা ও কথাবার্ত্তা করিয়াছিলেন তাই জেনে সেখানকার বড় পাদরী সাহেব বিষম তর্জ্জন গর্জ্জন এবং আমাদের কয়েকজনের জরিমানাও করিয়াছিলেন। তাতেই জানিয়াছি এরা অত্যন্ত আত্মপক্ষপাতী, অপরপক্ষ বিরোধী।

সুশীলা—তুমি কি ইহাতে ধর্ম্মই দেখ, না অধর্ম্ম টের পাও?

চন্দ্রমুখী—ধর্ম্মাধর্ম্মের আর বিচার নাই। ভগবান্ পাকে চক্রে এদের মধ্যে ফেলেছেন, এদের মন যোগাইয়া চলিতে হবে।

সুশীলা—আমি কিন্তু ভাই সেটি পার্‌ব না। ইঁহারা যাঁহাকে প্রভু বলেন, তিনিত লোকের মন যোগাইতে পারিলেন না বলিয়াই একরকম ধার্ম্মিক লোকের বিচারেই ক্রুশে মরিলেন: আমিও কারু মন যোগাইতে পারিব না। হিংসুক দলকেও ধার্ম্মিক দল ভাবিতে পারিব না। না হয় ইহারা অপমান করিয়া দূর করিয়া দিবে। না হয় দেশের রাজার সঙ্গে মিলিয়া আমাকে জেলে দিবে। কিন্তু আমি যা প্রকৃত ধর্ম্ম বুঝি, ভাল বুঝি, তা করিবই করিব। পাদরী সাহেব বলিয়া ভয় করিব না।

চন্দ্রমুখী—কি জানি ভাই, আমার বড় ভয় হচ্ছে। তোমার কপালে বড় কষ্ট ভোগ দেখ্‌তে পাচ্ছি।

সুশীলা—তোমার কষ্ট না হলেই বাঁচি। ঈশ্বর আছেন, সত্যও এক বই দুই নহে। কষ্ট দুঃখ শৈশবাবধি কতই পেয়েছি, না হয় আরও পাব। সাহেবকে যা ঠিক কথা তাই লিখব। দেখা যাক্ কি হয়।

ভারতীয় নারীজাতি এবং জন্মান্তরবাদরহস্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অনন্ত সত্যজ্ঞানময় ঈশ্বরের সঙ্গে যোগই যদি মানবের নিয়তি, ইহাই যদি সত্য হয়, তবে কোন মানবাত্মা সেইরূপ যোগলাভে জীবন্মুক্ত হইবে, কোন কোন মনুষ্য নব নব দেহধারণপূর্ব্বক পৃথিবী-রূপ ঘানিগাছে অনন্তকাল ঘুরিতে থাকিবে ইহাও কি সত্য? ভগবান পক্ষপাতপূর্ব্বক কোন মানব তনয়কে বলিলেনঃ—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোচয়িষ্যামি মা শুচ॥”

আবার কাহাকে বুঝি বলিলেনঃ—

“তুমি জন্মজন্মান্তর কর্ম্মফল ভোগ কর, নব নব দেহবস্ত্র পরিয়া ভবঘোরে ঘোর।”

এরূপ কল্পনা অল্পবুদ্ধি অবিশ্বাসী লোকের পক্ষে সম্ভব। অমুক পড়া বাড়ীতে দশটা ভূত আছে; অমুক অশ্বত্থ গাছে শত হস্ত দীর্ঘ পিশাচের বাস; ইত্যাদি অদ্ভুত তত্ত্বে যে সকল রমণী বা পুরুষের

আস্থা জন্মে, জন্মান্তরবাদের ভ্রান্তমতের প্রতি তাহাদেরই আস্থা জন্মিতে পারে।

প্রেমময় ও ইচ্ছাময় পুরুষ পরমেশ্বর বিশেষ উদ্দেশ্যে মনুষ্যকে মাতৃগর্ভে সঞ্চার ও ভূমিষ্ঠ করেন। যে পরিমাণ কাল যে অবস্থায় তিনি মনুষ্যকে রাখেন, তাহাতে ঈশ্বরেরই উদ্দেশ্য সফল হইয়া থাকে। ঈশ্বরের অপরিসীম শক্তিতে লোকলোকান্তরে মানবাত্মাকে তাঁহারই আশ্রয়ে তিনি রক্ষা এবং জ্ঞান প্রেম পুণ্যে ক্রমাগত পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন। উন্নতিশীলতা বা বর্দ্ধনশীলতা মানবাত্মার পক্ষে ঈশ্বরদত্ত স্বভাব। সুতরাং ঈশ্বরেতে বিলয়প্রাপ্তি যেমন মানবাত্মার স্বভাববিরুদ্ধ, তেমন নিষ্ক্রিয় অবস্থাতে স্থানুবৎ থাকাও তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। মনুষ্যের জ্ঞান প্রেম ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নিত্যই ঈশ্বরের জ্ঞান প্রেম এবং পুণ্য ইচ্ছার সহিত মিলিত হইতে থাকিবে, ইহা মনুষ্যের নিয়তি। এ নিয়তির কখন শেষ হইবে না।

মনুষ্য স্বকৃত পাপের দণ্ডভোগার্থ পশুজন্ম, পক্ষীজন্ম এবং কীটজন্ম লাভ করে, এপ্রকার উক্তি হিন্দুশাস্ত্রে এবং পুরাণে বারংবার উল্লিখিত দেখা যায়। পূর্ব্বজন্মে যে ব্যক্তি রাজা ছিল, কর্ম্মফলে পরজন্মে সে অতি ঘৃণ্যজাতিতে জন্মগ্রহণ করিল। জ্ঞানহীন, চিন্তাহীন অজ্ঞব্যক্তির পক্ষে ঐ প্রকার উক্তি শোভা পায়। কিন্তু ভাবিতে দুঃখ হয় যে, দেশের কুসংস্কারের প্রবল প্রভাবে অনেক শিক্ষিত লোকও ঐসকল মতে সহানুভূতি করেন।

আর্য্যবংশজ বলিয়া এদেশীয় অনেক লোক অভিমানপরায়ণ। পৃথিবীতে ভারতীয় আর্য্যজাতি ধর্ম্মাভিমানেও অসামান্য। ব্রাহ্মণের পদরজ ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে সর্ব্বপাপঘ্ন; ইহাতেও আর্য্যমাত্রের আস্থা থাকা প্রয়োজন! শাস্ত্রের নামে যতপ্রকার বাতুলোক্তি আছে, তাহাতে প্রত্যয় স্থাপন না করিলে আর্য্যত্ব রক্ষা করা যায় না। কল্পিত নরক ভোগ, কল্পিত স্বর্গ ভোগ, সহস্র জন্ম, বিবিধ যোনি ভ্রমণ বিষয়ে নিঃসংশয়চিত্ততাও আর্য্যের লক্ষণ! ভারতবর্ষে আর্য্যবংশধরদের অধোগতির ঐ সকল কি সমূহ কারণ নহে? ঐ সকল কুসংস্কারের "যেন তেন প্রকারেণ' একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আবিষ্কার করা বর্ত্তমান আর্য্য অধ্যাপকগণের ধর্ম্মরক্ষার উপায় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিজ্ঞান জ্যোতিবিস্তারপূর্ব্বক অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করিতেছে, ভারতে বিজ্ঞান আসিয়া কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার অন্ধকারকে ঘনতর করিতেছে! বিধাতা কি এজন্য পতিত ভারতে বিজ্ঞানের জ্যোতি প্রকাশ করিলেন? না, কখন না! বিজ্ঞানের আলোক পাইয়া সত্যাসত্যের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝা যাইবে। কোন বিষয়ে গোঁড়ামি বা সাম্প্রদায়িক অভিমান থাকিবে না, বিজ্ঞানবিস্তারে ইহাই লাভ। ভারতবর্ষের পক্ষে কি সেপ্রকার লাভ হইতেছে না? অবশ্য হইতেছে। তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার সংরক্ষণে সচেষ্ট ব্যক্তিদিগের শত চেষ্টায়ও অসত্যের জয় আর হইবে না। "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।"

জন্মান্তরবাদসম্বন্ধীয় মতের মধ্যে প্রচ-

লিত কুসংস্কার যথাসাধ্যরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এ মতের অভ্যন্তরে যে একটি ধ্রুব সত্য নিহিত আছে, তাহারও উল্লেখ আবশ্যক। মনুষ্যের কি বাস্তবিক জন্মান্তর নাই? তাহা নহে। নিশ্চয়ই মনুষ্যের জন্মান্তর আছে। প্রাচীন আর্য্য ঋষি, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীঈশা, শ্রীচৈতন্য, শ্রীনানক সেই জন্মান্তর লাভ করিয়াছিলেন। নারদঋষি পূর্ব্বজন্মে দাসীপুত্র ছিলেন। জন্মান্তরে তিনি দেবর্ষি হইয়াছিলেন: রাজা শুদ্ধোদন-তনয়-সিদ্ধার্থ জন্মান্তরে বুদ্ধদেব হইয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধদেবরূপে কপিলবস্তু নগরে ভিক্ষাকার্য্যে রত হইলে রাজা শুদ্ধোদন তাঁহাকে বলিলেন, রাজতনয় হইয়া তুমি ভিক্ষা কর কেন? তিনি বলিলেন, "আমি পূর্ব্বতন বুদ্ধদিগের বংশসম্ভূত। আমরা বংশানুক্রমে ভিক্ষুক"। এ সকল কল্পিত কথা নহে। বাস্তব সত্য। জন্মান্তর লাভ ভিন্ন মনুষ্য-জন্ম সফল হয় না। নরোত্তমগণ যেমন জন্মান্তরে অধিকারী, নরাধমেরাও তেমনি জন্মান্তরে অধিকারী। প্রতি মানবতনয়ের পক্ষে জন্মান্তর অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং জন্মান্তরবাদ মনুষ্যমাত্রেরই মনে জাগ্রত আছে। এসম্বন্ধে ভ্রান্তমত বিদূরিত হউক এবং খাটি সত্য সকলে সন্ধান করুন। জন্মান্তর বিষয়ে খাটি সত্য যেন প্রত্যেক মনুষ্য প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হয়েন ইহাই বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যেও অনেকে জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য অন্বেষণ করেন না। প্রচলিত মত যাহা তাহাই সত্য স্বীকারপূর্ব্বক অনেক লোক তাঁহার অনুকূলে যুক্তি যোজনা করেন। তাঁহাদের এক যুক্তি এইঃ—একজন ধার্ম্মিক লোকের পাঁচটী সন্তান। তাঁহাদেয় একটী সুবোধ, ধর্ম্মভীত; সুকর্ম্মে নিরত। একটী দুষ্ট-বুদ্ধি, স্বার্থপর ও হিংসুক। অপরটি নির্ব্বোধ, বোকা, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। অন্য কোনটি বা বিকলাঙ্গ ইত্যাদি। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের ভিন্নতা জন্যই একই পিতামাতার পুত্রগণ এরূপ অদ্ভুত বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। গর্ভ্ভবাস ত্যাগ করিয়া কেবল কর্ম্মফলের তারতম্য জন্য পরস্পর বিপরীতাবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। এ সকল ব্যাপারে হয় বিধাতা পক্ষপাতী, নয় মনুষ্য পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগে নিরত।

মানব জীবনের গতি বিধি ও কার্য্য বিষয়ে পরম পুরুষ ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব সত্যতঃ মান্য করিলে পূর্ব্বোল্লিখিত বিচিত্রতা সম্বন্ধীয় প্রহেলিকাভেদ অসাধ্য ব্যাপার নহে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় লোকের ঈশ্বর বিশ্বাস এবং ধর্ম্মবিশ্বাস নানারূপ জটিলতায় জড়িত। এখানে মনুষ্যের ধর্ম্ম-সাধনের সহিত ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধনের সামঞ্জস্য নাই। এখানে অধিকাংশ লোকের ধারণা, ধর্ম্মের উদ্দেশ্য দুঃখ দূর করা। ভারতবর্ষের ন্যায়শাস্ত্রও দুঃখ নিবৃত্তির উপায় বিচারে নিযুক্ত। গৌতম সিদ্ধার্থও দুঃখও দুঃখের মূল বিনাশার্থে কি দুশ্চর তপশ্চরণই না করিয়াছেন!! ভারতবর্ষের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যোগ ভক্তি জ্ঞান এবং কর্ম্ম দ্বারা পরমানন্দ লাভ এবং সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব রাহিত্য করিয়াছেন। অতএব এ

সকল ব্যাপার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে ভারতবর্ষে পরমেশ্বরের পরম পুরুষকার যথার্থরূপে স্বীকৃত হয় নাই। ঐ কারণে অতি উন্নতমনা ধার্ম্মিকগণও ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধন যে স্ব স্ব জীবনের পরম লক্ষ্য তাহা স্বীকার করেন নাই। মহামনা ব্যক্তিগণের প্রত্যেকে স্বয়ং কোন লক্ষ্য স্থিরপূর্ব্বক তৎসাধনে জীবনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। কোন মহাপুরুষ যোগ, কেহ বা জ্ঞান, কেহ বা ভক্তি প্রেম-সাধনে জীবন ক্ষয় করিয়া গিয়াছেন।

আসিয়া ভূখণ্ডের প্রতীচ্য দেশীয় ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাজনগণের জীবনে ঈশ্বর পরম ব্যক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। এব্রাহেম মুসা, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতি মহিমান্বিত ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ প্রত্যেকে ঈশ্বরকে অভিপ্রায়পূর্ণ এক ব্যক্তিরূপে দর্শন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা ঈশ্বরের পরিচয় লাভানন্তর, স্ব স্ব ইচ্ছা সেই ইচ্ছাময় ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগের প্রত্যেককে যে আদেশ করিয়াছেন, তাঁহারা স্ব স্ব সুখ দুঃখ, মান অপমান, জীবন মৃত্যু নিরপেক্ষ হইয়া সেই আদেশ পালন করিয়াছেন। উপর্য্যুক্ত কোন মহাত্মা যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম সাধন বা ইন্দ্রিয় দমনপূর্ব্বক স্বীয় মুক্তিলাভ লক্ষ্য করেন নাই।

এব্রাহেম ঈশ্বর বিশ্বাসী ও পরম ভক্ত ছিলেন। অথচ তাঁহার দুই স্ত্রী ও দুই পুত্র ছিল। তিনি প্রথম পুত্রের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। ঈশ্বরের আদেশে স্বীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়া এব্রাহেম স্নেহাস্পদ পুত্রকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের আদেশেই তাহা হইতে তিনি নিবৃত্ত হন।

ঈশ্বরের আদেশ পালনই মহাপুরুষ মুসার জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়াছিল। তাঁহার প্রচারিত নীতি ও ধর্ম্ম ঈশ্বরের আদেশ প্রকাশ মাত্র।

যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরকে পিতা সম্বোধন করিতেন। পিতৃভক্তিরূপ দেব-দুর্ল্লভ-সুধা ঈশা আজীবন পান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহলোক পরলোক বা জন্মান্তর সম্বন্ধীয় কোন কল্পনা তরঙ্গে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য ভাসিতে পারেন নাই। পিতৃ ইচ্ছা পালনই ধর্ম্ম; পিতৃ ইচ্ছা পালনই জীবন; পিতৃ ইচ্ছা পালনই স্বর্গ; ইহাই যীশুখ্রীষ্টের জীবন এবং মত। দুঃখ, ক্লেশ, নিন্দা, গ্লানি, অপমান এবং মৃত্যু, পিতার ইচ্ছা পালনার্থ সকলই অমৃত। মানাপমানে জীবনমৃত্যুতে বা সুখ দুঃখে কাজে অকাজে কোন পার্থক্য রহিল না। যিশুখ্রীষ্ট প্রথম জন্মে সূত্রধর তনয়। জন্মান্তরে দেবতনয় হইলেন। তিনি জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যজাতিকে বলিলেন, মনুষ্যগণ পুনরায় জন্মগ্রহণ না করিলে স্বর্গরাজ্য দর্শনক্ষম হইবে না।

ব্যক্তি ঈশ্বর যাঁহাদের নিকট প্রকাশিত না হইয়াছেন তাঁহারা ধর্ম্ম, স্বর্গ, ইহলোক, পরলোক সম্বন্ধে নবনব কল্পনা তরঙ্গে নিজেরা ভাসিয়াছেন, অন্য সকল লোককেও ভাসাইয়া গিয়াছেন। গতানুগতিকগণ অদ্যাবধি সেই স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে।

এব্রাহেমাদির শিক্ষা একপ্রকার, দৃষ্টান্ত একপ্রকার, বামদেব জনকাদি ঋষি ও মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত অন্যপ্রকার। মানবীয় বুদ্ধি যে রাজ্যে প্রবেশ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, সেখানে বুদ্ধি খাটাইতে গেলে যে দশা অবশ্যম্ভাবী, তাহাই ঘটিয়াছে। আমরা অত্যাশ্চর্য্য কপোল-কল্পনার প্রমাণ স্বরূপ উপনিষদের কতিপয় শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"হন্ত ত ইদম্ প্রবক্ষ্যামি
গুহ্যম্ ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথাচ মরণং প্রাপ্য
আত্মা ভবতি গৌতম। ৬
যোনি মধ্যে প্রপদ্যন্তে
শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি
॥ ৭"

কঠ, ৫ম বল্লী।

অর্থঃ—

হে গৌতম, এখন তোমাকে এই গুহ্য সনাতন ব্রহ্মের বিষয় এবং মৃত্যুর পর আত্মা কিরূপ হয় তাহা বলিব।

কর্ম্ম ও বিজ্ঞানানুসারে কোন কোন আত্মা শরীর গ্রহণার্থ যোনি প্রাপ্ত হয়। অন্য কেহ কেহ স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়।

"ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুং
প্রাক্‌শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ স্বর্গেষু লোকেষু
শরীরত্বায় কল্পতে॥ ৪"

কঠ, ৬ষ্ঠ বল্লী।

যদি এখানে শরীর পতনের পূর্ব্বে (ব্রহ্মকে) জানিতে না পারে, তবে সৃষ্ট জীবের আবাস ভূমিরূপ লোক সমূহে সে পুনরায় শরীর ধারণ করে।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে
কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভব-
ত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ ১৪

কঠ, ৬ষ্ঠ বল্লী।

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে
হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভব-
ত্যেতাবদনুশাসনম্॥ ১৫

অর্থ।

যখন ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্ত অমর হয় এইমাত্র উপদেশ (শাস্ত্রের)।

ঋষিগণ স্ব স্ব চিত্তে প্রকাশিত ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় দিব্যালোক অনুসারে, অন্য লোক-দিগকে ব্রহ্মসম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জন্মান্তর ও অমৃত লোক সম্বন্ধে আপনাআপন ধর্ম্মবুদ্ধি ও অনুমান জনিত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহাই অন্যকে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা কি উজ্জ্বল আলোকের পশ্চাদ্বর্ত্তী অন্ধকার নহে।

মনুষ্যদিগের ইহকালের পরবর্ত্তী অবস্থা কোন্ মনুষ্য অন্যের নিকট ঠিকরূপে প্রকাশ করিতে পারে? ঈশ্বরই সর্ব্বজ্ঞ। ঈশ্বরের নিকট মনুষ্যের যেমন ইহলোক তেমন পরলোকের সকল তত্ত্বই বিদিত। যাঁহারা ঈশ্বরের নিকট নিশ্চিতরূপে পর-লোকতত্ত্ব জানিতে পারেন, তাঁহারা তাহা প্রকাশও করিতে সক্ষম। তদ্ভিন্ন কল্পনা

বিস্তার ভিন্ন মনুষ্য আর কি করিবে? যোগবল, জ্ঞানবল বা কর্ম্মবল সহায়ে মনুষ্যদিগের অনন্ত জীবনের রহস্যোদ্ভেদ কোন ব্যক্তি করিতে পারেন নাই। বরং কেহ কেহ ঈশ্বর এবং মনুষ্যের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিষয়ে অদ্ভুত অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বর যাঁহাদের নিকট বাঙ্ময় পরম পুরুষরূপে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাই পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, ইহজীবন ও পরজীবন বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন। যাঁহারা আপনাদের লব্ধজ্ঞান সাহায্যে মানব জীবনের পরবর্ত্তী অবস্থার তত্ত্বনির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের উক্তি নিতান্ত প্রলাপোক্তি সদৃশ। কাজেই উহার অনেক কথাতে সত্যের লেশ মাত্র নাই বলিলেই হয়।

ক্রমশঃ

আমাদের অদূর ভবিষ্যৎ।

কোনও একটী ইংরাজী পত্রিকায় জগবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক এডিসন, অদূর ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে কি কি পরিবর্ত্তন সমুপস্থিত হইবে, তিনি তাঁহার জ্ঞানচক্ষু দ্বারা যাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বর্ণ।

এডিসন বিশ্বাস করেন যে, আর অধিক দিন স্বর্ণের আদর থাকিবে না। লৌহের ন্যায় স্বর্ণও রাত্রিকালে বাহিরে পড়িয়া থাকিবে, কেহ তাহা অপহরণ করিবে না। কোন ব্যক্তিই স্বর্ণমুদ্রা বেতনস্বরূপ গ্রহণ করিবে না। তখন কোন জাতিই স্বর্ণমুদ্রা নিবারণ করিবে না। কারণ তিনি মনে করেন, শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক কিন্তু নিশ্চয় এমন দিন আসিবে, যখন স্বর্ণপ্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইবে। স্বর্ণপ্রস্তুত করিবার উপায় নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হইবে, কারণ যথাযথ পরিমাণে ও রূপে পদার্থের সংমিশ্রণই স্বর্ণ ও এতদ্ব্যতিরেকে ইহার আর কিছু বিশেষত্ব নাই। এতদ্দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ করিতে চাই যে, সকল পদার্থই সমান। স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রভেদ এই যে, পদার্থের পরিমাণের বিভিন্নতা ও বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া গঠিত। কে বলিতে পারে, নবাবিষ্কৃত রেডিয়ম ধাতুর অল্পমূল্য ধাতুকে বহুমূল্য ধাতুতে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই? যদি রেডিয়মের সে গুণ না থাকে, তবে নিশ্চয়ই অন্য কোন পদার্থের সে গুণ আছে।

যান।

এদিকে আবার স্থলপথে যাতায়াতের বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। বাষ্পীয় যান তার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ, যাহারা নগরে বর্দ্ধিত হইবে, তাহারা বিদ্যালয়ে গিয়া প্রথম বাষ্পীয় যানের কথা শ্রবণ করিবে। নগর হইতে দূরে, যেখানে দ্রুতগামিনী স্রোতস্বতী নাই ও লোকসংখ্যাও অধিক নয় এরূপ কোনও স্থানে না গেলে বাষ্পীয় যান দেখিতে পাইবে না। যে সকল প্রদেশে খরস্রোতা নদী থাকিবে, সে সকল স্থানে জলস্রোতচালিত চক্র দ্বারা উৎপন্ন তাড়িত দ্বারা রেলগাড়ী যাতায়াত করিবে। নগর

সমূহে বাষ্পের পরিবর্ত্তে তাড়িত দ্বারা এঞ্জিন সকল চালিত হইবে।

নবাবিষ্কৃত বায়ুযান বা এয়েরপ্লেন বিষয়েও তিনি এইরূপ বলেন। এ বিষয়ে বলিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে একদা তিনি তাঁহার ফ্লোরিডা প্রদেশের শীতকালীন রাসায়নিক পরীক্ষাগারের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। তখন আকাশ অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল। রৌদ্র উঠিয়াছিল, ও আকাশ নিস্তব্ধ ছিল। নিকটবর্ত্তী কোন একটী কারখানার ধূম নির্গমনের পথ (chimney) হইতে সহস্র ফিট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত ধূম উত্থিত হইতেছিল। একটী বাজপক্ষীও সেই উর্দ্ধ স্থানে ভ্রমণ করিতেছিল। এডিসন দেখিতেছিলেন, পক্ষীটা বৃত্তাকারে ঘুরিতেছিল। মধ্যে মধ্যে একবার শত ফিট নীচে নামিয়া আসিতেছিল ও পুনরায় উর্দ্ধে উঠিতেছিল। কিন্তু তিনি ইহাই লক্ষ্য করিতেছিলেন যে পক্ষীটী উর্দ্ধেই উঠুক বা নিম্নদিকেই আসুক, ইহা মোটেই পক্ষ সঞ্চালন করিতেছিল না। কিন্তু সকল সময় ইহার পক্ষদ্বয় পৌনে তিন ঘটিকার সময় ঘড়ির হস্তদ্বয়ের ন্যায় সরলভাবে ছিল। এডিসন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে না, পক্ষও সঞ্চালন করিতেছে না, তথাপি কিরূপে পক্ষীটী উর্দ্ধে অবস্থিতি করিতেছে। কিরূপেই বা পক্ষ সঞ্চালন ব্যতিরেকে নিম্ন হইতে উর্দ্ধে উঠিতেছে। কিন্তু সে সময়ে বহু চিন্তা করিয়াও ইহার মীমাংসা করিতে পারিলেন না। নয় বৎসর পরে ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন।

তিনি বলেন আমি এখন ইহার কারণ বাহির করিয়াছি। ইহা শব্দ তরঙ্গের উপর ভাসিতেছিল যে তরঙ্গ তাহার পক্ষদ্বয়ের অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালক দ্বারা উৎপন্ন হইতেছিল।

তাঁহার এই ঘটনা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে বাতাসে কোনরূপ আঘাত করিলেই তরঙ্গ উপস্থিত হয়। বাতাসে গুরুতর আঘাত করিলে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় সেই তরঙ্গ আমাদের কর্ণে শব্দরূপে প্রতিভাত হয়। সেই প্রকার তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গ বলা হয়। এডিসন বিশ্বাস করেন যে সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালক দ্বারা বাতাসকে দ্রুত সঞ্চালন করিয়া পক্ষীটা উর্দ্ধে উঠিতেছিল। ঠিক এই কৌশলদ্বারাই একজাতীয় বৃহৎ গুনগুনকারী মধুমক্ষিকা উড়িয়া বেড়ায়।

এই গুনগুনকারী মধুমক্ষিকা এডিসনের অত্যন্ত প্রিয়। তিনি বলেন এয়েরপ্লেনের উন্নতি করিতে হইলে আমাদিগকে ইহার নিকট হইতে অনেক শিক্ষা করিতে হইবে। এডিসন বিশ্বাস করেন বর্ত্তমানে যে প্রকার এয়েরপ্লেন আদৃত হইতেছে শীঘ্রই তাহা অপ্রচলিত হইয়া যাইবে। মধুমক্ষিকার কৌশল অবলম্বনে নির্ম্মিত নববায়ুযান আরোহীদিগকে লইয়া ঘণ্টায় শতাধিক মাইল যাইবে।

লৌহ ও ইস্পাত ব্যবহার বিষয়ে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সকল সমুপস্থিত হইবে। ইস্পাত দ্বারা পুস্তকের আচ্ছাদন প্রস্তুত হইবে। এমন কি পুস্তকের পৃষ্ঠা রূপে ইস্পাতের পাত ব্যবহৃত হইবে।

যদিও এডিসন নিকলের পৃষ্ঠা অধিকতর সুবিধাজনক বিবেচনা করেন।

নিকেলনির্ম্মিত পৃষ্ঠা সহজেই কালী শোষণ করে। একখণ্ড কাগজ অপেক্ষা, এক ইঞ্চির বিংশতিসহস্র ভাগের এক ভাগ পুরু নিকেলের পৃষ্ঠা, অনেক অল্প মূল্যে পাওয়া যাইবে, সমধিক দৃঢ় হইবে ও সহজে নত হইবে। দুই ইঞ্চি পুরু পুস্তকে চল্লিশ সহস্র পৃষ্ঠা থাকিবে। ওজন অর্দ্ধসেরের অধিক হইবে না। অর্দ্ধসের নিকেলপৃষ্ঠা প্রস্তুত করিতে পঞ্চশিলিং মাত্র ব্যয় হইবে। স্বভাবের নিয়মে অনতিবিলম্বেই গৃহের আসবাব নির্ম্মাণ করিতে, কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে ইস্পাত ব্যবহৃত হইবে। কাষ্ঠের মূল্য বৃদ্ধি হওয়া তাহার একটী প্রধান কারণ। এডিসন বলেন ইতিপূর্ব্বেই একটী কারখানাতে আফিসের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ইস্পাতে প্রস্তুত হইতেছে। চেয়ার টেবিল ডেস্ক ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য ইস্পাতের পাত হইতে তাহাদের বিভিন্ন অংশ গুলি বাহির করিয়া লওয়া হয়।

কাষ্ঠ দ্বারা একটী দ্রব্য প্রস্তুত করিতে যত ব্যয় হইবে, ইস্পাত দ্বারা প্রস্তুত করিতে তাহার একপঞ্চমাংশ লাগিবে। ইস্পাত নির্ম্মিত দ্রব্য হালকা হইবে, কারণ কোন দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে অল্প পরিমাণ ইস্পাতের প্রয়োজন হইবে। পালিস করা ইস্পাতের দ্রব্য অতিশয় সুন্দর দেখাইবে। মেহগনি, ওক প্রভৃতি যে কোন প্রকার কাষ্ঠের বর্ণের অনুরূপ তাহাদের বর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে।

আমরা "ইস্পাতের যুগ" আসিতেছে বলিয়া বড়ই আস্ফালন করিতেছি, বাস্তবিক তাহাতে কিছু অহঙ্কার করিবার নাই। ইস্পাতাপেক্ষা উন্নততর আর কোন পদার্থ আমরা জানি না সে জন্যই ইস্পাতের এত প্রাধান্য। ইস্পাতের প্রচলন একটী মহাভ্রান্তি, কারণ ইস্পাত অতি মহার্ঘ।

প্রাচীন মিশর বাসীগণ রৌদ্র-শুষ্ক ইষ্টক দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিত। রৌদ্র-শুষ্ক হইতে অনেক বিলম্ব হয় সে জন্য আমরা এখন অগ্নি দ্বারা অতি অল্প সময়েই তাহা সম্পন্ন করি। কিন্তু আমাদের আর অধিক উন্নতি হয় নাই এখনও ইষ্টক ও ইস্পাত দ্বারাই আমাদের গৃহ নির্ম্মিত হয়। এই বিংশ শতাব্দীতেও ইষ্টক ও ইস্পাতব্যবহার করা পাগলামি বলিয়া বোধ হয়। চুণ, বালুকা ও প্রস্তরখণ্ড মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কঠিন চাপ দিয়া যে একপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয় (Reinforced concrete) তাহা দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিলে ইষ্টক ও ইস্পাত নির্ম্মিত গৃহ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে ও অল্পব্যয়ে হইবে। যাহারা এখনও ইষ্টক ও ইস্পাত দ্বারা গৃহনির্ম্মাণ করে, তাহারা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। যাহারা কাষ্ঠদ্রব্য ব্যবহার করে, তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ রহিয়াছে। কারণ, কেবল এক আমেরিকা মহাদেশেই প্রতিবৎসর কাষ্ঠদ্রব্য দগ্ধ হইয়া প্রায় দশ কোটী পাউণ্ড ক্ষতি হয়। ভাবিয়া দেখুন, ইহাতে কত পরিশ্রম ও পদার্থের ক্ষয় হইতেছে। এ প্রকার অপব্যয় করিবার কি আবশ্যক? প্রথমতঃ উপরি উক্ত চুণ বালুকা প্রস্তর মিশ্রণের মূল্য অনেক কম, দ্বিতীয়তঃ ইহা

অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। এই উপাদানে নির্ম্মিত গৃহকে চিরস্থায়ী বলা যায়। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সুরম্য হর্ম্ম্য ও বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যালয় এই উপাদানে নির্ম্মিত হইবে।

এডিসন বলেন, ব্রুকলিন ও সিনসিনেটী নগরে এই নব আবিষ্কৃত উপাদান-নির্ম্মিত চতুর্দ্দশতলবিশিষ্ট দুইটী উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা আছে। ভূমিকম্পে ইহা ভগ্ন হয় না।

এডিসন বলেন, টেলিফোন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোনও উপায় আবিষ্কৃত হইবে। তাহা তাড়িতবার্ত্তা, তারবিহীন তাড়িতবার্ত্তা এসকল অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক হইবে।

কৃষিকার্য্যের যুগান্তর অবশ্যম্ভাবী। কৃষকসমাজকে আন্দোলিত করা প্রয়োজন, তাহাদের মস্তিষ্কের চালনা আবশ্যক। বুদ্ধিমান কৃষক সন্তানগণ অর্থোপার্জ্জনের জন্য নগরে গমন করিতেছে, কিন্তু ইহা তাঁহাদের জানা আবশ্যক যে, কৃষি বিদ্যায় যেরূপ মস্তিষ্কের চালনা প্রয়োজন, অন্য কোন বিষয়েই সেরূপ নয়। এডিসন বিশ্বাস করেন বর্ত্তমানের কৃষকশ্রেণী ও বর্ত্তমানের কৃষিপ্রণালী শীঘ্রই আর দেখা যাইবে না। বর্ত্তমানের এই কৃষক শ্রেণীর স্থান অবিলম্বেই প্রখর-দৃষ্টি-সম্পন্ন কার্য্য-কুশল, মৃৎ-রসায়নবিদ, উদ্ভিদতত্ত্ব-বিদ, ও অর্থনীতিবিদ এক সম্প্রদায় অধিকার করিবে। তখন অভিনব কৃষিযন্ত্র সকল আবিষ্কৃত হইবে, যাহাদের তুলনায় আজ কালকার যন্ত্র সকল অত্যন্ত আদিম অবস্থার মনে হইবে। তাড়িত-চালিত লাঙ্গল একেবারে দ্বাদশটী খাত খনন করিবে, ও যন্ত্র দ্বারা বীজ বপন করা হইবে।

বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞান সম্মত কৃষি কার্য্যের বিষয়ে লোকে কিছুই অবগত ছিল না। কৃষি ক্ষেত্রের অনুর্ব্বরতার কারণ কিছু কিছু জানা যাইতেছে। মৃত্তিকাকে উর্ব্বরতা দান করিবার উপায়ও আবিষ্কৃত হইতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে অভিনব কৃষিযন্ত্র সকল আবিষ্কৃত হইতেছে।

ভবিষ্যতে যুদ্ধবিগ্রহের কিরূপ উন্নতি হইবে তাহা বিবৃত করিয়া এডিসন তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর উপসংহার করিয়াছেন। মানব হত্যার অভিনব যন্ত্র ও উপায় সকল প্রাদুর্ভূত হইবে। রণতরী সকল অসংখ্য কামান দ্বারা সজ্জিত হইবে, যাহার ফলে হয় বিশ্বব্যাপী বিপ্লব, কিম্বা বিশ্বজনীন শান্তি সংস্থাপিত হইবে।

অবিলম্বেই নানাবিধ দ্রব্য-প্রস্তুতকারী কলের উন্নতি হইবে। যে সকল অসুবিধা ও অপূর্ণতা আছে তাহা দূরীভূত হইবে। কলের এক প্রান্তে বস্ত্র, বোতাম, সূতা ইত্যাদি পোষাকের সকল উপকরণ প্রদত্ত হইবে, অপর প্রান্ত হইতে পোষাক প্রস্তুত হইয়া, ও সেইসঙ্গে বাক্সের মধ্যে প্যাক হইয়া বাহির হইবে। ছাপাখানা হইতে বাধান বই সকল একেবারে বাহির হইবে। অর্থাৎ এখন কলে কোনও দ্রব্যের বিভিন্ন অংশ প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতেছে, মনুষ্য হস্ত দ্বারা অংশগুলি সংযোজিত হইতেছে, কিন্তু তখন ভিন্ন ভিন্ন অংশ সকল প্রস্তুত হইয়া পরস্পর সংযোজিত হইয়া বাহির হইবে।

হ্যালিবার্টন পত্নীর জীবনের পরীক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মিঃ অ্যালেন বলিলেন—"আমি যতদূর বুঝতে পারলাম তাতে সত্যি কথা হচ্ছে এই যে তোমার আসন্ন কোন বিপৎপাতের সম্ভাবনা নেই।"

হ্যালিবার্টন কতকটা রুক্ষ ভাবে উত্তর করিলেন—"ডাঃ ক্যারিংটনও তো বলেন নি যে আমার আসন্ন বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে। আমার বুক ও ফুসফুস্ সম্পূর্ণ সুস্থ দেখলে কি ?"

"না, সুস্থ নহে। কিন্তু তাই বলে আমি এমনও বলতে পারি না যে তারা অতি মাত্রায় রোগগ্রস্থ। সাবধান হ'য়ে চললে তুমি এখনও অনেকদিন বাঁচতে পার।"

"কোন জীবন-বীমা আফিস কি আমার জীবনকে গ্রাহ্য ক'রবে ?"

"না, আমার মনে হয় না যে তারা তোমার জীবন গ্রাহ্য কর'বে।"

অ্যালেন—"ইহা ঠিক আমার আসন্ন মৃত্যুসংবাদের ন্যায় কঠোর।"

চিকিৎসক বলিলেন—"যদি তুমি আমার কথাকে ঐ ভাবে গ্রহণ কর তা হ'লে বস্তুবিকই তোমাকে আমার মত সরলভাবে জানিয়েছি ব'লে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব। আমি পুনর্ব্বার বলছি—সাবধান হয়ে চললে তুমি বহুদিন ধ'রে ব্যাধির উপর জয়লাভ ক'রতে পারবে—অনেক দিন বাঁচতে পারবে। যদি এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস না হ'ত তা হ'লে আমি তোমাকে এমন কথা কখনই বলিতাম না।"

"আচ্ছা, ক্যারিংটনের সঙ্গে তুমি কি এ বিষয়ে একমত যে আমার শীঘ্রই লণ্ডন ত্যাগ করা উচিত ?"

"হাঁ। আমার মনে হয় কোন পল্লীগ্রামে গিয়ে বাস কর'তে পারলে তোমার ব্যায়রাম শীঘ্র সেরে যেতে পারে। আর তুমি তো এর আগে অনেকবার আমাকে ব'লেছ যে লণ্ডনের জল হাওয়া তোমার কিছুতেই সহ্য হয় না।"

হাঁ সে কথা আমি বলেছি বটে। এখানে আমার শরীর কখনও ভাল থাকে না—এটা সত্য কথা। আচ্ছা এ বিষয়ে কি করা যেতে পারে আমি বিবেচনা ক'রে দেখি। এখন বিদায় হই।"

যদিও অ্যালেনের রায় ডাক্তার ক্যারিংটনের ন্যায় একেবারে নিরাশার ঘন তমসাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল না, তথাপি ইহাতেও তিনি উজ্জ্বল আলোকের কোন আভাস পাইলেন না। তখন হ্যালিবার্টন সাহস করিয়া বিপদের সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার প্রকৃতিই এইরূপ ছিল যে তিনি বিপদে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেন না। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে এরূপ ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখে তিনি কখনও পতিত হন নাই। যাহাই হউক তিনি ভাবিতে লাগিলেন এক্ষণে কর্ত্তব্য কি ? তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে এ কথা গোপন রাখিবার কোন সম্ভাবনা নাই। যদি সত্যই তাঁহাদের বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া কোন পল্লীগ্রামে যাইতে হয় তবে সে বিষয়ে

তাঁহার স্ত্রীর সহিত পরামর্শ অনিবার্য্য। সুতরাং যত শীঘ্র জেনকে এ বিষয় জ্ঞাত করা যায় ততই ভাল। তিনি বাড়ীর দিকে চলিলেন এবং সে দিন, নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে প্রিয়তমা পত্নীকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে মনস্থ করিলেন।

বাড়ীর সেই ক্ষুদ্র উৎসব দল ভাঙ্গিয়া গেল। আহূত বন্ধুবর্গ স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। ছেলেরা আপন আপন শয্যায় শুইয়া পড়িল। তখন মিঃ হ্যালিবার্টন ও জেন অগ্নির নিকটে উপবেশন করিলেন। সে সময়ে শীতের তেমন প্রাবল্য ছিল না বটে, তথাপি সন্ধ্যাকালে গৃহে একটু আগুন বেশ প্রীতিপদ বোধ হইতেছিল। মিঃ হ্যালিবার্টন অন্যমনস্ক ও বিমর্ষভাবে বসিয়াছিলেন। এইবার যখন স্ত্রীকে সকল কথা বলিবার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইল তখন তিনি সাহস করিয়া সে কথা প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

জেন বলিল—"আজ তোমার শরীরটা খুব খারাপ, না? আমি সন্ধ্যা হতে বরাবর লক্ষ্য করে আসছি আজ কেমন তুমি বিমর্ষ হ'য়ে আছ।

"না জেন, আমি ভালই আছি; কৈ তেমন বেশী কিছু খারাপ তো মনে হচ্ছে না। তবে প্রিয়তমে সত্য কথা বলতে কি, আজ তোমাকে একটা অশুভ সংবাদ জানাবার আছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে না যে তোমাকে সে সংবাদটা জানাই।"

জেন দেখিল তাহার আপন পরিবারের সকলেই সুস্থ ও নিরাপদ আছে। তখন তাহার তয় একবার ক্র্যানস্ক্লিন্, একবার মার্গারেট একবার রবার্টের দিকে প্রধাবিত হইল। মিঃ হ্যালিবার্টন তখন বলিলেন—

"না জেন, তাদের সম্বন্ধে কোনই অশুভ সংবাদ নেই—এ অশুভ সংবাদ আমার নিজের সম্বন্ধেই।"

"তোমার নিজের সম্বন্ধে? তোমার নিজের সম্বন্ধে অশুভ সংবাদ কি হ'তে পারে?'

"তারা আমার জীবন—"সহসা তিনি থামিলেন এবং সেই সময়ের জন্য প্রশান্ত আনন্দময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন—"কিন্তু এ সংবাদ তুমি বেশ অবিচলিত চিত্তে শুনতে পারবে তো?"

জেনও হাসিয়া বলিল—"নিশ্চয়ই তা পারব।" জেন ভাবিল এ এমন একটা কি দুঃসংবাদ হ'তে পারে?

"জেন তারা আমার জীবন বীমা করতে রাজি হ'ল না।"

জেনের হৃদয়ের রক্ত চলাচল যেন সহসা থামিয়া আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন তারা অস্বীকার করলে?"

"তারা মনে করলে, আমার জীবন বীমা করা সমূহ বিপজ্জনক। তারা মনে করে আমি তেমন সুস্থ ও সবল নই।"

সহসা জেনের মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল—ক্ষণকালের জন্য তাহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। তাহার পরে সে অস্ফুট নিরাশার ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া তাহার দুইটী কর মর্দ্দন করিতে লাগিল। সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল তাহার স্বামীর এই সংক্ষিপ্ত সংবাদের অন্তরালে আরো অনেক কষ্টের কথা প্রচ্ছন্ন আছে।

৮ম পরিচ্ছেদ

জেন চেয়ারে বসিয়া রহিল—সেই বিষাদসূচক অস্ফুট ধ্বনি ব্যতীত তাহার মুখে অন্য কোন অস্থিরতার লক্ষণ দেখা গেল না। মিঃ হ্যালিবার্টন সেই মুহূর্তে তাহার দিকে তাকাইতে পারিলেন না। তিনি এক হস্তে গণ্ডস্থল রাখিয়া গৃহরক্ষিত অগ্নির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। জেন বিষাদসূচক ধ্বনি করিলে তিনি তাঁহার অপর হস্তখানি ধীরে ধীরে জেনের স্কন্ধোপরি স্থাপন করিলেন।

"জেন, যদি আমি আগে বুঝিতে পারিতাম যে তুমি এ বিষয়ে অন্ধকারের দিকটাই দেখিবে তাহা হইলে আমি তোমার কাছে সকল কথা প্রকাশ করিতাম না। তোমার এ কথা ভাবিয়া দেখা উচিত যে আমি যে তোমাকে সকল কথা অকপট চিত্তে খুলিয়া বলিয়াছি ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে আমার তেমন গুরুতর কিছুই ঘটে নাই।" হ্যালিবার্টন প্রফুল্লমুখে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন। তিনি দেখিলেন যে যখন অশুভ সংবাদ একবার প্রকাশ করাই হইয়াছে তখন যাহাতে উহা হইতেও জেনের মনে সা . না আসে সেইরূপই করা উচিত।

"তুমি বল্লে যে তারা তোমার জীবন বীমা ক'রতে স্বীকৃত হয় নাই।"

"দেখ জেন, ও কথাটা বলা আমার ঠিক হয় নাই, কারণ তারা এখনও অস্বীকার করে নাই। তবে ডাক্তার ক্যারিংটন বল্লেন যে, তিনি আমার সম্পূর্ণ সুস্থতা সম্বন্ধে অবশ্য সার্টিফিকেট দিতে পারবেন না।"

"তা হ'লে দেখছি তুমি ডাক্তার ক্যারিংটনের কাছে গিয়েছিলে?"

"হাঁ জেন, গিয়েছিলেম। জেন, তোমার কাছে সত্য গোপন করেছি ব'লে তুমি মনে কিছু ক'রো না। আমি সব ছেলেপুলেদের সামনে এ কথা স্পষ্ট করে তোমাকে বলতে পারিনি।"

জেনের মস্তক মিঃ হ্যালিবার্টনের স্কন্ধে ঝুঁকিয়া পড়িল। সে তখন ধীরে ধীরে বলিল—"তুমি এ সম্বন্ধে সমস্ত কথা আমায় খুলে বল।"

"জেন, আমি প্রায় সবই তোমাকে ব'লেছি। আমি ডাঃ ক্যারিংটনের সঙ্গে দেখা ক'রলাম, তিনি আমাকে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রলেন। তার পর তিনি আমার বুক পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। তিনি মনে করেন যে আমার ফুস্‌ফুস সম্পূর্ণ সুস্থ নয়, সেই জন্য তিনি সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করলেন।"

"তিনি মনে করেন তোমার বুক ভাল নয়?"

"তিনি বল্লেন ফুসফুস ভাল নয়।"

"উঃ—তিনি আর কি বল্লেন?"

মিঃ হ্যালিবার্টন যথাসম্ভব প্রফুল্লভাবে উত্তর করিলেন—"তিনি হৃদয় যকৃৎ কিংবা অন্য কোন অত্যাবশ্যক যন্ত্রের কথা বল্লেন না, তা হতে আমার মনে হয় যে সে সব সম্পূর্ণ সুস্থই আছে—সুতরাং তাদের সম্বন্ধে কিছু বলবার নাই। জেন, তোমার কাছে এ কথা বলবার আমার কোনই প্রয়োজন

ছিল না, তবে কিনা ডাক্তার আমাকে এক সময়োজনক উপদেশ দিয়েছেন, সেই জন্য তোমাকে সব খুলে বলতে হ'ল।"

জেন তাহার চেয়ারে হতাশভাবে বসিয়া স্বামীর দিকে তাকাইয়া রহিল। আবার তাহার মুখখানি পাংশুবর্ণ হইবার উপক্রম হইল। মিঃ হ্যালিবার্টন বলিলেন—

"ডাক্তার ক্যারিংটন আমাকে বিশেষ ক'রে অনুরোধ করলেন, আমি যেন শীঘ্র লণ্ডন ছেড়ে চলে যাই। যদি ভাল হতে হয়, তবে আমার এরূপ করা একান্ত কর্ত্তব্য —এই তাঁর মত। এই উপদেশ শুনে অবধি আমি যে কি ক'রব কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না—মন বড় চঞ্চল হয়েছে। সুতরাং তুমি যে আজ আমাকে বিমর্ষ দেখবে সে কিছু আশ্চর্য্য নয়।"

জেন জিজ্ঞাসা করিল—"তিনি কি তোমার ব্যায়ারাম খুব শক্ত মনে করেন?"

"জেন, তিনি এ কথা বলেননি যে, আমার ব্যায়ারাম খুব শক্ত। তুমি নিজেই তো দেখতে পাচ্ছ যে আমার এমন কিছু গুরুতর ব্যাধি উপস্থিত হয়নি। তিনি শুধু বল্লেন যে, আমার ফুসফুস্ তেমন—"

জেন বলিল—"তেমন ভাল নয়?"

"হাঁ, তাই বটে—ভাল নয়—সুস্থ নয়—হাঁ, তাই। ডাক্তাররা সামান্য একটু খুঁৎ পেলেই ওরকম বলে থাকে। ডাঃ ক্যারিংটন আমাকে বিশেষ ক'রে অনুরোধ করলেন, আমি যেন শীঘ্রই লণ্ডন ছেড়ে অন্যত্র যাই।"

"কত দিনের জন্য তিনি বল্লেন?"

"তিনি বল্লেন—চিরদিনের জন্য।"

জেন চমকিয়া উঠিল। "তা কেমন ক'রে হ'তে পারে?"

"তাইতো আমিও ভেবে ঠিক করতে পারছি না। লণ্ডন ছেড়ে যাওয়ার অর্থ—আমার জীবিকার উপায় ছেড়ে যাওয়া। এখন তুমি বুঝতে পারছ, চা'এর সময় কেন আমি তেমন অন্যমনস্ক হ'য়েছিলাম। যখন তুমি আমাকে বাইরে যেতে দেখলে, তখন আমি অ্যালেনের কাছে যাচ্ছিলাম।

জেন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"তিনি কি বল্লেন?"

"ডাক্তার ক্যারিংটনের সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখলে, তিনি যা বল্লেন সে তেমন কিছুই নয় বল্লেই হয়। তবে এক বিষয়ে তিনি ক্যারিংটনের সঙ্গে একমত তিনিও বল্লেন—আমার লণ্ডন ছেড়ে অন্যত্র বাস করা উচিত।"

জেন ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল—"আমার এ বিষয়ে যা কর্ত্তব্য ব'লে মনে হয়, তা তোমাকে বলছি। আমি এসম্বন্ধে বেশী ভেবে দেখবার সময় পাইনি, কিন্তু আমার মনে হয় যে, তোমার আর একজন ডাক্তারকে দেখান উচিত।—তিনি কি বলেন তাঁর পরামর্শ নেওয়া উচিত। যে ডাক্তার ফুস্‌ফুসের রোগসম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শী তাঁকেই দেখান কর্ত্তব্য। আর দেরি না ক'রে কালই তুমি সেইরকম একজন ডাক্তারের কাছে যাও। তিনিও যদি বলেন যে তোমার লণ্ডন ত্যাগ করা উচিত, তা হ'লে আমাদের যতই কষ্ট আর অসুবিধা হোক না কেন আমাদের অবশ্যই এ স্থান ত্যাগ করতে হবে।"

এই পরামর্শটী হ্যালিবার্টনের মনে লাগিল—তিনি এই উপদেশ অনুসারেই কার্য্য করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে কেমন একটা দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তিনি যে ডাক্তারের কাছেই যান না কেন, সকলেরই মত ডাঃ কেরিংটনের অনুরূপ হইবে। অবশ্য জেনকে তিনি এ কথা বলিলেন না—বরং জেনকে তিনি বলিলেন যে, এই সকল জীবনবীমা অফিসের ডাক্তারেরা নিজেদের অফিসের খাতিরে অনেক সময় অযথা মাত্রায় সাবধান হইয়া থাকে। এইরূপ স্তোভবাক্যে তিনি নিজের হৃদয়কেও কতকটা বুঝাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

জেন জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি তোমার জীবন বীমার জন্য অন্য কোন অফিসে দরখাস্ত করিবে কি?"

"অন্যত্র দরখাস্ত করা বৃথা মনে না করিলে অবশ্য আমি অন্যত্র দরখাস্ত করিতাম।"

"তুমি কি মনে কর সেটাও নিরর্থক হবে?"

"সকল অফিসই আপন আপন মনোমত ডাক্তার নিযুক্ত করে রাখে। আর আমার বিশ্বাস ঐসব ডাক্তারেরা অনাবশ্যকরূপে অতি-সাবধান হয়। জেন, তারা লোকের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না।"

জেন বলিল—"যদি তোমার বাস্তবিক কোন গুরুতর পীড়া হ'য়ে থাকে, তা হ'লে অবশ্য কোন অফিসই তোমার জীবন বীমা করতে রাজি হবেনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি তোমার তেমন কিছুই গুরুতর না হয়ে থাকে, যদি এটা কেবল একটা সাময়িক অসুস্থতা মাত্র হয়, তবে তারা সম্মত হবেনা কেন?"

হ্যালিবার্টন বিষণ্ণভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ, সে কথা সত্য বটে। হায়! জেন, আমার এমন ব্যাধি হবার পূর্ব্বে যদি আমি জীবন বীমা ক'রে রাখতাম, তা হ'লে আজ আমার মনে কত শান্তি হ'ত। গতজীবনের এতটা সময় আমি বৃথা ক্ষয় ক'রেছি! সন্তান ও পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ ভরণ-পোষণের জন্য আমি যে কিছুই সঞ্চয় ক'রে রাখতে পারিনি!"

হায়! মানুষের মধ্যে কয়জন এমন সৌভাগ্যবান্ আছেন, যাঁহারা গতজীবনের কথা স্মরণ ও আলোচনা করিয়া অকপট-চিত্তে বলিতে পারেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্ব-জীবন কোন না কোন প্রকারে বৃথা ব্যয়িত হয় নাই?

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

মহিলাদিগের রচনা।

নারীর কর্ত্তব্য।

আজ কাল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন যে স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি ব্যতীত দেশের প্রকৃত মঙ্গল নাই। কারণ দেশের যাহারা ভাবী আশাস্থল তাঁহারা সেই সন্তানদিগের জননী। মা ভাল না হইলে ভাল সন্তান হয় না ইহা পণ্ডিতগণের চিরদিনের মত। এবং ইহার প্রমাণ স্বরূপ দেখাও যায় যে যত সাধু মহাত্মা পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই সৎস্বভাবা জননীর দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। সেইজন্য আমাদের দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী মহোদয়গণ স্ত্রীদিগের উন্নতির জন্য প্রাণ-প্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে শিক্ষা ব্যতীত নারীগণ যথার্থ উন্নত হইতে পারিবেন না। শিক্ষাহীন জীবন পশুর জীবন। কিন্তু শিক্ষা আবার প্রকৃত শিক্ষা হওয়া চাই—যে নিজের মঙ্গল নিজে জানে না, সে অপরকে মঙ্গল দিবে কি করিয়া? মা যদি সত্যবাদিনী না হন তা হলে তিনি সন্তানকে কিরূপে সত্য শিক্ষা দিবেন? মায়ের হৃদয়ে যদি অকপট ঈশ্বর

বিশ্বাস না থাকে তা হলে সন্তান কিরূপে বিশ্বাসী হইবে? বিধাতার নিয়মে সন্তান হইলেই জননীগণ তাহাকে পালন করিতে বাধ্য। মাতৃহৃদয় স্বভাবতঃই স্নেহশীলা কিন্তু অন্ধ স্নেহে সুফল ফলিবার বেশী সম্ভাবনা নাই। সন্তানগণকে শুধু খাওয়াইয়া পরাইয়া তাহাদের শরীরের উন্নতি করিলেই যথেষ্ট হইবে না; শিশুকাল হইতে তাহাদের মনের উন্নতির জন্যও সচেষ্ট থাকিতে হইবে। যে পরিবারে পিতামাতা সন্তানগণের সহিত প্রাণ খুলিয়া মেশেন, সে পরিবারের সন্তানদিগকে প্রায়ই মন্দ হইতে দেখা যায় না কারণ তাহারা পিতামাতার সম্মুখে নির্ভয়ে তাহাদের সরল মনের কথাগুলি ব্যক্ত করিবার সুযোগ পায়। আর যদি পিতামাতা তাহাদের নিকট বিজ্ঞের ন্যায় গম্ভীর হইয়া থাকেন তাহাদিগকে সর্ব্বদা শাসনের উপর রাখিতে চান, সন্তানেরাও পিতামাতার কাছে ভাল মানুষটীর মত গম্ভীর হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহাদের সম্মুখ ছাড়া হইলেই দুষ্টামীতে পরিপক হইয়া উঠে। জননীর দায়িত্ব যে কত গুরুতর তাহা আমরা এখনও ভাল বুঝিতে পারি নাই। যদিও আজকাল সহরে অনেক মহিলা সুশিক্ষিত হইয়াছেন কিন্তু পল্লীগ্রামে আমাদের মধ্যে অশিক্ষিতা মহিলারই সংখ্যা অধিক। তাঁহাদের জীবন যে কর্ত্তব্যহীন অসার তাহা নহে। তাঁহারাও গৃহলক্ষ্মীর কর্ম্ম, অতিথিসেবা সন্তানপালন প্রভৃতি গৃহস্থের নিয়মিত কর্ত্তব্য সকল করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা হইলেও আজকাল আমাদের দেশের স্ত্রী সমাজে যে একটা নূতন উন্নতির হাওয়া আসিয়াছে তাঁহারা এখনও তাহার আভাস পান নেই; কিন্তু বিধাতা যখন আমাদের উপর মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, তখন তিনি এ কল্যাণ হইতে তাহাদিগকেও বাদ দিবেন না। এ ভার তাঁহারই হস্তে। তবে আমরা যাহাতে ধর্ম্মে, সত্যে, শিক্ষায়, জ্ঞানে উন্নত হইতে পারি তাহার জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের ক্ষমতা যদিও সামান্য কিন্তু আমরা সরলভাবে চেষ্টা করিলেই তিনি আমাদের সহায় হইবেন। স্ত্রীলোক যদি তাঁহাদের জীবনের কর্ত্তব্য প্রকৃতরূপে সম্পন্ন করিতে চান তহা হইলে তাঁহাদের দায়িত্ব পুরুষদের অপেক্ষা কম নহে। ভগবান পুরুষ জাতিকে বেশী ক্ষমতা দিয়াছেন সত্য কিন্তু স্ত্রীদিগের সাহায্য না পাইলে তাঁহাদের মহৎ উদ্দেশ্যও বিফল হইয়া যায়। তাঁহাদের কার্য্যের সহিত নারীগণের যোগ না থাকাতে আমাদের সমাজ এরূপ বলহীন। তাঁহারা বাহির হইতে কার্য্য করিবেন আমরা গৃহ হইতে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিব, উৎসাহিত করিব এবং তাঁহাদের কল্যাণ সাধন করিব। এই অন্তরের আকাঙ্ক্ষা যেন আমরা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি। আমরা যেন স্বামীর যথার্থ সহধর্ম্মিণী, ভ্রাতার উপযুক্ত ভগিনী ও সন্তানগনের সুমাতা হইতে পারি। দয়াময়ের চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

বারান্তরে আমরা মাতৃজাতির দায়িত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

শ্রীমতী বীণাপাণি সরকার।

বিশ্বাসের জয়।

(বামাবোধিনী হইতে উদ্ধৃত।)

বাপ মা নাই, ফুলের মতন
দুটী মাত্র ভাই বোন;
ফুলের মত নরম স্বভাব,
ফুলের মতন মন।

বোনটী সবে দশ বছরের,
ভাইটী বছর সাত,
একটী চা'ল ঘরে নাই,
শূন্য তাদের হাত।

এখন তারা হেসে খেলে
সময় কাটাবে,
কি বুঝে তারা, কি বা করিয়ে
সংসার চালাবে ?

একদিন ক্ষুধায় অধীর হ'য়ে
ভাইটী বলিল, "দিদি !
আজকে ক্ষুধায় মারা যাই,
খেতে না দিস যদি।"

"ঘরে নাই এক গোটা ধান
কি হবে ভাই ! বল্"
ভাই বোনের চোখ দিয়ে
পড়ে অশ্রুজল।

হঠাৎ বোনটী বলিল "ভাই !
মনে পড়েছে রে,
একটি কথা মা আমাদের
বলে গেছেন রে।

"যতই দুঃখ, যতই ক্লেশ,
পাওনা কেন তুমি,
সকলি ঘুচাতে পারেন
জগতের স্বামী।

"জানালে তাঁহারে সব
ব্যথা দূরে যায়,
তাইতো ভক্তেরা সব
বলেন তাঁর পায়।

"আজ আমাদের দুঃখের কথা
বলিগে তাঁর কাছে,
নিশ্চয়ই তাঁর দেখা পাব
করুণাময়-সাজে।"
এই না বলে বোনটী লেখে
চিঠি একখানি,
"না খেতে পেয়ে মরে যাই,
জগতের স্বামী !
"মা বলেছেন তোমার কাছে
বল্লে দুঃখ ঘুচে,
তাই এসেছি দু' ভাই বোন
দাও দুঃখ মুছে।"
চিঠি লিখে শিরোণামা তার
ভাবিছে কি দিবে,

ভাইটী বলে "শুধু "ঈশ্বর"
লিখিলেই হবে।"
"ঈশ্বর' শিরোণামা লিখে
দু' ভাই বোন ছুটে,
ডাকঘরে পাল্লে দিতে
সকল দুঃখ টুটে।

হেনকালে সদাশয়
ভদ্র এক জন,
দেখেন গলাগলি ধরা
দুইটী ভাই বোন।
বোনের হাতে বাঁকা লেখা
লিপি একখান,
"ঈশ্বর' তার শিরোণামা
একি সরল প্রাণ !
বল্লেন তিনি "একটি বোঁটায়
দুইটী কমল ফুল
কারে যাচ্ছ দিতে চিঠি
কি কর্‌ছ ভুল ?"
তারা বলে "মা বলেছেন
দুঃখ কষ্ট পেলে,
বোলো সব তাঁহারই
চরণের তলে।
তাই মোরা চিঠি লিখেছি।"
বাবু বল্লে "একি !
বেশ তোমাদের মনের ভাব,
হবে তোমরা সুখী।
ভাবিয়াছি ঈশ্বরের কাছে
আমি আজকেই যাব,
দাও আমাকে চিঠিখানা
তাঁহাকেই দিব।"
সদাই বাবু অন্তরালে
তাদের খবর নিতেন,
যখন যা' অভাব দেখ্‌তেন
অমি পুরিয়ে দিতেন।
ফুলের মতন ভাই বোন দুটী,
সদাই হাসিমুখ,
ঈশ্বর সব অভাব ঘুচান
কেমন সরল বুক।

শ্রীযুক্তা সুরুচিবালা
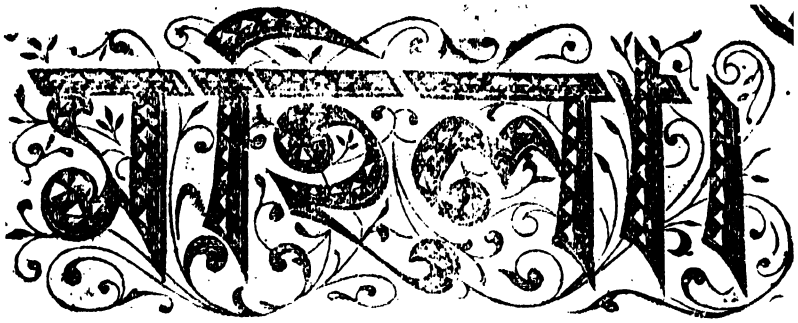
মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৬শ ভাগ] জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮। জুন, ১৯১১। [৮ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে নিত্য, নিরঞ্জন, মঙ্গলময় দেবতা, তুমি চিরদিন পূর্ণ ও নির্ব্বিকার, কিন্তু তুমি তোমার সৃষ্ট নরনারীকে প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে রাখিয়াছ। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নরনারীর শরীর মন ক্রমাগত নূতন নূতন অবস্থাতে উপনীত হইতেছে। ইহা যে তোমার মঙ্গল বিধান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, তুমি পূর্ণ মঙ্গলময়—মনুষ্যগণকে সৃষ্টি করিয়া তুমি তাহাদিগকে নিত্য নূতন মঙ্গল দান করিবে বলিয়া তাহাদিগকে এই পরিবর্ত্তনশীল স্বভাব দান করিয়াছ, কিন্তু আমরা এতই দুর্ব্বল, নির্ব্বোধ ও অসাবধান যে, আপনাদিগের প্রকৃত উন্নতি ও মঙ্গলের কথা ভুলিয়া যাই এবং যখন তখন উচ্চ অবস্থা হইতে নীচ অবস্থাতে ইচ্ছা করিয়া পতিত হই,—সুধাভ্রমে বিষপান করি। হে দেব, তোমার পুত্রকন্যাগণ প্রতি মুহূর্ত্তে মহা সন্ধিস্থলে স্থিতি করিতেছে, প্রতিবিষয়ে এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইতেছে যে, জাগ্রত ভাবে তোমার শরণাপন্ন হইয়া চলিলে উচ্চ দিকে অর্থাৎ দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইবে, আর অসংযত ও অবিশ্বাসী হইয়া চলিলে, পাপে দুঃখে পতিত হইবে। এজন্য হে দেব, তোমার মঙ্গল চরণে এই প্রার্থনা করি যে, ভারতমহিলাগণ বর্ত্তমান সময়ে যে মহা পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তে পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা যেন তোমার কৃপায় নিত্য নিত্য তোমার মঙ্গল পথে প্রকৃত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারেন। হে সর্ব্বদর্শী দেবতা, তুমি দেখিতেছ তোমার কন্যাগণ এই বিশেষ পরিবর্ত্তনের সময়ে কত বিষয়ে পুরাতন অভ্যাস, রুচি, শিক্ষা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া নূতন শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন, তুমি দেখিতেছ, যাহা যাহা নূতন, তাহাই যে মঙ্গলকর তাহা নয়—অনেক স্থলে অতি উত্তম অভ্যাস, শিক্ষা প্রভৃতি ত্যাগ

করিয়া নারীগণ নূতনতাপ্রিয়া হইয়া আপনাদিগের অনিষ্ট করিতেছেন। হে কৃপাময়, তুমি কৃপা করিয়া তোমার কন্যাগণের অন্তরে শুভবুদ্ধি দান কর, তাঁহারা যেন সকল প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে হীন, ক্ষুদ্র ও ত্যাজ্য বিষয় সকল ত্যাগ করিয়া দিন দিন শ্রেষ্ঠ, উদার ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমাদিগের প্রত্যেক পরিবর্ত্তন যেন উন্নতির দিকে লইয়া যায়। তোমার কৃপায় নরনারী এইরূপে নিত্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

বঙ্গীয় নারীসমাজের উন্নতি।

আমরা সকলেই জানি যে, নব্যভারতের পিতা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। পাশ্চাত্য সভ্যতা, জ্ঞানবিজ্ঞানাদির প্রভাব ভারতবাসীগণের অন্তরে পতিত হইয়া যে নূতন চিন্তা ও নূতন ভাবসকল জন্মগ্রহণ করে তাহা সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার ভিতরে প্রকাশিত দেখা যায়। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ এ বিষয় যত স্বীকার করুন বা না করুন, বঙ্গদেশ একথা কখনও অস্বীকার করিতে পারিবে না। ধর্ম্মবিশ্বাসকে জ্ঞানালোক দ্বারা পরীক্ষা করা ও দৈনিক জীবনকে জ্ঞানবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে ব্যবস্থিত করা এই সময় হইতে ভারতে আরম্ভ হইয়াছে। আজ ৮০ বৎসর হইল এই নূতন স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এই দীর্ঘকাল মধ্যে ক্রমে ক্রমে সমাজমধ্যে অনেক নূতন ভাব প্রবেশ করিয়াছে। বিশেষ ভাবে বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজেরই এই বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং দিন দিন ঘটিতেছে। এই ৮০ বৎসরের মধ্যে প্রথম চল্লিশ বৎসর যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে শিক্ষিত পুরুষদিগের মধ্যে দেখা যায়। মহিলাদিগের সমাজে বিশেষ পরিবর্ত্তন তখনও আরম্ভ হয় নাই। নূতন জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব সদর হইতে অন্দরে যাইতে, অর্থাৎ শিক্ষিত পুরুষসমাজ হইতে ভদ্রমহিলাসমাজে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইতে চল্লিশ বৎসর লাগিয়াছে। সাধারণ ভাবে দেখা যাইতেছে যে আজ চল্লিশ বৎসর আমাদিগের মহিলাসমাজে নবভাবের স্ফূর্ত্তি হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ের পরিণত বয়স্ক সকল লোকই স্বীয় অভিজ্ঞতার ভূমিতে প্রাচীন ও নবীন নারীসমাজের চিত্র দেখিতে পাইতেছেন। এখন এরূপ কতকগুলি পরিবার বা ক্ষুদ্র একটা সমাজ দেখা যায়, যাহাতে বঙ্গনারীর দৈনিক জীবনে কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব পড়িয়াছে তাহা নয় কিন্তু তাঁহাদিগের পক্ষে সামাজিক জীবনের এক বিপ্লব ঘটিয়াছে। এক দিকে পল্লীগ্রামের প্রাচীন ভাবাপন্ন পরিবারের মহিলাগণের দৈনিক জীবন, তাঁহাদিগের নিত্য করণীয় কার্য্য, বস্ত্রালঙ্কার, আলাপপ্রসঙ্গ, সাধারণ চালচলন,—অপর দিকে কলিকাতা নগরের ধনীর গৃহে বিলাতপ্রত্যাগতা উচ্চ শিক্ষিতা মহিলাগণের দৈনিক

জীবনের কাজকর্ম্ম, আলাপপ্রসঙ্গ, বেশ-ভূষা, চালচলন এইরূপ দুইটী নারীসমাজের চিত্র পরস্পরের সম্মুখে উপস্থিত করিলে যে পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে তাহাতে উভয় সম্প্রদায়কে একদেশের হয়তো পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন হইবে। এই দুই শ্রেণীর মহিলাগণকে যেন এক সময়ের লোক বলিয়াই মনে হয় না। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে অতি সহজেই জানা যাইবে যে, আজ যিনি ঠিক যেন পাশ্চাত্য নারীর ন্যায় হইয়াছেন, তিনিই হয়তো দশবৎসর পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের প্রাচীন ভাবাপন্ন নারী ছিলেন। হয়তো তাঁহার সহোদরা ভগ্নী ও সমবয়স্কা নারীগণ এখনও সেই ভাবে আছেন। এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া এক শ্রেণীর লোক মনে করিতেছেন দেশ দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে, স্ত্রীস্বাধীনতা স্ত্রীশিক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষা, উচ্চ সামাজিক রীতিনীতি আমাদিগের দেশে আসিতেছে এই ব্যাপারে আমাদিগের অর্দ্ধ সভ্য দেশ সুসভ্য হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা আশা করিতেছেন, ইহাতেই দেশের সকল দুঃখ ও হীনতা চলিয়া যাইবে এবং উচ্চ সভ্যতার উচ্চ সুখ ও অধিকার লাভ হইবে। কিন্তু অপর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা মনে করিতেছেন যে, যত দিন পাশ্চাত্য ভাব সদরে ছিল অর্থাৎ শিক্ষিত পুরুষগণের মধ্যে ছিল, তত দিন উহা কতকগুলি মতে আবদ্ধ ছিল, তখন বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই। এখন জাতীয় মহিলাসমাজে বিদেশীয় ভাব প্রবেশ করিয়া আর্য্যজাতির চিরদিনের গৌরবের সামগ্রী নারীচরিত্রের অলঙ্কারস্বরূপ বিনয়, লজ্জাশীলতা, সরলতা, সেবাপরায়ণতা, নীরবে আপনার সুখ বিসর্জ্জন, ধর্ম্মশীলতা, গুরুজনের প্রতি মান্য ইত্যাদি আর্য্য গুণ সকল মহিলাসমাজ হইতে চিরবিদায় লইতে চলিয়াছে। এদেশে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, এই রোগে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। ঘোর কলির লক্ষণ সকল এখনই দেখা যাইতেছে। এইরূপে প্রাচীন ভাবাপন্ন দেশহিতৈষীগণ মহিলাসমাজের পরিবর্ত্তিত অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া দেশের মহা দুর্গতির আশঙ্কা করিতেছেন। যিনি যে ভাবে দর্শন করুন না কেন, গত চল্লিশ বৎসর হইতে যে আমাদিগের মহিলাসমাজে বিদেশীয় ভাব প্রবেশ করিয়া কতকগুলি বিশেষ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছে এবং পরিবর্ত্তন যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আমরা সকলেই জানি যে কোন মানুষ যেমন এক অবস্থায় থাকে না, কোন সময় যেমন বসিয়া থাকে না, তেমনই কোন সমাজের অবস্থা একরূপ থাকে না। মানুষের উন্নতির ইচ্ছা এবং চেষ্টা একান্ত স্বাভাবিক, অথচ উন্নত অবস্থার অর্থই পরিবর্ত্তিত অবস্থা। এই চল্লিশ বা আশী বৎসর পূর্ব্বে যে আমাদের সমাজে উন্নতির ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল না তাহা নহে। প্রভেদ এই যে তখন ভারতবর্ষের ভিন্ন২ প্রদেশের লোকের মধ্যেও তেমন দেখা শুনা হইত না এবং বিদেশীয় সমাজের অবস্থার বিষয়ে কোন জ্ঞানই ছিল না। একন্য তখন

পিতা পিতামহের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হইত, শাস্ত্র পুরাণ হইতে বিশেষভাবে রামায়ণ ও মহাভারত হইতে সামাজিক জীবনের আদর্শ গ্রহণ করা হইত এবং অবস্থাঘটিত ভারতবর্ষের বা নিকটস্থ দেশসকলের যে উন্নতির বা রীতিনীতির সংবাদ পাওয়া যাইত, তাহা অল্পাধিক গ্রহণ করা হইত। সাধারণ ভাবে সামাজিক অবস্থা বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইত না। লোকে মনে করিত মনুর সময় হইতে একই নিয়মে সমাজ চলিতেছে। এজন্য মহিলাসমাজেও কোন রীতিনীতির বিশেষ পরিবর্ত্তন হওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হইত। তখন জাতীয় আদর্শ অনুসারে সদ্‌গুণ সকল যত্নে রক্ষিত হইত এবং সামাজিক শাসন অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়া বিদেশীয় চালচলন গ্রহণযোগ্য বিশ্বাস করিলেও তাহার অনুকরণ করিতে কেহ সাহস করিত না। বিগত চল্লিশ বৎসর মধ্যে দেশবিদেশে গমনাগমন অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। রেল. ষ্টীমার, জাহাজ প্রভৃতি যান দিন দিন অধিক হইতে অধিকতর রূপে প্রচলিত হওয়াতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সমাজের বিবিধ প্রকারের উচ্চ রীতিনীতি সদ্‌গুণ উচ্চ আদর্শ প্রভৃতি অতি স্বাভাবিক ভাবে মহিলাগণের নিকট উপস্থিত হইতেছে। তাঁহাদিগের প্রাচীন কালের সঙ্কীর্ণ আদর্শ আর তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। প্রাচীন সমাজের অনেক রীতিনীতি আছে যাহা সহজজ্ঞান-বিরুদ্ধ, যাহা মান্য করিতে গেলে ঠিক সেই প্রাচীন কালেই বসিয়া থাকিতে হয়, নানা স্থানে ভ্রমণ ও নানা জাতীয় লোকের সহিত আলাপ পরিচয় বন্ধুতা করা অসম্ভব। এখন সে সকল বিষয়ে প্রাচীনভাব ত্যাগ করা বিনাযত্নেই হইয়া থাকে। আমরা ৪০ বৎসর পূর্ব্বের নারীসমাজের সহিত বর্ত্তমান সময়ের নারীসমাজের তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে, এই সময় মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর পরিবার সকলে শিক্ষার আলোক প্রবেশ করিয়াছে। অবশ্য অতি অল্পসংখ্যক মহিলা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু সাধারণ ভাবে প্রয়োজনীয় বিদ্যালাভ অনেক ভদ্র মহিলার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে তাঁহারা আপনাদিগের জীবনের কর্ত্তব্য, দায়িত্ব ও অধিকার কতক পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছেন, এজন্য স্বাধীন চিন্তা আর এখন শিক্ষিত পুরুষদিগের মধ্যে আবদ্ধ নয় মহিলাগণও স্বাধীন চিন্তা করিতে শিক্ষা করিতেছেন। এদেশের সাধারণ সমস্ত লোক পাশ্চাত্য সভ্যতাকে যেরূপ অসীম মান্য দিতেছেন এবং পাশ্চাত্য রীতিনীতি বেশভূষাকে যেরূপ সম্মানের চক্ষে দর্শন করেন, বিশেষত দেশের অধিকাংশ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ যেরূপ পাশ্চাত্য আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতেছেন, তাহাতে মহিলাগণের পক্ষেও পাশ্চাত্য মহিলাগণের বেশভূষা আচার ব্যবহারের অনুকরণ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সর্ব্বোপরি পাশ্চাত্য ধর্ম্মের প্রভাব এদেশীয় ধর্ম্মভাবের সহিত মিলিত হইয়া যে একটি নূতন ধর্ম্মালোক প্রকাশ করিয়াছে তাহা নরনারী সকলকে যে এক স্বর্গীয় অধিকার দান করিয়াছে তাহাতে

আর কোন নারী এখন আপনার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না। এখন সকল শিক্ষিতা নারীই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, অবগুণ্ঠনবতী হইয়া নিশ্চেষ্ট নীরব ও গৃহপালিত ইতর প্রাণীর ন্যায় পরাধীন জীবন যাপন করা কোন রূপেই প্রশংসনীয় হইতে পারে না। এখন নারীজীবন বিষয়ে উচ্চ আদর্শ সকল শিক্ষিতা নারীর অন্তরেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রত্যেক ভোগ্য কার্য্যের বিষয়েও বিচার করা এখন অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এজন্যই এখন নানারূপ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতেছে এবং দিন দিন আরও অধিক পরিবর্ত্তন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার নারীসমাজের নিয়মানুসারে বর্ত্তমান সময়ের নারীসমাজকে শাসিত করিতে চাহিবেন তাঁহারা অবশ্যই আপনাদিগের সকল প্রযত্ন বিফল দেখিয়া হতাশ হইবেন এবং নারীসমাজের ঘোর বিপ্লবে দেশের মহা অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে স্থির করিবেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা সামাজিক উন্নতির ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা পরিষ্কার দেখিতে পাইবেন যে, সমাজ অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল—অলক্ষিত ভাবে নানা প্রকারের প্রভাব আসিয়া সমাজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ কারণ উপস্থিত হইয়া মহা পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। যেমন গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক কোন কারণে শীতপ্রধান দেশে বাস করিলে তাহাদিগের বেশভূষা প্রভৃতির কতকগুলি পরিবর্ত্তন অবশ্যই ঘটে। যে দেশে দ্রুতগামী কোন যান ছিল না, সে দেশে রেলের পথ হইলে লোকের কাজকর্ম্মের ভূমি ও দূরদেশের বিষয় জ্ঞান ও তাহার সহিত সম্বন্ধ অনেক পরিবর্ত্তিত হয়। যখন কোন স্বাধীন দেশ পরাধীন হইয়া পড়ে, বিদেশীয় শত্রুর দাস হয়, তখন তাহাদিগের অবস্থাতে এক মহাপরিবর্ত্তন যেমন উপস্থিত হয় অথবা যখন নূতন ও উন্নত ধর্ম্মভাব আসিয়া কুসংস্কার ও নিকৃষ্ট ধর্ম্মভাবকে দূর করে, তখনও যেমন সামাজিক জীবনে মহাপরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, বর্ত্তমান সময়ে উন্নতিশীল ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষণে এবং ভারতের নানা প্রদেশের প্রাচীন সভ্যতার মিশ্রণে যে পরিবর্ত্তন নারীসমাজে উপস্থিত হইয়াছে, ইহা উন্নতির সাধারণ নিয়মানুসারেই ঘটিতেছে। এজন্য কাহারও ভীত হইবার কারণ নাই, ইহা ঘোর কলির দুঃখের দিনের পূর্ব্বাভাস নয়।

উন্নতিই স্বভাব—মনুষ্য স্বভাব উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে যাইতে চিরদিন ব্যাকুল। কিন্তু উন্নতির কতকগুলি দোষও ঘটে। অনেক সময়ে যাহা কিছু নূতন বা চাকচিক্যযুক্ত, তাহার জন্য মানুষ ব্যাকুল হয়। মনে করে যে, যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই ত্যাজ্য এবং যাহা নূতন তাহাই গ্রহণীয়। এই নূতনতাপ্রিয় হওয়া কোন কোন অবস্থায় সাংঘাতিক রোগ হইয়া উঠে। যখন কোন সমাজ বহুকাল হইতে বিভিন্ন প্রকার অবস্থার ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়া এবং কতকগুলি নিয়মকে মান্য ও

পালন করিয়া আসিয়াছে, সে নিয়মগুলি নির্দ্দোষ না হইতে পারে, সে সকলের সংস্কার অত্যন্ত প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে হঠাৎ ত্যাগ করা যাইতে পারে না। আমাদিগের দেশের নারীগণের পক্ষে অবরোধ প্রথা, শিক্ষার অভাব, বদ্ধমূল কুসংস্কার প্রভৃতির অবস্থা সুদৃঢ় শৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে। যেরূপ ভাবে মিলামিশা হইলে একটা সমাজ গঠিত হইতে পারে, তাহা নাই বলিলেই হয়। এজন্য এদেশে কোটি কোটি নারী থাকিলেও এত দিন নারীসমাজ বলিয়া একটা সমাজ ছিল না। এখন নূতন শিক্ষা, নূতন ধর্ম্ম, নূতন জীবনের আদর্শ, বিবিধ প্রকারের দৃষ্টান্ত, যুগপৎ মহিলাগণের নিকট উপস্থিত হইয়া গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িতেছে। এসকলকে মহিলাগণ অবশ্য আদর করিয়া গ্রহণ করিবেন। কিন্তু এই সকল সংস্কার ও উন্নতির আকারে কোনরূপ অনিষ্টকর রীতিনীতি আসিতেছে কি না তাহা সকলকে সাবধানতার সহিত দেখিতে হইবে। আমরা মহিলাগণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ইচ্ছা করি এবং বিশ্বাস করি যে, তাঁহাদিগের দৈনিক জীবন ও জীবনের আদর্শ যত জ্ঞান প্রেম ও শুদ্ধতাপূর্ণ হয় ততই দেশের মঙ্গল। এ বিষয়ে তাঁহারা যেন কোন সীমাদ্বারা আপনাদিগের উন্নতির পথরোধ না করেন, কিন্তু আমরা জানি, প্রাচীন প্রথা ত্যাগ করিয়া নূতন ভাবে জীবনকে চালাইতে যাইয়া কেহ কেহ অত্যন্ত বিপথে গিয়া পড়িয়াছেন এবং ভবিষ্যতে শত সহস্র নারীর তাহাতে অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। যদি পুরাতন ত্যাগ ও নূতন গ্রহণ বিষয়ে কোন নিয়ম স্থাপন করিতে হয়, তাহা হইলে মহিলাগণ আপনার জীবন গঠন সম্পর্কে এই নিয়ম করিতে পারেন যে, পুরাতনের মধ্যে যাহা দোষের বিষয় সত্য সত্যই ত্যজ্য, কেবল তাহাই ত্যাগ করা হইবে এবং নূতনের মধ্যে যাহা সত্য সত্যই প্রয়োজনীয় অর্থাৎ হিতকর কেবল তাহাই গ্রহণ করা হইবে। শুধু নূতন কিছু করিতে হইবে, অতএব পুরাতন ত্যাগ করা হইবে ইহা কখনও সুবুদ্ধির কার্য্য নয়। এই নিয়মে চলিয়া কেবল উন্নতির উদ্দেশ্যে আপনার রীতিনীতি বেশভূষা ইত্যাদি পরিবর্ত্তন করিলে কখনও অনিষ্ট হইবে না। এই নিয়মে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে কখন কখনও এরূপ প্রশ্ন সকল উপস্থিত হইবে, যাহা দশ জনে আলোচনা করিয়া মীমাংসা করিতে হইবে। এরূপ বিষয়ে সমভাবাপন্ন নারীগণের সহিত একমত হইয়া সামাজিক জীবনের নিয়ম সকল সংশোধন করিলে দিন দিন সমাজের মঙ্গল অবশ্যই হইবে। কতকগুলি এরূপ প্রশ্নও উপস্থিত হইবে যাহা হয়তো সকল চিন্তাশীল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নরনারীগণ মিলিত হইয়া আলোচনা করিয়াও স্থির করিতে পারিবেন না। তখন সাধু মহাজনগণের দৃষ্টান্ত এবং ভগবানের আলোক দ্বারা হিতকর নিয়ম সকল স্থাপন করিতে হইবে। আমাদিগের বলিবার বিশেষ কথা এই যে, নারীসমাজে নূতন নূতন শিক্ষা,

আদর্শ ও রীতিনীতি আসিতেছে এবং অবশ্য আসিবে। এখন সকলকে দেখিতে হইবে যে, অনিষ্টকর কোন ভাব প্রবেশ না করে; উন্নতির নামে দুর্গতি না হয়।

যে সকল প্রাচীন ভাবাপন্ন লোক দুঃখ করিতেছেন যে, এদেশের মহিলাগণের দৈনিক জীবন পাশ্চাত্য মহিলাগণের আদর্শে গঠিত হইতেছে. এজন্য এদেশের নারীগণের যে সকল অতি উচ্চ ভাব ছিল তাহা আর থাকিবে না, তাঁহাদিগের সে দুঃখ করিতে হইবে না। কারণ উন্নতিকে সাবধানতার সহিত গ্রহণ করিলে আর্য্যনারীর মহৎ গুণ সকল অবশ্য নারীজীবনে ও নারীসমাজে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

ওডেসি।

ইউলিসাসের কি হইয়াছে, তিনি জীবিত কি মৃত, জীবিত থাকিলেই বা কোথায় কি ভাবে আছেন, তাহা তাঁহার স্ত্রী পুত্র কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি কোথায় বন্দী হইয়া রহিয়াছেন, তাহা কেবল দেবতারা জানিতেন, পেনেলোপের না জানা ভালই হইয়াছে। তিনি জলদেবতার কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছেন, এখনও তিনি গৃহে ফিরিতে পারেন নাই। কালিপোসর ওজিয়া নামক মায়াপুরীতে সাত বৎসর যাবৎ বন্দী হইয়া রহিয়াছেন।

ট্রয় যুদ্ধক্ষেত্রে যে দেবীর (জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মিনার্ভা) কৃপায় প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিযোগিগণ অপেক্ষা অধিকতর গৌরব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এখনও সেই দেবী তাঁহার প্রিয়পাত্রের কথা বিস্মৃত হন নাই। ওডেসির প্রারম্ভে আছে, অলিম্পস পর্ব্বতে (অলিম্পস দেবতাগণের বাসভূমি) দেবতাগণ মন্ত্রণা করিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে সে সভাতে জলদেবতা নেপচুন, অনুপস্থিত ছিলেন।

মিনার্ভা সুযোগ বুঝিয়া দেবরাজকে, ইউলিসাসের দুরবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, ও বলিতেছেন, যে বীরের নিকটে, মনুষ্য ও দেবতা উভয়েই ঋণী, তাহাকে এরূপ নিগ্রহ করা হইতেছে কেন? তখন ইহা স্থির হইল যে দেবদূত মরকারীকে তাঁহার মুক্তির দিন নিকটস্থ হইতেছে তাহা জ্ঞাত করিবার জন্য সেই দ্বীপে প্রেরণ করা হইবে যেখানে কালিপসো ইউলিসাসকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইথাকা দ্বীপে যাইয়া ইউলিসাসের পুত্র টেলিমেকাসের অন্তরে বল, সাহস, উদ্দীপন করিবার ভার, যাহাতে তিনি তাঁহার গৃহকে এই সকল ঘৃণিত মদ্যপায়ীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারেন ও পিতার অন্বেষণার্থে বহির্গত হইতে পারেন, মিনার্ভা স্বয়ং লইলেন।

তাঁহার পিতা অপ্রত্যাশিতরূপে কোনও দিন হঠাৎ গৃহে প্রত্যাগত হইতে পারেন কিনা ও প্রত্যাগত হইয়া এই পরস্বাপহারিদিগকে সমুচিত প্রতিফল দিতে পারেন কিনা, কিম্বা সে সকল আশা করা বৃথা, তাঁহার ফিরিয়া আসার আর কোনও সম্ভা-

বনা নাই, যদি তাহাই সত্য হয় তবে কি রূপেই বা তিনি ইহাদিগকে দমন করিবেন এতদিন পর্য্যন্ত যাহাদের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারেন নাই, গভীরভাবে এই সকল চিন্তায় মগ্ন ছিলেন তখন হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া দ্বারদেশে একজন অপরিচিত আগন্তুককে দেখিতে পাইলেন। তিনি অতি ব্যস্ত হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিয়া সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন ও ভদ্রবংশোচিত অভিবাদন করিলেন। বাইবেলে উল্লিখিত প্রাচীন ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ যেরূপ ভাবে অভিবাদন করিতেন, পূর্ব্ব দেশীয়গণ এখনও যেরূপভাবে পরস্পরকে অভিবাদন করিয়া থাকেন, যে অভিবাদন প্রথার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাসকল পশ্চিমদেশস্থ সুসভ্য জাতির মধ্যে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেন তাঁহার এত আদর যত্ন, তিনি অতিথি বলিয়া আর কোনই হেতু নাই এবং যে পর্য্যন্ত না অতিথিসৎকার হইতেছে ততক্ষণ তাঁহার কোন কথা শুনা হইবে না। দাসদাসী সকলে অতিথির সেবায় নিযুক্ত হইল রৌপ্য পাত্রে জল আনয়ন করিল।

আহারান্তে যখন ঐ দুর্বৃত্তগণ রাজভাটের গান শুনিতে গেল, তখন টেলিমেকস অন্তরালে যাইয়া আগন্তুকের সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। টেলিমেকস তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আপনি কি আমার পিতার বন্ধু? শুনিয়াছি, পিতার উপস্থিতিকালে অনেকানেক অতিথি আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই তিনি আদর যত্ন করিয়াছেন, কাহাকেও ফিরাইয়া দেন নাই। সে যাহাই হউক, আপনি কি পিতার কোনও সংবাদ জানেন?" ছদ্মবেশী অতিথি আত্মগোপন করিয়া মিথ্যা পরিচয় দিলেন। বলিলেন, "ইউলিসাস এখন কোথায় কেমন আছেন তাহা আমি কিছুই জানি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, কোন স্থানে তাঁহার অনিচ্ছাতে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে এবং লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেও আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তিনি মুক্ত হইবেন ও গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। সে যাহা হউক, আমি তোমার পিতার বন্ধু, সেই জন্য তোমাকে বলিতেছি, ভয় পাইও না, বীরের ন্যায় আচরণ কর। এই সকল অত্যাচারিদিগকে অবিলম্বে এই স্থান পরিত্যাগ করিতে বল, ধনক্ষয় নিবারণ কর। যদি তোমার মাতা বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে তাঁহার পিতৃগৃহে গমন করিতে বল, তিনি সেখানে যাইয়া যাহাকে ইচ্ছা বরণ করুন ও তাঁহাদের বিবাহোৎসব সম্পন্ন করুন। সর্ব্বশেষে তোমার প্রতি এই আজ্ঞা যে, তুমি অবিলম্বে সমুদ্রযাত্রা কর, গ্রীসের উপকূল সমূহে যাইয়া তোমার পিতার সংবাদ লও। পাইলস দেশের নেশটর ও স্পার্টার মেনেলাস, ট্রয় যুদ্ধপ্রত্যাগত সেনাপতিগণের সর্ব্বশেষ, তাঁহারা সদ্যপ্রত্যাগত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে তোমার পিতার কোনও সংবাদ পাইতে পার। যদি তুমি নিঃসংশয় রূপে জানিতে পার যে তিনি এখনও জীবিত আছেন, তাহা হইলে তুমি, ধৈর্য্যের সহিত তাঁহার প্রত্যাগমনের আশায় সকল কষ্ট বহন করিতে পারিবে। যদি নিশ্চিতরূপে

জানিতে পার তিনি জীবিত নাই, তাহা হইলে তাঁহার শত্রুগণকে ইহার যথোচিত প্রতিশোধ দেওয়া তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম।" সেই ছদ্মবেশী দেবদূত, টেলিমেকসের এরূপ নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকা অন্যায়, ইঙ্গিতে তাহাও বলিলেন। তিনি বলিলেন "তুমি কি অরেষ্টসের কথা শোন নাই সে কিরূপে তাহার পিতৃহন্তাকে বধ করিয়া যশস্বী হইয়াছিল। হে যুবক তুমিও দেখিতে বলিষ্ঠ ও সুপুরুষ, তুমি আপনার মনুষ্যত্ব দেখাও যাহাতে লোকে তোমার যশকীর্ত্তন করিতে পারে'

রাজকুমার তাঁহার পিতার বন্ধুর পরামর্শ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিলেন, ও তাঁহাকে আরও কিছুক্ষণ থাকিতে অনুরোধ করিলেন। মিনার্ভা দেবী তাহার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে দেখিয়া, আপনার রূপ-পরিবর্ত্তন করিলেন, ও পক্ষ বিস্তার করিয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তখন টেলিমেকস মিনার্ভাকে চিনিতে পারিলেন ও নবজীবন ও নবীন উদ্যম লাভ করিলেন।

এখানে রূপকে বলা হইয়াছে, মিনার্ভা দেবী আসিয়া চৈতন্য উদয় করিয়া দিলেন কিন্তু একথা সকলেই বুঝিতে পারেন যে এতদিন পর্য্যন্ত যে যুবক আপনার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব অনুভব করিতে পারে নাই, জ্ঞান ও বিবেচনা আজ তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে।

তাহারা যেখানে আমোদ করিতেছিল টেলিমেকস সেখানে আসিয়া বসিলেন। গৃহ হইতে বাহির হইবার সময় যে টেলিমেকস ছিল এখন আর সে টেলিমেকস নাই সম্পূর্ণ নূতন মানুষ। তখনও ভাট গাইতেছিল। ট্রয়যুদ্ধ হইতে গৃহাভিমুখী গ্রীসদেশীয় সেনাপতিগণ কোন পথে ফিরিলেন ও সমুদ্রপথে দেবতাদের কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়া কত কষ্ট ভোগ করিলেন, তিনি তাহাই গাহিতেছিলেন। পেনেলোপ অন্তঃপুরের নিভৃত প্রকোষ্ঠে তাঁহার সখীগণের সহিত বসিয়াছিলেন, সঙ্গীত ধ্বনি সেখানেও পৌছিয়াছিল। সঙ্গীতদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভোজনাগারের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিষয়টী অত্যন্ত করুণরসাত্মক। তিনি ভাটকে ডাকিয়া কাতরভাবে বলিলেন বিষয়টী তাঁহার পক্ষে অতীব কষ্টদায়ক, অন্য কোনও বিষয় গ্রহণ করা হউক। নবজীবন প্রাপ্ত টেলিমেকস এরূপভাবে মাতার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন যে তাহা আমাদের নিকট অত্যন্ত রূঢ় ও অভদ্র মনে হইতে পারে। কিন্তু তিনি এখন নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভাবের আবেগে যাহা বলিয়া ফেলিয়াছেন তাহা আমাদের ক্ষমা করা উচিত। টেলিমেকস মাতাকে বলিতেছেন "ভাট ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনাআপনি যাহা গাহিতেছেন তাহাতে তুমি বাধা দিও না। স্ত্রীলোকেরা তাঁত ও সূতার গুলি লইয়া থাকিবে এ সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার তাহাদের কোনও অধিকার নাই। পিতৃগৃহের আমি সকলকে শাসন করিব।" সে সময় নারীর কর্ত্তব্য বিষয়ে সাধারণের যেরূপ ধারণা ছিল, তাহা পাঠ করিলে টেলিমেকাসের তিরস্কার তেমন তীব্র বা

তাচ্ছিল্যসূচক বোধ হয় না। ইলিয়াডে আছে যে, প্রবাস যাত্রার সময় হেক্টর তাঁহার পত্নীকে বিদায়কালীন উপদেশে এইরূপ ভাবেই দিন কাটাইতে বলিতেছেন।

নবভাবে অনুপ্রাণিত যুবরাজের কর্ণে এখনও মিনার্ভার উপদেশ বাজিতেছে। যে সঙ্গীতে তাহার পিতার অনুপস্থিতি ও কষ্টভোগের বর্ণনা আছে, তাহা অত্যন্ত প্রিয় বোধ হইতেছে। টেলিমেকস ভাবিতেছেন তাঁহার মনে সর্ব্বদা এই বিষয়টী জাগরূক রাখা একান্ত আবশ্যক। অত্যাচারীগণ বুঝিতেছেন, রাজ্যের ভার একটী নারীর দুর্ব্বল হস্তে রহিয়াছে। আর সেরূপ হইতে তিনি দিবেন না। তিনি তাঁহার পিতার স্থান অধিকার করিবেন।

মাতা বিস্ময়ের সহিত পুত্রের চরিত্রের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছেন। আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি পুত্রের তেজস্বিতা দেখিয়া মাতার আনন্দ হইতেছে; কিন্তু সেই সঙ্গে দুঃখও মিশ্রিত ছিল। অনভিজ্ঞ বালক হঠাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে কখনও কেহ তাঁহার মুখে এরূপ কথা শ্রবণ করে নাই। আজ তাঁহার স্বঅধিকারে সজ্ঞান বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার মাতা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং নিভৃত প্রকোষ্ঠে যাইয়া ক্রন্দন করিয়া আপনার ভারাক্রান্ত হৃদয়কে লঘু করিলেন। •টেলিমেকাস উপস্থিত অন্যান্য সকলকে সম্বোধন করিয়া এরূপ সতেজে বলিতে লাগিলেন যে তাহাদের নিকটে তাঁহার কথাগুলি নূতন বোধ হইল। তিনি সগর্ব্বে বলিলেন অদ্য তোমাদের ইচ্ছামত পানভোজন কর, জানিও ইহাই তোমাদের শেষ দিন। কল্য দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া ইহার বিচার করিব। সর্ব্বসমক্ষে তোমাদিগকে আমার পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে বলিব। তোমাদের যদি নিমন্ত্রণ উৎসবে উত্তম উত্তম খাদ্য আস্বাদনের অভিলাষ থাকে, তবে তোমরা পরস্পরের বাটীতে ভোজের আয়োজন করিয়া তাহা চরিতার্থ করিও। যদি তোমরা ইহাতে অসম্মত হও, একজন প্রবাসীর ধন লুণ্ঠন কর আর মনুষ্য যদি এ অন্যায়ের প্রতিবিধান করিতে না পারে, তবে তোমাদিগকে সমুচিত প্রতিফল দিবার জন্য দেবগণকে আহ্বান করিব। পেনেলোপের ন্যায় তাহারাও যুবকের চরিত্রের পরিবর্ত্তন দেখিয়া, কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। পাণিগ্রহণেচ্ছুগণের প্রধান নেতা আনটিনোস সর্ব্বাগ্রে মুখ খুলিলেন। সে অসমসাহসী উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিল, কিন্তু আমোদপ্রিয়তা ও রসিকতাও তাহাতে যথেষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত সে আর একটী গুণের দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল, তাহার নাম অকৃতজ্ঞতা। সে ইউলিসাস পরিবারের নিকট অনেক ঋণে ঋণী, পূর্ব্বে এক সময়ে তাহার পিতা বিপদে পড়িয়া এখানে আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিলেন ও সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন, এবং জীবনের অবশিষ্ট ভাগ এখানেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই অকৃতজ্ঞ পুত্র আনটিনোস টেলিমেকাসকে বলিয়াছিল, উত্তরাধিকারী সূত্রে পিতৃরাজ্যে তোমার অধিকারে আছে বটে কিন্তু ইথাকা দ্বীপ যেন কখনও তোমার

ন্যায় স্বেচ্ছাচারী রাজার হাতে না আসে। টেলিমেকস তদুত্তরে বলিলেন তিনি তাঁহার পিতৃরাজ্য নিশ্চয়ই শাসন করিবেন। ইউরিনিমাস নামে সেই দলের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এ ব্যক্তির অন্তরে যাহাই থাকুক না কেন, বাহিরে বেশ ভদ্র ও প্রিয়বাদী; সে রাগান্বিত যুবরাজকে তাহার পিতৃরাজ্যে তাহার পূর্ণ অধিকার আছে ইত্যাদি আপাত রমণীয় মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট করিল। তাহার যুবরাজকে প্রসন্ন করিবার একটী উদ্দেশ্য ছিল যে, সে নবাগত ব্যক্তির পরিচয় জানিতে চায়। এবিষয়ে তাহার মনে আশঙ্কা হইয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল সমুদ্রপার হইতে আগত এই পর্য্যটনকারী কে? সেকি ইউলিসাসের কোনও সংবাদ দিয়াছে? কিন্তু টেলিমেকস এখন সরল মতি বালক নহেন, তিনি মিনার্ভার উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে চাতুরীও শিক্ষা করিয়াছিলেন। সে তাঁহাকে পিতার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিল।

ভবিষ্যবক্তাগণ ও রাজ্যের সাধারণ লোক সকলেই একবাক্যে বলিতেছিলেন ইউলিসাসের ফিরিয়া আসার কোন সম্ভাবনা নাই। দুপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের আমোদ প্রমোদ চলিল। তৎপরে যখন মদ্যপায়ীগণ রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী স্ব স্ব আলয়ে চলিয়া গেল তখন টেলিমেকাসও আপন শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার স্নেহময়ী বৃদ্ধা ধাত্রী ইউরিক্লিয়া টেলিমেকাস যেন এখনও শিশু এইরূপ ভাবে তাঁহার শয়ন করিবার সকল আয়োজন করিয়া দিল। পরদিন রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া একটী সভা করিলেন। ইউলিসাসের ট্রয়যাত্রার পর এরূপ সভা হয় নাই। টেলিমেকস যখন সভা মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সকলেই তাঁর আকৃতিতে অভিনব মহত্ব ও প্রতাপ দেখিতে পাইল। মিনার্ভার বরে তাঁর এরূপ দিব্যকান্তি হইয়াছিল, যে যখন তিনি সতেজে পিতার আসন অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন তখন সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রহিল। পক্ককেশ ব্যক্তিগণও সসম্মানে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল।

তখন টেলিমেকস উত্তেজিতভাবে বলিলেন আপনাদের নিকট ইঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছি যে ইঁহারা আমার অত্যন্ত অর্থ ব্যয় করিতেছেন, ইহা এখন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আপনারাও সকলে ইহার প্রতিকার সম্বন্ধে আলস্য করিতেছেন। অতএব সকলের নিকট এই বিনীত অনুরোধ যে, ইহাদিগের এ স্থান ত্যাগ করা সম্বন্ধে আপনারা সকলে আমার সাহায্য করুন।" আনটিনোস ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "যুবকের তেজস্বিনী বক্তৃতাটী অতি সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু সকলে আমার কথা মন দিয়া শ্রবণ করুন। পাণিগ্রহণেচ্ছুগণ অপেক্ষা রাণীই এজন্য অধিক দোষী। তিনি ইহাদিগের সহিত প্রবঞ্চনা করিতেছেন, মিথ্যা আশ্বাস দিয়া তিনি ইহাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। যদিও তাঁহার উদ্দেশ্যটী সৎ, কিন্তু তিনি সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ইহাদিগকে প্রতারিত করিতেছেন। তিনি এইরূপ বলিয়াছেন

যে, তাঁর শ্বশুর বৃদ্ধ লেআরটিসের মৃত্যু দিনের জন্য অতি সূক্ষ্ম বুনটের একটী শবাচ্ছাদন বয়ন করিতেছেন। বৃহদাকার একটী তাঁত স্থাপন করিয়াছেন। তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। তিনি তাহাদের নিকট মিনতি করিয়া বলিয়াছেন যে পর্য্যন্ত না এই শোকের দিনের কার্য্যটী সম্পন্ন হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত যেন কেহ তাঁহাকে নূতন স্বামী মনোনয়ন করিতে না বলেন। সকলেই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিল। সকলেই সহিষ্ণুতার সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য সম্প্রতি সকলে জানিতে পারিয়াছে যে তিনি দিবাভাগে যতটা বয়ন করেন, রাত্রিকালে অতি সাবধানে তাহা খুলিয়া ফেলেন। সুতরাং তাঁহার অঙ্গীকৃত কার্য্যটী অফুরন্ত, কখনই শেষ হইবে না।

ভারতীয় নারীজাতি এবং জন্মান্তরবাদরহস্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ঈশ্বর পরম পুরুষ। মনুষ্যের পুরুষকার বা ব্যক্তিত্ব পরম পুরুষ ঈশ্বর কর্তৃক নিয়মিত। অতএব মনুষ্যের ঐহিক বা পারত্রিক জীবনে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ধারাবাহিকরূপে বর্ত্তমান। বাহিরে বাহ্য জগৎ, অন্তরে অধ্যাত্ম লোক। উভয়েরই ঈশ্বর কর্ত্তা ও বিধাতা। শারীরিক পাপের জন্য মনুষ্যকে শারীরিকভাবে ঈশ্বর দণ্ড বিধান করেন; আত্মাও হৃদয়ের পাপের জন্য আত্মাই দণ্ডিত হইয়া থাকে। দেহত্যাগান্তে মানবাত্মা অধ্যাত্ম লোকে ঈশ্বরের রাজ্যে তাঁহারই দণ্ড পুরস্কারের অধীনে জীবন ধারণ করে। দণ্ডগ্রহণ জন্য দেহত্যাগান্তে পুনরপি দেহ গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত ঈশ্বরও তাঁহার রাজ্যের প্রতি নিতান্ত অবিশ্বাসী বা ক্ষীণবিশ্বাসী লোকের অপসিদ্ধান্ত মাত্র। প্রকৃতবিশ্বাসিগণের বিশ্বাস এই যে অধ্যাত্ম লোকেও দণ্ড পুরস্কার লাভ দ্বারা অধ্যাত্মলোকে এবং পরলোকে মানবাত্মা পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব দৈহিক জীবনের কর্ম্মফল ভোগার্থ পুনরায় নবীন দেহধারণের প্রয়োজন দেখা যায় না। কোন ব্যক্তিরও পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধীয় কোনরূপ স্মৃতির বিদ্যমানতা দেখা যায় না। যদিও ভারতবর্ষে কোন কোন জাতিস্মর (যাহাদের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি থাকে) লোকের গল্প শুনা যায়। নিতান্ত সত্যহীন গল্প ভিন্ন ও সকল কথা অন্য কিছুই নহে। মনুষ্যদিগকে বিভিন্ন অবস্থাতে ব্যবস্থান দ্বারা ঈশ্বরেরই বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য এবং মহীয়সী ইচ্ছাশক্তি, যাহারা স্বীকার করিতে না পারে, তাহারই প্রশ্ন করে যে, একই ব্যক্তির পাঁচটি সন্তান কেন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়! তাহারাই এ কথা বলে যে, ইহা ঐ সকল লোকের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নহে!! প্রতি ব্যাপারে যাঁহারা ঈশ্বরের পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও পূর্ণ ইচ্ছাশক্তি মানেন, তাঁহারা বলেনঃ—

"হে মানব, তুমি কে, যে তুমি ঈশ্বরের

প্রতিবাদ কর? যিনি বস্তু গঠন করিয়াছেন, তাঁহাকে সেই গঠিত বস্তু কি বলিতে পারে, তুমি আমায় কেন এরূপ গঠন করিলে? কুম্ভকারের কি কর্দ্দমের উপর এরূপ অধিকার নাই যে, একই মৃত্তিকার তাল হইতে কোন একটী পাত্রকে গৌরবার্থে কোন একটিকে অগৌরবার্থে নির্ম্মাণ করে?

বাইবেল, Rom X. 15.

ঈশ্বর মৃৎপদার্থ এবং চিৎপদার্থ মাত্রের অদ্বিতীয় কর্ত্তা। প্রত্যেক পদার্থ তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। বিকলাঙ্গ কি পূর্ণাঙ্গ, বুদ্ধিমান কি নির্ব্বোধ প্রত্যেকের দ্বারা ঈশ্বর তাঁহারই বিভিন্ন উদ্দেশ্য সম্পাদন করিতেছেন। তবে ফলের বিভিন্নতা বা ভোগের বিভিন্নতা দেখিয়া তাহা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল কেন বলিব? ওরূপ অপসিদ্ধান্ত দ্বারা মনুষ্য জীবনকে সত্য হইতে বহুদূরে স্থাপন করিতে হয়। বিকলাঙ্গ হওয়া পাপের ফল নহে। পূর্ণাঙ্গ হওয়াতে পুণ্যের ফলও নহে, উভয়ই ঈশ্বরের ইচ্ছার ফল। উভয়েতেই তাঁহার মহিমা ও শক্তির প্রকাশ। কুম্ভকার একই মৃত্তিকা হইতে মলনিক্ষেপের পাত্র এবং পানীয় জলরক্ষণের কলসী উভয়ই নির্ম্মাণ করিতেছে। মনুষ্য জীবনের বিচিত্রতাও ঠিক সেইরূপ। মনুষ্য জীবনে দুঃসহ দুঃখের সমাবেশ দর্শনে যাঁহারা তাহা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা ঈশ্বর বিশ্বাসী ভক্তিমান লোকদিগের উক্তি শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইবেন। পরন্তু তাহারা ইহাও জানে না যে দুঃখ মনুষ্যের পক্ষে বাস্তব ক্ষতিজনক নহে। দুঃখ হইতে মনুষ্য লাভবান হইয়া থাকে। এজন্য প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসী বলেনঃ—

"দুঃখ হইতে সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা হইতে বহুদর্শীতা এবং বহুদর্শীতা হইতে আশা উৎপন্ন হয় জানিয়া আমরা দুঃখেতেও গৌরব করি।

বাইবেল Rom V. 3. 4.

ঈশ্বর মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য গর্ব্ভাবাস এবং শারীর জীবন, মৃত্যু এবং পরলোকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মনুষ্য গর্ব্ভাবাসে কদাপি দ্বিতীয়বার প্রবিষ্ট হয় না। বাল্য ও যৌবন কাল এক একবার করিয়াই উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহার বাল্যকাল গত হইয়াছে সে পুনরায় কোনপ্রকারেও বাল্যকাল প্রাপ্ত হয় না। একবার মনুষ্য ইহলোক ত্যাগ করিলে আবার পাপের বা পুণ্যের ফল ভোগার্থ কখন মাতৃগর্ব্ভে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাকৃত জন্ম প্রাপ্ত হয় না। কেহ বাল্যকাল কিম্বা যৌবনকাল অযথা ব্যবহারপূর্ব্বক তৎসংশোধনার্থ কি পুনরপি বাল্য বা যৌবনাবস্থা পাইয়া থাকে? বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যাদি যেমন একবার মাত্র ঘটে মৃত্যুও একবারই ঘটিতেছে। যোগী বা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেমন পুনরপি এ পৃথিবীতে জন্মধারণ করেন না, সংসারাসক্ত অপকর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তিগণও তেমন ঐ পৃথিবীতে আবার জন্মধারণ করে না।

বঙ্গদেশবাসী অনেকে অবগত আছেন, পণ্ডিতবর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন বৌদ্ধধর্ম্ম এবং বুদ্ধচরিত গভীর ভাবে

বহুদিনব্যাপিয়া অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন। পুনর্জ্জন্ম এবং পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের অভিমত কি তাহা জানিবার জন্য উক্ত সেন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সকলের অবগতির নিমিত্ত তিনি এ বিষয়ে যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

প্রিয় ধর্ম্মবন্ধু,

নববর্ষে নূতন সত্য আসিবে, পুরাতন অনেক অসত্য দূর হইবে। এ উৎসাহ ও আশার কথা। নূতন সত্য আসিতে বিদ্যা বুদ্ধি তত চাই না। যত চাহি সরলতা ও বিশ্বাস। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেও অনেক ভুল আছে, যাহা দূর না হইলে অন্যান্য বিধানেরও যাহা হইয়াছে, ইহারও সেই দশা হইবে।

পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের নিজের কি বিশ্বাস ছিল আমি ১৯০১ খৃঃঅব্দের মে মাসের "East" (ইষ্ট) পত্রিকাতে সে বিষয়ে কিছু লিখি। ঐ পত্র তাঁহার জন্ম মৃত্যু নির্ব্বাণের উৎসব দিনে লেখা হয়। তিনি (বুদ্ধ) জন্মান্তরবাদ প্রচার বা বিনাশ করিতে আসেন নাই। শুদ্ধ তাহার মধ্যে যেটুকু সত্য তাহা প্রদর্শন করিতে আসিয়াছেন। তাহা এই—মানুষ দুষ্কর্ম্ম করিলে শাস্তি পায়, সুকৃতি দ্বারা স্বর্গ লাভ করে। এটি Law of কর্ম্ম। এটি Law of gravitation এর ন্যায় অকাট্য। আমাদের এই Law ভাল করিয়া বোঝা দরকার। কারণ আমরা যখন পাপ করি, তখন মনে করি এতে কিছু হবে না।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ ক্রমাগত উঠে পড়ে। এই হইল পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু। নির্ব্বাণ পরম জন্ম and the death of the old man for ever, তাই সারনাথের মন্দিরের উপদেশে তিনি (বুদ্ধ) বলিলেন "তোমাদের বন্ধু গৌতম মরিয়াছেন। তোমাদের সম্মুখে যিনি তিনি বুদ্ধ, তথাগত, আচার্য্য।"

তৃতীয়তঃ এই দুই (বিষয়) বুঝাইতে তিনি (বুদ্ধ) পুনর্জ্জন্মের ভাষা অনেক ব্যবহার করিয়াছেন।

৫৭ ল্যান্সডাউন রোড কলিকাতা
২১শে মার্চ্চ, ১৯০৯ ইং।

আপনার স্নেহের
অম্বিকাচরণ সেন।

১৯০১ খৃঃঅব্দের মে মাসীয় ইষ্ট পত্রিকাতে নির্ব্বাণতত্ত্ব উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন মহাশয় কর্ত্তৃক সংকলিত ও প্রেরিত যে কয়টি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম যথাক্রমে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

প্রথম প্রবন্ধ।

কোন সময়ে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক মনুষ্যের শরীরের অতীত আত্মা আছে কি না এ বিষয়ে বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন।

কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে সে প্রশ্নের যথাযথ সরল উত্তর দেওয়া বুদ্ধদেবের শিক্ষাপ্রণালী ছিল না।

প্রশ্নকারীর মনকে জিজ্ঞাসিত বিষয়ে চিন্তায় নিযুক্ত করা, তাঁহারই মন হইতে সেই প্রশ্নসম্বন্ধে সত্যতত্ত্ব বা উত্তর উদ্ধারার্থ তাহাকে সাহায্য করা বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত

শিক্ষাপ্রণালী বা উত্তরপ্রদান প্রণালী ছিল।

সুতরাং শরীরের অতীত আত্মা (মনুষ্যের) আছে, ইহাও সেই প্রশ্নকারীকে বলা হইল না। শরীরের অতীত আত্মা নাই একথাও বলা হয় নাই।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে তৎপরতাই যে মানবের একমাত্র অবস্থা নহে, বুদ্ধদেব প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্র বলিয়াছিলেন। কিন্তু একথাও ভাবাত্মক কথা নহে। মানবজীবন কি যে নহে, ইহা দ্বারা তাহা মাত্র বলা হইল। মানবজীবন যে কি তাহা অনুক্ত রহিল।

বুদ্ধদেবের অতি প্রিয় শিষ্য আনন্দনামক এক ব্যক্তি বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের অল্পকাল পূর্ব্বে তাঁহাকে ঈশ্বর এবং আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বুদ্ধ আনন্দকে সেই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন :—

আনন্দ, আমি কি কখন তোমাকে বলিয়াছি যে মনুষ্যের আত্মা আছে?

আনন্দ একথা শুনিয়া বুদ্ধদেবকে বলিলেন, "তবে কি মনুষ্যের আত্মা নাই?

বুদ্ধ পুনরায় বলিলেন, আমি কি কখন তোমাকে বলিয়াছি যে, মনুষ্যের আত্মা নাই?

ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রশ্নেরও উল্লিখিত ভাবেই বুদ্ধদেব উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। আনন্দ এরূপ উত্তর শ্রবণে হতবুদ্ধি (puzzled) হইলেন।

আনন্দের মানসিক অবস্থা বুঝিয়া বুদ্ধদেব আনন্দকে শালবৃক্ষের কয়েকটি পাতা আনয়নার্থ অনুমতি করিলেন। তৎক্ষণাৎ আনন্দকর্তৃক শালপত্র আনীত হইল। আনন্দকে বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, শালবৃক্ষের অবশিষ্ট পাতা কোথায়? আনন্দ বলিলেন তাহা বৃক্ষেই রহিয়াছে।

বুদ্ধ একথা শুনিয়া আনন্দকে বলিলেন, আনন্দ, ঠিক সেইরূপ তোমাকে আমি যাহা শিখাই নাই তাহার তুলনায়, যাহা শিখাইয়াছি তাহা যৎসামান্য মাত্র। বহু তত্ত্ব শিক্ষণীয় আছে। আমার নিকট প্রশ্ন করিও না। নিজে চিন্তা কর। তোমার আপনার মনেই তাহা উদ্ভাসিত হইবে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

পুনর্জন্ম অথবা কর্ম্ম হইতে নির্ব্বাণ বিষয়ে।

সেন মহাশয় বলেন, ঋগ্বেদ গ্রন্থে নির্ব্বাণ বিষয়ে কোন কথার উল্লেখ দেখা যায় না। ঋগ্বেদের ঋষিগণ পৃথিবীতে আনন্দে জীবন যাপন করিতেন। সুতরাং পরবর্ত্তী জীবনে সমধিক আনন্দই তাঁহাদের প্রত্যাশার বিষয় ছিল। কর্ম্মসম্বন্ধীয় মতের সমাগমে ঋগ্বেদের ঋষিগণের পরবর্ত্তী পুরুষের জীবনে নিরাশার উদয় হইয়াছিল। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে কর্ম্মসম্বন্ধীয় মতের সারতত্ত্ব ভারতবর্ষের বহির্ভাগে জন্মিয়াছিল। কিন্তু উক্ত সেন মহাশয়ের মতানুসারে উহার উৎপত্তি ভারতবর্ষেই বটে।

অথর্ব্ববেদ, ব্রাহ্মণসমূহ, আরণ্যক ও উপনিষদনিচয় এবং পৌরাণিক কাল, দর্শন ও বুদ্ধযুগ ব্যাপিয়া ভারতবর্ষে জন্মান্তরবাদ মতের ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে।

বুদ্ধ এ মতে বিশ্বাস করিতেন কি না,

এই সন্দেহ বহুলোকে অসঙ্গত বিবেচনা করেন। কেন না জাতক নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধদেব পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মে যাহা করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। অধিকন্তু ঋষিপত্তনে বুদ্ধ এরূপ উপদেশ দিয়াছেন যে, পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মজ ক্লেশের অবসান কেবল নির্ব্বাণ দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। এব প্রকার উক্তি সমূহ দ্বারা সাধারণের ধারণা যে, বুদ্ধদেবও সাধারণ লোকের ন্যায় জন্মান্তরবাদে আস্থাবান ছিলেন। পূর্ব্বজন্মবিষয়ক উক্তি থাকা বুদ্ধদেব সম্বন্ধে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তিনি যে সাধারণ ভাবে পূর্ব্বজন্ম বিশ্বাস করিতেন, ইহাতে আস্থা স্থাপন করা যায় না। সাধারণ লোকের ন্যায় বুদ্ধদেব পূর্ব্বজন্ম মানিতেন না। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক লোকগণ পূর্ব্বজন্মের মতে আস্থাবান ছিল। এই মতের সূত্র ধরিয়া বুদ্ধদেব তাঁহার নবতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন মাত্র। ফলতঃ তিনি স্থূলভাবে এ মতে আস্থাযুক্ত ছিলেন না।

প্রথমতঃ—কর্ম্মসূত্রের অভ্যন্তরে অত্যাবশ্যক সত্য নিহিত আছে।

দ্বিতীয়তঃ—পুনর্জ্জন্মবিষয়ক মত অবলম্বনে মনুষ্যের আধ্যাত্মিক জীবনের বাস্তবিকতাবিষয়ে বর্ণনা বিশদরূপে প্রকাশ করা যায়।

উপরি উক্ত দুইটি কারণে প্রশ্নকারী প্রতিপক্ষের স্বীকৃত ভূমিকে বুদ্ধদেবও স্বীকার করিয়া লইতেন। যুক্তির সহায়তায় প্রশ্নকারী ব্যক্তিকে ক্রমে নির্ব্বাণের ভূমিতে আনয়ন করাই বুদ্ধদেবের প্রচারপ্রণালী ছিল। এনিমিত্ত বুদ্ধদেব স্বয়ং বাস্তবিক ভাবে কি মানিতেন অথবা কি মানিতেন না তাহা পরিগ্রহ করা কঠিন সমস্যা ছিল।

তৃতীয় প্রবন্ধ।

পণ্ডিতবর সেন মহাশয় এ প্রবন্ধে বুদ্ধদেবের চরিতাধ্যয়নে এবং গবেষণায় যে ফল লাভ করিয়াছেন, তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে, সংক্ষেপে নিম্নে তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

স্বাধীন মনুষ্য স্বকীয় জীবনরূপ ক্ষেত্রে যে প্রকার বীজ বপন করে, সে প্রকার শস্য সংগ্রহ সমর্থ হয়। এই বীজেরই নাম কর্ম্ম; এবং ইহা হইতে উৎপন্ন শস্যের নাম ফল। মনুষ্য জীবন-ক্ষেত্রে বীজ বপন পূর্ব্বক আকাশ পাতাল বা সাগরতল কুত্রাপি যাইয়া স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ বারণে সক্ষম হয় না। এ পৃথিবীতে কোন মনুষ্যেরও অকারণে শুভ দশা কিংস্ব দুর্দশা ঘটে না। প্রত্যেকে সকল অবস্থাতে স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী সুখ দুঃখ অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ জন্যই কথিত হইয়াছে যে, মনুষ্য আপনি আপনার বন্ধু, এবং আপনি আপনার শত্রু। কোনরূপ খেয়ালে মনুষ্যের ভাগ্যচক্র নিয়মিত হয় না। এই বিধি বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত পদার্থ নিহিত প্রকৃতি। ইহারই নাম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের অধীনতাই জীবন। ইহার প্রতিকূলতাচরণ এবং দ্বিধার শাণিত খড়্গের উপর পতন, উভয়ই সমান। বিধি বাহিরে নহে। বিধি আমাদের স্বাধীনতাব্যতীও নহে। ধর্ম্মই আমাদের সত্য প্রকৃতি। ধর্ম্মের আনুগত্যও যাহা প্রকৃত স্বাধীনতাও তাহা।

উক্ত বিধির ভয় এবং অধীনতা দ্বারা মনুষ্যের জীবনে ধর্ম্মের আরম্ভ। যাহারা মুখে বলে যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, অথচ অপকর্ম্ম করে তাহারা স্পষ্ট মিথ্যাবাদী।

বুদ্ধ মানবসমাজের ঐ প্রকার অবস্থা দেখিয়া ধর্ম্মের অষ্টপথ প্রচার করেন। এজন্য তিনি পুনর্জ্জন্ম বিষয়ক মত বিবিধ উদাহরণসহ পুনঃ পুনঃ বর্ণন করিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের উদ্ভাবিত ধর্ম্মের অষ্টমার্গ এই:—

১। সদ্দৃষ্টি। ২। সৎ সঙ্কল্প। ৩। সদ্বাক্য। ৪। সদ্ব্যবহার। ৫। সদুপায়ে জীবিকা আহরণ। ৬। সদ্ব্যায়াম অর্থাৎ ধ্যান। ৭। সংস্মৃতি। ৮। সম্যক্-সমাধি।

এ পত্রের শেষাংশে নির্ব্বাণ যে পুরাতন মনুষ্যের মৃত্যু এবং যে শিশু ঈশ্বরকে দর্শন করে তাহার জন্ম, এ বিষয়ে বর্ণনা আছে। বুদ্ধদেব, গৌতম সিদ্ধার্থের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া, শিষ্যমণ্ডলীর নিকট ঘোষণা করিয়াছেন।

অনেকে বুদ্ধদেবকে "নাস্তিক" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সেন মহাশয় বলেন, বুদ্ধদেবের পক্ষে নাস্তিক হওয়া অসম্ভব।

ঈশ্বরতনয় যিশু বলিয়াছেন, ধন্য পবিত্র হৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিবে।

বুদ্ধদেব নির্ম্মলচিত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং যিশুখ্রীষ্টের সিদ্ধান্তানুসারে তিনি ঈশ্বর দর্শনকারীও বটেন। এ অবস্থায় বুদ্ধদেবের প্রতি নাস্তিকতার অপবাদ দেওয়া নিতান্তই নির্ব্বুদ্ধিতা মাত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আপন অধ্যয়ন এবং গবেষণার যে ফল "ইষ্ট" পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখা গেল।

ভারতবর্ষে অনেক লোকেরই প্রতীতি যে বুদ্ধদেব জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধীয় ভ্রান্তমতের প্রতিষ্ঠাতা। সে প্রতীতি ঠিক নহে। মনুষ্যের আত্মা কর্ম্মফল ভোগার্থ বারংবার নূতন শরীর প্রাপ্ত হয়, ইহাও মিথ্যা সিদ্ধান্ত। মনুষ্য স্ব স্ব পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের ফল ভোগকারী, পাপের ফল ক্লেশ ও যন্ত্রণা; পুণ্যের ফল, পুণ্য ও শান্তি।

ঈশ্বরের পুণ্যরাজ্যে মনুষ্যকে সজ্ঞানে এক জন্ম লাভ করিতে হয়। পুণ্যরাজ্যে সে জন্ম লাভ হইলে মনুষ্যকে কদাপি পাপ পথে পাদচারণা করিতে হয় না। সেই আত্মা অনন্ত পুণ্যলোকে নিত্যগতি প্রাপ্ত হয়। অস্মদ্দেশীয় অনেক ঋষি, ঈশা, চৈতন্য ও বুদ্ধাদি মহাজনগণ পূর্ব্বোল্লিখিত জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমার আমার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরনারীও সেইরূপ জন্মান্তরলাভের অধিকার আছে। ইহাই আমাদের পক্ষে আশা এবং আনন্দের সমাচার। জন্মান্তরবাদ বিষয়ক প্রাপ্ত সংস্কার ভারতবর্ষ হইতে চিরদিনের জন্য অপনীত হউক। অপিচ নবীনতর উন্নত লোকে যে আমাদের মনুষ্য মাত্রেরই জন্ম লাভে অধিকার আছে, এ তত্ত্বে সকলেই খাটি বিশ্বাস লাভ করুন্ এবং সজ্ঞানে সে জন্ম-

লাভার্থ সর্ব্বান্তঃকরণে সকলে যত্নযুক্ত হউন। ইহাই প্রার্থনীয়। জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধীয় কুসংস্কার সমস্ত ভারতবর্ষবাসিনী যোষিতগণ মধ্যে সঞ্চারিত আছে। বৈজ্ঞানিক ভাবে ঈশ্বর এবং ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা মহিলা সমাজে প্রবর্ত্তিত না হইলে ঐ কুসংস্কার দূর হইবে না। ঈশ্বরের আত্মজ্যোতি বর্ত্তমান বিধানে সে সকল মহিলাও পুরুষের অন্তরে প্রকাশ পায়, সে সকল অন্তরে ঐ পুরাতন কুসংস্কার অচিরাৎ দূর হইয়া যায়। অতএব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং ঈশ্বর কৃপা ভিন্ন ঐ কুসংস্কার-রাক্ষসের আধিপত্য হইতে নিস্তারের অন্য উপায় দেখা যায় না। আশা করি সমস্ত ভারতে ঐ দুই উপায় বিস্তারপূর্ব্বক ঈশ্বর, ভারতললনা এবং ভারতের জনসমাজকে উদ্ধার করিবেন। বঙ্গবাসীগণ এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে স্বাধীনভাবে চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা প্রকৃত সত্য জানিতে ও তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইবেন, ইহাও আমাদের ভরসা। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

স্তুতি ও প্রার্থনা।

(বালিকাগণের জন্য)

জয় দেবি, কৃপাময়ি, জগতজননি।
অন্নদে বরদে মাতঃ জ্ঞানবিকাশিনি॥
আমি গো অবলা, বালা জননি তোমার।
সরল অন্তরে পদে করি নমস্কার॥
কত ভালবাস তুমি কত তব দান।
কেহ আর নাই মাগো তোমার সমান॥
পিতামাতা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন।
টাকা কড়ী ঘরবাড়ী দেহ প্রাণ মন॥
তোমার স্নেহের দান জননি এ সব।
বলিতে তোমার দয়া পাই পরাভব॥
জননীজঠরে তুমি করিলে পোষণ।
শৈশবে মায়ের স্তনে সুধাবরিষণ,
স্নেহরসে আর্দ্র করি জননীর মন,
ধরাতলে আনি তুমি করিলে পালন॥
অন্ন জল ফল মূলে বাড়ালে এ দেহ।
তব সম হিতকারী নাহি আর কেহ॥
আমি যে সরলা মাগো কুমারী তোমার।
করযোড়ে প্রণিপাত করি বার বার॥
চরণ কমল হৃদে যতনেতে ধরি।
তব পাঠশালে যেন নীতি শিক্ষা করি॥
সরলতা কোমলতা, মধুরতা আর,
জীবনে সতেজ যেন থাকে গো আমার॥
স্নেহ প্রীতি দিয়ে তুষি ছোট ভাই বোনে:
ভক্তিযোগে গুরুজনে সেবিব যতনে॥
প্রতিবেশিগণে সদা করিব আদর।
মনে যেন সাধুভাব রাখি নিরন্তর॥
যদি কারো দোষ ক্রটি করি দরশন।
অপরের কাছে তাহা করিব গোপন॥
বলিতে হইলে বলি দোষটী যাহার।
শুদ্ধমনে যেন করি সত্য ব্যবহার॥
নিজের যতেক দোষ থাকে যেন মনে।
যদি কেহ বলে তাহা শুনিব যতনে॥
আপনার দোষ যেন না ঢাকি কখন।
তব দয়া মাগি তাহা করি সংশোধন॥
তোমার আশিষ শিরে করিয়া ধারণ।
পরসেবা লাগি যেন ধরি এ জীবন॥

রমণী আচার্য্য।

সম্প্রতি সুইজার্লণ্ড দেশে রমণীদিগকে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিবার অধিকার প্রদানার্থ গবর্ণমেণ্টের সন্নিধানে আবেদন করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই আবেদন শীঘ্রই গ্রাহ্য করা হইবে এবং খ্রীষ্টীয় আচার্য্যগণের ন্যায় রমণীরাও ভজনালয়ে বেদীতে বসিয়া উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করিতে অধিকার লাভ করিবেন। সুইজার্লণ্ড সকলেই জানেন, অতি পর্ব্বতময় স্বাধীন দেশ। ইউরোপ কেন সমগ্র পৃথিবী মধ্যে এমন পর্ব্বতশ্রেণী পরিশোভিত সুদৃশ্যসম্পন্ন দেশ অতি অল্পই আছে। সুইস জাতি চিরদিন স্বাধীন প্রকৃতির লোক ও অতিশয় পরিশ্রমী। দেশের রাজকার্য্য জনসাধারণের সভা দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। শিল্পে, বাণিজ্যে ও কৃষিকর্ম্মে লোকদিগের বিলক্ষণ অনুরাগ আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এমন দেশে এ পর্য্যন্ত শিক্ষিতা ও ধর্ম্মশীলা মহিলাদের আচার্য্য হইয়া কার্য্য করিবার অধিকার চাওয়া হয় নাই এবং প্রদান করাও হয় নাই। যাহা হউক এক্ষণে যে অধিকার চাওয়া হইয়াছে উহা অতি শুভসংবাদ বটে। অস্মদ্দেশীয় কোনও সুপণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, নারী পূর্ণ-মানুষের কোমলাংশ অর্থাৎ হৃদয়। নারী যদি ধর্ম্মাচার্য্য হইয়া জনসমাজে সাধারণভাবে এবং প্রত্যেক পরিবার মধ্যে বিশেষভাবে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করেন তাহা হইলে ঠিক হয়। পুরুষগণ যে এ কার্য্যে ব্রতী হইয়া কার্য্য করেন তাহা অনেক সময় অনধিকার চর্চ্চা হইয়া উঠে। কেননা আমরা ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস পাঠে অবগত হই যে প্রায় সমুদায় ধর্ম্মাচার্য্যই হৃদয় প্রধান অর্থাৎ নারী প্রকৃতি বিশিষ্ট। শ্রীঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবুদ্ধ প্রভৃতি এমনি নারী ভাবাপন্ন অর্থাৎ প্রেমভক্তিতে ভাবাক্রান্ত হইয়া এমনি কোমলতা লাভ করিয়াছিলেন যে নারী প্রকৃতি তাঁহাদের ভিতরে অতি বিলক্ষণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ফলতঃ হৃদয়-প্রধান লোকই ধর্ম্মাচার্য্যের কার্য্যে অধিকাংশ সময় ব্রতী হইতে থাকেন এবং তাঁহারাই কৃতকার্য্যতা সহকারে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সুতরাং নারীগণ আচার্য্য হইয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিলে উহা তাঁহাদের স্বভাবোচিত কার্য্যই হইবে এবং তদ্দ্বারা মানবসমাজের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। এদেশেও নারীগণের আচার্য্য হইয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিবার পক্ষে কোন বিশেষ বাধা নাই। তবে এদেশের জল বায়ু ও সামাজিক অবস্থা এবিষয়ে প্রতিকূল যে নারীগণ সভা সমিতিতে উপস্থিত ভাসুর শশুর প্রভৃতি গুরুজনের সমক্ষে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া লোকের মনে কেমন কেমন একটা বোধ হইলেও, তাঁহাদের পরিবার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহিলাগণ ও বালক বালিকাদিগের মনে ঈশ্বর বিশ্বাস ও প্রেমভক্তির বীজ বপন করিয়া দিতে কোন বাধা নাই। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের এ সম্বন্ধে আমাদের মানস পথে

সমুপস্থিত হইতেছে। আমরা জানি অনেক সময় গোস্বামী-পত্নীগণ শিষ্য গৃহে গমন করিয়া ধর্ম্ম দীক্ষা ও শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মসমাজেও যদি মহিলাগণ বক্তৃতা করিয়া সুনাম উপার্জ্জন করিবেন এবং লোকের মুখে প্রশংসা ধ্বনিও সংবাদ-পত্রে গুণকাহিনী শুনিবেন, এভাবে কার্য্য না করিয়া, শুধু দেশের ও সমাজের প্রকৃত কল্যাণার্থিনী হইয়া ঘরে ঘরে পরিবারে পরিবারে উপাসনা উপদেশ ও সঙ্গীতাদি কার্য্য করিতে যত্নবতী হন তাহা হইলে অল্প সময়েই মণ্ডলীর প্রকৃত কল্যাণের পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে। ব্রাহ্ম ও শিক্ষিত হিন্দুসমাজে যুবক ও যুবতীগণ এবং বালকবালিকাগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে দেবার্চ্চনা উপাসনা প্রার্থনাদি সম্বন্ধে দিন দিন উদাসীন হইয়া পড়িতেছেন, এ অভিযোগ প্রায় অনেকের মুখেই শুনা যায়। এবং এজন্য অনেকে উপদেষ্টাগণের উপর দোষারোপ করিতেও ত্রুটি করেন না। তাঁহাদের এ বিষয়ে কোনও দোষ ত্রুটি নাই তাহা আমরা বলি না। তবে নারীগণের কার্য্য নারীগণ না করিলে, পিতামাতার গুরুতর দায়িত্ব বলিয়া পিতামাতাগণ পরিবার মধ্যে ধর্ম্মানুরাগ প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ন না করিলে, শুধু উপদেষ্টার উপদেশ প্রার্থনা ও সঙ্গীত, কে কতদিন গ্রাহ্য করিবে? যাহা হউক ব্রাহ্মসমাজে মহিলাগণ উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া সাহিত্যানুরাগিণী হইতেছেন এবং কেহ কেহ ডাক্তার ও অনেকে শিক্ষয়িত্রী হইয়াছেন। ইহা যে যথার্থই দেশের কল্যাণকর তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে নারীজাতির শিক্ষার জন্য যতদিন স্বতন্ত্র পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট না হইতেছে এবং শিক্ষার্থিনীদের পরীক্ষার স্বতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত না হইতেছে, ততদিন নারীজাতির উচ্চ শিক্ষার প্রকৃত অন্তরায় দূর হইতেছে না। এবং বর্ত্তমান সময়ে নারীজাতির মধ্যে উচ্চ শিক্ষার দ্বারা যে দোষ প্রবিষ্ট হইতেছে তাহাও অপনীত হইতেছে না। লোকে বলে চক্‌চকে হইলেই সোণা হয় না। তদ্রূপ উচ্চ শিক্ষা বলিলেই উচ্চ শিক্ষা হয় না। বিএ বা এম্‌এ, উপাধিধারী হইলেও কিছু আসে না; না হইলেও কিছু যায় আসে না। মন উন্নত না হইলে, হৃদয় প্রশস্ত না হইলে নারীজাতির উপযোগী কার্য্যে অনুরাগ না হইলে প্রকৃত উচ্চশিক্ষা হইল কিরূপে বলা যাইতে পারে। শিশুশিক্ষা ও পরিবার মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার এই দুইটী ভার যদি শিক্ষিতা রমণীগণ গ্রহণ করেন তাহা হইলে সত্য সত্যই এদেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। আর মানবসমাজের প্রকৃত অলঙ্কার স্বরূপা নারীজাতি যদি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কঠোর প্রকৃতি, মুখরা স্বভাব, ভোগবিলাস পরায়ণা, আত্মসুখরতা এবং মানিনী, অভিমানিনী, প্রভুত্ব-পরায়ণা হইয়া উঠেন তাহা হইলে এই পতিত দেশের প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা আশা কোথায়? আমরা সরল অন্তরে আশা করি, এদেশে শীঘ্র শীঘ্রই একদল নারী ঈশ্বর কৃপায় এমনভাবে দণ্ডায়মান হইবেন যাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগে, ঈশ্বরনিষ্ঠায় এবং প্রেম ভক্তির প্রভাবে দেশের দুরবস্থা অচিরে দূর

হইবে। সুইজর্লণ্ডে এমন একদল নারী কার্য্যক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছেন, যাঁহারা আচার্য্য হইবার যোগ্যা। এদেশেও যদি সেরূপভাবে নারীগণ প্রস্তুত হন তাহা হইলে সমাজ তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই কার্য্য করিতে দিতে বাধ্য হইবে। এবং দেশের দুরাবস্থাও দূর হইবে। নারীজাতি বিশ্ব-জননীর প্রেম ও মাতৃশক্তির অবতার। নারীর নিকট পৃথিবী চিরদিন অবনত মস্তক রহিয়াছে ও থাকিবে। শিক্ষিতা নারীগণ ইহা চরিত্র ও জীবনে প্রদর্শন করিয়া এদেশকে ধন্য করুন।

পরিচ্ছদ ও বিলাস।

পৃথিবীর মানচিত্র সম্মুখে লইয়া মানব জাতির ইতিহাস ও উন্নতির বিষয় আলোচনা করিলে চক্ষু স্বভাবতঃ বর্ত্তমান ইউরোপ ও আমেরিকার প্রতি প্রধাবিত হয়। মনে হয় কৈ, এমন সভ্যতা এ প্রকার উন্নতি পৃথিবীর কোনও দেশে এবং কোনও জাতির মধ্যে ত দেখা যায় না? বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, শারীর বিদ্যা, প্রাণি বিদ্যা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান রাসায়নিক বিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, পুরাবৃত্ততত্ত্ব, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, তড়িৎ শক্তি, প্রভৃতি মানব জাতির উন্নতির যাবতীয় বিষয়ে বর্ত্তমান সুসভ্য ইউরোপ ও আমেরিকা যে প্রকার যত্ন চেষ্টার ও তাহার সফলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন এরূপ দৃষ্টান্ত ত অন্যত্র অতি বিরল। বস্তুতঃ ক্ষণকাল এইরূপ ভাবে চিন্তা করিলে অনুভূত হয় যে যেমন রজনীর অবসানে তরুণ অরুণ পূর্ব্বাকাশে উদিত হইলে নভোমণ্ডলস্থ তারকাবলী একে একে অদৃশ্য হইতে থাকে, তদ্রূপ বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্যতারূপ-মার্ত্তণ্ডের ময়ূখমালা এমনি উজ্জ্বলভাবে পৃথিবীময় বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে যে পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতম জাতিগণের সভ্যতা তাহার আলোকে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে। বলিতে কি প্রাচীন মিসর, ভারতবর্ষ, বেবিলন, এসিরিয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের উন্নতি, এই বর্ত্তমান পাশ্চাত্য উন্নতির কারণ হইলেও উহা এক্ষণে অতি যৎসামান্য প্রতীয়মান হয়। যাঁহারা মানব জাতির ও মানব আত্মার ক্রমোন্নতি বিশ্বাস করেন তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে একটী অঙ্কুরিত বীজ, সুন্দর ফুল ফলে পরিশোভিত বিশাল বৃক্ষের তুলনায় অতি ক্ষুদ্রই পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। সুতরাং মানব জাতির যে সভ্যতা সূর্য্য খৃষ্টের জন্মের হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্বদিকে আর্য্যজাতির মধ্যে সমুদিত হইয়াছিল, খৃষ্টের জন্মের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে গ্রীক ও রোমক জাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে এবং খৃষ্টধর্ম্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ইউরোপে ও আমেরিকাতে, সেই সূর্য্যের কিরণ জাল বিকীর্ণ হওয়াতে ঐ সকল দেশ এক্ষণে মাধ্যাহ্নিক দিবালোকে সুশোভিত ও সমুজ্জ্বলিতের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছে। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার যে প্রশংসা ও গুণকীর্ত্তন করিতেছি তাহা যে অত্যুক্তি নয় এ কথা বোধ

হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। তবে কি তাহাতে কোনও দোষ নাই? অবশ্যই আছে। তাহা কি, তাহারই একটী দোষের বিষয় অদ্য আমরা আলোচনা করিব! গুণে মনুষ্য স্বভাব মুগ্ধ এবং গুণ গ্রহণেই তাহার স্পৃহা। সুতরাং আমারা পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে অন্ধ হইয়া মরণোন্মুখ শলভের (পতঙ্গের) ন্যায় তাহাতে আত্মা-হুতি প্রদান না করি, তাহাই আমাদের আলোচনা ও বিবেচনার বিষয়। বাঙ্গালীর মন (নরনারী নির্ব্বিশেষে) অতি সঙ্কীর্ণ। বাঙ্গালীর চিন্তাশীলতা অল্প। বাঙ্গালীর শরীর যেমন দুর্ব্বল মন তদপেক্ষা আরও হাল্‌কা। সুতরাং বাঙ্গালী খাদ্যের ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া যাহা রুচিকর ও আশু সুখপ্রদ তাহাই আহার করে। নিয়ত বিবেচনা করিয়া পুষ্টিকর দ্রব্য গ্রহণ করিতে অক্ষম বিধায় বাঙ্গালীর শরীর ও মন দুই অতি দুর্ব্বল। বিদে-শীয় চরিত্রের কোন্ কোন গুণ গ্রহণ করিয়া কোন্ কোন দোষ ও দুর্ব্বলতার প্রতি উপেক্ষা করিতে হইবে বাঙ্গালী তাহা ভাল করিয়া চিন্তা করিবার অবকাশ ও পায় না। বর্ত্তমান সময়ে বাষ্পীয় যান ও বাষ্পীয় পোতের সহায়তাতে বাঙ্গালী সুদূর ইউরোপে, আমেরিকা ও জাপান আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে অনা-য়াসে গমনাগমন করিয়া বিভিন্ন জাতীয় লোকের সঙ্গে মিলিত হইতেছে। ভারত-বর্ষেও নানাদেশীয় স্ত্রীলোক ও পুরুষ-দিগের সমাগমে আমাদের দেশে এক অভিনব অবস্থা সমুপস্থিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম দেশীয় সভ্যতা-সূর্য্য ধীরে ধীরে আসিয়া ভারত আকাশে সমুদিত হইয়াছে। বিজ্ঞান দর্শনাদির আলোচনা এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা বাহুল্যরূপেই হইতেছে। পুরুষদিগের সঙ্গে নারীদিগের জীবনেও নূতন নূতন অবস্থা সমুৎপন্ন হইতেছে। নারীদিগের শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রবেশিকা বিদ্যালয় এবং কলেজ পর্য্যন্ত সংস্থাপিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা এক্ষণে বিশেষরূপে প্রচলিত হই-তেছে ও আরও হইবার আশা করা যাইতেছে। সুতরাং এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া যে সকল দুর্নীতি ও দোষ নারী সমাজে প্রবিষ্ট হইতেছে বা হইবার উপক্রম করিতেছে তৎপ্রতি, নারীজাতির এবং বিশেষতঃ এ দেশের প্রকৃত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেরই উদাসীন ভাবে নিমীলিত নয়ন থাকা উচিত নহে। আমরা বর্ত্ত-মান সভ্যতাকে মধ্যাহ্নিক সূর্য্যের সহিত তুলনা করিয়াছি। তুলনা করিয়া ভুল করি নাই। আমাদের ভগিনীগণ মধ্যে অনেকেই হয়ত জানেন, যে সূর্য্যদেবের পত্নীর নাম ছায়া। অর্থাৎ ছায়া সূর্য্যের সঙ্গে অবস্থিতি করে। "আলোকের পাছে আঁধার" এ কথা এ দেশের পক্ষে নূতন নহে। অতএব বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্য-তার আলোকের উজ্জ্বল ছটায় এদেশের নারীগণেরও যে দৃষ্টি ঝল্‌সিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে গভীর অন্ধকারে নিক্ষেপ করিবে ইহা ত বিচিত্র নহে। এজন্য উল্লিখিত ভূমিকা সহকারে আমাদের

অভীপ্সিত আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে।

কিছুদিন হইল ইউরোপ হইতে সমাগত কোন সংবাদ পত্র স্তম্ভে দৃষ্ট হইল যে কোনও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক (আমরা নাম করিব না) পবিত্র বিবাহবন্ধন ছিন্ন না করিয়া শুধু স্বতন্ত্র ভাবে স্থিতি করিবার জন্য স্বীয় ধর্ম্মপত্নীর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। অভিযোগের হেতু আমাদের ভাষায় এইরূপ লিপিবদ্ধ হইতে পারে:—তাঁহার নিজের আয় বার্ষিক ২৫,০০০ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ ৫, ৭৫০০০৲ টাকা। কিন্তু তদীয় পত্নী এক বৎসরে যত পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ৪০৲০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার আয় অপেক্ষা এক পরিচ্ছদেই যেরূপ ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের দম্পতীরূপে গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন ও গার্হস্থ সুখ সম্ভোগে সুখী হওয়া অসম্ভব। অতএব আইন আদালত তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতে অনুমতি করেন ইহাই প্রার্থনা। আমাদের পাঠিকাদিগকে অধিক বলা বাহুল্য। তাঁহারা এই একটী দৃষ্টান্ত হইতেই পশ্চিম দেশীয় সম্ভ্রান্ত সমাজের অবস্থা একটু বুঝিতে সুক্ষমা হইবেন। এক একটী বিষয়ে এক একটী দৃষ্টান্তই যে সেই সম্বন্ধে সহস্র সহস্র বিষয় পরিগ্রহের উপায় তাহা আর্য্য ঋষিগণও বলিয়াছেন এবং এদেশে নারীগণও প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যেহেতুক অন্ন পাকের সময় একটী তণ্ডুলের পরীক্ষা দ্বারাই হাঁড়ীস্থিত সমগ্র তণ্ডুল সুসিদ্ধ হইয়াছে কিনা তাহা জানা যায়। সুতরাং আমরা পরিচ্ছদের বিলাস ও ব্যয় সম্বন্ধে যে একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম তাহা হইতেই সভ্য ইউরোপ ও আমেরিকার অবস্থা কথঞ্চিৎ অনুভূত হইবে। আমরা ভূমিকাতে যে সকল প্রাচীন সভ্য দেশের নাম করিয়াছি, তাহার কোনও দেশে এরূপ পরিচ্ছদের ব্যয় ছিল ইতিহাসে তাহার প্রমাণ নাই। তবে আমাদের যদি ভ্রম না হয়, প্রাচীন মিসর ও রোম প্রভৃতি দেশেও পরিচ্ছদের বিলাসিতা বিলক্ষণ ছিল। প্রাচীন আর্য্যগণ যে পরিচ্ছদ বিষয়ে অত্যন্ত সাদাসিদে ছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। ব্রাহ্মণগণ চিরদিনই সামান্য পরিচ্ছদে পরিতুষ্ট থাকিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্ম জীবন যাপন করিতেন। আর্য্যনারীগণের ও পরিচ্ছদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল তাহার প্রমাণ নাই। তবে রাজন্যবর্গ, রাজমহিষীগণ, রাজসভাসদ্ ও রাজসমীপে যাঁহারা যাতায়াত করিতেন তাঁহাদের যে সুরুচিসম্পন্ন ও অবস্থানুযায়ী মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধানের ব্যবস্থা ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভারত উষ্ণপ্রধান দেশ। পুরুষদিগের জন্য ধূতি জামা যে এ দেশের পক্ষে যথেষ্ট তাহা বলা নিপ্রয়োজন। নারীদিগের পোষাক এ দেশে খুব সাদাসিদে। অবশ্য শুধু একখানা সাড়ী যাহা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তাহা কোন মতেই ভাল বলা যায় না। তবে এই প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তিত ও উন্নততর পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতে

যাইয়া যদি নারীগণ বিলাস প্রিয় হইয়া উঠেন তাহা অতীব পরিতাপের বিষয় হইবে। পরিচ্ছদের বিলাস বিভীষিকা ক্রমশঃ এ দেশে আস্তে আস্তে শিক্ষিত নারীদিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়া অল্প আয়বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগকে দিন দিন আতঙ্কিত করিতেছে। সেই জন্যই আমরা উল্লিখিত সাহেব মেমের বিষয় উল্লেখ করিয়া এই বিভীষিকার কোনও কারণ আছে কি না পাঠিকাদিগের মনে সেই প্রশ্নই অদ্য মুদ্রিত করিয়া দিলাম। আশা করি তাঁহারা নির্জ্জনে এ বিষয় চিন্তা করিবেন এবং অভিভাবকদিগের সঙ্গেও এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিবেন।

সংবাদ।

আর এক মাসের মহিলা বাহির হইলেই বর্ত্তমান ১৬শ ভাগ শেষ হইবে। অতএব এই বৎসরের মূল্য ১৷৹ টাকার সঙ্গে সাবেক বাকি যাহার নিকট যত পাওনা আছে কৃপা করিয়া এই মাসের মধ্যে আমাদের নিকট প্রেরণ করিতে আজ্ঞা হইবেক।

ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট যে মাসিক ৪২৫৲ টাকা সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল আমরা আহ্লাদের সহিত সকলকে অবগত করিতেছি যে, গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ঐ সাহায্য দিবেন বলিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহাদের এই দয়ার জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিতেছি। দয়াময় শ্রীহরি বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অধ্যক্ষগণকে আশীর্ব্বাদ করুন। সকলে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন করুন।

আমরা স্থানাভাবপ্রযুক্ত বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয়ের বাৎসরিক বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিলাম না, আষাঢ় মাসের পত্রিকায় উহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

২২এ জুন সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক লণ্ডন নগরে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইবে, ঐ দিন সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীর কল্যাণার্থ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে মহিলার পাঠক পাঠিকাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। দয়াময় শ্রীহরি তাঁহার মনোনীত রাজা ও রাণীর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান করুন।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশস্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত রাজ্যে মেরী নাম্নী যত মহিলা আছেন, তাঁহারা মহারাজ পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে এক অতি অভিনব আকারের উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, মহামহিম সাম্রাজ্ঞী মেরীর নামের গৌরব প্রবর্দ্ধনার্থ এবং তাঁহার সহিত মেরীনাম্নী মহিলাগণের বিশেষ সম্বন্ধ ও ভালবাসা জ্ঞাপনার্থ এই উপঢৌকনের সূত্রপাত হইয়াছে। উপহার—গার্টার ইনসিগনিয়াতে রাজা পঞ্চম জর্জের ও যুবরাজের হীরকখচিত প্রতিমূর্ত্তি সহ ১৩৭০০ পাউণ্ডের (২,০৫৫০০৲ টাকা) একখান চেক সহ রাজ্ঞী মেরীর হস্তে প্রেরিত হইয়াছে। এই টাকা রাজ্ঞী কোনও বিশেষ জনহিতকর কার্য্যে অর্পণ করিবেন। রাণী দাত্রীগণের এই বিশেষ দান আদরের সহিত চিরকাল স্মরণে রাখিবেন বলিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৬শ ভাগ] আষাঢ়, ১৩১৮। জুলাই, ১৯১১। [৯ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে শান্ত-শিব-সুন্দর পরমেশ্বর, নরনারী তোমারই সৃষ্ট জীব, তোমারই আত্মজাত সন্তান। আমরা যত অশান্ত, অপ্রেমিক ও কুৎসিৎ হই না কেন, শান্ত, শিব ও সুন্দর হইবার জন্য আমাদিগের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা চিরদিনই রহিয়াছে। ইহা তোমারই কৌশল যে, মনুষ্যসন্তান তোমার বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া কখনও শান্ত, প্রসন্ন ও সুখী হইতে পারিবে না। যতই আমরা তোমার বিরোধী হই, ততই অশান্তচিত্ত হই; লোকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া কষ্টে দিনযাপন করি এবং সৌন্দর্য্য দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়া আপনার বিকৃত জীবনের ভারে আপনারা ক্লিষ্ট হই। তুমি মঙ্গলময় দেবতা, তুমি আমাদিগের জন্য কতরূপ মঙ্গল চিন্তা ও মঙ্গল কার্য্য করিতেছ তাহা আমরা জানি না। আমরা এই দৃশ্যমান জগতে সুখভোগ করিয়া তৃপ্ত হইতে চাই। কিন্তু তুমি আমাদিগের এই পৃথিবীর অভাব পূর্ণ করিয়াই ক্ষান্ত হও না, তুমি ইচ্ছা করিতেছ যে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তোমার শান্তি, প্রেম ও পুণ্যরাজ্যে স্থান প্রাপ্ত হই। এ বিষয়ে আমাদিগের দৃষ্টি পরিষ্কার হয় নাই, বিশ্বাস উজ্জ্বল হয় নাই, এই জন্য আমাদিগের জীবনের প্রকৃত কর্ত্তব্যও স্থির হয় নাই। হে দেব, যদি কৃপা করিয়া দেখাইয়া দিতেছ যে তোমার পুত্রকন্যাগণ পৃথিবীতে আপনাদিগের বিবিধ প্রকারের অভাব মোচন করিতে যেমন যত্নশীল হইবে, তেমনই তাহাদিগকে তোমার শান্ত শিব সুন্দর স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে; তাই প্রভু, আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা যেমন শারীরিক কষ্ট অসুবিধা প্রভৃতি দূর করিতে দিন রাত্রি পরিশ্রম করি, তেমনই যেন তোমার প্রেম পুণ্য ন্যায় ও শান্তির রাজ্য অন্তরে ও বাহিরে স্থাপন করিতে চিরদিন যত্নশীল থাকি। আমরা যেমন

অলস হইয়া ক্ষুধা পিপাসার ক্লেশ সহ্য করাকে ভয়ানক অন্যায় মনে করি, তেমনই যেন নিশ্চিন্ত হইয়া অশান্ত জীবন, অপ্রেমিক জীবন ও কুৎসিৎ জীবন যাপন করা মহা ক্লেশকর মনে করি। এই প্রার্থনা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

সহিষ্ণুতা।

"মহিলার" পাঠিকাগণের নিকট সহিষ্ণুতার বিষয় বলা কামারবাড়ী সূচবিক্রয় করার ন্যায় মনে হইবে। এদেশের নারীগণের যত সহিষ্ণুতা, এত সহিষ্ণুতা আর কোথায় দেখা যায়? আমাদের মহিলাগণ নীরবে কত কষ্টই না সহ্য করেন? কত ক্ষুধা পিপাসা সহ্য করিয়া ব্রতপালন করেন, কত কঠিন সংযম করিয়া নারীজীবনের উচ্চ আদর্শ পালন করেন। ইঁহারা আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের কত কঠোর ব্যবহার ও কত ঔদাসিন্য সহ্য করেন। সামাজিক নিয়মের অনুরোধে কত কষ্ট সহ্য করেন, এমনকি গৃহের ভৃত্যগণের নিকটও সময় সময় কত দুর্ব্যবহার প্রাপ্ত হন ও নীরবে সহ্য করেন। আমরা মধ্যে মধ্যে যে অসহিষ্ণু নারীর কথা শুনিতে পাই না এমন নহে, কিন্তু সে কথা উল্লেখযোগ্য নয়, কেন না ভারতের নারীদিগকে সাধারণ ভাবে সহিষ্ণুতার অবতার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতমহিলাগণের সহিষ্ণুতার এত কথা বলিয়াও আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, প্রকৃত সহিষ্ণুতা কি ইহা এদেশের নারীগণের নিত্য আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতাপ্রভৃতি গুণ প্রচুর পরিমাণে না থাকিলে গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনে সুখশান্তি হয় এ কথা সত্য, কিন্তু এই সকল সদ্‌গুণের অপব্যবহারে ব্যক্তিগত মনুষ্যত্বের হানি হয় এবং সামাজিক উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হয়। যদি কোন নারী আপনার স্বামী পুত্রের ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের সকল অত্যাচার দুর্ব্যবহার বিনা প্রতিবাদে সহ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার আপনার অসুখ অসুবিধার শেষ থাকে না এবং তাঁহার সেই সকল আত্মীয়গণও চিন্তাহীন অসার লোক হইয়া পড়েন। এক জনের অতিরিক্ত সহিষ্ণুতাতে অন্য সকলের অপকারই হয়। এজন্য প্রত্যেক নরনারীকে সহিষ্ণুতার উপযুক্ত ব্যবহার শিক্ষা করা উচিত। স্বভাবত কোন লোক অধিক সহিষ্ণু, কোন লোক অসহিষ্ণু, তাহার মধ্যে আবার শরীর মন সুস্থ থাকিলে অনেক সময় সহ্য করিবার শক্তি অধিক থাকে এবং শরীর মন রুগ্ন বা ক্লিষ্ট থাকিলে অল্পেই মানুষ অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। কিন্তু সহিষ্ণুতাবিষয়ে আদর্শ স্থির করিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া কার্য্য করিতে সর্ব্বক্ষণ যত্ন করা প্রত্যেক উন্নতিশীল নরনারীর কর্ত্তব্য। কোনরূপ কষ্ট অনুভব হইলে তাহা দূর করিতে চেষ্টা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক কার্য্য। যখন মানুষের জ্ঞান বা শক্তি অত্যন্ত অল্প হইয়া যায়, এমন কি আসন্ন মৃত্যুর সময়ও কষ্টের অনুভূতি ও তাহা দূর করিতে চেষ্টা দেখা যায়। অজ্ঞ

সকল অবস্থাতেই কোনরূপ ক্লেশ অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহা দূর করিতে চেষ্টা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা নানা কারণে এত বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে এই স্বাভাবিক বৃত্তিটি অধিকাংশ স্থলে মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম এদেশে জন্মলাভ করিয়াছে ও বহুদিন এদেশের নরনারীর অন্তরে রাজত্ব করিয়াছে, তাহার পর দৃশ্যত বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ ভাব এখনও এদেশের নরনারীর অন্তরে আধিপত্য করিতেছে। আমাদিগের দেশে কোন কোন বিষয়ে এখনও যে অস্বাভাবিক সহিষ্ণুতা দেখা যায়, ইহা হয়তো সেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের একটি ফল।

স্বর্গের শান্তি লাভের জন্য ব্যাকুল ব্যক্তিগণ অবশ্যই পৃথিবীর ক্ষণিক কষ্ট দুঃখ গ্রাহ্য করেন না—শারীরিক অভাব দূর করিতে ব্যস্ত থাকিলে আধ্যাত্মিক সাধন হয় না, এজন্য এদেশের ধার্ম্মিকগণ ধর্ম্মসাধনে সহিষ্ণুতাকেই একমাত্র পথ বলিয়া ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া হয়তো অন্য সকল লোকও সহিষ্ণুতাকে ধর্ম্মের সহায় মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদিগের দৈনিক জীবনে দেখা যায় যে, জগৎকে যতই কেন মিথ্যা বলি না, ইহা মিথ্যা নয়—ক্ষুধা পিপাসাকে যতই কেন সামান্য মনে করি না, ইহাদিগকেও মান্য করিতে হয়। অপর দিকে দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, সাধুসজ্জনের উপদেশ স্বর্গরাজ্যকে অত্যন্ত নিকট বলিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, এই ধূলির পৃথিবী এই ক্ষণিক দেহকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করিয়া এবং ইহা হইতে পলায়ন করিয়া কেহই স্বর্গরাজ্যে যাইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে সকল উচ্চ সাধকই বলিতেছেন যে, এই শরীর মনকে শুদ্ধ ও উন্নত করিতে হইবে এবং এই পৃথিবীর বস্তু ও ব্যক্তিগণকে লইয়া স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। এই সত্য স্বীকার করিলে আমরা সহিষ্ণুতার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারি। আমাদিগের অন্তরের ও বাহিরের সকল অবস্থাই যখন সত্য অর্থাৎ আমাদিগের মনের কল্পনা বা ভ্রান্তি নয়, তখন ইহারা যে দুঃখ ক্লেশ প্রদান করিবে তাহাও সত্যই সহ্য করিতে হয়, কিন্তু জীবন্ত জাগ্রত শক্তিমান ব্যক্তি কখনও নিশ্চেষ্ট হইয়া কষ্ট সহ্য করিতে পারে না, অবশ্যই দুঃখ দূর করিতে যত্নবান হয়। এই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সমস্ত মানবমণ্ডলী চলিতেছে এবং আমাদের দেশের মহিলাগণও এই অবস্থা অনতিবিলম্বে লাভ করিবেন ইহা আমাদিগের আশা। অলস হইয়া বা কোন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কষ্ট সহ্য করা কাহারও পক্ষে সঙ্গত নয়, অথচ চেষ্টা যত্ন করিয়া যে কষ্ট দূর করা যায় না তাহার বিষয়ে অসহিষ্ণু হওয়া অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদিগের দেশের নারীগণের সহিষ্ণুতা অত্যন্ত অধিক, এমন কি ইহা এক প্রকারের রোগবিশেষ। এই অযথা সহিষ্ণুতাকে দূর করিয়া ন্যায্য ভাবে সহিষ্ণু হওয়া ইহাই প্রয়োজন। সংসারে

বাস করিতে হইলে ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা সকলকেই অনেক সহ্য করিতে হয়। সহ্য করিতে হয় না এমন কেহ পৃথিবীতে নাই। যদি কেহ মনে করেন যে তাঁহার কোন কষ্ট দুঃখ সহ্য করিতে হয় না, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তাঁহার মন জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, কষ্ট অনুভূতির শক্তিই নাই। কারণ শীত গ্রীষ্ম, ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি যখন তখনই মানুষকে কষ্ট দেয়, তাহা ব্যতীত মনের শত অভাব আছে, তাহা পূরণ না হইলে কষ্ট উপস্থিত হয়। শরীর ও মন যত সুস্থ ও জাগ্রত হয় ততই নানারূপ অভাব অনুভব হয়। এই সকল অভাব দূর করিতে যত চেষ্টা উপস্থিত হয় তাহাতেই জীবনের ও জ্ঞানের প্রকাশ হয় এবং যত নিশ্চেষ্ট অবস্থায় সহ্য করা হয় ততই প্রাণহীনতা ও জ্ঞানহীনতা প্রকাশ করে। কোন বিশেষ ব্যক্তির সারবত্তার কথা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রথমত দেখা কর্ত্তব্য যে তিনি কত দূর অভাব অনুভব করেন এবং তাহার পরের কথা এই যে, সেই অভাব দূর করিতে তিনি কত উদ্যমশীল। প্রকৃতপক্ষে এস্থলে সহিষ্ণুতার বিশেষ স্থান নাই, কারণ ক্ষমতাশালী মানুষ যথাসাধ্য কষ্ট দূর করিতে চেষ্টা করিবে এবং যে সকল কষ্ট দূর করিতে অক্ষম হইবে তাহা সে অবশ্যই সহ্য করিবে। যে ব্যক্তি দুঃখ দূর করিতে সম্পূর্ণ চেষ্টা না করিয়া তাহা সহ্য করে, তাহার সহিষ্ণুতার অর্থ নাই। যে ব্যক্তি বিবিধ বিষয়ে প্রকৃত অভাব অনুভব করিয়া তাহা দূর করিতে একান্ত যত্নবান হয়, অর্থাৎ অসহিষ্ণু হয়, সে তত উন্নতিশীল, প্রশংসাযোগ্য। ইহাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নিয়ম, স্বর্গরাজ্যের অনুরোধে পৃথিবীর অভাব বিষয়ে সহিষ্ণু হওয়া ভিন্ন কথা।

সুশিক্ষিতা ও সুসংযতমনা নারী কোন কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা আলস্য বশত কোন কষ্টই সহ্য করিবেন না কিন্তু যে কষ্ট স্বভাবের নিয়মে উপস্থিত হয়, যাহা নিবারণ করিবার উপায় নাই তাহা দৃঢ়তার সহিত সহ্য করিবেন। পুত্রের কঠিন পীড়া হইল আপনি সকল প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিলেন যদি তাহাকে রক্ষা করিতে অক্ষম হন তখন অসহিষ্ণু ও অধীর হইয়া আপনার জীবন নাশ করিতে চেষ্টা অথচ অতিরিক্ত শোক করিয়া রোগগ্রস্থ হইবেন না সহিষ্ণু হইবেন। আমাদিগের বিশ্বাস যে এদেশের নারীগণের দৈনিক জীবনে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হওয়া প্রয়োজন। আমাদিগের মহিলাগণ অসহিষ্ণু না হইলে দেশের পারিবারিক জীবনের উন্নতি হইবে না। এরূপ কথা বলিবার অভিপ্রায় ইহা নয় যে আমরা মহিলাগণকে অসহিষ্ণু হইয়া কলহ করিতে ও গৃহে অশান্তি আনয়ন করিতে বলিতেছি। আমাদিগের অভিপ্রায় এই যে সংসারে সকলকেই কোন না কোন বিষয়ে কষ্ট সহ্য করিতে হয়, জীবন হইতে কষ্টকে একবারে দূর করা যায় না একথা সত্য, কিন্তু যে কষ্ট দূর করা সাধ্যায়ত্ত তাহা ভোগ করা কখনও আমাদিগের মঙ্গলময় সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায় নয়। যদি কেহ শত

মুদ্রা উপার্জ্জন ও ব্যয় করিয়া আপনার কষ্ট দূর করিতে সমর্থ হইয়াও আলস্য বশতঃ অল্প দশ মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া কষ্টভোগ করেন তাহা হইলে সেই কষ্ট-ভোগ করাকে সহিষ্ণুতা বলা হইতে পারে না, উহা দূষণীয় জড়তা। যদি কেহ সাধ্য সত্ত্বেও উপযুক্ত জ্ঞান ও অর্থ সঞ্চয় না করেন এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে জ্ঞান বা অর্থের অভাবে নীরবে অত্যন্ত ক্লেশ সহ্য করেন তাহা হইলে তিনি দৃশ্যত সহিষ্ণু বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন কিন্তু মূলত তিনি উদ্যম হীনতা ও নির্ব্বু-দ্ধিতার দুঃখ ভোগ করেন। এরূপ সহি-ষ্ণুতা প্রশংসনীয় নহে। এ দেশের মহিলা-গণের জীবনে যত সহিষ্ণুতা দেখা যায় তাহার অধিকাংশই উদ্যম হীনতা ও জ্ঞান হীনতার ফল।

বর্ত্তমান সময়ের বা প্রাচীনকালের, এদেশের বা অন্যদেশের যখন যে নারী বা পুরুষ জ্ঞানে, সাংসারিক অবস্থাতে, সৎ-কার্য্যে বা ধর্ম্ম সাধনে উন্নত জীবন লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের জীবন চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাঁহারা আপনার জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য বিষয়ে কোন হীনতা সহ্য করেন নাই, একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া উন্নতি সাধন করিয়াছেন। কিন্তু ইতর বিষয়ে, হয়ত আপনার প্রয়ো-জনীয় আহার নিদ্রা বিষয়েই মহা ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। অহল্যা বাই আপনার নগরের, জাতির ও দেশের কত মঙ্গল করিলেন, কত কত তীর্থ স্থানের কত উন্নতি করিলেন কিন্তু আপনি কি কঠোর বৈরাগ্য সাধন করিয়া, কষ্ট সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। এ দেশের রাণী শরৎসুন্দরী ও আপনি অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু হইয়া সাধারণের কত মঙ্গল সাধন করিয়া গেলেন। যাঁহার জীবনের কোন উচ্চ লক্ষ্য আছে তাঁহাকে সহিষ্ণু হইতেই হইবে। এই সহিষ্ণুতার অর্থ অপরদিকে অসহিষ্ণুতা অর্থাৎ হীন অবস্থাতে অসহিষ্ণু হইয়া উন্নতি লাভের জন্য মহা উদ্যম প্রকাশ করা। যে সকল মহিলা উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে সর্ব্ব-প্রথমে বর্ত্তমান অবস্থার হীনতা দর্শন করিয়া অসহিষ্ণু হইতে হইবে, এই বিশেষ বিষয়ে অসহিষ্ণু হইয়া অভ্যাস দূর করিতে অথবা উন্নতি সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে অন্য সকল বিষয়ে অত্যন্ত সহিষ্ণু হইতে হইবে ইহাই প্রার্থনীয় অবস্থা।

ভারতমহিলা ও ধর্ম্ম।

সুদূর অতীত কালেও ভারতবর্ষে মহিলাগণকে ধর্ম্মে এবং নীতিতে পুরুষের সাহায্য করিতে দেখা গিয়াছে। যখন বেদ বিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান হইত তখনও পুরমহিলা তাহার সহায় হইতেন। যখন ঋগ্বেদের সূক্ত প্রকাশিত হইয়াছিল, অনেক পূজনীয়া স্বাধীন চেতা আর্য্য মহিলার অন্তরেও তখন অনেক গুরুতর সূক্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহারা কেবল ঋষিকন্যা বা ঋষিপত্নী ছিলেন এমন নহে; তাঁহারা স্বয়ং ঋষিত্বলাভ করিয়াছিলেন। রাজসিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক হিন্দুরাজ মহিষীগণ রাজকার্য্যেও

সহায়তা করিয়াছেন। মৃগয়াকালে রমণী-গণ হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ ঘোরতর বনভাগে গমন করিয়া নির্ভীকতা ও সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিদ্যানুশীলনে ও রমণীকুল এদেশে যথেষ্ট অনুরাগ এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভারত গগন যখন আবার নানারূপ উপধর্ম্ম কুসংস্কার এবং পৌত্তলিকতায় আচ্ছন্ন হইতে ছিল, সেই সকল উপধর্ম্ম কুসংস্কার এবং পৌত্তলিকতাকেও শ্রদ্ধা ভক্তি শৃঙ্খলে বন্ধন পূর্ব্বক রক্ষা করিবার হেতু নারীরাই হইয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দু তীর্থস্থান সকল পর্য্যটন করিলে কি এক-বিন্দু কুসংস্কার উপধর্ম্ম বা পৌত্তলিকতার প্রতাপ হ্রাস হইয়াছে এরূপ মনে হয়! ইহার কারণ কি? অগণ্য ভারত ললনা বক্ষের রক্ত দিয়া ঐসকল অদ্যাপি পোষণ করিতেছেন ইহাই দেখা যায়। তাই কবি গাহিয়াছেন "না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না"!

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল মহিলা ব্রাহ্ম-সমাজের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারা ত সাক্ষাৎ ভাবেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব প্রাপ্ত হইতেছেন। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত নহেন, অথচ নব্যশিক্ষার আলোকে আলোকিত তাঁহাদের ও ধর্ম্ম এবং নীতি বিষয়িনী স্বাধীন চিন্তাশক্তি জন্মিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে যতপ্রকার ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, তাহার উদ্দেশ্য উপায় এবং সাধন প্রণালী সকলের নিকটেই সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। অধুনা কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মের গুপ্ত-তত্ত্ব অতি অল্পই আছে। সুতরাং শিক্ষা প্রাপ্ত ভারত নারী প্রচলিত বিবিধ ধর্ম্মের বিচার করিবার সুযোগও প্রাপ্ত হইয়াছেন। অস্মদ্দেশে শাক্ত বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায় মধ্যে ধর্ম্মের নামে কত যে অধর্ম্ম ও অনীতি অদ্যাবধি সমাজ দেহের রক্ত শোষণ করিতেছে তাহা কি শিক্ষিতা মহিলাগণ পরিগ্রহ করিতে অক্ষম? প্রস্তর মৃত্তিকা, তরুলতা এবং সর্পাদি জন্তু এবং মনুষ্য এখনও অসংখ্য লোক কর্ত্তৃক স্বর্গ-লাভের উপায়রূপে আরাধিত ও পূজিত হইতেছে। খ্রীষ্টান এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম যত কেন প্রতাপান্বিত ধর্ম্ম বলিয়া ধরাতলে খ্যাতি লাভ না করুক, ঐ সকল ধর্ম্ম যে খ্রীষ্ট বা বুদ্ধকে সাক্ষাৎরূপে অর্চ্চনা করিয়া নর পূজারই মহিমা ঘোষণা করিতেছে তাহা কি বর্ত্তমান বিজ্ঞানালোকে শিক্ষিতা মহিলাগণের নিকট প্রকাশিত হইতেছে না?

পৃথিবীতে অধুনাতনকালে খ্রীষ্ট ধর্ম্মই অধিকাংশ সভ্য জাতির ধর্ম্ম। যিশুখ্রীষ্ট পৃথিবীতে অবতরণ পূর্ব্বক প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গস্থ পিতার প্রতি ভক্তি এবং স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালনই মানব-জীবনের অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন। সরল ও শুদ্ধ চরিত্র যিশু সেই পিতৃভক্তি এবং পিতার ইচ্ছা পালন

মার্থ শত্রুগণ কর্ত্তৃক ভয়ানকরূপে অপমানিত ও ক্রুশ দণ্ডে নিহত হইয়াছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ও যিশুখ্রীষ্টের ধর্ম্ম এক নহে। যিশুখ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তিই বর্ত্তমান খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রাণ। যিশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় তাহা প্রতিপালন করাই খ্রীষ্টানগণের জীবন। যাহা হউক খৃষ্টান প্রচারকগণ ভারতের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহাদের কৃত উপকারের জন্য শিক্ষিত ভারতবাসিদিগের চিরকাল কৃতজ্ঞতায় খৃষ্টানদিগের নিকট অবনত থাকিতে হইবে। আমাদের শাসনভার এখন খৃষ্টান গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত। তাঁহারা এদেশে স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম ও জ্ঞানালোচনার অধিকার দিয়াছেন। তাহারই ফলে জগতের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে প্রকাশিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতে নারীজাতি অতি শোচনীয় অজ্ঞানতা এবং পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিল। ইংরেজদিগের অনুগ্রহে এবং প্রতিষ্ঠিত শিক্ষানীতি প্রভাবে ভারতের অবলা ললনা কুল সেই অজ্ঞানতার অন্ধকার ও পরাধীনতার শৃঙ্খল বিমুক্ত হইতেছেন। মহিলাকুলের ইহাও স্মরণ করা অতি আবশ্যক। স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম চিন্তা ও জ্ঞান শিক্ষার অধিকার লাভ ভারতের পক্ষে অসাধারণ লাভ। ধর্ম্মের জন্য ভারত জগতের নমস্য ছিল। বর্ত্তমান কালেও ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ জন্য পতিত ভারত জগতের নমস্য রূপেই পরিগণিত থাকিবে। মহিলা বর্গের চিত্তে এ চিন্তা জাগ্রত থাকিলে সকলেরই বিশেষ কল্যাণ হইতে পারে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কেহ জন্ম দ্বারা লাভ করিবে না। ব্রাহ্মের পুত্র বা কন্যা হইলেই তাঁহারা ব্রাহ্ম হইবেন এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। প্রত্যেক পুরুষ এবং নারীকে স্বাধীনভাবে অদ্বিতীয় মঙ্গলময় ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এজন্য আমরা শিক্ষিত মহিলাদিগের নিকট বর্ত্তমান প্রবন্ধ উপস্থিত করিতেছি যে, তাঁহারা যে সমাজে যে অবস্থাতে থাকুন, স্বাধীনভাবে যেন ধর্ম্ম বিষয়ে চিন্তা করেন।

ভারতে সমুদায় বিষয়েই যুগান্তর উপস্থিত। বিশেষভাবে ধর্ম্ম বিশ্বাসে মহাযুগান্তর ক্রমে প্রকাশ পাইবে। পদ্মা নদীর স্রোত যেমন তীরবর্ত্তী গ্রাম সকলের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক গ্রামগুলিকে শূন্যগর্ত্ত করিয়া ফেলে; লোকে একদিন হঠাৎ দেখে যে ঘর বাড়ী তরুলতা শস্য ক্ষেত্রাদি সহ হয়ত চারি পাঁচখানি গ্রাম একেবারে অতল জলের গভীরতলে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। অস্মদ্দেশে নবযুগের প্রবল স্রোত তেমনি পুরাতন সমাজগুলির ধর্ম্ম নীতিরীতি গুলি শূন্য গর্ত্ত করিয়া ফেলিতেছে। আশা করি নারীগণ স্বকীয় এবং পার্শ্ববর্ত্তিনী রমণীদিগের জীবন দেখিয়া আমাদের বাক্যের সত্যতা পরীক্ষা করিবেন।

যাঁহারা সুবদ্ধি সুশিক্ষিত, তাঁহাদের পক্ষে সামাজিক অবস্থা ধর্ম্মভাবাদি পরিবর্ত্তন বিষয়ে পর্য্যালোচনা ও এ অবস্থার

ইতিকর্ত্তব্য চিন্তা করা স্বাভাবিক। নারীগণ জনমণ্ডলীর জননী। নারীগণ জনসমাজে লক্ষ্মী স্বরূপিণী। নারীগণ জনসমাজে ধর্ম্ম ও পুণ্যরক্ষাকারিণী। নারী অবলা হইলেও স্নেহ প্রেমের অবতাররূপে মহাশক্তিশালিনী। জগজ্জননীর সহিত নারীশক্তি সংযুক্ত হইয়া জনসমাজের সংরক্ষণ ও পরিপালনে নিযুক্ত। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিতা ভারতমহিলা কি উক্ত গুরুতর বিষয়ে চৈতন্য লাভ করিবেন না?

কুসংস্কার পূর্ণ ধর্ম্মরক্ষায় ভারতবর্ষে নারীগণ যেমন অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, তেমন সদ্ধর্ম্ম ও সন্নীতি এবং সুসংস্কার রক্ষার্থও শিক্ষা ও নবালোক প্রাপ্ত রমণীগণ নিশ্চয়ই মহাশক্তি প্রদর্শন করিবেন ইহা আমরা নিঃসংশয়রূপে প্রত্যাশা করি। এই দৃঢ় বিশ্বাসেই আমারা "মহিলার" স্বল্প সংখ্যক পাঠিকাকেও দেশের অবস্থা এবং তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য বিষয়ে চিন্তা করিবার জন্য অনুরোধ করি। ইংরাজী বা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত নাটক উপন্যাস পড়াই যাঁহারা জীবনের কার্য্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আর কি বলিব? ঈশ্বর তাঁহাদের ভ্রান্তি দূর করুন এই প্রার্থনা করি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে শিক্ষিতা মহিলাদিগের সকলের এ ভ্রান্তি নাই। বর্ত্তমান ভারতীয় জনসমাজেঅনেকে অতি গুরুতর কর্ত্তব্যভারও মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন; অনেক ললনা ভারতীয় জনসমাজের ও ধর্ম্মভাবের পরিবর্ত্তন বিষয়ে কখন কখন চিন্তাও করেন। তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ভাবেই আমরা ধর্ম্মে, নীতিতে এবং ভারতীয় সমাজের শুভকর পরিবর্ত্তন সাধন ব্যাপারে, কার্য্যে ও চিন্তাতে তাঁহাদের সাহায্য চাই। মহিলার সাহায্য ভিন্ন গৃহ তিষ্ঠিতে পারে না, পারিবারিক উন্নতি অসম্ভব হইয়া উঠে। মহিলার সাহায্য ভিন্ন সদ্ধর্ম্ম সন্নীতি এবং শুদ্ধ জ্ঞান কি ভারতীয় জনসমাজকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে সমর্থ হইবে? পূর্ব্বেও কদাপি তাহা হয় নাই। বর্ত্তমানেও হইতেছে না এবং ভবিষ্যতেও তাহা হইবে না। এ বিষয় পুরুষ নারী উভয়েই চিন্তা করিয়া উভয়ে উভয়ের মুখাপেক্ষী থাকিবেন। ভারতের পরম কল্যাণ, পরম ধর্ম্ম এবং জ্ঞান ও নীতি বিস্তার নারীশক্তির উপরে অধিকরূপে নির্ভর করে।

মহিলাগণ ভারতের ইতিহাস ধর্ম্ম ও সামাজিক উন্নতির ইতিবৃত্ত, এবং প্রাতঃস্মরণীয়া পূজ্যা রমণীগণের চরিত্র ও কার্য্য যেমন আলোচনা করিবেন, তেমন সভ্য জগতে রমণীগণ সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কল্যাণসাধনে কিরূপ কার্য্য করিয়াছেন তাহারও বৃত্তান্ত অধ্যয়ন করিবেন। তবেই তাঁহাদেরও যে ভারতীয় জনসমাজের কল্যাণ সাধনে কত গুরুতর দায়িত্ব তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান সময়ে দশটি শিক্ষিতা মহিলাও যদি এরূপ ভাবে স্বকীয় এবং দেশীয় সকলের হিত চিন্তায় ব্রতী হন, তদ্দ্বারা অচিন্তনীয়রূপে হিতসাধনের পথ প্রমুক্ত হইবে।

দাদামহাশয় ও নাতিনী।

দাদামহাশয়। কি দিদিমণি, তবু ভাল, আমাদের যে মনে পড়িল তাই পরম ভাগ্য। মনে পড়িবেই বা কেন, অমন বড় বর পেয়ে কি আর কিছু মনে থাকে। সে যাহা হউক, তোমার একটি নূতন বিদ্যা হয়েছে, এ বিদ্যা শিখিলে কোথায়, আমি তো তোমাকে শিখাই নাই ?

সরলা। আমার আবার কি নূতন বিদ্যা হয়েছে ?

দাদা ম। তোমার তিনি সেদিন আমার কাছে তোমার নামে বড় অভিযোগ করিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি তাঁর মন চুরি করেছ, এই চুরি বিদ্যা তুমি কোথায় শিখিলে ? নিশ্চয়ই তোমার ঠাকুর মার নিকট শিখেছ, তিনি পাকা চোর, আমার মন প্রাণ সর্ব্বস্ব চুরি করেছেন এবং আমাকে পর্য্যন্ত একেবারে তাঁর কেনা করে রেখেছেন। কি যাদু করেছেন জানি না, আমি কিন্তু তাঁর অপেক্ষা আর কাহাকেও ভাল দেখি না, তিনি কোনও দিন আমার নিকট পুরাতন নন। আর একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে তিনিও আমাকে ঐরূপ দেখেন। তিনি আমাকে চিরনূতনত্বের উৎস দেখেন। কেন এরূপ হইল তুমি কি বলিতে পার ?

সরলা। অপনাদের কথা আমি কি রূপে বলিব, তবে এইমাত্র বলিতে পারি আপনাদের দুজনের বেশ ভাব, ঠাকুর মা আপনাকে কত যত্ন করেন, আপনিও তাঁকে খুব যত্ন করেন। আপনারা দুজনে যেন একপ্রাণ।

দাদা ম।—এত ভালবাসা কেন হইল তার তো কোন উত্তর হইল না। আমার হৃদয় তোমার হউক, তোমার হৃদয় আমার হউক, আর আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হউক। এরূপ মন্ত্র তোমরা বিবাহের সময় উচ্চারণ কর। আমাদের সেকালে এরূপ মন্ত্র বলা ছিল না। কি মন্ত্র পুরোহিত ঠাকুর পড়াইয়াছিলেন তার অর্থ আমরা দুজনেই কিছু বুঝি নাই, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের ঐ মন্ত্রে দিক্ষীত করিলেন। আমরা যখন দুজনে একত্রে উপাসনা ও ভজন সাধন করিতে আরম্ভ করিলাম তখনই আমাদের প্রাণে ঐ মন্ত্র জাগিল, এবং দৈনিক জীবন ঐ মন্ত্র অনুসারে চালাইবার জন্য চেষ্টা হইতে লাগিল। যতই আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই দাম্পত্য প্রেম পবিত্র ও মিষ্ট হইতে লাগিল, আমাদের স্বার্থের স্থানে পরার্থ উপস্থিত হইতে লাগিল। জীবনের দায়িত্ব বোধ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। আমরা যে আমাদের ঘরের কর্ত্তা গিন্নি একথা মন হইতে চলিয়া যাইতে লাগিল এবং তৎপরিবর্ত্তে আমরা ঈশ্বরের দাস দাসী এই প্রত্যয় হইতে লাগিল। আমরা অধিকারী নই, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরই অধিকারী। আমাদের পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন বিষয় বিদ্যা বুদ্ধি উদ্যোগ সামর্থ সকলই তাঁর, তিনি যখন ইচ্ছা তখন আমাদিগকে এ সমস্ত হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন। "আমরা আমাদের নই তাঁহারই"

এই বোধ যতই হইতে লাগিল, ততই আমাদের জীবন নূতন আকার ধারণ করিতে লাগিল ; ততই আমাদের প্রেম আমাদের কাজ, আমাদের চিন্তা, আমাদের ভাব এবং আমাদের সংসার পবিত্র ও মধুময় হইতে লাগিল। সেই জন্য আমাদের পরিবারের নাম "পবিত্র প্রেমপরিবার" রাখিয়াছি। তুমি এই পরিবারে অতি যত্নে ও আদরে লালিত পালিত হইয়াছ। তুমি যেন এই পরিবারের গৌরব রাখিতে পার এই আমাদের একান্ত ইচ্ছা ও প্রার্থনা। দেখ ভাই তুমি যেন পেত্নী হইও না এবং তোমার তাঁকে ভূত করিও না।

সরলা। ও আবার কি কথা, ভূত পেত্নী আবার কি ?

দাদা ম। এ সংসারে সকল দম্পতীই যে পতি পত্নী তাহা নয়, অনেকেই ভূত আর পেত্নী। তাহাদের লক্ষণ তোমাকে একটু জানাইয়া রাখি, রূপের কাঙ্গাল স্বার্থপর বিলাসপ্রিয় স্বামী ভূত বই আর কিছুই নয়। সে স্ত্রীকে কেবল বিলাসের বস্তু মনে করে। পত্নীর কোন প্রকার সদ্‌গুণ উচ্চ ভাব পবিত্র প্রেম ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যাহাতে বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা না করিয়া তাহার বিপরীত চেষ্টা করেন। পত্নীর বিলাসপ্রবৃত্তি যাহাতে বৃদ্ধি হয় সেইরূপ পান ভোজন বেশ ভূষা দেন। স্ত্রী যাহাতে তাঁহার নানাপ্রকার শারীরিক সুখ সচ্ছন্দতার আয়োজন উদ্যোগ করেন তাহারই ব্যবস্থা করেন। এই সংসারই সর্ব্বস্ব, ইহার ধন মান বিলাস বিভব উপার্জ্জন করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ইহা ছাড়া যে একটী উচ্চ জীবন আছে তাহা তাঁহার মনে হয় না এবং স্ত্রীর মনে আসিতে দেয় না। বলিতে কি তাঁহার স্ত্রী তাহার সহধর্ম্মিণী নন। সহবিলাসিনী মাত্র, এই পশু জীবন লক্ষণাক্রান্ত পতিকেই আমি ভূত বলি।

সরলা। ভূতের কথা তো বেশ বুঝিলাম এখন পেত্নীর কথা বলুন। আপনি যখন যে বিষয় বলিতেন তাহা আমি লিখে রাখিতাম এবং সেইরূপ করিতে চেষ্টা করিতাম তাতে আমার খুব উপকার হয়েছে। এখনও তাই করিব।

দাদা ম। আর বুড়ার উপদেশ শুনিতে হইবে না এখন M. A উপদেষ্টা পাইয়াছ, তিনি তোমায় উপদেশ দিবেন। তিনি পবিত্র প্রেমের দ্বারা চালিত হইয়া যে উপদেশ দিবেন তেমন উপদেশ কি—আর কেহ দিতে পারিবে ? এখন তুমি ঘরের গুরুর নিকটে উপদেশ লইবে।

সরলা। আপনার ঠাট্টা করা রোগটা গেল না, এখন পেত্নীর লক্ষণ বলুন।

দাদা ম। আচ্ছা বলি, পেত্নী সকলকে বঞ্চিত করে পতিকে কেবল আপনার করিতে চায়। তাঁর (পতির) পিতা মাতা ভাই ভগ্নী স্বজন সকলকে পর করিয়া রাখিতে চায়। এবং স্বামীকে নিজের গোলাম করিতে চায়, তিনি যেন কেবল তাঁরই সুখ বিলাসের জন্য এ সংসারে এসেছেন ; তাঁর অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই, তাঁর জীবনের অন্য কোন উচ্চ উদ্দেশ্য নাই, তাকে কেবল সংসারে ডুবাইতে

চায়। পত্নী পতিপ্রাণা ও পেত্নী নীচপ্রাণা, সে যাতে আপনার বিলাসবাসনা রুচিস্পৃহা চরিতার্থ হয় সেইজন্যই ব্যস্ত। পতি তাঁহার অসংখ্য দাবী দাওয়া মিটাইবেন। তাঁহার হুকুম মাথায় করে বহিবেন। তাঁহার সেবার একটু মাত্র ত্রুটী হইলে আর রক্ষা নাই। পূর্ব্বে এদেশে বিবাহ করিতে যাইবার সময় বরের মা জিজ্ঞাসা করিতেন "বাবা তুমি কোথায় যাইতেছ" বর উত্তরে বলিতেন "মা আমি আপনার জন্য দাসী আনিতে যাইতেছি" কিন্তু একজন বর একবার উত্তর করিয়াছিল যে আমি আগার মহিষমর্দ্দিনী ও আপনার শাসনকর্ত্রী আনিতে যাইতেছি। পেত্নীই মহিষ মর্দ্দিনী আর কত শূর বীর সভ্য ভব্য শিক্ষিত কৃতবিদ্য ভদ্রলোক দলিত হইয়া পেত্নীর পায়ের তলায় পড়ে থাকে আর বলে।

ওগো আমি তোমার ছুচা
পায়ের তলায় পড়ে আছি আমার দুঃখ ঘুচা

সরলা। আচ্ছা দাদা মশাই মূর্খ অশিক্ষিত অভদ্র লোকদের এরূপ দুর্দ্দশা হইতে পারে কিন্তু শিক্ষিতদের কি এরূপ দুরবস্থা হইতে পারে?

দাদা ম। না প্রকৃত শিক্ষিতদিগের এরূপ হইতে পারে না কিন্তু আমাদের শিক্ষিতদের মধ্যে অতি অল্প লোকই প্রকৃত শিক্ষিত, কতকগুলি বিষয় জানিলেই যে শিক্ষিত হয় তা নয়, জ্ঞানোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযম, কর্ত্তব্য পরায়ণতা, নিয়ম নিষ্ঠা, ইচ্ছাশক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং সত্য ঈশ্বর পরায়ণতা না থাকিলে কোন ব্যক্তিই প্রকৃত শিক্ষিত নয়। দাম্পত্য সম্বন্ধকে পবিত্র স্বর্গীয় করিবার একমাত্র উপায় ইন্দ্রিয় সংযম কিন্তু ঈশ্বর ভক্তি এবং তাঁহার উপর নির্ভর ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা ব্যতীত এই সংযম ব্রত রক্ষা হয় না। রূপের মোহ, বিলাসের কুহক, লোকের সর্ব্বনাশ করে। ঈশ্বর পরায়ণতা এবং তাঁহারই কৃপায় এই মোহ নাশের একমাত্র উপায়। তোমরা দুজনে মিলিয়া নিত্য উপাসনা করিবে এবং হরিকৃপাকে সহায় করিয়া জীবনের দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শরীর মনকে পবিত্র এবং শুদ্ধ রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করিবে। সর্ব্বমঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করিবেন।

সরলা। আচ্ছা আমি তাই করিব। এখন তবে আমি একটু ঠাকুর মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিগে রাত ৯টার সময় তিনি আমাকে লইয়া যাইবেন।

দাদা ম। আচ্ছা ঠাকুর মার কাছে যাও। তাঁর কাছে দাম্পত্য প্রেমের মন্ত্র গ্রহণ করগে, তিনি আমারও গুরুঠাকুরাণী। তাঁহার সঙ্গে ঈশ্বরের চরণ তলে বসে তাঁহার মধ্য দিয়া কতই প্রেমতত্ত্ব শিখিয়াছি। তাঁহার দৈনিক জীবনে স্নেহ প্রেম পবিত্রতা নিস্বার্থতা দেখিয়া কতই শিক্ষা করিয়াছি, তিনি এখনকার শিক্ষিত মেয়েদের মত নানা ছন্দে বন্দে হাত মুখ নেড়ে লেকচার (lecture) দিতে পারেন না দেবার চেষ্টাও করেন না কিন্তু তাঁহার নীরব চরিত্র আমার শিক্ষার প্রস্রবণ, সেইজন্য আমি তাঁহাকে "প্রেমের গুরু সহধর্ম্মিণী দেবী" বলিয়া সময়ে সময়ে আদর

করিয়া ডাকি। তোমার তিনি আজই লইয়া যাইবেন? তা বেশ আর তো ভাই আমাদের জোর নাই আর জোর করিলেই বা তোমায় তিনির ভাল লাগিবে কেন?

নারী-চরিত্র।

পৃথিবীর সমস্ত নারীচরিত্রে দুইটি অতুল রত্ন। প্রথম সেবা, দ্বিতীয় প্রেম। সেবা বহুবিধ। প্রেমেরও প্রকাশ নানারূপ। পিতৃমাতৃ সেবা, ভক্ত ও সাধুসেবা, পতি ও পুত্র কন্যা-সেবা, ভাইভগিনী সেবা, রুগ্ন দুঃস্থের সেবা। পিতৃ মাতৃ ভক্তি, পতি প্রেম, অপত্য স্নেহ, ভ্রাতা ভগিনীর ভালবাসা, দীনদুঃখীর প্রতি দয়া। সেবা ও প্রেমের এ প্রকারে বহুনাম করা যায়। সভ্যাসভ্য কিম্বা শিক্ষিতাশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে নারীমাত্রকে সেবা ও প্রেম ব্রতে বিবিধরূপে এজগতে ব্রতী হইতে হয়। সেবা, প্রেমরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ। ভালবাসা না থাকিলে কে কাহার সেবা কার্য্যে রত হইয়া থাকে! তবে প্রেম অনেক সময়ে সঙ্গপ্রিয়তা এবং কথোপকথনে অধিক আসক্তি প্রকাশ করে। তাই অনেক নারী অতি প্রিয়বাদিনী, কিন্তু কার্য্যে অপটু। প্রিয়বচনে প্রিয়জনের পরিতোষ সাধনে অনেক নারী অতি দক্ষতা প্রকাশ করেন; অথচ প্রিয়জনের শরীর মনের অভাব মোচন পূর্ব্বক সুখ সম্প্রদানে তাঁহারা উদাসীন। আমদের বিবেচনায় চরিত্রের ঐ দুই প্রধান উপাদানেরই উৎকর্ষ সাধন করা কর্ত্তব্য। জগতের হিত সাধন সম্বন্ধে উক্ত দুই উপাদানের একটি ও উপেক্ষণীয় হইতে পারে না।

জগতের পরমকল্যাণার্থী ভক্তিভাজন যীশুখ্রীষ্টের জীবনচরিতের সহিত উল্লিখিত দ্বিবিধ নারী জীবনেরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাইবেল গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে। সে চরিত্র দুটি বিশেষরূপে আলোচনা করিলে মহিলাগণ আমাদের অভিপ্রায় বুঝিতে সমর্থ হইবেন, এই আশায় আমরা তাহা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

পেলেষ্টাইন দেশে নেজারথ্ নগরে যীশু বাল্য জীবন যাপন করেন। পেলেষ্টাইন দেশই যীশুখ্রীষ্টের বাল্যকাল এবং জীবন লীলার অভিনয় ভূমি। ঐ প্রদেশের নানানগরে ভ্রমণ পূর্ব্বক যীশু অসংখ্য অলৌকিক কর্ম্ম সংসাধন করেন। ঈশ্বরের অনন্ত করুণা ও প্রেমের ধর্ম্ম ঐ প্রদেশেই যীশুকর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। তিনি গরীব দুঃখীদিগের গৃহে গৃহে গমন পূর্ব্বক তাহাদের পাপ দুঃখ মোচনেও তাহাদের সঙ্গে স্বর্গীয় তত্ত্ব কথোপকথনে দিবা নিশি যাপন করিতেন। সুকথা বলিতে তাঁহার আলস্য ছিল না। কথোপকথন বিষয়ে যীশুর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তাঁহার বাক্যের আকর্ষণে শত্রুমিত্র অভেদে শত শত লোক সতত তাঁহাকে ঘেরিয়া থাকিত।

একদা যীশু বেথানী নামক এক পল্লীতে উপনীত হইয়া ছিলেন। সেই পল্লীতে মার্থা এবং মেরী নামে দুটি ভগিনী এক ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিতেন। যীশু তাঁহাদের গৃহে অতিথি হইলেন। মেরী

জ্যেষ্ঠা এবং সুগৃহিণী। তিনি ঈশ্বর তনয় যীশুকে গৃহে অতিথিরূপে উপনীত দেখিয়া ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহার জন্য যথা যোগ্য আহারীয় উপকরণ প্রস্তুতি-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কনিষ্ঠা মেরী যীশুর অত্যদ্ভুত প্রসঙ্গের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইলেন, এবং নিশ্চিন্তভাবে তাঁহার বচন সুধা পানে মত্ত হইয়া যীশুর চরণতলে উপবিষ্ট রহিলেন। মেরী মার্থার কার্য্যের কিছুই সাহায্য করিতে গেলেন না। মার্থা আশা করিয়াছিলেন, যীশুর সেবাকার্য্যে মেরী ও তাঁহার সহায়তা করিবেন। কিন্তু মেরীর সে বিষয়ে দৃকপাত ও রহিল না। অথচ যীশুর সহিত প্রসঙ্গ করিতে মেরীও যে অনিচ্ছুক তাহা নহে। কিন্তু সেবার প্রতি তাঁহার সমধিক অনুরাগ। যীশুর শ্রান্ত ও ক্ষুধিত তৃষিত দেহের যাহাতে বিশ্রাম ও তৃপ্তি ঘটে, তদুপযোগী আয়োজন না করিয়া কিরূপে মেরীর ন্যায় তিনি যীশুপদে বসিয়া থাকিবেন!

এখানে চরিত্রের স্বাভাবিক গতির প্রকাশ। মার্থার চরিত্র সেবার দিকে স্বভাবতঃ গতি শীল। পৃথিবীতে গ্রামে গ্রামে অনেক স্ত্রী চরিত্রই মার্থাসদৃশ। কিন্তু মেরী অধিকতর আসঙ্গলিপ্সু এবং আলাপপ্রিয়, আলাপ দ্বারা যদি কিছু সেবা হয়, তবে তাহাতেই মেরীর মতি ও গতি, কার্য্য ও সেবাতে রতি অল্প। বিরল হইলেও জন পদ মধ্যে এরূপ নারী চরিত্র দেখা গিয়া থাকে।

মার্থা জ্যেষ্ঠা হইলেও, কনিষ্ঠা মেরীর ঔদাসিন্য এবং প্রসঙ্গ ভোগরূপ সুখসাধন-তৎপরতা অধিকক্ষণ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি কর্ম্ম ছাড়িয়া যীশুখ্রীষ্টের সমীপবর্ত্তী হইলেন; এবং বলিলেন, প্রভু, এ তোমার কেমন উদাসীনতা তাহা আমি বুঝিতে পারি না; আমার ভগিনী যে আমাকে কিছু মাত্র সাহায্যে না করিয়া তোমার নিকট বসিয়া আছে, তাহা কি তুমি দেখ না? আমি, কাজেই, একা সমুদায় বিষয়ে পরিশ্রম করিতেছি। অতএব আমার সহায়তা করিবার জন্য তুমি মেরীকে অনুমতি কর।

মার্থার বাক্য শ্রবণে যীশু মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক মেরীর পানে তাকাইয়া বিনম্রভাবে সহানুভূতির সহিত এইমাত্র বলিলেন: মার্থা, তুমি বহুবিধ বিষয়ে পরিশ্রম ও চিন্তা করিয়া ক্লান্ত হইয়াছ। মেরী তাহা করে নাই। সে একটী মাত্র উৎকৃষ্ট কার্য্য বাছিয়া লইয়াছে। সেটি তাহা হইতে কাড়িয়া লওয়া যায় না।

ঈশ্বর তনয় ঈশা মার্থা এবং মেরী উভয় সহোদরারই প্রিয়জন। একজন তাঁহার সেবা পছন্দ করিয়া লইলেন; দ্বিতীয়া তাঁহার প্রতি প্রেম;—প্রেম হইতেই আসঙ্গলিপ্সা এবং আলাপে আসক্তি। মেরীর তাহাতেই অনুরাগ। মার্থা যাহা মনোনীত করিলেন তজ্জন্য অচিরাৎ ক্লান্তি উপস্থিত হইল। কিন্তু মেরীর ক্লান্ত হইতে হয় নাই। বরং উত্তরোত্তর যীশুর মুখের কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার অনুরাগ ও সঙ্গস্পৃহা বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

যীশুখ্রীষ্ট মার্থাকে যে ভাবে প্রশ্নের

উত্তর প্রদান করিলেন. ইহাহইতে অনেকে সেবার নিকৃষ্টতা নির্দ্ধারণ করে। কিন্তু আমাদের গ্রাহিকা গণেরও কি সেইরূপ সিদ্ধান্ত? সেবায় যদি যোষিৎবৃন্দ শিথিল হন, পৃথিবী একদিন ও চলিতে পারে না। শিশু অকালে কাল কবলে পতিত হয়; অসহায় রোগীগণ শুশ্রূষা ভিন্ন প্রাণধারণ করিতে পারে না। কত অশীতিপর বৃদ্ধ বৃদ্ধা যুবতীর সেবা ভিন্ন একদিন এ সংসারে জীবনধারণে সমর্থ নহে। গৃহে গৃহে, পল্লীতে পল্লীতে অসংখ্য সেবিকা শরীরের শক্তি, মনের একান্ততা দ্বারা অসংখ্যরূপ সেবা শুশ্রূষাতে নিযুক্ত। সেবা-সম্মান সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। সেবা শ্রদ্ধা, সেবাই সম্মানীয়। যাঁহারা সেবা কার্য্যে জীবন যাপন করেন, তাঁহারা যদি অন্তরে প্রীতি, মনে ধৈর্য্য এবং হৃদয়ে আশা রক্ষা করেন, তবে আর মেরীকে উদাসীন দেখিয়াও তাঁহাদের উন্মনা বা উদ্বিগ্ন হইবার হেতু ঘটে না।

জগতের পক্ষে প্রীতি এবং প্রিয়কার্য্য উভয়ই প্রয়োজনীয়। উভয়ই মনুষ্যজাতি সুতরাং নর বা নারী উভয়ের পক্ষেই ঈশ্বরের অভিপ্রেত বটে। ইহার কোনটি উপেক্ষিত হইতে পারে না। নারী চরিত্র এ উভয়েরই সমঞ্জসীভূত অবস্থা। নারীগণ যেমন মার্থা তেমন মেরীকে স্ব স্ব জীবনে গ্রহণ করিবেন। মেরী একদিকে দৃষ্টান্ত; মার্থা অন্যদিকে অতি আদরণীয় দৃষ্টান্ত। যীশুর সংস্পর্শে এ দুটি চরিত্রপুষ্প মহিলা-কুল কাননে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অতএব আমরা পুনরায় বলি যে, এ দুই সমস্ত জগতের নারীচরিতের উপযোগী উদাহরণ। আমরা যে কোন সমুদ্র সেচিয়া যেমন রত্নোদ্ধার পূর্ব্বক জীবনের উন্নতি বিধানে ব্যবহার করি, তেমনি ভূমণ্ডলস্থ যে কোন প্রদেশে, যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বা জাতি-মধ্যে দৃষ্টান্ত সন্দর্শন করি, তাহাও যত্নসহকারে আহরণ পূর্ব্বক আমাদের জাতীয় চরিত্র সংগঠনে ব্যবহার করিব। এজন্য খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল হইতে নারীচরিত্রের জন্য মার্থা এবং মেরীর চরিত্রকথা সংগৃহীত হইল। আশাকরি আমাদের মহিলা কুল ইহা হইতে সার গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। প্রেম এবং ধৈর্য্য অন্তস্তলে রক্ষা না করিতে পারিলে আশার সহিত সেবার পরিশ্রম বহন করা যায় না। যাঁহারা সেবিকা তাঁহাদের এ কথা গোপনে হৃদয়ে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। সহবাস এবং আলাপ ও অন্য প্রকারে সেবা বটে। তাহাতে যাঁহাদের স্বাভাবিক রুচি তাঁহারা তৎসম্পাদনে নিরত থাকুন। সেবিকাগণ ইহা মনে রাখিলেই কল্যাণ হইবে।

বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয়।

যিনি বীজ সৃজন করিয়াছেন তার মধ্যে ফল পুষ্প শোভিত বৃক্ষের সম্ভাবনা তিনিই নিহিত রাখিয়াছেন। কিন্তু তার বিকাশ, তার সৌন্দর্য্যের পূর্ণ পরিণতি চারিদিকের অবস্থার উপরেও নির্ভর করে। যদি ক্ষেত্র তেমন উর্ব্বরা হয়, ক্ষেত্র স্বামীর কর্ষণে ও জল সেচনে যত্নের অভাব না

থাকে তবেইতো সেই বীজনিহিত সকল উপাদান পূর্ণ সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া বিশ্বের সুন্দরোপাসনায় যোগ দিতে পারে। এই চারবৎসরে আমাদের এই ক্ষুদ্র নীতি বিদ্যালয় তাহার সকল সম্ভাবনাকে জানিনা কতখানি বিকশিত করিয়া তুলিতে পারিয়াছে। ক্ষুদ্র বীজের ভিতরে ভগবান যে মহান সম্ভাবনা নিহিত রাখিয়াছেন, কৃষকের ক্রুটী ও অবহেলায় তাহা হইতে সে কতক পরিমাণে বঞ্চিত হইলেও তাঁরই করুণার আলোক ও বারিধারা তাহাকে জীবিত রাখে। আমাদের অনেক ক্রুটী, অপূর্ণতা ও অভাবের ভিতরেও ভগবানের অশেষ করুণা এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়কে এতদিন রক্ষা করিয়াছে। এবং তাঁরই আনন্দের দূত এই সকল ক্ষুদ্র বালিকাগণের উৎসাহও ইহাকে জীবিত রাখিয়াছে।

প্রতি সপ্তাহে বালিকাদিগের যাতায়াতের ব্যয় প্রভৃতি নির্ব্বাহের জন্য কয়েকটী মহিলা ইহাতে মাসিক অর্থ সাহায্য করিয়া বিদ্যালয়কে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের স্নেহের ভগ্নী স্বর্গগতা সাধ্বী প্রিয়তমার নামে তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত বাবু শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় ১০৲ টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর দুইটী বালিকা রচনার জন্য, এবং অপর দুই শ্রেণীর তিনটী বালিকা বাধ্যতা ও মিষ্ট স্বভাবের জন্য এই পুরস্কার লাভ করিয়াছে। বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন তাঁহার স্বর্গগতা শ্রীযুক্ত প্রিয়তমা শিশু কন্যা কুমারী সুরমার নামে একটী ২॥০ টাকার পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। শিশু বালিকা শ্রেণীর একটী বালিকা মিষ্টস্বভাবের জন্য এই পুরস্কার লাভ করিয়াছে। দাতাগণ নীতি বিদ্যালয়ের সভার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও নীতিবিদ্যালয়ের কার্য্য সেই ভাবেই চলিয়াছে। বালিকাদিগকে চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অনেক সময়েই শিক্ষয়িত্রীর অভাবে তিনটী শ্রেণী করিতে হইয়াছে! তাহাতে ঠিক আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না, অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্কা বালিকাদিগের সঙ্গে অল্প বয়স্কা বালিকাদিগকে একত্রে শিক্ষা দিলে কাহারও শিক্ষা উপযোগী হয় না। ... ... নিতান্ত শিশু বালিকাগণকে ছবি দেখান হয়, ও সহজ গল্প বলা হয়। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্কা বালিকাদিগের দুইটী বিভাগ থাকিলেও সাধারণতঃ তাহাদের এক সঙ্গেই শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাদিগকে গল্প, সহজবোধ্য কবিতা ও শ্লোক এবং সাধু সাধ্বীদিগের জীবন অবলম্বন করিয়া বলা হয়। অধিক বয়স্কা বালিকাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে শ্লোক আবৃত্তি করান হয় এবং মহাপুরুষদিগের জীবনী ও ধর্ম্মোপদেশ অবলম্বন করিয়া বলা হয়।

ইংরাজী এবং বাঙ্গালা কবিতা ও প্রবন্ধও তাহাদের সহজভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়; রচনার ভঙ্গী বা ব্যাকরণ, এ সকল বিষয় লইয়া কোন আলোচনা না করিয়া এমন ভাবে তাহাদের পড়ান হয়, যাহাতে তাহারা সেই কবিতা বা রচনার যথার্থ রসটুকুর

আস্বাদন পায়, তার ভিতরকার গ্রহণ করিতে পারে। যে সৌন্দর্য্যবোধ, যে আনন্দের সুর চিরদিন মানবের হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হইতেছে, বালিকারাও সেই আনন্দের স্পন্দন অনুভব করে, সেই সুরে তাহাদের হৃদয়ও প্রতিধ্বনিত হইয়া নিখিল মানবের সঙ্গে তাহাদের চিরন্তন যোগ অনুভব করে এই উদ্দেশ্য। অনেকবারই বলা হইয়াছে যে, বালিকাগণের ছাত্রীজীবনের শিক্ষায় যে অসম্পূর্ণতা তাহাই দূর করিবার জন্য এই বিদ্যালয়ের যত্ন। যে শিক্ষা হৃদয়ের অন্তরতম স্থানকে পূর্ণ না করে, জীবনের ভিতরে জীবনদেবতার আবির্ভাবকে উজ্জ্বল করিয়া না তুলে, সে শিক্ষা শেষে জীবনকে ফল ফুলে সুন্দর করিয়া তুলে না। কালে একটী একটী বালিকাকে সংসারের সমুদায় ভার বহন করিতে হইবে। আনন্দের সহিত সেই ভার বহন করিয়া পরিবারে ও সমাজে সেবা ও আনন্দবিতরণ করিবার শক্তি কোন্ শিক্ষায় তাহারা লাভ করিবে? সাধারণ বিদ্যালয়ে যে পাঠ কণ্ঠস্থ করিয়া তাহারা পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়, তাহা অনেক সময় কেবল অতিরিক্ত ভারের মত হৃদয় মনের উপর চাপিয়া থাকে। পরিবারে ও সমাজে নানা চরিত্রের সহিত সংঘর্ষে, সংসারদোলার এই বিচিত্র আন্দোলনের মধ্যে, জীবনের নানা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা, প্রীতি, স্নেহে এবং বর্ণে গীতে গন্ধে যে আনন্দ ও প্রেমধারা অহোরাত্র আমাদের জীবনকে ভরিয়া তুলিতেছে তাহার অনুভূতিটী যে নিয়ত উজ্জ্বল রাখা চাই। ইচ্ছা করে, যে শিক্ষা বিশ্বলোকের দ্বার তাহাদের নয়নের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, যে শিক্ষা তাহাদের অন্তর-নিহিত দেবশক্তির পরিচালনা অনুভব করিতে সহায়তা করে, নীতিবিদ্যালয়ের বালিকারা সেই যথার্থ শিক্ষা লাভ করে।

কিন্তু অনেক সময়েই মনে হয় যে, যে উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমরা কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলাম, কার্য্যে কৈ তাহা ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছি? এ কার্য্যে সকলের সহায়তার আবশ্যক। তাই আজ এই আনন্দোৎসবের দিনে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য আমরা ভাই ভগ্নীদিগকে আহ্বান করিতেছি। ইহার মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যেমন অর্থের প্রয়োজন, তেমনি কার্য্য-কারিণী ভগ্নীদিগের সাহায্যও প্রয়োজন। যাঁহার যাহা আছে তিনি তাহাই দিয়া এই বিদ্যালয়ের সাহায্য করুন। ভগবান কাহা-কেও ধনসম্পদে মণ্ডিত করিয়াছেন, কাহা-রও ললাটে বিদ্যাপ্রতিভার গৌরব টীকা অঙ্কিত করিয়াছেন; সকলেই ভগবানের দানের সামান্য অংশ দিয়া এই ক্ষুদ্র বীজকে বিকশিত করিয়া তুলেন এই বিনীত নিবেদন।

আমাদের জীবনের অনেক ত্রুটী, অবস্থার অনেক অভাবের ভিতরে আদর্শকে আমরা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি নিরাশ হইলে চলিবে? যিনি প্রথমে আমাদের এই কার্য্যে আহ্বান করিয়াছিলেন তিনি যে এখনও বলিতেছেন হইলই বা তোমাদের ক্ষুদ্র শক্তি, হইলই বা তোমাদের ক্ষীণ বাহু, দুর্ব্বল চরণ, তোমা-

দের এই ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া অনন্ত শক্তি-সমুদ্রে ঝাঁপ দাও, দেখিবে অনন্তের সংস্পর্শে তোমাতে কত শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাঁহারই আকর্ষণে কোন্ স্বপ্নের অগোচর রাজ্যে নীত হইয়াছ।

আমাদের সকল ত্রুটীর মধ্যেও তাঁহার অসীম ক্ষমার উপরে নির্ভর করিয়া যদি আবার আমরা সরল অন্তরে তাঁহার আহ্বান শুনিয়া কার্য্য করিতে পারি, তিনি সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া নূতন পথ প্রদর্শন করিবেন।

ফেব্রুয়ারী ১৯১০ হইতে জানুয়ারী ১৯১১ পর্য্যন্ত বালিকাদিগের নীতি বিদ্যালয়ের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়।

মাসিক চাঁদা	ফেব্রুয়ারী	৬৲
”	মার্চ্চ	১০৲
”	এপ্রিল	৮৸৹
”	মে	৪৲
”	জুন	১৫৲
”	জুলাই	৭৷৹
”	আগষ্ট	৬৷৹
”	সেপ্টেম্বর	৬৷৹
”	অক্টোবর	।৹
”	নবেম্বর	৯৲
”	ডিসেম্বর	৭৷৹
”	জানুয়ারী (১৯১১)	৪৸৹
উৎসবের এককালীন দান জানুয়ারী		২৬৲
চরিত্র পুস্তকের মূল্য আদায়		২৲
		১১৪৷৹

ব্যয়।

বালিকাদিগকে স্কুলে আনিবার গাড়ীভাড়া	৬৩৸৹
উৎসবের দরুণ জানুয়ারীর গাড়ীভাড়া	১৭৷৴১৹
প্রাইজের খরচ	৩০৷৶১৹
আলিপুর পশুশালায় গমনের খরচ	২৲
চরিত্র পুস্তকের মূল্য	৫৲
	১১৮৷৹

শ্রীশকুন্তলা সেন।
সম্পাদিকা—
বালিকাদিগের নীতি বিদ্যালয়।

অমর গ্রন্থকার গিরিশচন্দ্র সেন।

(নব্যভারত হইতে উদ্ধৃত।)

ইংরাজিতে একটী কথা আছে, “প্লেন লিভিং এণ্ড হাই থিন্‌কিং”। এই কথাটী এদেশের একজন মহাপুরুষের জীবন-চিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাঁহার নাম ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। ঢাকার অধীন পাঁচদোনা গ্রামের দেওয়ান বংশে তাঁহার জন্ম। সম্ভবত ১২৪২ সালের বৈশাখ মাসে জন্ম, তারিখ অজ্ঞাত—এবং ঢাকা নগরে ১৩১৭ সালের ৩০শে শ্রাবণ, ৭৫ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ। আমরা অনেক লোক দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ আড়ম্বরহীন, নিষ্ঠাপূর্ণ জ্ঞান-কর্ম্মের সামঞ্জস্যময় জীবন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। গিরিশচন্দ্রের জীবনে বিধাতার অপূর্ব্ব লীলা প্রকটিত হইয়াছিল।

তিনি শ্রীযুক্ত কে, জি, গুপ্ত, ৺প্যারী-

মোহন ও গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়দিগের মাতুল, ৺কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের শ্যালক—কিন্তু স্বাধীনচেতা গিরিশচন্দ্র আজীবন স্বাধীনভাবে দুঃখ-দারিদ্র্য প্রসন্ন-চিত্তে সহ্য করিয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন,—একদিনের জন্যও বিলাসবাসনার দাসত্ব করেন নাই। প্রকৃত ঋষি-জীবন-যাপনের সময় যে সকল অন্তরায় উপস্থিত হইত, অতি সাবধানে সর্ব্বদা তাহা পরিত্যাগ করিতেন। সংযম, নিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও পতিব্রতা সাধন করিয়া তিনি যে আদর্শ-জীবনের ছায়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রতি সাধকের অনুধ্যানের বিষয়। এরূপ নিষ্কাম জীবন সর্ব্বদেশের পূজ্য।

কেহ কেহ বলেন, গিরিশচন্দ্র "স্বদেশী ছিলেন না,—এই কথার প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন, "আমি কখনও ইংরাজী জুতা পদে স্পর্শ করি নাই, কোনরূপ বিলাতী পোষাক পরি নাই। আমি নিরেট স্বদেশী, স্বদেশী বক্তৃতা শুনিয়া আমি স্বদেশী হই নাই।" গিরিশচন্দ্র স্বগ্রাম, স্বদেশ, স্বজন প্রভৃতির প্রতি যেরূপ আজীবন অনুরাগী ছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্ত ব্রাহ্ম-সমাজের লোক সাধারণের মধ্যে বড় অধিক দেখা যায় না। তাঁহারা "বসুধৈব কুটুম্বকম" মন্ত্রের নাকি সাধক, তাই স্বদেশ, স্বজন, স্বপরিবার, স্বগোষ্ঠীর বড় ধার ধারেন না। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের জীবন অন্য প্রকার;—তিনি চিরকাল স্বজনপ্রিয়, স্বদেশের অনুরক্ত ভক্ত। তবে একথা স্বীকার করি, তিনি কপট স্বদেশীয়তাকে, বড়ই ঘৃণা করিতেন। সীমায় প্রেম-সাধনের আরম্ভ, অসীমে পরিব্যাপ্তি—ইহাই প্রকৃত সাধক-জীবনের সাধন-সোপান। একজনকে যে কখনও ভালবাসে নাই, তাহার বিশ্বপ্রেম আকাশ-কুসুম অশ্বডিম্ববৎ, প্রতারকের ভেল্কী। স্বদেশকে যে ভুলিয়া যায় স্বদেশের যে অমঙ্গল সাধন করে, কাজে বা কল্পনায় যে স্বদেশের অহিত করে, তাহার ন্যায় ঘোর পাপী কে? সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু স্বদেশদ্রোহীতা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। গিরিশচন্দ্র স্বপত্নী স্বদেশ, স্বজন হইতে সাধন আরম্ভ করিয়া অনন্তের পথে ছুটিয়াছিলেন। তাঁহার দাম্পত্য-জীবনের কথা স্মরণ করিলে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না। পত্নীবিয়োগের পর কঠোর সংযম-ব্রত-পরায়ণতার বলে তিনি নিষ্কাম পূতজীবন অর্জ্জন করিয়া আমাদিগকে মোহিত করিয়া গিয়াছেন। আহারে-বিহারে, বাক্যে-কার্য্যে গমনে-উপবেশনে তিনি ধীর, স্থির ও সংযত;—উচ্ছ্বাস বা উল্লম্ফন, বিহ্বলতা বা প্রমত্ততা তদীয় জীবনে কেহ কখনও দেখে নাই। তিনি অতলে ডুবিয়া তন্ময়তার গাম্ভীর্য্যে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূতচরিত্র সকলেরই আদর্শ।

তিনি বাঙ্গালা ভাষার একজন প্রকৃত সাধক। ভক্ত কেশবচন্দ্র কমল-সরোবরের জল সংস্কারের দিন তাঁহার মস্তকে তৈলার্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি মহাপুরুষ মোহম্মদের অঙ্গে তৈল ম্রক্ষণ করিতেছি।" কোরাণ সরিফ, হদিশ এবং মুসলমান সাধুদিগের জীবন-চরিতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া গিরিশচন্দ্র ভক্ত কেশব-

চন্দ্রের কথার যাথার্থ প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন। সমস্ত দিন সামান্য আহারে পরিতুষ্ট থাকিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতেন—বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য কেবল তাহা নয়। যে দেশ মুসলমানদিগকে চিরকাল ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে, সেই দেশে অমর মুসলমান সাধুদিগের গুণ কীর্ত্তন করিয়া, ভারতের হিন্দুজাতির মুসলমান বিদ্বেষ উন্মুলিত করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এদেশে এরূপ ব্রতপরায়ণ দ্বিতীয় ব্যক্তি আর অভ্যুদিত হন নাই। হিন্দু মুসলমান—এক মায়ের দুই সন্তান, প্রাণের ভাই ;—কিন্তু আমরা পরস্পর কত বিদ্বেষ্টা, ভাবিলে চক্ষে জলধারা বহে। গিরিশচন্দ্র এই জাতি বিদ্বেষের মূল উৎপাটন করিয়া জীবনপাত করিয়া প্রকৃত মৌলবীর কাজ করিয়া গিয়াছেন। এহেন ব্যক্তিকে এদেশ যদি ভোলে, তবে দেশের দুর্গতির একশেষ হইবে।

যজন যাজন এদেশের একশ্রেণীর নিত্যব্যবসা। যাহারা নিজেরা ধর্ম্মলাভের চেষ্টা করে না তাহারাও অন্যকে ভজাইতে সদা লালায়িত! ধর্ম্ম যেন একালের একটা বাহ্য পোষাক,—শুধু বাহ্য-পোষাক নয়, ধর্ম্ম যেন একালের একটা ব্যবসা! যাহা মুক্তির পথে লইয়া যাইবার একমাত্র উপায়, তাহাই যেন এখন স্বার্থ-সাধনের চরমগতি হইয়াছে। ধর্ম্ম বেচিয়া খাওয়ার ন্যায় ঘৃণিত কাজ সংসারে আর নাই। যে উপাসনা করিতে জানে না, সেও ব্যবসার খাতিরে উপাসনা করিবে, যে কখনও সাধন ভজন করে নাই, সেও অন্যকে ভজাইবে! যে মন্ত্র তন্ত্র জানে না, সেও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করিবে! ভণ্ডের উপাসনা ও অবিশ্বাসীর ধর্ম্মের বক্তৃতা শুনিয়া শুনিয়া আমরা হতজ্ঞান। গিরিশচন্দ্রের আচার্য্য-নির্দ্ধারিত কার্য্য ছিল—সত্যানুরাগ এবং মোহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চা। তিনি "আত্মজীবনে" লিখিয়াছেন „আমি ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিতরূপে উপাসনার কার্য্য করিবার জন্য অনেকবার শ্রীদরবার ও মণ্ডলী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু সেই কার্য্যের অনুপযুক্ত ভাবিয়া অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছি।" সত্যানুসন্ধান যাঁহার জীবনের ব্রত, যজন যাজন তাঁহার জীবনে শোভা পায় না। অন্যকে ভজাইতে গেলেই কপটতা ও অসত্য প্রশ্রয় পায়। সত্য-বিচ্যুতি ঘটে এইজন্য যে, উপাসনার ভাষায় অন্যের মনোরঞ্জনের জন্য আত্ম গোপন করিয়া চলিতে হয়। ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম ব্যবসায়ে পরিণত হয় ;—বাহের সহিত মনের সঙ্গতি থাকে না,—কাপট্যের খড়্গে সরলতা খণ্ডিত হয়। অনেক অসংযত ব্যক্তিকে বক্তৃতার ন্যায় সুর করিয়া উপাসনা করিতে শুনিয়াছি,-আজকাল তাহাই নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে—আরাধনা যেন বক্তৃতা বিশেষ হইয়া উঠিয়াছে। কতজনের কত প্রকার সুরসাধন! কিন্তু গিরিশচন্দ্রকে এরূপ কাজে বড় লিপ্ত হইতে দেখি নাই। তিনি উপাসনা করিয়াছেন, কিন্তু সুর করিয়া, বক্তৃতা করার ন্যায় অসংযত বাক্য কখনও বলিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই,—তিনি দেশে দেশে প্রচারার্থ গিয়াছেন বটে, কিন্তু যাহা জীবনে

উপলব্ধি করেন নাই, এমন কোন সত্য ঘোষণা করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। তিনি বাক্যবীর ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন কার্য্যবীর। সাধনার চরম সীমায় উপনীত হইয়া নৈষ্ঠিক জীবন লাভ করিয়াছিলেন;—খাটিতে আরম্ভ, খাটিতে খাটিতেই তদীয় জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ন্যায় লেখনী-সিদ্ধ কর্ম্মবীর মহাজ্ঞানী ঐ সমাজে আর একজন আছেন; কিন্তু তিনি এখনও জীবিত, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা লিপিবদ্ধ করিতে চাহি না। গিরিশচন্দ্র ও তিনি যেন এক পুণ্যতোয়ার দ্বিধারা,—এক রমণীয় উদ্যানের দুই অমৃত ফল। দেখিয়াছি, সম্ভোগ করিয়াছি,— কিন্তু ভাষা পাই না যে সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারি। এই দুয়ের জ্ঞানভক্তিময় কর্ম্মজীবনের সুশীতল পুণ্য প্রবাহ এদেশে অক্ষয় হউক। তাঁহাদের জ্ঞানে অহঙ্কার নাই, প্রেমে কপটতা নাই, চরিত্রে কলঙ্ক নাই, ভক্তিতে উচ্ছ্বাস নাই, বিশ্বাসে কাপট্য নাই—দুই যেন সোণার ছবি। এদেশে ঐ ছবি অক্ষয় হউক।

কেশবচন্দ্র অনেক তপস্যা করিয়া ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের ন্যায়, নববিধানকে এই দেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু নববিধান ব্যর্থ হইত, যদি কোন জীবনে উহা অনুশীলিত বা প্রতিফলিত না হইত। নববিধান ব্যাপ্ত, জমিত, সঞ্চিত, অনুশীলিত, প্রতিফলিত, অনুরঞ্জিত, অনুপ্রাণিত ও সম্যক আচরিত প্রতাপচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্রে এবং আরো কাহারও কাহারও জীবনে। পথিক, ক্ষণকাল দাঁড়াও এবং তত্ত্বকথা শুনিয়া যাও। নববিধান উপেক্ষিত ও উপহসিত হইতে পারিত যদি, প্রতাপচন্দ্র বা গিরিশচন্দ্রের এবং আরো কতিপয় মহাপুরুষের এদেশে অভ্যুদয় না হইত। কেশবচন্দ্রের ভক্তি অনুরঞ্জিত যাঁহাদের জীবনে, তাঁহাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র অন্যতর। বলিতে সঙ্কোচ কি যে, কেশবজীবন এবং নববিধান সার্থক হইয়াছে? নববিধান বাঁচিয়া থাকে যদি, তবে গিরিশচন্দ্র অমর; বাঙ্গালা ভাষা বাঁচিয়া থাকে যদি, গিরিশচন্দ্র অমর; মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র বাঁচিয়া থাকে যদি, গিরিশচন্দ্র অমর; বাঙ্গালা দেশ বাঁচিয়া থাকে যদি, তবে গিরিশচন্দ্র অমর এবং নির্ভয়ে লিখিতেছি, পুণ্য, নিষ্ঠা, বিশ্বাস, ভক্তি, চরিত্র এবং স্বদেশপ্রেম বাঁচিয়া থাকে যদি, তবে গিরিশচন্দ্র অমর! অমর-জীবনের অমর কাহিনী পাঠক নিবিষ্টচিত্তে একবার অধ্যয়ন কর, জীবন সার্থক হইবে।

মহিলার রচনা।

ফুল।

কে তুমি গো বল মোরে
কুসুমের রূপ ধরে
এসেছ অবনী পরে
সুধা গন্ধ মাখিয়া

বল কোন্ শিল্পীকরে
তব রূপ বর্ণিবারে
মোহন তুলিকা ধরে
দিয়েছে গো আঁকিয়া?

পরিয়ে মোহিনী বেশ
ঘ্রাণে মত্ত কর দেশ
করগো দুঃখের শেষ
তব রূপ দেখায়ে।

সুবাসে উন্মত্ত হ'য়ে
মলয় যায় গো ব'য়ে
তব পরিমল ল'য়ে
ধীরে ধীরে বিলায়ে।

তুলি গুণ গুণ রব
ভ্রমর ভ্রমরী সব
সুখে করে পান তব
পরিমল লুটিয়া

নির্জ্জনে গহন বনে
শত তরু-লতা সনে
আনন্দে আপন মনে
থাক তুমি ফুটিয়া

তোমা হেন সুকোমল
তোমা হেন সুনির্ম্মল
কোন্ বস্তু আছে বল
দিব তারে তুলনা!

কামিনী-কুন্তল-শোভা!
মধুকর-মনোলভা!
ভগবতী পদ সেবা
তোমা বিনে হয় না?

কোন্ শিক্ষা দিতে নরে
বলরে প্রকাশ ক'রে
এসেছ অবনী পরে
হেন রূপ ধরিয়া?

দিনেকের তরে হেথা
ঘুচাইয়া মনো ব্যথা
লুকাইয়ে যেথা সেথা
থাক তুমি পড়িয়া

বুঝিবা মানব ভবে
দুই দিন শুধু রবে
হেসে খেলে চলে যাবে
দুদ্দিন না ফুরাতে?

সকলি যে ক্ষণ তরে
অসার পৃথিবী পরে
বুঝি এই শিখাবারে
এস ফুল মরতে!

দিনেকের তরে আসি
অতুল আনন্দে ভাসি
মুছাইয়ে দুঃখ রাশি
যাও তুমি শুকায়ে!

তোমারি মতন হ'য়ে
আপনারে বিলাইয়ে
পর দুঃখ বুকে লয়ে
যাব মোরা লুকায়ে?

শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দেবী।

বিবিধ।

মহিলার পাঠিকাদিগের নিকট বিশেষ ভাবে নিবেদন, যে সকল মহিলা সভা-সমিতিতে বক্তৃতা লিখিয়া পাঠ করেন কিংবা সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখেন, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া মাঝে মাঝে মহিলার জন্য লেখা পাঠাইয়া আমাদিগকে সাহায্য করেন। আমাদের যে কন্যাটীর উপর এত দিন মহিলা লেখার বিশেষ দায়ীত্ব ছিল, তিনি সম্প্রতি বিবাহিত হইয়া বিদেশে গমন করিয়াছেন। নূতন স্থানে নূতন

নূতন অবস্থার মধ্যে স্থির হইয়া না বসিলে, তাঁহার নিকট হইতে কোন লেখা পাইবার আশা করা যায় না। মহিলার এই মাসেই বৎসর শেষ হইল, নূতন বৎসরের প্রথম হইতে নূতন লেখিকাদের লেখা বাহির করিতে চাই। আশা করি আমাদের আশা অপূর্ণ থাকিবে না। আমাদের মহিলার উদ্দেশ্য কি, এবং কি ভাবে ইহা এত বৎসর কার্য্য করিয়াছেন, বোধ হয় পাঠিকাগণ তাহা অবগত আছেন। লেখিকাদের নিকট বিশেষ অনুরোধ, সেই উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়া তাঁহারা যেন প্রবন্ধ লেখেন। মহিলাপত্রিকা খানি শ্রীদরবারের অধীনস্থ পত্রিকা, শ্রীদরবার হইতেই এক জন প্রচারক এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত আছেন, সমস্ত লেখার দায়ীত্ব যখন সম্পাদক মহাশয়ের উপরে রহিয়াছে, তখন সকল লেখাই তিনি দেখিয়া দিয়া থাকেন। প্রবন্ধলেখিকা মহোদয়াগণ যেন এ কথাটি স্মরণে রাখেন। "মহিলা সম্পাদক" কিংবা "মহিলা কার্য্যাধ্যক্ষ" ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট হ্যারিসন রোড ডাকঘর, কলিকাতা এইরূপ ঠিকানা দিয়া যেন পত্র লিখেন।

গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ যেন অনুগ্রহ করিয়া ত্বরায় স্ব স্ব দেয় মূল্য পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করেন। দুঃখের বিষয় অনেকের নিকট ৩। ৪ বৎসরের মূল্য বাকি রহিয়াছে।

আগামী ১৫ই আগষ্ট ৩০শে শ্রাবণ মঙ্গলবার মহিলার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রথম বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইবেক। মহিলার পাঠক পাঠিকাগণ তাঁহার আত্মার সহিত মিলিত হইয়া অর্চ্চনা ও প্রার্থনা করেন এই

২২শে জুন লণ্ডন নগরে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর রাজ্যাভিষেক কার্য্য অতিশয় সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রজাবৎসল সম্রাট তাঁহার সমস্ত প্রজাবর্গের রাজভক্তি সন্দর্শন করিয়া খুবই আনন্দানুভব করিয়াছেন। যে অনন্ত করুণাময় ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সিংহাসনে বসাইলেন, তাঁহারা চিরদিন তাঁহারই পদাশ্রয়ে বাস করিয়া পরম সুখে প্রজাপালন করুন।

বড় সুখের সংবাদ পাঠকপাঠিকাদের বিস্তারিত রূপে দিব মনে করিয়াও এবার দিতে পারিলাম না। যদি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হয় নূতন বৎসরের প্রথমে উহা প্রকাশিত হইবে। আমাদের সাধের ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়টী বার বৎসরের কঠিন পরিশ্রমের পর গবর্ণমেন্টের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের কৃপার চক্ষে পতিত হওয়ায় আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। তাঁহারা কৃপা করিয়া ইহার উন্নতির নিমিত্ত মাসিক ৪২৫৲ টাকা বালিকাদিগের জন্য এবং ৭৫৲ টাকা বয়স্থা মহিলাদের উপদেশের জন্য সাহায্য দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অধ্যক্ষগণ সরকারবাহাদুর হইতে সাহায্য পাইবার প্রত্যাশায়, গত বৎসরের আরম্ভ হইতে উপযুক্ত একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিধারিণী শিক্ষয়িত্রী উচ্চ বেতন দিয়া রাখিয়াছিলেন, বর্ত্তমান বৎসর হইতে সাহায্য পাইবার আশা পাইয়া আর একটী বি,এ, শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। স্কুলের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। "সাধু যাঁহাদের ইচ্ছা স্বয়ং ভগবানই তাঁহাদের সহায়।"

মহিলার ষোড়শ বর্ষের নির্ঘণ্ট।